বীণার ঝঙ্কার

১। গান

২। রঙ্গরস

৩। অভিনয়

৪। আবৃত্তি

৫। নক্সা

পরিবর্দ্ধিত

সপ্তম সংস্করণ

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

মূল্য ২।৹ টাকা।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত
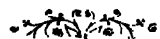
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
বসুমতী-বৈদ্যুতিক-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র

সুহৃদ্‌বরেষু—

সংগীত, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের আপনি চিরভক্ত। সংগীতের জন্য সংগীত-মিত্রালয়, শিল্পের জন্য স্বদেশী মেলা, সৌন্দর্য্যের জন্য প্রাচীন ভাস্করসংগ্রহে আপনি মুক্তহস্ত। সংগীত ও সৌন্দর্য্যকলার সচিত্র নিদর্শন

বীণার ঝঙ্কার

অযোগ্য উপহার হইলেও আপনি গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করিতেছি।

আপনার গুণমুগ্ধ—বন্ধু

মুখবন্ধ

ফুল্লকমলদলবাসিনী, কবিকুলপূজিতা বাগ্‌দেবীর পুণ্যপূর্ণ-অধিষ্ঠানে ভারতী-তীর্থ ভারত পবিত্র; বাণীর বরপুত্রগণের সম্মিলনে সুপবিত্র; বসুমতীর সারস্বত-মন্দির হইতে এই শুভ অবসরে বীণাপাণির লাস্যলীলা-ললিত, মঞ্জীর-ধ্বনি ঝঙ্কৃত, অলক্তকরাগরঞ্জিত রাতুল চরণে বঙ্গকবি-কানন চয়িত পরিমল-বাসিত কুসুম-স্তবক অর্পণ মানসে "বীণার ঝঙ্কারে"র প্রকাশ।

হোম-ধূম-সুরভিত, পুষ্পপরাগরঞ্জিত, বেদগাথা-মুখরিত, বায়ুস্তরে চিরশান্তি পরিমল-বিরাজিত, আধ্যাত্মিকতার তপোবন ভারতে "মা" ঋষিকুল-সংপূজিতা;—তাই ঋষি রসনা-বিগলিত সাম-গানে তপোবনসঞ্চারী সমীরণ তরঙ্গায়িত; বাল্মীকির পূতলেখনীপ্রসূত রামচরিতগীতিতে আসমুদ্র হিমাদ্রি-বিস্তৃত আর্য্যভূমি সংজীবিত, ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের কথামৃতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা ভারতবাসীর মানস জ্ঞানমণ্ডিত হৃদয় পুণ্যধৌত; দেবর্ষি নারদের ভক্তি-উচ্ছ্বাসে ভাগীরথীর উজান; মধ্যযুগে আর্য্যগৌরব ভাস্করের শৌর্য্যবিকিরণে সমুজ্জ্বল হিন্দুস্থানে মা রাজসিক পূজায় প্রসন্না হইলেন, কালিদাসের মানসতন্ত্রে সশব্দে ঝঙ্কার দিলেন; ভবভূতির কুহকবাঁশীর রন্ধ্রে, মধুকর-গুঞ্জনে দেশ আকুল হইল; অমরবন্দিতা বেদপ্রসূতি এখন নব্যবঙ্গের আবেগে বিকম্পিত; সম্ভ্রম, আতঙ্ক, উদ্বেগ-উদ্বেলিত, আশা-উল্লাস-প্রণয়-উচ্ছ্বাসিত কবিতানিকরে হাস্যময়ী, সেই মধুর হাস্যে অনুরঞ্জিত করিয়া, প্রাণে প্রাণে সুধাধারা ঢালিবার জন্য সারস্বত-ভক্তগণের অনুপম রাগিণী-রেষ-সমূহ-সমন্বিত হইয়া "বীণার ঝঙ্কার" সমুদ্ভূত হইল।

* * * * * * *

নবীন সাহিত্য ধীরে ধীরে প্রাচীনের স্থান অধিকারে অগ্রসর; সঙ্গে সঙ্গে রুচি, ভাব, কল্পনার বিপর্য্যয়। করুণাবিগলিত নয়নে গললগ্নীকৃত-বাসে প্রাচীন ভক্তের ভক্তি-উচ্ছ্বাস—

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা,
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দ্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

নব্যকবির আবেগবিহ্বল হৃদয়ের ব্যঙ্গস্তুতির প্রীতিভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—

"হে বরবর্ণিনি! বাতিল ও নামঞ্জুর—
ইন্দু-কুন্দ-তুষার-কুমুদ-শুভ্রকান্তি—
উপমিত চিরকাল; এ যে নব যুগ!
নব যুগে নব ভাব, নূতন উপমা;
কালিদাস-বিজয়িনী, কবি-কুঞ্জবনে—
ফুলকুল-চূড়া!—শুভ্রবিভা হেরি তব
লাজে ফাটে হংস-ডিম্ব; হংস-বংশ তাই
ডোবা-শোভা ধরাতলে করে প্যাঁক্ প্যাঁক্।
ব্রহ্মলোকে তাই হংস-বাহন ব্রহ্মার
যিনি তব পিতা! দধি দুগ্ধ চুণকাম
পরাজিত তব রূপে! দিব্য ক্ষৌমবাস
বকশুভ্র, যেন পার্চ্চমেণ্ট। কণ্ঠে দোলে
গজমতিহার, উষ্ট্র-পক্ষি-ডিম্ব যেন!
কর্ণে রাজে কর্ণ-পুষ্প যেন 'ম্যাগ্নোলিয়া'
রতনের;—অধীর মঞ্জীর বাজে মৃদু—
মঞ্জুভাষে রাতুল চরণে—পিয়ানোর
ধ্বনি বিনিন্দিয়া! কি অপূর্ব্ব ছটা তায়

তোমার বেড়িয়া বাণী—যেন গো 'অরোরা'
মেরুদেশে চির-জ্যোৎস্না! অনাহত-ধ্বনি
উঠিছে বীণায় তব, 'গ্রামোফোন' যথা—
পরম কৌতুকে বাজে কলের কৌশলে!"

মানসী প্রতিমা ধ্যানে দর্শনে, পুলক-স্পন্দন-বিকম্পিত, মানস তন্ত্রে সুমন্দ্র ঝঙ্কার,—

"বিশ্ব-বিমোহন মুখ কবিতার খনি।
মৃদু মৃদু ফোটে তায় সঙ্গীতের ধ্বনি॥
ঢল ঢল নেত্র-পথে উজ্জ্বল কজ্জল।
প্রবাল অধরে চারুকলা ঢল ঢল॥
আলস্যে ললিত-লাস্য, হাস্যে নাট্যচ্ছল।
পীযূষ-পূরিত স্তনে মুক্তা দলমল॥
কভু করে বীণা বাজে, কভু পুঁথি রাজে!
সিতাঙ্গ শোভিয়া সূক্ষ্ম সিতবাস সাজে॥
বঙ্কিম-ভঙ্গিম ঠাম, বেণী দলমল।
অমল কমলে ধরা চরণ-কমল॥
কবি-মনোবিনোদিনী রাখ বাণি পায়!
মানসে কল্পনা দাও, মধু রসনায়॥"

প্রাচীনে নবীনে, উজ্জ্বলে মধুরে, কোমলে করুণে, সম্মোহনে বিবর্জনে, শান্তে গম্ভীরে সম্মিলনে ভাবরত্নরাজির স্ফুটতর দীপ্তির তন্ময়ত্ব "বীণার ঝঙ্কারে" সুপ্রচ্ছন্ন!

* * * * * * *

প্রাচীন যুগের ঋষিরচিত আধ্যাত্মিকতা-সুরভিত, মহাকাব্যের অমৃতোপম মধুরাস্বাদন হৃদয়োন্মাদকর, চিত্তপ্রসাদন ও জাতীয়গর্ব্বের উত্তেজক; জগতে কোন জাতীয় ভাণ্ডারে এমন অমৃত নাই। সেই মহা

কাব্যের গগনস্পর্শী সৌধশিখর হইতে অবতরণ করিয়া আবার যখন মকরন্দগন্ধমদির কাব্যকাননে প্রবেশ করি, তখন কালিদাসের লেখনী-প্রসূত কমনীয় মেঘদূতের বিরহশ্বাস, কুমারের সুকুমার ছন্দোমাধুরী, আকুল-কুন্তলা শকুন্তলার শৈবালমণ্ডিত-শতদলোপম নগ্নসৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে, আনন্দে, জাতীয় গরিমা-বিকার-গর্ব্বে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে ; কখনও বা নৈষধের নিরুপম সুধাবর্ষণে শ্রীহর্ষ হর্ষের প্রস্রবণ সৃষ্টি করেন, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-কবি ভবভূতির অদ্ভুত ইন্দ্রজাল তমসাতীরে ছায়াময়ী সীতাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া, মালতী-মাধবের মধুময় প্রণয়-কূজন শুনাইয়া প্রাণ আমোদিত—মদবিহ্বল করে। শ্রান্তিহীন, ভ্রান্তিপ্রদ, সুখসূচক এ চরণ, – আবার আমার স্বগৃহে কমলকুটীর বঙ্গে দেখি, অজয়তীরে কেন্দুবিল্বগ্রামে যশেন্দুহারভূষিত বঙ্গের কবিকুলরঞ্জনক শ্রীজয়দেব ললিতলবঙ্গলতা-পরিমল-বিনিন্দিত ছন্দে ‘স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্’ লিখিয়া রাধানাথের জগন্নাথ ভাবে বিভোর কবি লেখনী বন্ধ করিয়াছেন, আর স্বয়ং শ্রীমাধব আসিয়া স্বীয় রক্তোৎপলকমল-করে “দেহি পদপল্লবমুদারম্” বর্ণমালায় বিন্যস্ত করিয়া প্রেমিক ভক্তকে প্রসন্ন ও আশ্বস্ত করিলেন। সেই শ্যামপ্রেম মন্দাকিনী-লহরলীলায় স্পন্দিত হইল বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের প্রেমদ্যুতি। ক্রমে আসিলাম খাঁটী বাঙ্গালায়—যেখানে সারস্বত-রঙ্গালয় আলো করিয়া বসিয়া আছেন,—ছত্রশিরে কাশীরাম, কৃত্তি-বাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, দেবকণ্ঠ রামপ্রসাদ, দাশরথি রায়, কেতকী-দাসাদি বঙ্গের কবিগুরুগণ যাঁহাদিগের চরণামৃত পান করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গের রঙ্গলাল, বঙ্কিম, মনোমোহন, দীনবন্ধু প্রভৃতি আচার্য্য ; চিরদীপ্ত, রসলিপ্ত ঈশ্বর গুপ্ত, সুপ্তপ্রায় বঙ্গবাসীকে রসের ছড়ায় তৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

সুলভ-গ্রন্থপ্রচার-মহাব্রত অবলম্বন করিয়া সভয়ে বহু আয়াসে বহু ব্যয়ে সুধীমণ্ডলীর সাহায্যে “বসুমতী” উপনিষদ্, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস, জয়দেব, বৈষ্ণব কবিগণ ও ভারতচন্দ্র

হইতে বর্ত্তমান বঙ্গের সমগ্র সুপরিচিত কবিগণের কাব্যপ্রসাদী বঙ্গের গৃহে গৃহে যথাসাধ্য বণ্টন করিয়াছে। ললিত-সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশের জন্য এই 'বীণার ঝঙ্কারের' প্রকাশ।

* * * * * * *

প্রাচীন ভারতীয় প্রকৃতিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রবল, আধুনিক মানব শিক্ষান্ধ কৃত্রিমভাবে মুগ্ধ। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর কবিত্ব নীরস, কষ্টকল্পিত, শব্দ প্রহেলিকায় ভাবচ্ছটা-সমাচ্ছন্ন, কৃত্রিমভাবের আলয়! প্রাথমিক কবির উদার সরল-হৃদয় প্রকৃতির মধুময় রঙ্গভূমি! অনন্ত সমুদ্রের দিক্‌চক্রবাল সীমাতীত নীলিমা, অসীম নীলাকাশের দৃষ্টিপ্রতিঘাতী বিস্তৃতি, নিবিড় অরণ্যের মহান্ স্তব্ধভাব, অভ্রভেদী পর্ব্বতের শান্তিপূর্ণ বিশাল বপু, গিরি-নির্ঝরের হৃদয়মত্তকারী ঝর্ঝরধ্বনি, তানতরঙ্গিণী গিরিগুহার প্রতিধ্বনি, উচ্ছ্বাসময়ী নদীসমূহের অর্দ্ধস্ফুটসঙ্গীত, বন-বিহঙ্গের মর্ম্মস্পর্শী সোহাগ কূজন প্রাচীনেরাই উপভোগ করিতেন। আমরা শোভা দেখি, সঙ্গীত-লহরীর প্রশান্তধ্বনি শুনিয়া আনন্দিত হই, কিন্তু অরণ্যাশ্রমী ফলমূলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক ঋষিগণের বিশ্বব্যাপী হৃদয় কি তাহাতে শান্ত হয়? যে হৃদয় প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হইতে বর্ষার ভেকের ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠিত, সুপ্রকাণ্ড হিমাচলের চির-তুষার-মুকুটিত শুভ্রশিখর হইতে ভ্রমরগুঞ্জন—প্রাতঃসূর্য্যের বিকাশ পর্য্যন্ত যে প্রাণকে আত্মহারা করিত, তাহা কি কেবল সৌন্দর্য্যদর্শনে—গীতি-উল্লাসে তৃপ্ত হয়? আমরা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করি, তাঁহারা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতেন। আমরা সুমধুর ধ্বনি শুদ্ধ শ্রবণ করি—ঋষির প্রাণ বিষ্ণুপদ-নিঃসৃত নির্ম্মলসলিলা সুরধুনীর ন্যায় আর্দ্র হইয়া সঙ্গীত-তরঙ্গে মিশিয়া যাইত, তাঁহারা আনন্দ-পুলকে প্রমত্ত হইয়া আনন্দময়ের ধ্যানে জ্বালাময় সংসারকে আনন্দধাম করিয়া তুলিতেন। আত্মত্যাগে সুরঞ্জিত মলিনতা-বিধৌতকারী সে সঙ্গীতের উজ্জ্বল তরঙ্গে আত্মব্যাপ্তি—বিশ্বপুরুষের চিরন্তন প্রেমমঙ্গল-কীর্ত্তন! সেই

নির্ম্মল আনন্দ উচ্ছ্বাসের স্তরে স্তরে বিশ্ব-হিতৈষণা—মানব-কল্যাণের অমৃতময় চিরন্তন প্রবাহ ;—

"যে সঙ্গীতধ্বনি প্রশান্ত লহরী,
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি।
কাঞ্চন কি কাম, কিংবা যশো-আশ,
পশিতে না পারে কভু যার পাশ,
যথা সত্য জ্ঞান আনন্দ ত্রিবেণী।
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি॥
উঠাও সন্ন্যাসী উঠাও সে তান ;
গাও, গাও, গাও, গাও সেই গান,—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির এই মহান্ ভাবপ্রবাহ প্রাচীন বেদ-গাথায় সম্মোহকভাবেই সমাহিত। বর্ত্তমান যুগের উদ্বেগ-প্রশমন আত্মবিনোদনের সকরুণ উচ্ছ্বাস, প্রীতি-সমবেদনা চন্দনসুরভিত প্রেমাশ্রুশিশিরসিক্ত প্রফুল্ল কমলদল হইতে পারে, কিন্তু জগন্মঙ্গল গীতি—ভ্রাতৃসম্মিলনে মাতৃ-আবাহন-উচ্ছ্বাসের পদরেণু স্পর্শনের যোগ্য নহে। "বীণার ঝঙ্কার" হবির্গন্ধ-সুরভিত সাহিত্যতপোবনের অগুরুসৌরভপূত মন্দারদাম না হইলেও, লালসার পূতিগন্ধ-কলুষিত কিংশুকগুচ্ছ নহে। অনন্ত সৌন্দর্য্য-শালিনী রস-ভাব-মধুরা বাসনা-কামনাময়ী প্রকৃতির উপাসনা না হইলেও সেই বিশ্বপ্রকৃতির মাধুরী-প্রতিমার পূজা!

* * * * * * *

যাঁহাদের জীবন ভারতের গৌরব-অলঙ্কার, যাঁহাদের প্রাণে কবিত্ব, কার্য্যে ন্যায়শাস্ত্র, সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণই ভারতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা বলিলে

ভুল হইতে পারে, আবিষ্কর্ত্তা! এ দেবদুর্ল্লভ ধন মানবে সৃষ্টি করিতে পারে না, এ যে মন্দাকিনী-ধারা! অনন্ত বিশ্বে যাঁহার মহিমা—যাঁহার প্রতিচ্ছন্দে গ্রহনক্ষত্ররাজি বিরাজমান, সেই দেবাদিদেব আদিকবি বিশ্বপতি কৃপা করিয়া এ পূতধারা কোনও কোনও সৌভাগ্যবানের মস্তকে বর্ষণ করেন, সেই পুণ্যবানের নিজ হৃদয়ের মাধুর্য্যভারে চন্দনকাষ্ঠের মত ধূপ-সৌরভে পুড়িয়া পুড়িয়া যে মাধুর্য্য ছড়াইয়াছেন, তাহার সমন্বয়ে—"বীণার ঝঙ্কার"!

* * * * * * *

পৃথিবীর সভ্যতার শৈশবযুগের মানবকল্পনার ইতিহাসের প্রশান্ত বক্ষের রক্তিমরাগ-বিবস্বান্ ভারতীয় সৌভাগ্য-সূর্য্যের প্রখর করমালা এখন দৃষ্টিপ্রতিঘাতী! ভারতের সেই ভয়ঙ্কর (?) মাহাত্মশালী অতীতের স্মৃতিপূর্ণ পরিব্যক্ত এই বিশাল রঙ্গভূমি ত সঙ্গীতের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অবিনশ্বর চিহ্ন। হইতে পারে, আজ প্রতীচী বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, গণিত, ভেষজ-চর্চ্চায় প্রাচীন ভারতকে সুদূর-পরাহত করিয়াছে, কিন্তু আর্য্য-ঋষির সুপবিত্র অবদান ভারতীয় সঙ্গীত শত সহস্র বিপ্লবের মধ্যে—লক্ষ পরিবর্ত্তনের ঘোর অবনতির দুর্গতির মধ্যে—আত্মজ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া, ধীর—স্থির অথচ নিশ্চিন্তগতিতে শত লাঞ্ছনা সহিয়া, শত শত বিঘ্নবাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। পূজ্যপাদ ঋষির শুভাশীর্ব্বাদ সগৌরবে মস্তকে ধারণ করিয়া, কবিত্বের মন-মাতোয়ারা ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া, বিশ্ববিজয়ী হইয়াছে। পৃথিবীর সমগ্র সুসভ্য দেশের সঙ্গীতশাস্ত্র ভারত-সঙ্গীতের নিকট পরাজিত।

বিজয়-সাফল্যের—আত্ম-গৌরবের অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়াও ঋষি-চর্চ্চিত বিশ্ব-আমোদিনী এই সম্মোহক-বিজ্ঞান শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষিত, বিলাস-মগ্ন হইতে ভাবুক শোকার্ত্তকেও তৃপ্তি-প্রদানে বঞ্চিত করে না। আবার এই দুরূহ বিজ্ঞান মধুময় কল্পনার সাহায্যে সর্ব্বজনমনোরম :—

সপ্তস্বরের সাতটি নামের উৎপত্তি।—

ষড়্জ—ময়ূরের কেকা রব হইতে।

ঋষভ—বৃষভের ধ্বনি হইতে।

গান্ধার—ছাগের শব্দ হইতে।

মধ্যম—ক্রৌঞ্চের রব হইতে।

পঞ্চম—বসন্ত-কোকিলের স্বর হইতে।

ধৈবত—অশ্বের হ্রেষা হইতে।

নিষাদ—হস্তীর আরাব হইতে সৃষ্ট।

"বীণার ঝঙ্কার" সপ্তস্বরে সাধা কবিকুঞ্জের মোহন বাঁশরীর অনুপম রেষ; অর্কিট-কুঞ্জের কাকুনী কবির কমকরের ক্ল্যারিওনেট হইতে তাল-তমাল-বন-রাজিনীলা শ্যামায়মান বিরাম আলয়ের প্রাচীন কবির বীণার ঝঙ্কারে সমন্বিত। কবির বাঁশরীর যে রন্ধ্র-ঝঙ্কার অতি অনুপম, তাহাই সযতনে "বীণার ঝঙ্কারে" সমাহিত।

* * * * * * *

মৃদুভাষিণী আশা আশ্বস্তস্বরে ধীরে বলে, "বীণার ঝঙ্কার" নূতনত্বে পূর্ণ না হইলেও মনোহারিত্বে অতুলনীয়; কম-কর-অঙ্গুলী-সঞ্চালিত বিজলীতরঙ্গিত বীণার মাধুরী ঝঙ্কার অথবা অরুণ-রাগ-রঞ্জিত বিম্বোষ্ঠ বিনির্গত পঞ্চম-স্বরোদিত ফুৎকারে আকুলিত প্রতিধ্বনি বিলোড়নের অভাব না হইলেও শুদ্ধ রাগিণীর মনমাতোয়ারা ক্লারিওনেট, হারমোনিয়মের ঝঙ্কার রেষ আছে পর্য্যাপ্ত।

* * * * * * *

প্রাচীন যুগে যখন ঋষিমুখে "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা" বাক্য বিঘোষিত হইয়াছে, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অপ্সরা-গীত, রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের

মুখে রাধাপ্রেমের সাধা বাঁশরীর অনুপম উন্মাদনা রেষ, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ-সভায় প্রভাতফুল্লকুসুম-যুগলবৎ কুশীলবের বাল-কণ্ঠের বিগলিত করুণা-মাধুরী ঝঙ্কার, বিরাটরাজের শুদ্ধান্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যা লোকললামভূতা গৌরবিণীগণের অসঙ্কোচে সঙ্গীতশিক্ষা প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়াছি—সমুজ্জ্বলা বর্ণনালীলা অনুভূতির সহিত মিশাইয়া সে ভক্তিপ্লুত মানসমনোমোহন সুচিত্রনিচয় সযতনে নিজ স্মৃতির প্রকোষ্ঠে প্রতিবিম্বিত করিয়াছি;—তাহা ভুলিবার নহে, কল্পনারঞ্জিত সেই সুপবিত্র সৌন্দর্য্যচিত্র স্পর্শ করিবার শক্তি ভ্রান্তির নাই। কিন্তু কালিদাসের মত কবি, জয়দেবের মত ভক্ত, তানসেনের মত সঙ্গীতবেত্তার স্মৃতি-চিত্র ভারতে এখন দুর্লভ; বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে সে অভাব অনুভব করে; সেই জন্য "বীণার ঝঙ্কার" কেবল নব্যরুচি-সুসঙ্গত, সুরসিক প্রেমিকের চিত্তবিভ্রম নহে---বঙ্গরঙ্গমঞ্চদীপ, কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রিয় উপাসক, উপাসিকার স্মৃতি-গৌরবে—গৌরবময়!

* * * * * * *

গুপ্ত কবি গাহিয়াছিলেন, "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা!" কথাটি বড়ই ঠিক! বাঙ্গালার আর যা যাবার গিয়াছে, যায় নাই কেবল রস; বাঙ্গালার মাটীতে রস, বাঙ্গালীর প্রাণে রস, বাঙ্গালীর চোখে রস; কেন না, অন্নের কাঙ্গালী বাঙ্গালীও পরের বেদনায় গল্পের করুণ কথায় কাঁদে,—আর বাঙ্গালী যদি প্রাণ খুলিয়া খাঁটি বাঙ্গালা কথা কয়, সে কথায়ও রস থাকে। সেই রসপিপাসু বাঙ্গালী কেবল খেজুররস কাঁচা পান করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাকে ঈষৎ তপ্ত করিয়া তাতারসির ভারে রসনার তৃপ্তিসাধন করে। সুধাপানে সুধার পিয়াসা আরও বাড়িয়া উঠে, তখন তাতারসিকে ঘন করিয়া পয়ড়া, পয়ড়ার জমাটে নলিন, ক্রমে গুড় হইতে চিনি, আবার সেই চিনি হইতে রস; সে রসে রসগোল্লা ভাসে! বাঙ্গালী ছাড়া রসগোল্লা-পানতুয়ার তার আর কে বোঝে? কাব্য-রস

লইয়া মোদকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, প্রাণের স্বদেশী বাঙ্গালী ভাই! আমরা কি ইহা দ্বারা তোমার রসনার তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিব? তবে —ভরসা, অনেক সুধাপাত্র সংগ্রহ করিয়াছি, আমরা পরিবেশনকারী মাত্র! আমাদের এ বীণায় অনেক রসের তার খাটান আছে। একটা না একটার ঝঙ্কারের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের সুর মিলিয়া যাইবেই যাইবে। কর্ম্মক্লান্ত দেহমন লইয়া তোমার জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে যখন একটু বসিবার অবসর পাইবে, তখন একবার আমাদের এই বীণার তারগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিও, সে তোমায় কত ভালবাসার কথা বলিবে;— কিংবা যখন বিরহ-বিধুর প্রাণ লইয়া প্রবাসে প্রাণের সঙ্গিহীন, তখন আমার এই বীণাটি একবার নাড়িও চাড়িও—যখন সংসারমণ্ডলে চক্র ঘুরাইয়া মনে করিবে, তোমার আপনার আর কেহ নাই, তখন আমার এই বীণা মধুর ঝঙ্কারে তোমায় মায়ের নাম শুনাইবে, হরিনাম শুনাইবে। তোমার মুহ্যমান প্রাণ যখন অবসাদে বিকল হইবে, তখন কত আশার কথা আমার এই বীণা তোমার কানে কানে বলিয়া দিবে! যখন এইরূপ বাসন্তী নিশায় প্রমোদ-পরিচিতগণের সঙ্গে উৎফুল্লমনে ললিতালাপে প্রমত্ত প্রাণে কি করি কি করি ভাবিবে, তখন দেখিও, আমার এই বীণা কত হাসির কথা কহিতে জানে, কত রঙ্গের তরঙ্গ তুলিতে পারে, কত স্বর্গীয় গীতে চিত্ত মাতাইয়া দিতে পারে। কত কিন্নরকণ্ঠ গায়ক, নিজ নিজ পরিচায়ক স্বরলহর ব্যোমরাজ্যে রাখিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধুরালাপ এ বীণায় কত গীতে বিজড়িত, তাহাও দেখিবে। আবার যে সকল কলাবতী-কলাবানের সুললিত তান এখনও প্রাণ বিগলিত করিতেছে, তাঁহাদেরও স্মৃতি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের এই বীণার তারে তারে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। আবার কত সুদক্ষ অভিনেতার জলন্ত প্রতিমালা প্রতিরব, কত রসিক রঙ্গাজীবের জীবন্ত রসাভাস এই বীণার ঝঙ্কারে মুখরিত

হইবে। "বীণার ঝঙ্কার" অবসাদে শান্তি-উদ্দীপক, নৈরাশ্যে প্রবোধ-দাতা, কারুণ্যে অশ্রুবাণী, প্রেমালাপে হাস্য-প্রস্ফুটিতাধর বসন্ত-সখা, প্রমোদে প্রাণের বন্ধু।

* * * * * * *

বীণার ঝঙ্কার কেবল কাব্যচিত্রে পূর্ণ নহে—আলেখ্যচিত্র-বাহুল্যেও পরমৈশ্বর্য্যবান্। ইহা ষড়রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সুচিত্র এবং প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বিবিধ চিত্রে সুরঞ্জিত।

* * * * * * *

ভারতে লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতবিদ্যার উদ্ধারকল্পে সর্ব্বস্বপণ, অনুশীলনে ঋষিপ্রতিম রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় বহু মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিয়া যে ধ্যানগঠিত মূর্ত্তি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়া উজ্জ্বলে-মধুরে—সকরুণে-সম্মোহনে—মিশাইয়া রাগ-রাগিণীর চিত্র প্রতি-ফলিত করিয়াছিলেন, সুপ্রচারের প্রভাবে সেই মোহনীয় চিত্রমালা নিভৃত বঙ্গ-পল্লীর রঙ্গকক্ষেও বিরাজিত হইবে।

* * * * * * *

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁহার এই বীণার ঝঙ্কারের প্রথম সংস্করণের একটি মুখবন্ধ লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু আমি একে স্বভাবতঃ দীর্ঘসূত্রী, তাহার উপর এই সময়ে আমার নিজের অর্থকর কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে যে, পুস্তকখানি সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হইবার পরেও আমি তাহার ভূমিকা লিখিবার উদ্দেশে 'শ্রীদুর্গা' কাঁদিতেও পারি নাই; এমন সময় উপেন্দ্রবাবুর কার্য্যকুশল পুত্র শ্রীমান্ খোকাবাবু নিজে একটি ভূমিকা লিখিয়া আমাকে শুনাইতে আসেন, মনে মনে অভিপ্রায়, আমাকে ঐ জালে জড়াইয়া একটি নূতন কোরা ভূমিকা লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু আমি জালে জড়াইয়া পড়িলাম বটে,

তাহা অন্তররূপে। খোকার ভূমিকাটি আমার এত মিষ্ট লাগিল যে, আমি সেই রসের কড়া আর না নামাইয়া, সেই জ্বালে সেই পাকেই মাত্র একটু তাড়ু নাড়িয়া দিলাম। খোকার 'অমৃতং বালভাষিতম্' আর আমার 'বৃদ্ধস্ত বচনং গ্রাহ্যং' এই দু'য়ে মিলিয়া কি রকম চিটে নলিন গুড় হইল, আস্বাদন করিয়া দেখিবেন।

প্রথম সংস্করণ সরস্বতী-পূজা,	১৩১৯	শ্রীঅমৃতলাল বসু
দ্বিতীয় সংস্করণ শিবরাত্রি,	১৩২০	
তৃতীয় সংস্করণ বড়দিন,	১৩২৪	
চতুর্থ সংস্করণ শিবরাত্রি,	১৩২৫	
পঞ্চম সংস্করণ বড়দিন,	১৩২৭	
ষষ্ঠ সংস্করণ শিবরাত্রি,	১৩২৮	
সপ্তম সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) রথযাত্রা	১৩৩১	

শ্রী
-কমলেষু—
সু—
করকমলে আমার
হৃদয়ের গভীর নিদর্শন স্বরূপ
এই বীণার ঝঙ্কার পুস্তকখানি
সাদরে অর্পণ করিলাম।
শ্রী

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

ঈ

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

বিষয়	পৃষ্ঠা

খ

গ

য

রঙ্গ-রহস্য ।

অভিনয় ।

আবৃত্তি ।

নক্সা

চিত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

গায়কগণ

৺লালচাঁদ বড়াল
শ্রীযুত অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়
" সত্যভূষণ গুপ্ত
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" দ্বিজেন্দ্র নাথ বাগচী
" হরিদাস মুখার্জ্জী
" মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
" মন্মথ রায়
" বিজয়গোপাল লাহিড়ী
" ঘনেন্দ্রনাথ বসু
" পুলিনবিহারী মিত্র
" রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" জহরলাল দত্ত

শ্রীযুত অঘোরলাল দে
৺অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" রাধাগোবিন্দ গোস্বামী
" কে, সি, চক্রবর্ত্তী
" প্রবোধ সেন
" শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাষ্টার জে, এন বসু
শ্রীযুক্ত এস, দাস
" বলাইদাস শীল
" রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" কে মল্লিক
৺অনন্ত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ সেন
" হেমচন্দ্র সেন
" কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

]

শ্রীযুত এস, কে মজুমদার
" বঙ্কু বাবু
" এন, সি নন্দন
" স্ফুটবিহারী মিত্র
" মন্মথ দত্ত
" নিকুঞ্জবিহারী দত্ত
" বিশ্বনাথ রাও
" রোহিণীকুমার রায়
" অনুকূল দাস
" প্রফেসর পি, এন, রায়
" প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুত মিস দাস (এ্যামেচার.).
" আর, এম, চাটার্জ্জি
" জে. কে. রক্ষিত
" পি মল্লিক
" ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুত সর্ব্বাধিকারী
" গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
" শশীভূষণ দে
" অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী
" জি, সি, শ্রীচন্দন
" রমণী মোহন চট্টোপাধ্যায়

গায়িকাগণ।

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী দাসী।
" বেদনা দাসী।
" বিনোদিনী দাসী।
" ফণিবালা দাসী।
" বসন্ত বাইজী।
" ঊষাবালা দেবী।
" মানদাসুন্দরী দাসী।
" ব্রজবালা দাসী।
" কমলা দাসী।
" কিরণশশী।
" কৃষ্ণভামিনী দাসী (ভোঁদা)
" কুসুম বাইজী।

শ্রীমতী জ্ঞানদা বাইজী
" নর্ত্তকী গহরজান।
" থাকমণি দাসী।
" নগেন্দ্রবালা দাসী।
" ননীবালা দাসী।
মিস্ কুমুদিনী মিস দাস।
মিস ইন্দুবালা।
মিস্ কিরণ।
মিস্ কুসুমকুমারী,
মিস্ প্রফুল্ল দাসী
মিস্ রাধারাণী।
মিস্ বল্লা কিরণ।

সূচীপত্র সমাপ্ত

ছয় রাগ—ছত্রিশ রাগিণী

শ্রীরাগঃ।

লীলাবিহারে বনান্তরালে, চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ, শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥

দিব্যমূর্ত্তিধারী বিলাসবেশী শ্রীরাগ স্বীয় স্ত্রীগণের সহিত প্রমোদকাননে বিহারার্থ প্রসূনচয়ন করিতেছেন। কবীন্দ্রগণ শ্রীরাগের এইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীপত্নী মালবশ্রী।

রক্তোৎপলং হস্ততলে নিযুক্তং, বিভাবয়ন্তী তনুদেহবল্লী।
রসালবৃক্ষস্য তলে নিষণ্ণা, স্তোকস্মিতা সা কিল মালবশ্রীঃ ॥

ক্ষীণাঙ্গী মালবশ্রী আম্রবৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া স্বকর-ধৃত রক্তোৎপলে চিন্তামগ্না দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মধ্যে মধ্যে মৃদু হাস্য করিতেছেন।

বীণার ঝঙ্কার

শ্রীপত্নী ত্রিবণী।

রম্ভায়াস্ত তরোর্ম্মূলে নিষণ্ণা পীতবর্ণভাক্।
তন্বঙ্গী হারসংযুক্তা প্রিয়েণ ত্রিবণী মতা ॥

তন্বঙ্গী, পীতবর্ণা ও হারশোভিতা ত্রিবণী নিজ কান্তের সহিত রম্ভাতরু-তলে উপবিষ্টা আছেন।

শ্রীপত্নী গৌরী।

গজেন্দ্রমুক্তাকৃতচারুহারা, ময়ূরপিচ্ছাঙ্কিতশুদ্ধবেশা।
মাল্যানুলেপাঙ্কিতচারুগাত্রী, পূর্ণেন্দুবক্ত্রা সুভগা চ গৌরী ॥

পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, সৌভাগ্যবতী, গজমুক্তাহারধারিণী, প্রফুল্লকুসুমমাল্য-সুশোভিতা, চন্দনপ্রলিপ্তদেহা ও ময়ূরপুচ্ছবিনির্ম্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা গৌরী মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীপত্নী বরাটী।

বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী, সুকঙ্কণা চামরচালনেন।
কর্ণে দধানা সুরবৃক্ষপুষ্পং, বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাটী॥

সুকেশী বরাঙ্গনা বরাটী হস্তে কঙ্কণ ও কর্ণে পারিজাত-কুসুম ধারণ করিয়া চামর-ব্যজন দ্বারা নিজ পতিকে প্রমোদিত করিতেছেন।

শ্রীপত্নী ভূপালী।

স্বনায়কে পুষ্পগণং ক্ষিপন্তী, সুশোভমানা বরকামিনী চ।
উল্লাসিতা প্রেমমদাকুলাক্ষী, ভূপালিকা সা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ॥

স্বর্ণবর্ণা পূর্ণযৌবনশালিনী ভূপালী উল্লসিত হইয়া প্রেমমদাকুলনেত্রে লীলাভরে স্বীয় পতিদেহে প্রফুল্ল পুষ্পনিচয় নিক্ষেপ করিতেছেন। কবীন্দ্রগণ ভূপালীর এই প্রকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীপত্নী কল্যাণী।

কান্তানুরক্তা মৃদুভাবযুক্তা, ব্যাঘূর্ণিতাক্ষী মৃদুগৌরদেহা।
নটাখ্যরাগস্য বিলাসিনী সা, কল্যাণিকেয়ং কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥

গৌরবর্ণা, কোমলাঙ্গী, বিলাসপ্রিয়া, কান্তানুরক্তা, অতিমৃদুভাবযুক্তা, নটাঙ্গনা কল্যাণী ঘূর্ণিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে সাকাঙ্ক্ষ দৃষ্টি করিতেছেন। কবীন্দ্রগণ কল্যাণীর এইরূপ রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

বসন্তরাগঃ।

চূতাঙ্কুরৈণৈব কৃতাবতংসো, বিঘূর্ণমানারুণপদ্মনেত্রঃ।
পীতাম্বরঃ কাঞ্চনচারুদেহো, বসন্তরাগো যুবতীপ্রিয়শ্চ ॥

স্বীয় কুঞ্চিত কুন্তলে ফুলচূতাঙ্কুর ধারণ করিয়া স্বর্ণকান্তি, যুবতীপ্রিয়, পীতাম্বরধারী, পদ্মনেত্র বসন্তরাগ ঘূর্ণিতমদিরাকুল-নেত্রে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

বসন্তপত্নী হিন্দোলী।

কান্তা কৃশাঙ্গী পরিশুদ্ধভাবা, কান্তাননেন্দূজ্জ্বলদৃষ্টিপাতা।
কপোতকান্তিঃ কলকণ্ঠনাদা হিন্দোলিকেয়ং কথিতাতিমত্তা॥

হিন্দোলী কৃশাঙ্গী, দেখিতে অতিশয় কমনীয়া, বিশুদ্ধভাব-পরিপূর্ণা ও মত্তস্বভাবা। ইঁহার বর্ণ কপোতের ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর বসন্ত-বিজনের উন্মত্তকোকিলের ন্যায় অতিশয় মধুর। তিনি স্বীয় স্বামীর পূর্ণেন্দুশুভ্র বদনের প্রতি সাকাঙ্ক্ষ প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

বসন্তপত্নী গুর্জ্জরী।

মধ্যে নিষণ্ণা মৃদুপল্লবানাং, শ্যামদ্যুতির্মন্মথভাবযুক্তা।
বিচিত্রপুষ্পাঙ্কিতচারুতল্পা, প্রেমাভিলাষা খলু গুর্জ্জরীয়ম্।।

শ্যামবর্ণা, মদনবিহ্বলা, প্রেমাভিলাষিণী গুর্জ্জরী বিবিধ বিচিত্র পুষ্পাঙ্কিত কোমল পল্লবাস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন।

বসন্তপত্নী মালবী।

বিয়োগদুঃখেন বিধুসরাঙ্গী, চিরং প্রিয়ধ্যানবিনিদ্রনেত্রা।
কামৈকচিত্তা স্ফুটগৌরকান্তিঃ, সা মালবী সংকথিতা কবীন্দ্রৈঃ

নির্ম্মল-গৌরবর্ণা মালবী পতিবিরহ-দুঃখে ধূলিধূসরগাত্রী হইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে বিনিদ্রিতনেত্রে পতিধ্যানে নিমগ্না আছেন। কবীন্দ্রগণ মালবীর এইরূপ রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

বসন্তপত্নী পঠমঞ্জরী।

নেত্রাম্বুধারাঙ্কিতচারুদেহা, বিয়োগদুঃখানতচন্দ্রবক্ত্রা।
চিরং প্রিয়ধ্যানরতা সুদীনা, মুহুঃ শ্বসন্তী পঠমঞ্জরীয়ম্॥

পঠমঞ্জরী বিরহযন্ত্রণায় চন্দ্রবদন আনত ও নয়নজলে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া অতি দীনভাবে বহুক্ষণ স্বামিচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

বসন্তপত্নী সাবেরী।

চিত্রাংশুকাবদ্ধগজেন্দ্রমুক্তা, প্রসন্নহাসা মৃদুগৌরগাত্রী।
স্বলঙ্কৃতা বর্হিশিখণ্ডহস্তা, সাবেরিকা মেঘবরাঙ্গনা সা॥

বিচিত্রবসনা. অতি কোমলাঙ্গী, গৌরবর্ণা, নানালঙ্কারভূষিতা, মেঘাঙ্গনা সাবেরী গলদেশে গজমুক্তার হার ও হস্তে একটি ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া অতি প্রসন্নভাবে হাস্য করিতেছেন।

বসন্তপত্নী কৌশিকী।

বিচ্ছেদভীতা দয়িতেন সার্দ্ধং, রক্তেক্ষণা স্বেদযুতাননেন্দুঃ।
শ্যামা সুবেশা ললিতাঙ্গযষ্টির্মুহুর্ভ্রমন্তী খলু কৌশিকীয়ম্॥

শ্যামাঙ্গী, সুবেশধারিণী, কোমলগাত্রী, রক্তনয়না, স্বেদবিন্দুসুশোভিত-মুখচন্দ্রমা, স্বামিবিচ্ছেদভীতা কৌশিকী পতিবিচ্ছেদ আশঙ্কায় সর্ব্বদাই স্বামিসহচারিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

ভৈরবরাগঃ।

গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ, সর্পৈর্ব্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসঃ।
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী, শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ।।

যাঁহার মস্তকে গঙ্গাদেবী সর্ব্বদা কুলুকুলুধ্বনি করিতেছেন, ললাটে চন্দ্রখণ্ড তিলকের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তিনটি চক্ষু, সর্পভূষণে ভূষিতাঙ্গ, পরিধানে শুক্লবর্ণ গজচর্ম্ম এবং এক হস্তে ভাস্বর ত্রিশূল ও অপর হস্তে একটি নৃমুণ্ড, তিনিই রাগরাজ ভৈরব।

ভৈরবপত্নী ভৈরবী।

কাসারমধ্যস্ফটিকোচ্চগেহে, পঙ্কেরুহৈর্ভৈরবমর্চ্চয়ন্তী।
তারস্বরা বদ্ধবিশুদ্ধগীতা, বিশালনেত্রা কিল ভৈরবীয়ম্

বিশাললোচনা ভৈরবপত্নী ভৈরবী অতি রমণীয় সরোবরমধ্যস্থ উচ্চ স্ফটিকগৃহে উপবিষ্টা হইয়া, তারস্বরে বিশুদ্ধ গীতি দ্বারা পদ্মপুষ্পের অঞ্জলি সহকারে ভৈরবের অর্চ্চনা করিতেছেন।
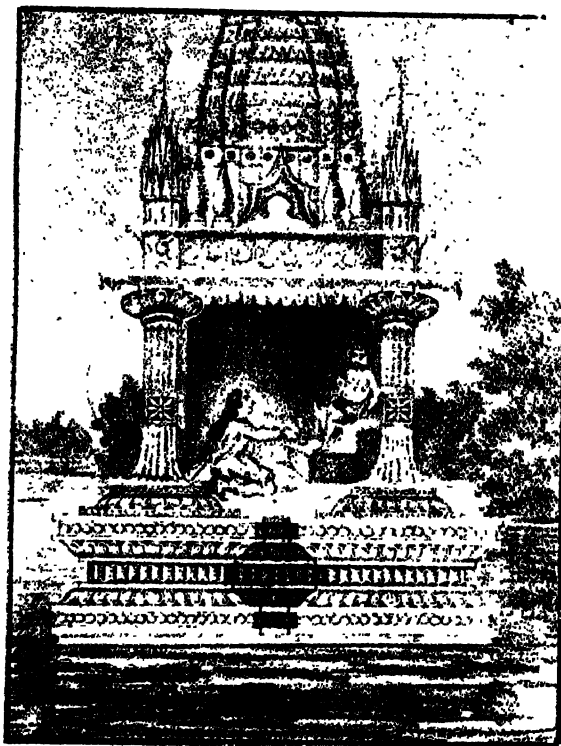
ভৈরবপত্নী তোড়ী ।

তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ, কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা ।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে, বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ম্ ।।

তুষার এবং কুন্দকুসুমসদৃশ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণা, কাশ্মীর ও [illegible]ত, কবরী-
বিলিপ্তদেহা তোড়ী বনমধ্যে বীণা বাজাইয়া হরিণগ[illegible]ছেন ।
করিতেছেন ।

ভৈরবপত্নী রামকিরী।

স্বর্ণপ্রভা ভাস্বরভূষণাঢ্যা, সমিন্দ্রনীলং বপুষা বহন্তী।
কান্তে পদোপান্তমধিস্থিতেঽপি, মানোন্নতা রামকিরী প্রদিষ্টা।

স্ফটিকগৃহে উপবিষ্ট স্বর্ণ-ভূষণ-ভূষিতা, নীলকান্তমণিধারিণী, মানিনী রামকিরী সহকারে ভৈরবের অঙ্গ প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেছেন না।

ভৈরবপত্নী গুণকিরী।

শোকাভিভূতনয়নারুণদীনদৃষ্টির্ম্লানাননা ধরণিধূসরগাত্রযষ্টিঃ।
আমুক্তচারুকবরী প্রিয়দূরবৃত্তা, সঙ্কীর্ত্তিতা গুণকিরী করুণার্দ্রদৃষ্টিঃ

গুণকিরী স্বামিবিরহে নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া অনবরত রোদন করিতে করিতে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ, ভূম্যবলুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, কবরী-বন্ধন মুক্ত করিয়া করুণাপূর্ণ নতদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ভৈরবপত্নী বাঙ্গালী।

কক্ষানিবেশিতকরণ্ডধরায়তাক্ষী, ভাস্বত্রিশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তা।
ভস্মোজ্জ্বলা নিবিড়বদ্ধজটাকলাপা, বাঙ্গালিকেত্যভিহিতা তরুণার্কবর্ণা॥

তরুণারুণবর্ণা, বিশালনেত্রা, জটাকলাপমণ্ডিতা, ভস্মোজ্জ্বলদেহা বাঙ্গালী কক্ষে পুষ্পপাত্র বহন করিয়া বামহস্তে ভাস্বর ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন।

ভৈরবপত্নী সৈন্ধবী।

ত্রিশূলপাণিঃ শিবভক্তিরক্তা, রক্তাম্বরা ধারিতবন্ধুজীবা।
প্রচণ্ডকোপা রসবীরযুক্তা, সা সৈন্ধবী ভৈরবরাগিণীয়ম্।।

শিবভক্তিমতী সৈন্ধবীর পরিধানে রক্তবস্ত্র, এক হস্তে ত্রিশূল ও অন্য হস্তে একটি বাঁধুলী পুষ্প ধারণ করিয়াছেন। ভৈরবপত্নী সৈন্ধবী অতি কোপনস্বভাবা, সাধারণতঃ (এই রাগিণী) বীররসেই প্রযুক্ত হয়।

পঞ্চমরাগঃ।

রক্তাম্বরো রক্তবিশালনেত্রঃ, শৃঙ্গারযুক্তস্তরুণো মনস্বী।
সদা বিভাত্যেষ হি পঞ্চমোঽয়ং, যোষিৎপ্রিয়ঃ কোকিলমঞ্জুভাষী

অতি মনস্বী, কোকিলকণ্ঠ, স্ত্রীবিলাসী, শৃঙ্গারপ্রিয়, বিশালারুণনেত্র, চিরযৌবনশালী পঞ্চমরাগ সর্ব্বদা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতে ভালবাসেন।

পঞ্চমপত্নী দেবকিরী।

কাদম্বিনীশ্যামতনুঃ সুবৃত্তা, তুঙ্গস্তনী সুন্দরহারবল্লী।
চিত্রাম্বরা মত্তচকোরনেত্রা, মদালসা দেবকিরী প্রদিষ্টা॥

কাদম্বিনী সদৃশ শ্যামাঙ্গী, পরিপুষ্টদেহা, পীনপয়োধরা, বিচিত্রবাসা, মদালসা দেবকিরী বক্ষে সুন্দর হার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় মত্ত চকোরের ন্যায় মদভাবপূর্ণ। কবীন্দ্রগণ দেবকিরীর এইরূপ রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

পঞ্চমপত্নী ললিতা।

প্রফুল্লহেমাম্বুজসপ্তপর্ণ-স্রজং বহন্তী স্তনভারনম্রা।
গৃহাৎ প্রভাতেঽলসলোচনশ্রীর্বহির্গতেয়ং ললিতা প্রদিষ্টা

স্তনভারে নতাঙ্গী ললিতা প্রফুল্ল স্বুবর্ণবর্ণ পঙ্কজ ও সপ্তপর্ণ-পুষ্পের মালায় সুশোভিতা হইয়া আলস্যে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন।

পঞ্চমপত্নী বিভাষা।

নিদ্রালসা তোষিতপঞ্চবাণা, বিলাসবেশা রসভাবযুক্তা।
বিশেষতস্তাণ্ডবলাস্যরক্তা, প্রাতঃপ্রবুদ্ধা হি বিভাষিকেয়ম্

বিলাসবেশভূষিতা, রসভাবযুক্তা, স্ত্রীপুংনৃত্যে অনুরক্তা বিভাষা সমস্ত বিভাবরী সুরতসুখে অতিবাহিত করিয়া, নিদ্রালস্যে কাতর হইয়া, প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতেছেন।

পঞ্চমপত্নী কর্ণাটী।

ময়ূরকণ্ঠদ্যুতিরিন্দুমৌলির্গজেন্দ্রদন্তার্পিতকর্ণপূরা।
স্বরৈঃ সুরাণাং পরিতোষকর্ত্রী, কর্ণাটিকেয়ং স্ফুটশুভ্রবেশা ॥

ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় অতি বিচিত্রবর্ণা, ললাটে ইন্দুখণ্ডধারিণী, শুভ্রোজ্জল-বেশা, হস্তিদন্তনির্ম্মিত কর্ণভূষণে ভূষিতা কর্ণাটী মধুরস্বরে সুরগণেরও সন্তোষ সম্পাদন করেন।

পঞ্চমপত্নী বড়হংসিকা।

স্মেরাননা চারুবিলোলদৃষ্টিঃ, প্রিয়াঙ্গসঙ্গোৎসবহৃষ্টচিত্তা।
বিলাসরোমাঞ্চিতচারুদেহা, খ্যাতা কবীন্দ্রৈর্বড়হংসিকেয়ম্ ॥

মৃদুমন্দ হাস্যমুখী, মনোহর চঞ্চলদৃষ্টি, স্বামিসঙ্গোৎসবে হৃষ্টচিত্তা, বিলাসে রোমাঞ্চিতাঙ্গী বড়হংসিকা সর্ব্বত্র বিখ্যাতা।

পঞ্চমপত্নী আভীরী।

বাচালকঙ্কণবিভূষিতবাহুবল্লী, উন্নিদ্রচম্পকমনোহরগাত্রযষ্টিঃ।
শ্রীকণ্ঠশৈলশিখরে গজমৌক্তিকানামাভীরিকা সুদধতী স্রজমিন্দুশুভ্রাম্।

ফুল্লমান চম্পককুসুমসদৃশ মনোহর গৌরবর্ণা, হস্তসঞ্চালনে শব্দায়মান কঙ্কণবিভূষিতবাহুলতা আভীরী চন্দ্রসদৃশ শুভ্রবর্ণ গজমুক্তামালা গলদেশে ধারণ করিয়া চন্দনবনসুশোভিত পর্ব্বতশিখরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন।

মেঘরাগঃ।

বিহারশীলোঽত্যতিনীলদেহো, গম্ভীরবাদী প্রিয়কামিনীভিঃ
কামাতুরঃ পিঙ্গলযুগ্মনেত্রো, মল্লাররাগো গজবাহনোঽয়ম্।

বিহারশীল, প্রগাঢ় নীলদেহ, গম্ভীরনিনাদী, গজবাহন, পিঙ্গলনেত্র ও কামাতুর মেঘরাগ কামিনীগণের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত।

মেঘপত্নী মধুমাধবী।

প্রফুল্লনীলোৎপলনেত্রযুগ্মা, তন্বী সতী নীলনিচোলযুক্তা।
স্থিতা তমালদ্রুমবেদিকায়াং, শ্রীরাগপত্নী মধুমাধবীয়ম্॥

মধুমাধবীর নেত্রযুগল প্রফুল্ল নীলোৎপলসদৃশ, অঙ্গ কৃশ, পরিধানে নীলবস্ত্র। ইনি তমালতরুতলস্থ বেদিকোপরি সমাসীনা আছেন।

মেঘপত্নী মল্লারী।

প্রলম্বকর্ণা শরদিন্দুবর্ণা, কৌষেয়বস্ত্রাতিবিহারশীলা।
প্রশান্তচিত্তা পলিতং দধানা, মল্লারিকেয়ং কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ ॥

কৌষেয়বস্ত্রধারিণী, অতিবিহারশীলা, শরদিন্দুবর্ণা, প্রশান্তচিত্তা, মেঘপত্নী মল্লারিকার কেশকলাপ শুভ্র হইয়াছে। ইঁহার কর্ণযুগল প্রলম্বমান, মুনীন্দ্রগণ মল্লারীর এইরূপ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মেঘপত্নী সৌরাটী।

পীনোন্নতস্তনসুশোভনহারবল্লী, কর্ণোৎপলভ্রমরনাদবিলগ্নচিত্তা।
যাতি প্রিয়াস্তিকমতিশ্লথবাহুবল্লী, সৌরাটিকা মদনমূর্ত্তিঃ সুচারুগৌরা॥

মদনমোহিনী, গৌরবর্ণা সৌরাটী পীনোন্নত-পয়োধর-পরিশোভমানা, হারবল্লীতে অতি সুশোভিতা ও কর্ণোৎপলসংলগ্ন ভ্রমর ধরিতে বিলগ্নচিত্তা হইয়া স্বামিসন্নিধানে গমন করাতে আবেশে বাহুলতা অতিশ্লথ হইয়া পড়িয়াছে।

মেঘপত্নী গান্ধারী।

জটাং দধানা শুচিমুদ্রিতাক্ষী, নীলাম্বরা সন্নতশান্তমূর্ত্তিঃ
সযোগপট্টাসনসন্নিবিষ্টা, গান্ধারিকেয়ং খলু মেঘপত্নী ॥

জটাবিভূষিতা, পবিত্রভাবে মুদিতলোচনা, নীলাম্বরপরিধানা, মেঘপত্নী গান্ধারী গলদেশে যোগপট্ট ধারণ করিয়া আসনোপরি শান্ত ও সন্নতভাবে উপবিষ্টা রহিয়াছেন।

মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারা।

নানাগীতকলাভিজ্ঞা কৌতুকী চ প্রিয়ংবদা।
গৌরাঙ্গী মেঘপত্নী চ হরশৃঙ্গারিকা ত্বসৌ ॥

গৌরাঙ্গী, আমোদপ্রিয়া, অতি প্রিয়বাদিনী, মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারা নানাজাতীয় গীত ও নৃত্যাদি চতুঃষষ্টি কলায় অতিনিপুণা বলিয়া বিখ্যাত আছেন।

মেঘপত্নী সারঙ্গী।

করধৃতবীণা সখ্যা সহোপবিষ্টা চ কল্পতরুমূলে।
দৃঢ়তরনিবদ্ধকবরী সারঙ্গী সা সুরঙ্গিণী প্রোক্তা॥

রঙ্গপ্রিয়া সারঙ্গী দৃঢ়রূপে কবরীবন্ধন ও হস্তে বীণা ধারণ করিয়া সখীসহ কল্পতরুমূলে উপবিষ্টা আছেন।

নটনারায়ণরাগঃ।

তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধবাহুঃ, স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ প্রতাপী, নটোঽয়মুক্তঃ কিল রঙ্গমূর্ত্তিঃ॥

সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, যোদ্ধৃবেশধারী, অতিপ্রতাপী নটরাগ শত্রু-শোণিতে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বস্কন্ধে বামবাহু স্থাপন করিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

নটপত্নী পহাড়ী।

বীণোপগায়ত্যতিসুন্দরাঙ্গী, রক্তাম্বরা মঞ্জুকদম্বমূলে।
শ্রীনন্দনাদ্রৌ স্থিতিকারিণী সা, শ্রীরাগকান্তা কথিতা পহাড়ী॥

রক্তাম্বরধারিণী অতি সুন্দরকান্তি পহাড়ী শ্রীনন্দন-পর্ব্বতে মঞ্জুলকদম্ব-মূলে উপবেশন করিয়া বীণাবাদন সহ গান গাহিতেছেন।

নটপত্নী দেশী।

নিদ্রালসং সা কপটেন কান্তং, বিবোধয়ন্তী স্মরতোৎসুকেব।
গৌরী মনোজ্ঞা শুকপুচ্ছবস্ত্রা, খ্যাতা চ দেশী রসপূর্ণচিত্তা॥

মদনাতুরা, গৌরবর্ণা, মনোজ্ঞবেশা দেশী শুকপুচ্ছবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রসপূর্ণ-চিত্তে কপটনিদ্রাগত কান্তকে মদনোৎসবের জন্য প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

নটপত্নী কেদারী।

জটাং দধানা শশিখণ্ডমৌলির্নাগোত্তরীয়া ধৃতযোগপীঠা।
গঙ্গাধরধ্যাননিমগ্নচিত্তা, কেদারিকেয়ং কথিতা কবীন্দ্রৈঃ

কেদারীর মস্তকে জটাভার, ভালতলে চন্দ্রখণ্ড ও গলদেশে সর্পের উত্তরীয় শোভা পাইতেছে। ইনি যোগপীঠে সমাসীনা হইয়া সর্ব্বদা দেব-দেব গঙ্গাধরের ধ্যানে নিমগ্নচিত্তা হইয়া রহিয়াছেন।

নটপত্নী কামোদী।

ভর্ত্রা সমং পাথসি হেমবর্ণা, পয়োবিহারেণ সরোরুহাণি।
বিচিন্বতী সৌরভমোদমানা, কামোদিকেয়ং কথিতা বিদগ্ধৈঃ॥

হেমবর্ণা কামোদী স্বামীর সহিত জলক্রীড়াকালে পঙ্কজগন্ধে প্রমোদিত প্রফুল্ল পদ্মসমূহ চয়ন করিতেছেন।

নটপত্নী নাটিকা।

চিরং নটন্তী শুভরঙ্গমধ্যে, বিচিত্ররত্নাভরণা কৃশাঙ্গী।
সুগীততালেষু কৃতাবধানা, নাটী সুশাটীপরিধানশীলা ॥

বিচিত্ররত্নাভরণভূষিতা, মনোহর অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রপরিহিতা, কৃশাঙ্গী নাটিকা গীততালের প্রতি মনোযোগসহকারে রঙ্গস্থলে নৃত্য করিতেছেন।

নটপত্নী হাম্বীরী।

ভ্রমন্তী নর্ত্তনে শ্যামা পুষ্পপ্রচয়তৎপরা।
হাম্বীরী কথিতা হ্যেষা করার্পিতসখীকরা॥

শ্যামাঙ্গী নটভামিনী হাম্বীরী পুষ্পচয়নতৎপরা হইয়া একজন সখীর হস্তধারণপূর্ব্বক এরূপভাবে বিচরণ করিতেছেন যে, সহসা দেখিলে যেন নৃত্য করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়।

সুবিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র

বীণার ঝঙ্কার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বীণার ঝঙ্কার

বৰ্দ্ধমান মহারাজের প্রসিদ্ধ গায়ক
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীণার ঝঙ্কার

রেকর্ড-সঙ্গীত

লালচাঁদ বড়াল—

শ্যাম—একতালা।

ম্যায় ছকি আয়ি রে,
সব দেখত ছবিল লালকে মূরত
বিসরত নাহি মনমে বিসরত নাহি।
পানি ঘট যমুনা-তট বংশী বটকে
নিকট ঠাড়, পানিয়া ভরণমে
অদভুত পরল ভয়িঁ॥

সুরট—আড়াঠেকা।

এহো রাজা জাতি হ্যায়,
মেরো শাস ননদী ডর
লাগত হ্যাঁয়।
এক তো আঁধিয়ারী রাতি
বিজরী চমক, তুজে গরজ
গরজ বরখত হ্যাঁয়॥

সিন্ধু—দাদ্‌রা।

ও মা কেমন মা তা কে জানে।
মা ব'লে মা ডাক্‌ছি কত
বাজে না কি মা তোর প্রাণে॥
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বারেক না তুই দেখিস্ চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াস্ মা তুই শ্মশানে।
আমি মা ব'লে ত ডাক্‌বো না আর,
বাজে কি না দেখি এবার,
বাবা ব'লে ডাক্‌বো এবার প্রাণ যদি না মানে॥

সিন্ধু-মিশ্র—যৎ।

আমারে আস্‌তে ব'লে এত অপমান করা।
মনে কি পড়ে না বাহু দু-হাত দিয়ে পায়ে ধরা॥
মনে মনে ভাব তুমি, বড় সুচতুরা আমি,
বলিহারি যাই তোমারি এই কি রে তোর প্রেম করা॥

সুরট—তেতালা।

আমার আর কিছু ভাল লাগে না।
মনের মানুষ হারিয়ে গেছে, খুঁজে পেলুম না॥
মনের মানুষ বিনে সখি,
(ওরে) আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী (উড়ো পাখী)
আমি হৃৎ-পিঞ্জরে তারে ধ'রে রাখি পোষ ত মানে না॥

স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল

রামকেলি—একতালা।

হর হর হর বোম্ বোম্ বোম্
বামে শোভে গৌরী।
বাবা পাগ্‌লা ভোলা ত্রিপুরারি ॥
আনি গে জবা তুলে, মাকে সাজাব ফুলে,
বাবাকে তুষিব দুটো বিল্বদলে,
বাবা ভক্তিতে ভুলে সেটা এত কি ভারি ॥

সিন্ধু—দাদ্‌রা।

ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা,
ঘুচ্‌লো ভবের আনা-গোনা।
ও তোর হাতের ফাঁসী রইল হাতে
আমায় ধর্‌তে পাল্লি না ॥
পেছনে তোর মোটা-সোটা,
দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডা ছটা,
মনে করেছিস্ বাঁধবি আমায়,
আমি বন্ধন-দশায় ঠেক্‌বো না ॥

ছায়ানট্—তেতালা।

তারা তারা তারা ব'লে, কবে আমার প্রাণ যাবে :—
জ্ঞান হইয়া অবধি তারা তারা তারা কিসে পাবে।
বলিতে বলিতে তারা, স্থির হবে দুটি নয়নতারা,
তখন তোমায় আমি ভজ্‌ব তারা,
যবে তারায় কায় মিশাইবে ॥

বীণার ঝঙ্কার

শঙ্করা—দাদ্‌রা।

তোমার ভাল তোমাতে থাক্,

আমায় ত তার ভাগ দেবে না।

যে আগুনে জ্বল্‌ছি রে প্রাণ, বুঝেও তুমি তা বোঝ না॥

এ জ্বালাতে জল্‌ছি যত, বুঝেও তুমি বুঝ না ত,

আমি কাঁদ্‌ছি যত, তুমি হাস্‌ছ তত,

জান না কি ডব্‌গা ছুঁড়ীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারা পরমেশ্বরী।

কখনও পুরুষ হও মা কখনও ষোড়শী নারী॥

অজ্ঞান-জ্ঞানদায়িনী, ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী,

এ ভবসাগরে মা গো ভরসা তব চরণ-তরী॥

তুমি মা বিশ্বরূপিণী বিশ্বসৃজনকারিণী,

ত্রিতাপনাশিনী তারা জয় বিশ্বেশ্বরী।

রাখ পদে অকিঞ্চনে, দয়াময়ি নিজগুণে,

তুমি না করিলে কৃপা কে তারিবে ও শঙ্করি॥

সিন্ধু।

নবমী-নিশি গো তুমি আর পোহাও না।

তুমি গেলে আমার উমা যাবে

আমার নয়ন-জল আর শুকাবে না॥

সপ্তমী আর অষ্টমীতে, আমি সুখে ছিলাম দিনে রেতে,

আজি আমার মাথা খেতে, কাল দশমী এল বল না।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

তুমি কাদের কুলের বৌ।
যমুনার জল আন্‌তে যাচ্চ তোমার
সঙ্গে নাইকো কেউ॥
যাচ্চ তুমি হেসে হেসে,
তোমায় কাঁদ্‌তে হবে অবশেষে,
কুলটি তোমার যাবে ভেসে
(ওগো) লাগলে প্রেমের ঢেউ।
কলসী তোমার যাবে ভেসে লাগলে জলের ঢেউ

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার হয়ে বাঁকা, দে মা দেখা
শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
নর-শিরোমুণ্ডমালা, ত্যজে পর মা বন-মালা,
কালী ছেড়ে হও মা কালা,
হৃদে গো পাষাণের মেয়ে॥
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় পর মা মোহন-চূড়া—
চরণে চরণ থুয়ে॥
হৃদ্‌মাঝারে কালশশী, দেখতে বড় ভালবাসি,
একবার অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী
ভক্তের প্রতি সদয়া হয়ে॥

শ্রীযুত পুলিনবিহারী মিত্র।

কাফি—তেতালা।

তনয়ে তার তারিণি !
ত্রিবিধ তাপে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর, কাঁদায়ো না মা আমার,
অধম সন্তানে দুঃখ দিও না গো জননি ॥
রাঙা ফলে ভুলিব না আর আমি এবার,
খাইয়ে দেখেছি তার, নাহি যে কোন সু-তার,
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞান হারাই, পাছে তোমা ভুলে যাই,
মা হয়ে সন্তানে দুঃখ দিও না দুঃখনাশিনি ॥
আমার আমার ব'লে, মত্ত হই অনিবার,
পিতা মাতা দারা সুত, সকলই ভাবি আমার,
কিন্তু আমি কোনখানে, খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
দীন রামে আর দুঃখ দিও না নিস্তারিণি ॥

সিন্ধু—যৎ।

অনুগত জনে কেন তুমি এত কর প্রবঞ্চনা।
(যখন) তুমি আমায় মারিলে মারিতে পার,
তখন রাখিলে কে করে মানা ॥
আমি ক'রে থাকি অপরাধ,
প্রেম-ডুরী দিয়ে বাঁধ,
আমায় বিনা অপরাধে বধ,
এ কি রে তোর বিবেচনা ॥

ভূপালী—দাদ্‌রা।

দিদি গো আমরা আর একাদশী কর্‌বো না,
একাদশী কর্‌বো না, সাদা ধুতি পর্‌বো না,
রাত দুপুরে বিছের কামড় বিছানাতে সইব না।
আমরা গয়না প'রে গোট ঝুলাব,
পাছা-পেড়ে সাড়ী ছাড়বো না (পাছা-পেড়ে ছাড়বো না)।
আমরা গরম কর্‌বো নরম প্রাণ,
শাণিয়ে নেবো নয়ন-বাণ,
ওগো কালামুখো কাল কোকিলের কুহুতে উহু বল্‌বো না ;
কলিটার এ কি ধারা, কেউ হাসে কেউ কেঁদে সারা,
যদি মাগ ম'লে মাগ পায় পুরুষে,
আমরা কেন ভাতার পাব না,
এক যাত্রার পৃথক্ ফল ফোল্‌তে দিব না ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

এ কি রূপ হেরি হরি, তুমি ধরেছ যোগীর বেশ।
কিবা রূপ, কিবা ভূষা ত্যজে বেঁধেছ জটা চিকুর কেশ ॥
মুরলী ত্যজিয়া হরি, পিনাক-ত্রিশূলধারী,
বনমালা পরিহরি, গলে হাড়মালা শেষ।
পৃথিবী করেছ রাঙ্গা, দিয়ে তব পদ রাঙ্গা,
সে পদ বিভূতি মেখে করেছ শুভ্র ঈরেশ ॥
তব মহিমা অপার, বেদে অন্ত পাওয়া ভার,
অনন্ত কি অন্ত পাবে তোমার গুণ অশেষ ॥

ললিত-গৌরী—একতালা ।

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা ।
আমি জনমের শোধ ডাকি মা তোরে
তুই কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥
পৃথিবীর কেউ আমায় ভাল ত বাসে না,
এই পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধ্ ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা ।

আঁখির আশা মিট্‌ল না সই পলকে নূতন ।
পলকে নূতন দিদি পলকে নূতন ॥
আশা-মরীচিকা-ভ্রমে (পড়িনু) ভুলিনু এখন ।
নিশি-দিন তারি পানে, কি জানি প্রাণ কেন টানে.
মন টানে প্রাণ টানে (আমার) প্রাণে জল্‌ছে আগুন

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

বিদেশিনী কে সাজালে । (শ্যাম তোমায় হে)
তুমি রমণ হয়ে রমণীর মন কেমনে শ্যাম ভুলালে ॥
(তুমি) পুরুষ হয়ে রমণীর বেশ ধারণ ক’রে
আজ কেন শ্যাম দাঁড়িয়ে আছ দ্বারে,
শুন হে নাগর কানাই, আজি বাঁশী কোথা লুকালে ॥

পরজ-মিশ্র—তাল-ফেরতা।

ছুটো কথা কি তোমার প্রাণে সয় না।
এক ঘরে ঘর কর্‌তে গেলে ঝগড়া কি প্রাণ হয় না॥
যখন পীরিত ছিল আঁটা-আঁটি,
তখন কেঁদে ভিজিয়েছিলে মাটী,
এখন বোঝার উপর শাকের আঁটি, তাও কি প্রাণে সয় ন

ত্তিন।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার বিশাল তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্তমণি॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা সে ললিতা সখী সুহাসিনী,
কোথা শ্যাম রাসবিহারী বংশীধারী,
বামেতে রাই বিনোদিনী॥

খাম্বাজ।

সই লো তোর খবর চমৎকার।
বিয়ের আগে অনুরাগে আস্‌বে লো ভাতার॥
ভাতারগিরী কর্‌বে এপ্রেন্টিস,
কাছে ঘেঁসে কথা কবে লো ফিস্ ফিস্,
যোগাবে এসেন্স শিশি ফুলের গোড়ে ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো ফিস্;
আবার কিস্ ক'রে হায় হাঁটু গেঁড়ে
বল্‌বে তোমায় মাই ডিয়ার।
ক'নেগিরী কি ঝকমারী থাকবে না লো আর॥

বিভাস—একতালা।

মনের বাসনা শ্যামা! শবাসনা শোন মা বলি,
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী।
বিষ-রূপ বিষয় দিয়ে তুই ত আমার সব ঘুচালি,
হৃদয়-মাঝে উদয় হবি মা! যখন কর্‌বে অন্তর্জ্জলি॥
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌বো জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥
অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ-অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী কালী-নামাবলী।
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কালী উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বল্‌বে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি॥

খাম্বাজ-মিশ্র—খেমটা।

একটু রসান দে লো স্যাকরাণী।
পোড়খেকো তোর সোনাটুকু
কাট্‌তে কেন পার্‌বে ছেনী॥
ও তোর ভোঁতা ছেনী—এ কি রে বালাই,
(আমার) খাঁটি সোনা কাটে নাকো তাই,
খাদ-পোরা তার আগা-গোড়া
মেজে ঘষে বেশ জেনেছি।
ও তোর কষ্টি-পাথরে সোনার রঙ কি রে ধরে?
খাঁটি ফাঁকি চিনবি কি ক'রে?
এবার দিই ফেলে হাপোরে, সোনা টিক্‌লে ত মানি॥

পুস্তক-রচনাকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কীৰ্ত্তন।

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
আমার কানু হেন গুণনিধি—
(হায় গো) কারে দিয়ে বা যাব,
আমার মরা হ'ল না গো—
আমার মর্‌তে মর্‌তে জনম গেল
মরা হ'ল না, আমার মরণকালে
তোমরা সবে থেক, কৃষ্ণ নাম
দুটি অক্ষর আমার অঙ্গে লিখ, দেখ যেন ভুলো না গো-
(হায় দেখ যেন ভুলো না গো)
এই শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা লয়ে নাম লিখে দিও গো,
আমি কালো বড় ভালবাসি,
(আমি শিশুকাল হ'তে চিরকাল
আমি কালো বড় ভালবাসি)
আর কৃষ্ণ বড় ভালবাসি,
আর তমাল বড় ভালবাসি,
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে ॥

———

ছি ছি ছি ছি তুমি পাগল হ'লে কি।
ও গো লজ্জা দিও না, ধরি তোমার পায়,
দেখ কাঁপ্‌ছে বুক, মুখ শুকিয়ে গেছে হায়,
পরপুরুষের কাছে বাবু যাওয়া কি গো যায়,
ভুল্‌ছ কেন ও প্রাণনাথ ! আমি বাঙ্গালীর ঝি ॥

শ্রীযুত বাবু সত্যভূষণ গুপ্ত।—

মিশ্র-কানেড়া।

এস হে এস প্রাণে প্রাণ-সখা।
আঁখি তৃষিত অতি আঁখিরঞ্জন
আঁখি ভরিয়া মোরে দাও হে দেখা॥
খুলি প্রাণের আধলাজ-বসন,
জীবন-মন্দিরে পেতেছি আসন,
বস হে বিরহ-ক্লেশনাশন,
কণ্ঠে লহ মম মালিকা॥
উন্মাদি তরঙ্গ, উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ,
ঘোর তিমির ঘেরি দশদিক্, এস হে নবীন নাবিক,
সুখ-তরণীমাঝে নাহিক কাণ্ডারী,
প্রেম-পারাবারে আমি হে একা॥

কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো।
শুধু তোরি দুয়ারে অন্ধের মত
অঞ্চল পাতি রহি গো॥
শুধু তব ধন করি আশ, আমি পরিয়াছি দীন বাস,
শুধু তোমারই লাগিয়া করিয়া আশ,
মর্ম্মের কথা কহি গো॥
মম সঞ্চিত পাপ-পুণ্য, আমি সকলি করেছি শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো॥

কীর্ত্তন।

এই ত হৃদয়ে রে এই ত হৃদয়ে
আমার প্রাণসখা সদা বিরাজিত রে।
আমি যখন ডাকি (ডাকি) প্রেমভরে,
(তোমায় দেখাব ব'লে হে হৃদয়-সখা হে)
দেখি আছ হৃদয় আলো ক'রে হে।
প্রাণের মাঝে প্রাণসখা ভুবনমোহন রূপে ;
দেখি এক শাখাপরে দু' বিহগবরে
সুখে বসবাস করে রে ॥
প্রেমে মাখা মাখা দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে।
(তৃষিত ভাবে) (অনিমেষে সদা)
(একজন) সুরস রসাল লইয়ে যতনে দিতেছে আর সখারে,
(আর জন) লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল,
সুখেতে ভোজন করে ॥
(সখা দেখেন কেবল, ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী, নিরশন থেকে)
নরাধম আমি তাই দেখি না রে। (শোকে মোহে মুহ্যমান)
কত শোভা (সখার আগমনে) হৃদয়-কুটীরে ॥

বেহাগ—ঢিমেতেতালা।

এখনো প্রাণে ছবি কেন তারি।
থেকে থেকে জেগে উঠে বুঝিতে নারি ॥
সে শরতের মেঘ যেমন, হৃদয়েরি ভাব তেমন,
এখনো তাহারে আমি ভুলিতে নারি ॥

পিয়ারা সাহেব

মূলতান—আড়াঠেকা।

এ হেন পাষাণ যদি, কেন ভালবেসেছিলে।
আশা দিয়ে ভুলাইয়ে কেন বা ভুলে রইলে॥
তোমার বিরহ সহি, আমি দিবস-রজনী দহি,
যাতনা দিতে কি শুধু প্রেমাগুন জ্বালাইলে॥
প্রেমের স্বপন সেই মনে পড়ে বার বার,
আবেশে আবেগময় সতৃষ্ণ আঁখির ভার,
প্রেমের আবেগ-গীতি, আদর নূতন নীতি,
কেমনে ভুলিলে সখা সকলি যে ফুরাইলে॥

মল্লার—তেতালা।

বঁধু এমন বাদরে তুমি কোথা।
আজি পড়িছে মনে মম কত কথা॥
গিয়েছে রবি শশী গগন ছাড়ি,
বরিষে বরষা বিরহ-বারি,
আজিকে মন চায় জানাতে তোমায়;
হৃদয়ে তোমায় হৃদয়ে হৃদয়ে কত ব্যথা
চমকে দামিনী বিকট হাসে,
গগনে ঘন-ঘটা মরি যে ত্রাসে,
এমন দিনে হায় ভয় নিবারি—
কাহার বাহুপরে রাখি মাথা॥

কীর্ত্তন।

তুমি আছ নাথ মম হৃদয়ে, আমি দেখি না বারেক চেয়ে,
মোহে মগন নিশি-দিন।
(চোখে দেখি না দেখি না সখা তোমার অতুল শোভা)
আমি চাহি দারা-সুত পানে, চাহি ধন উপার্জ্জনে,
তাহে নহে তিরপিত মন !
(শান্তি তাহে যে নাই হে,—শান্তি-নিলয় ছাড়ি)
যদি মধুর পিয়াসা নাথ,
জলে নিবারণ হ'ত,
(তবে) ধাইত না অলি মধুপানে।
(এত ব্যাকুলিত হয়ে হে—প্রাণপণ ক'রে)
আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ কিছুতে ঘুচিবে না ত
তব প্রেম মকরন্দ বিনে।
(পিয়াসা কিছুতে যাবে না তোমায় না দেখিলে)
তাই বলি হে প্রভো ! হৃদয়-কাননমাঝে বিহর নাথ নিশিদিন হে॥
(আমার হিয়া-বন আলো করি)
প্রেমতটিনী-তটে, ও পদপল্লব-নিকটে,
(আমি) বৈঠিব আনন্দে নাথ, হবে কি হেন সুদিন হে॥
তুলি সুললিত তান ডাকিব তোমারে হে,
অমনি প্রাণসখা দিবে দেখা হৃদয়-মাঝারে হে !
আমার হিয়াবন আলো করি (আমি) যখন ডাকিব
(ডাকিব) প্রেমের ভরে,
দেখি যেন আছ হৃদয় আলো ক'রে (ভুবনমোহন রূপে)॥

ইমন-পূরবী—একতালা।

রূপসী পল্লীবাসিনী।
শূন্য ঘাটে কেন একাকিনী সুহাসিনী।
হেরিছ রঙ্গে, কত বিভঙ্গে,
পায়ে পড়ে তরঙ্গিণী॥
উড়ে অঞ্চল এলোকেশরাশি,
চঞ্চল জলে উঠে কল হাসি,
উলসি বিলাসি নাচিছে কলসী,
তব সোহাগে সোহাগিনী॥
শ্রান্ত ধেনু গেল ঘরে ফিরে,
বেলা গেল ডেকে চলে পাখী নীড়ে,
তীরে নীরে ধীরে ধীরে
বিছালো শয়ন নিশীথিনী।
বাজিছে শঙ্খ ওই ক্ষণে ক্ষণে,
জ্বলে দীপমালা গগনে সঘনে,
আঁধার আলয়ে, যাও দীপ লয়ে,
নূপুরে বাজায়ে রিনি-ঝিনি॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

আর ত যাব না রে সই যমুনার জলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে॥
যে হেরিলাম রূপ তার, আমার গৃহে থাকা হ'ল ভার,
নাম নাহি জানি তার সে থাকে গোকুলে॥

জাতীয় সঙ্গীত।

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী।
উঠ আজি জগতজন-পূজ্যা
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি।
কর দূরিত ভারত-লজ্জা, ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা,
কর সজ্জা পুনঃ কোমল কনক-ধন-ধান্যে ॥
জননী গো লহ তুলে বক্ষের,
সান্ত্বনা-বাস দেও তুলে চ'খের,
কাঁদিছে তব চরণতলে, বিংশতি কোটি নরনারীগণ ॥
কাণ্ডারী নাহিক কমলা,
দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষ,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী,
কালসাপের কামান-দর্পে,
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে,
নব হর্ষে পুনঃ চলিবে তরণী সুখ-লক্ষ্যে,
জননী গো লহ তুলে বক্ষে ;—
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ,
পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ,
কর পূরিত প্রেম অলি-গুঞ্জে, দূরিত করি পাপপুঞ্জে,
তব কুঞ্জে পুনঃ—
বিমল কর ভারত, পুণ্যে,
জননী গো—ইত্যাদি ॥

আশাবরী—আগমনী।

হের গিরিরাণি তোমার নন্দিনী রাজরাণীর সাজে আসিছে।
ভিখারী-ঘরণী কে বলে তোর মেয়ে,
সিংহ'পরে রাজরাজেশ্বরী সেজেছে॥
চরণ তার রকত-উৎপল নখচ্ছটা কোটি চাঁদ চমকিছে,
সে চরণ পরে নূপুর শোভে রে রুণুঝুনু রুণু বাজন বাজিছে।
মায়ের ক্ষীণ কটি হেরি বুঝি বা কেশরী,
ও পদে আশ্রয় নিয়েছে।
ছিল যে দ্বিভুজা, হয়ে দশভুজা, তদুপরে বামা আসন করেছে॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

অগতির গতি প্রাণপতি
দাও মতি রতি ও চরণে।
জুড়াই তাপিত হিয়া তব দরশনে পরশনে॥
লইলে তব শরণ, সব ক্ষতি হয় পূরণ,
অন্য কোন আকর্ষণ
থাকে না থাকে না প্রাণে॥
ধর হে আমায় ধর, প্রেমে বশীভূত কর,
মিলাইয়া দাও হে—
তব অনন্ত প্রেম-মিলনে॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

বীণার ঝঙ্কার

মল্লার—তেতালা।

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং, সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ´তখরকরবালে,

কে বলে মা তুমি অবলে,

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,

রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী,

কমলা কমলদল-বিহারিণী,

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং,

নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্,

সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং

ধরণীং ভরণীং মাতরম ॥

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।—

বেহাগ—খাম্বাজ।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা

চোখের দেখা দিতে এস না।

ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা

পায়ে ধরি ভালবেস না॥

সারাটি দিন আমি একলা বসিয়ে

চেয়ে র'ব ঐ পথের পানে ;—

সারাটি রজনী একলা জাগিব

চাঁদ জাগিবে আমার সনে,

যাহা চাও সখা, দিব ফিরাইয়ে

(শুধু) স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না॥

কাফি—যৎ।

মিনতি করি হে কালাচাঁদ আমায় দিও না পিচকারী।

আমি এসেছি যমুনায় নিতে জল ভিজিবে নীলাম্বরী॥

শাশুড়ী ননদী এরা প্রতিবাদিনী বলে কলঙ্কিনী রাইকিশোরী

তুমি আজকের মত বিদায় দাও শ্যাম, কাল খেল্‌ব হোরি॥

ফিরে দিবার হ'লে দিতাম ফিরে

অভিমানে কেন ভাস আঁখি-নীরে।

যত দিনের স্মৃতি যত, মর্ম্মে গাঁথা জন্মের মত,

কেড়ে যদি নিতে চাও লও মরম চিরে॥

ললিত-ভৈরবী।

কালি বেলি অবসানে
গিয়া যমুনা-সিনানে

মোহন মূরতি এক, দেখিয়া আসিনু এক,
রসে তনু ঢল-ঢল, তাহে নব নটবর,
হেলিয়া দুলিয়া সখি বাঁশীটি বাজায় গো।
বরণ উজল শ্যাম, রূপ জিনি কোটি কাম,
ধরিয়া রাখাল-বেশ গোধন চরায় গো॥
অলকা-বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ,
পদতলে পড়ি কত শত চাঁদ কাঁদে গো।
সে রূপেরি সাগরে, নয়ন দিনু কাতরে,
হিল্লোলে ভাসিয়া গেল যুগল নয়ন গো॥
নয়নে তুলিব ব'লে ডুবিল মন অতল জলে,
আঁখি মন হারাইনু, এবে পাগলিনী গো॥

খাম্বাজ।

কদমতলায় কে গো বাঁশরী বাজায়।
এত দিন আসি যমুনার জলে,
এমন মোহন মূরতি কভু দেখিনি এসে হেথায়॥
অঙ্গ অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত বনমালা গলায়।
কুঞ্জ বকুলেরি মালে বাঁধিয়াছে চূড়াটি গো ভ্রমর গুঞ্জরে তায়।
বিম্ব অধরে অর্পিয়া বেণু, সেই রবে গো ধেনু চরায়।
সুন্দর, সুঠাম, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, কালরূপ দেখি সখি ভুবন ভুলায়॥

বেহাগ।

যে দিন বুকে রাখতে তোমায় চেয়েছিনু প্রাণ,
সে দিন তোমার মন হ'ল না,
এখন উল্‌টো অভিমান, কেন লো
উল্‌টো অভিমান।
একদিন পায়ে ধ'রে কত কেঁদে গেছি, (কত কেঁদে গেছি)
সে দিন কর্‌লে তুমি মান,
এখন প্রেমনদীতে জলের অভাব,
নাই জোয়ারের টান রে, আমার নাই জোয়ারের টান॥
একদিন তোমায় পেলে হৃদ্‌মাঝারে বাড়তো প্রেম-তুফান—
এখন প্রেম-নদীতে ভাঁটা পড়েছে,
নাই তাতে তুফান রে আমার নাই তাতে তুফান॥

বারোয়া—খেমটা।

(যাদু) আড়-নয়নে মুচকি হেসে আর মের না আমারে।
যদি না পার্‌বে ভালবাসা দিতে,
তবে কেন সরল প্রাণে দাগা দাও হে জোর ক'রে॥
তুমি মনোমত ধন নিয়ে,
থেক চাঁদ-পানে চেয়ে,
তোমার ও প্রেমের কথা কিছু আমি শুন্‌তে আস্‌বো না,—
আমি থাকবো দূরে দূরে, তোমার কাছেও যাব না,
শুধু চাঁদপানা ঐ মুখখানি দেখবো ঘুরে ফিরে,—
তুমি হাসিমাখা মুখটি নিয়ে দেখা দিও মোরে॥

ভৈরবী।

গিরি, আর আমি পারি না হে প্রবোধিতে উমারে
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সর রে ॥
আয় আয় মা মা ব'লে ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথায়,
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মা হয়ে কি সইতে তা পারে ॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধ'রে দে উহারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায় ;—
ভূষণ ছুড়িয়া মোরে মারে ॥
উঠি বসি গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়ে কোলে ক'রে,
আনন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
ধরিয়া দর্পণ দিল করে।
তখন দর্পণে হেরিয়ে মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥

সাহানা।

যাদু লুকিয়ে লুকিয়ে পোড়া পিরীত রাখবো কত আর।
দেখ পিরীত হলে প্রকাশ পেতে বাকি থাকে কার ॥
পিরীত করা কি ঝকমারী, উভয়েরি লুকোচুরি,
পিরীত করা কি দাগাদারি শেষে প্রাণ বাঁচান ভার ॥

"ধ্যায়সা-কি-ত্যায়সায়" গরবের ভূমিকায়—প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুশীলাবালা

মল্লার—তেতালা।

সাধের ঘুম-ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না।
কাল-বিছানায় শুয়ে, আশার চাদরে ঢাকা
কত দিন কেটে গেল, বিবেক-রজক-ঘরে
তারে ধুয়ে লও না ॥
বিষয়-মদ খেয়ে, আছ তুমি মাতাল হয়ে,
সে মদের নেশা কি রে কভু কি ভাঙ্গিবে না;—
কোলে করি আছ শুয়ে, কামনা স্বরূপা মেয়ে,
তারে ছেড়ে একবার পাশ ফির না ॥
কি ছার ঘুমখানি, যতনে সেধেছ তুমি,
সুখের রজনী কি রে কভু ভোর হবে না;—
কিন্তু এ ঘুমঘোরে, মহাঘুম ঘেরিবে তোরে,
ডাকিলে চেতনা যে দিন আর তুমি পাবে না ॥
তখন প্রাণের বাছাগুলি, প্রিয়ারও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগাতে পারিবে না;—
এখন ফিরে যাবার বেলা হ'ল, আর কেন ঘুমাও বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বল না ॥

সিন্ধু-ভৈরবী।

নেবে দাঁড়া মা চাপনে মলো বাবা।
থাপ-খোলা অসি হাতে পদ'পরে জবা ॥
বৃন্দাবনে রাজা ছিলে, ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালে,
মথুরাতে পালিয়ে এলে প্যারী হলো হাবা ॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে আর যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই,
শুধু চোখের দেখা দেখতে চাই,
থাক থাক ব'লে ধরিয়ে রাখিব না॥
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন ত পিরীত ভাঙ্গাভাঙ্গি বঁধু অনেকের দেখি,
(আমার) কপালে নাই সুখ, বিধাতা বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচিয়ে কিছু মাণিক পাব না।
এখন তুমি যাতে ভাল থাক আমারই সেই ভাল,
না হয় গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল,
তুমি রাগে কর ভর, আমি ত ভাবি না পর,
তুমি চক্ষু মুদিয়ে আমায় দুঃখ দিও না॥

খাম্বাজ।

ভুলিতে কি বল সখি, আমি কেমনে ভুলিব তায়।
যৌবনের ভালবাসা ম'লে কি গো ভোলা যায়॥
যুগ-যুগান্তর কেটে গেলে,
সে রতন আর নাহি মিলে,
যৌবনেরি ভালবাসা ম'লে কি গো ভোলা যায॥
আপনার প্রাণ হাতে ক'রে, (একদিন)
দিয়েছি তার করে ধ'রে,
বল তারে কেমন ক'রে প্রাণের বাহির করা যায়॥

বাহার—তেতালা।

করালবদনি কালি কপালিনি কালিকে।
করুণা করিতে কেন কৃপণতা কর গো সুতে॥
জগতজননি জগদীশ্বরি যা কর, যতেক জীবের জীবনরূপে বিহর,
অখিল ভুবনে যত চরাচর সুরনর
কে জানে মহিমা তব? তুমি সব, সব তোমাতে॥
দনুজদলনি দয়াময়ি দাক্ষায়ণি, অশরণ জনের শরণ সুখদায়িনি,
প্রকৃতি পরমা পরমেশ্বরি মোহিনি, হিম-ভূধর-দুহিতে।
চতুরানন, পঞ্চানন গুণ গায়, ঈষৎ তব লীলায়,
শচীপতি হয় যার, দশ-শত-বদন প্রণত সদা যাঁর পায়,
কি ভার তোমার রামশঙ্কর দ্বিজে তারিতে॥

কমিক।

দাদা গো আর বুঝি মোর বিয়ে হ'ল না।
বয়স হ'ল তিন কুড়ি পার, আইবুড় নাম ঘুচলো না (ঘুচলো না)॥
ঘোর গরমে দুপুর বেলা, এগিয়ে দিয়ে ভাতের থালা,
খাও না ব'লে আদর ক'রে,
কেউ তো মোরে ডাকলে না (ডাকলে না)॥
চালের গিরে গুণে গুণে, রাত কাটাতে আর পারিনে,
বোয়ের গায়ে হাতটি দিয়ে (হাতটি দিয়ে)
দম ভ'রে ঘুম হ'ল না (হ'ল না)॥
একটা খাঁদা প্যাঁচা যদি হ'ত, বংশ তবু রক্ষা পেত,
আমি মলে এ পুরুষের কেউ পিণ্ডি দিতে রইলো না (রইলো না)॥

বীণার ঝঙ্কার

প্যারি ঐ এলো বুঝি তোর,
শঠ লম্পট শ্যাম নটবর,
পরবধূবাসে ক'রে নিশি ভোর।
প্রভাতে উঠি আসিতেছে হাঁটি,
অলস আবেশে টলে পদ দুটি,
আঁখিটি পালটি চাহে মিটি মিটি,
এখনও ঘোচেনি ঘুমেরি ঘোর।
শ্রান্ত প্রাণকান্ত প্রেম-রঙ্গ করি,
দেখে দুঃখ হয় রাগে জ্ব'লে মরি,
আমার ফুলশয্যা ক'রে দে না লো কিশোরী,
পাসরি যে জ্বালা দিয়াছে কিশোর॥
একে গোপী-প্রেমভারে তিন ঠাঁই ভঙ্গ,
ভারের উপর ভার সর্ব্ব-অঙ্গ ভঙ্গ,
প্রভাহীন প্রভাতে করিয়া অপসঙ্গ
চাঁদ নয় যেন এলো চোর (গো)।
কমল-বঁধু-বেশে আসি পদ্মফুলে,
পড়েছিলে বঁধু কেতকীর ফুলে,
কৃষ্ণ-সেবা সে কি জানে গো গোকুলে,
বলিতে পারি করিয়া জোর॥

শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী।—

ধরম-করম সকলি গেল
শ্যামা-পূজা আমার হ'ল না হ'ল না
মন নিবারিতে নারি কোন মতে
ছি ছি এ কি জ্বালা বল না বল না।
ভাবি নরমালি কালী অসি করে,
হেরি বনমালী মুরলী অধরে,
ত্রিভঙ্গিম বামে বঙ্কিম-নয়নে,
হেরে হই সখী বিমনা॥

কেদারা—ঠুংরী।

আজি লো স্বজনি প্রেমেরি তরঙ্গে কুঞ্জে যাপিব দুজনে।
ঐ যে পাপিয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া, পিউ পিউ রবে পরাণ মাতাবে॥
জীবন যৌবন এ সুখ-বসন্তে দেখিস্ লো রূপসি বিফলে না যায়,
প্রাণ ত প্রাণ নয় যদি না প্রেম রয়,
প্রাণে প্রেম ঢালি আয় লো যতনে॥

খেমটা।

যাব কি না যাব লো সই জলে।
এমন দেখি না কভু জলের ভিতর আগুন জলে॥
এ যে দেখি রূপের ছটা, কুলবতীর কুলে কাঁটা,
সাধ ক'রে কি হয় লো নারী কুলের কুলটা;
এ যে দেখি বিষম ল্যাটা অমনি যায় ঘোমটা খুলে॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে কেবল মা দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা॥
সন্তান-মঙ্গল তরে, জননী কামনা করে,
(ও মা) তাই বহি মা দুঃখ শিরে দুঃখেরি পসরা।
তুমি মা দীনতারিণী শরণাগতপালিনী,
আমি ঘোর পাতকী ব'লে তোমায় হয়েছি হারা।
আমি তোমার পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি,
ও মা শিখায়েছ তারা বুলী তাই ডাকি মা তারা তারা॥

ইমন-কল্যাণ।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
কলির পীড়নে বর্জ্জিত জীবগণ,
পরম ঔষধি এ সংসারে॥
যে ভাবে যেই ভাবে সে ভাবে সে তারে,
তার হে কৃপাময় এ ঘোর সংসারে,
প্রেম নবঘন তুমি হে শ্রীমাধব,
উছলিছে সদা আনন্দ-নীরে।
উচ্চ পুচ্ছচূড়া শিরে শিখিপাখা,
পরাৎপর গুরু পরম সখা,
অন্তে শুনি যেন গঙ্গা নারায়ণ
রাম নাম প্রাণ ভ'রে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কেন কাঁদ যামিনী।
কি বেদনা বল আমি অভাগিনী॥
কেন গো মলিন বেশে,
তারা শশী বুঝি নাহি আসে,
আমি উন্মাদিনী জনম-দুঃখিনী॥

খাম্বাজ—যৎ।

আমি সাধ ক'রে প্রাণ লুটিয়ে দিছি পায়।
তুলে নে না আমার সোনা অযতনে বিকিয়ে যায়॥
চুপি চুপি দুটি কথা, শুন ডিয়ার খাও মাথা,
প্রাণে প্রাণে হ'ল গাঁথা, প্রাণ যারে চায় তারে পায়।
এ দেশে কে রবে, গঞ্জনা কে সবে,
চল তবে দেশ ছাড়িয়ে যাই,
ঘরে ঘরে ঘরে চল উচ্চস্বরে, ক্রীণাভ প্যাঁচ করিয়ে বেড়াই,
জয় জয় জয় প্রেমিক-প্রেমিকা—লিখিয়া ধ্বজা উড়াব তায়॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

আজ কেন কালী কদম্বের মূলে।
নর-শিরোহার লুকালি কোথায়
বনফুল-মালা কে দিল গলে॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গের সঙ্গিনী কোথায় বা রাখিলি রে,
বাম করে অসি শ্যাম-মুক্তকেশী,
মোহন-চূড়া বাঁশী রাধা রাধা বলে॥

আয়েসার ভূমিকায়—শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

ভৈরবী—যৎ।

গোকুলে গোপনে তারা শ্যাম সেজেছ।
হরের সেবিত ধন কারে দিয়েছ॥
ত্যজে নর-শিরোহার, পরেছ মা বনফুলের হার,
ত্যজে অসি মুক্তকেশী বাঁশী ধরেছ।
ত্যজে বাস কৈলাস, সাধের বৃন্দাবন-বাস,
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে বাঁশী ধরেছ॥

সাহানা—খেমটা।

ধুলা-খেলা কর্‌বো না আর হরি নামে মন মজেছে।
চায় না মন অপর খেলা জানি না তায় কি গুণ আছে॥
গড়ব হরির দুটি চরণ, পরাব তায় ফুলের ভূষণ,
হৃদে রেখে কর্‌বো যতন, ঐ খেলাতে মন ভুলেছে॥
মায়ের কাছে আর যাব না, ক্ষুধা পেলে আর চাব না,
হরি-নাম-সুধায় আমার ক্ষুধা-তৃষা সব হরেছে॥

সিন্ধু—যৎ।

শ্যামের কথা শুনে হাসি পায়।
কালশশী যাবে কাশী ভস্মরাশি মেখে গায়॥
শ্যাম তুমি যাবে কাশীতে,
কি বলিবে কাশীবাসীতে,
প্রবেশিতে কাশীধামে কাশীনাথ ঐ পড়বে পায়॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তার কি বরণ কাল।
অতি নিরমল সুকোমল সুশীতল॥
সবে বলে কাল কাল, আমি তারে দেখি ভাল,
নয়ন মুদিলে আমার হৃদি করে আলো।
কিবা চিত্রপটে আঁকা, কালরূপ ভঙ্গী বাঁকা,
হেরিয়ে তার নয়ন বাঁকা আমার মন প্রাণ ভুলিল।
কুক্ষণে যমুনায় এলাম, কালরূপ না হেরিলাম,
যমুনারি এ কূল ও কূল দুকূল করেছে আলো॥

দেশ-মিশ্রিত-মল্লার—যৎ।

(ওগো) দেখে এলাম কে বটে দাঁড়ায়ে জাহ্নবীর তটে।
ও তার গেলে নিকটে হৃদি ফাটে, পশেছে রূপ মাঠে ঘাটে॥
বদন বাঁকা, নয়ন বাঁকা, ভালে তিলক ঝল-মল,
তিলক হেরে ত্রিলোক ভুলে জাহ্নবী করেছে আলো,
আ মরি কি নারীকুল, রাখিতে যে নারি কুল,
কি ছার রমণীকুল, ও সে ব্যাকুল সু-রমণী বটে॥
তপ্ত হেমবর্ণে ও তার সোনাবর্ণ রূপে আলো করে,
পূর্ণশশী রাশি রাশি প্রকাশে পদ-নখরে;
আমি মরি কি রূপ হেরে, ধরে কি না ধৈর্য্য ধরে,
ইচ্ছা হয় যে হই গে দাসী, যদি দাসী রাখেন নিকটে॥

———

পিলু—বারোঁয়া।

ওগো সেই তো আমার বর।
বলদ-চাপা নেংটা ক্ষেপা ভোলা মহেশ্বর ॥
খুঁজে পাই না বিল্বদলে, দিছি হার হরের গলে,
আর কেন মা আবার কেন মিছে স্বয়ংবর।
ক্ষেপার সনে ক্ষেপী হয়ে কর্‌বো সুখে ঘর ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে বেড়াই আশে-পাশে ॥
বল্‌ দেখি রে তরু-লতা, জগৎ-জীবন আছেন কোথা,
পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে।
বল্‌ দেখি রে বিহঙ্গকুল, কার প্রেমে তোরা হয়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে বেড়াস কার উদ্দেশে ॥
বল্‌ দেখি রে রত্নাকর, সিন্ধুনাম ধরেছিস রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নৃত্য করিস্‌ উল্লাসে।
লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে, এমন প্রেমিক দেখি না রে,
দেখা পেলে সুধাই তারে সে কেমন ভালবাসে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কানাই বলাই দুটি ভাই।
একটি কালো একটি গোর তাদের রূপের তুলনা নাই ॥
জলধর-ধর-পাশে, বলাই বিজলী হাসে,
আমি মন প্রাণ উল্লাসে ঐ চরণে লুটাই ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা ।

পাখী এই যে গাইলি গাছে ।
কেন চুপ দিলি ঝোপে ডুবে গেলি, যেমনি আইনু কাছে ॥
এখনও ফোটেনি তারা, এখনও সুধার ধারা,
ঝরেনিক পাখী ধরণীর গায় আকাশে ভরা আছে ।
ঢেলে কি সমীরে তান,
সুধার কলসী অলসে ভরালি ভুলে কি গেলি রে গান,
নিশার আবেগে দিবসে মাতিয়া আঁখিটি মুদিয়া গেছে ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ ।

ঐ দেখা যায় কাল পাখী ও তার কাল কাল দুটি পাখা ।
লোকে তারে কোকিল বলে বসন্তেতে দেয় গো দেখা ॥
পাখীটা কি সর্ব্বনেশে, ফাল্গুন চোত মাসে আসে ,
হ'ত যদি বার-মেসে, ভার হ'ত সই কুল রাখা ॥

পিলু ।

যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি ।
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী (শ্যামা) ॥
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে আকুল হ'ত,
ব'লে আয় রে গোপাল আয় কোলে, ধর্ ক্ষীর সর নবনী ॥
(একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচ দেখি মা,)
(অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে একবার নাচ দেখি মা,)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে একবার নাচ দেখি মা,)
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী (শ্যামা) ॥

খাম্বাজ—যৎ।

(আমার) মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালী নাম দিও কর্ণমূলে ॥
এ দেহ আপনার নয়, রিপু সঙ্গে চলে,
আন রে ভোলা জপের মালা আমি ভাসি গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে,
আমার ইষ্টি প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে ॥

———

মিশ্র—কাওয়ালী।

হবে নূতন নীলেমে নূতন বরের আমদানী।
হর-রকমের যুবা বুড়ো, বরের আমদানী ॥
পয়সা ফেল হাত ধ'রে লও পছন্দ যারে, হায়েষ্ট বিডারে,
হবে নূতন কেতায়, নূতন কেতায়,
নূতন বরের আমদানী ॥
আড়ন-ছাঁটা টেরি-কাটা ফিট,
ফিট্‌ফাট্‌ ফ্যাসানেবেল ড্রেস-পরা ফিট,
হবে না ইষ্টসাধন যুবা বুড়োর আমদানী (হবে রপ্তানী) ॥

———

বেহাগ—যৎ।

(আমি) বৃন্দাবনবাসী শ্যাম, নাম বৃন্দে আহীরিণী।
চিনিতে পার কি হে শ্যাম, আমি ঘৃণিত কাঙ্গালিনী ॥
ওহে নব ভূপতি (শ্যাম হে) তাই তোমায় করি প্রণতি,
কেতাব লিখে মোরে পাঠায়েছেন কমলিনী ॥

———

স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
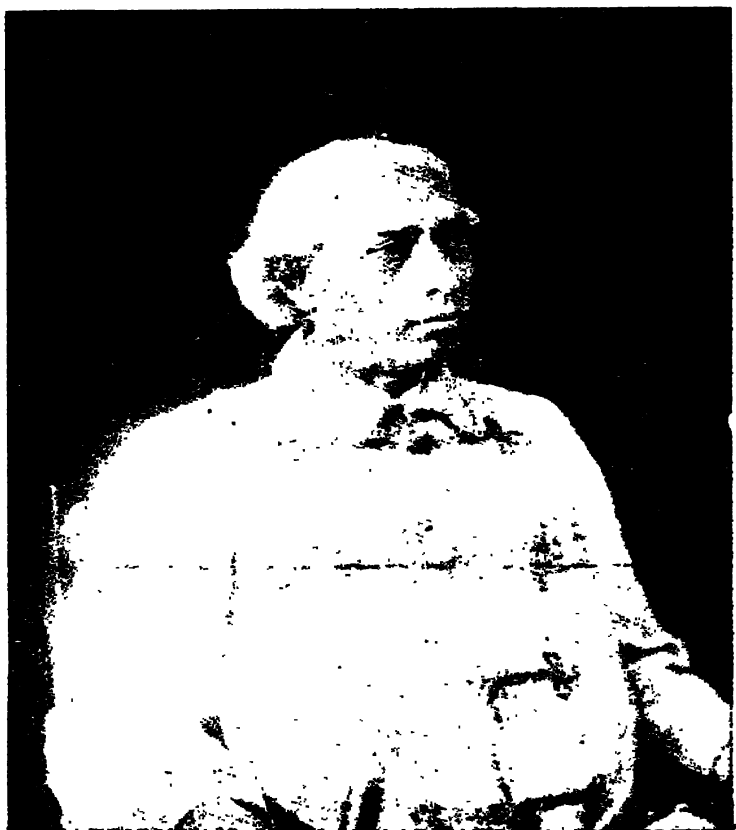
হোলি-সিন্ধু—যৎ।

যাঁহা শারি রেইনি গাঁমাই।
হোরে যারে যারে যারে কানাই॥
হাম সনে বোলো ঘুঘু জানি থাল,
জানি ছুয় না রাম কানাই।
হট ঠেকার কহি, দেওগি নানা দেশে,
সব কহি কলিয়ানা—থুকি জাহি শারি রেইনি গাঁমাই॥

স্বদেশী।

ইমন—একতালা।

ছন্দে বন্দে নব আনন্দে গাও রে বন্দে মাতরম্।
সদা সত্য স্নিগ্ধ শুদ্ধ বল রে বন্দে মাতরম্॥
সকল ভারত-বল-বিধায়িনী,
বাণী বন্দে মাতরম্।
ভজনে সাধনে শয়নে স্বপনে
সাধ রে বন্দে মাতরম্॥
দিব্য চক্ষে ঐ যায় দেখা,
বিদ্যুতাক্ষরে জলদে আঁকা,
বিধির আদেশ কর রে পালন
ভজ রে বন্দে মাতরম্॥

তুর্ক—জলদ-একতালা ।

·ছি শঠ লম্পট দিতেছ চম্পট নিপট কপট কালিয়ে ।
আমারে ফাঁকি দিয়ে, ধুম্‌ড়ী খুকী নিয়ে,
বেড়াও দুপুরের রোদে খেলিয়ে ॥
পিরীতে ধিক্ থাক্, ও রীতে ধিক থাক্
তোকে ওলো ধিক্ থাক ছি.
যমুনার জলে নেবে, দুটোতে মর ডুবে,
রাধার বালাই যাক্ চলিয়ে ॥

সিন্ধু—যৎ ।

একা এসেছি একা চ'লে যাব ধারি নাকো কারো ধার
ভবের হাটে হেঁটে হেঁটে অস্থি-চর্ম্ম হলো সার ॥
সংসারে যাতনা, ভুগিতে হবে না,
ব্রহ্মরূপ হৃদে কর রে স্থাপনা,
ও তোর ঘুচিবে যন্ত্রণা, পূরিবে কামনা,
সদা বহিবে হৃদে শান্তির ধার ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ ।

রাধা বিনে দু' নয়নে হেরি অন্ধকার ।
রাধা-প্রেমে বাঁধা থাকি রাধা মম মূলাধার ॥
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, জানি না রাধা বিহনে,
সঁপিয়াছি মন প্রাণ, শ্রীচরণে শ্রীরাধার ॥

সুরাট-মল্লার---যৎ ।

কই কৃষ্ণ এলো কুঞ্জে প্রাণসই ।
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই ॥
ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
ছিল কোথা গেল এনে দে লো হরি,
আমার কালাচাঁদ প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জান না,—কৃষ্ণ আন না,
ব'লো ব'লো তারে রাধা প্রাণে মরে,
আমি কালা বিনে রইতে পারি কই ॥

কীর্ত্তন ।

আমার এত কাছে কাছে হৃদয়েরি মাঝে রয়েছ লুকায়ে হরি ।
আমি ভাবি মনে, কত দূরে তুমি, রয়েছ আমায় পাসরি ॥
যেমন ছায়া-বাজি করে,কত খেলা করে,
আড়ালে লুকায়ে থেকে,
তেম্নি তোমায় মত্ত হয়ে, তোমাতে মিশায়ে রেখেছ তোমাতে ঢেকে ।

কেদারা-মিশ্র—খেমটা ।

আস্‌তে পারিনি আমি বাদলেতে ।
ক্ষমা কর বিধুমুখি নিজ গুণেতে ॥
যখন ছিল পিরীতি,
তখন তেঁতুল-পাতায় তোমায় আমায় দুজনেতে শুয়েছি,
এখন পিরীত গেল, বিচ্ছেদ হ'ল, পাই না শুতে মান-পাতে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বল্ রে তরু বল্।
কে তোরে সাজালে দিয়ে পত্রপুষ্পফল॥
প্রভাত হ'লে দেখি তোরে,
ধরা ভাসে নয়ন-নীরে,
না বুঝে মানুষে বলে শিশির-পড়া জল॥
অনিলকে সঙ্গে নিলে,
আনন্দে হেলে দুলে;
কার গুণে যাস্ রে ঢ'লে জলে হয় প্রাণ শীতল

সিন্ধু-খাম্বাজ।

দিন ত যাবে রবে না ব্রহ্মময়ী মা,
যদি স্বকর্ম্মফলে ভুগি আমি
তবে কি মহিমা তোমার মা।
শুনেছি সন্তানের জোর, বেদাগমে আছে মা তোমার,
কৃপণতা ক'র না দীনে,
এই মিনতি চরণে তোমার মা॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

সাধে কি করুণাময়ি, করি মা তোর উপাসনা।
কালভয় না থাকিলে, কেউ তোমারে সাধিত না॥
কোথা গো মা আদ্যাশক্তি, কার আছে হেন শক্তি,
জীবের মুক্তি বিনা তুমি ত্রিনয়না॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

দুঃখের বাকি আছে কি।
বাকি টেনে উসুল দিয়ে, দেখ না কত আছে বাকি॥
অন্নচিন্তা সদা করি, চিন্তাজ্বরে জোরে মরি,
ইচ্ছা নাই তোর মুখ হেরি,
কালীঘাটের, তাই তোমায় তারা ব'লে ডাকি।
অন্ন-বস্ত্র হলেম ছাড়া, নিরানন্দ ধরার তারা,
চাইলি না মা ওগো তারা,
কষ্ট দেওয়াই উচিত কি॥

(রামপ্রসাদী সুর)

ঝাঁপ দিব যমুনারি জলে, মুখে কালী কালী কালী ব'লে।
আমি তোমার অবোধ শিশু মা, জানি না ডাকি কি ব'লে॥
তুমি খেলাও যত খেল্‌ছি তত, লোকে ব্রহ্মময়ী বলে।
ছেলের হাতে মোয়া নয় মা, লবি যে ভুলায়ে কেড়ে,
তুমি যত কৃপাময়ী মা জানা গেছে রণস্থলে॥

(নিধুবাবুর টপ্পা)

লোক-মুখে শুনি সখি, সে না কি আর আসিবে না।
না এসে সে থাকে ভাল, আসিতে তায় ক'র্ মানা॥
তিলেকের তরে ভালবাসা, ভাবিয়ে মিটিবে আশা,
কত জীবন সুখে যাবে,
আমি পাব না কোন যাতনা॥

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

ভৈরবী—খেমটা।

দ্বিদলে বিরাজ করে কে রে।
ভক্তিভাবে বেঁধে তারে, রূপের ঘরে নে রে॥
শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, কেবা কাহার গুরু;
সব পথের পরিচয় রে।
যে গুরু সে কল্পতরু, তোর হৃদয়-মন্দিরে॥
দলে দলে শতদলে, দল্‌কে দল কমলদলে;
তার উভানলে আলোক জ্বলে,
যেমন মৃণাল-উপরে॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।—(কমিক)

আমি নিতুই নিতুই ঘুরি ফিরি তোমার কানাচে।
(তুমি বোঝ না আঁচে)
(তোমার) সোনার পায়ে রূপোর পাঁজর,
করে মধুর ঝমর-ঝমর,
ঐ পাঁজরের ঘুমুর হ'লে প্রাণটা কতক বাঁচে।
(তোমার) খাসা চখের ভাসা চাওনি,
আশায় আশায় দেখি ধনি,
চিন্‌লে না তো চাঁদবদনি, শ্যাম তোমার ঢালা কি ছাঁচে॥

সুরট।

আগে কে জানে, এমন হবে প্রেমে,
না সিঞ্চিতে প্রেমবারি দাহন হতেছি প্রাণে।
হয়ে তারি অনুগত, শাস্তি পেলাম সমুচিত,
ব'লে আর জানাব কত, এ যে অসম্ভব সম্ভবনে॥

বীণার ঝঙ্কার

(হাস্যোদ্দীপক)

আয় লো আয় পাড়া-পড়্‌সি আন্‌তে যাবি জল।
নোলক নাকে কল্‌সী কাঁকে ঘোম্‌টা দিয়ে চল॥
ললিতে ও মালতী একটুখানি ঘোম্‌টা তুলে দে,
লোকের মাঝে পথের মাঝে দেখ্‌বে কোথায় কে ;
(তোর কাপড় কাচা ছল)।
একবার চুপি চুপি ঝুপি ঝুপি বেলা নাইকো বাকি,
কুহু কুহু পিউ পিউ ডাকছে ডালে পাখী ;
(তবে তোদের কাপড় কাচা ছল)॥

ছায়ানট—যৎ।

আর কেন বারে বারে আমায় মজিতে বল।
প্রণয়েরি যত সুখ যা হয়েছে তাই ভাল॥
প্রেম ক'রে হবে বা কি, কি আর রয়েছে বাকি,
মিছে ক'রে আঁকা-বাঁকি,
সে প্রেমের কিবা ফল॥

সাহানা—কাওয়ালী।

বিরহ-আঁধারে বঁধু পথপানে চাই।
যত নিশি আসে তত ভাবি নিশি নাই॥
সহসা বাজিয়ে বাঁশী পোহাইল রাত,
চঞ্চল ফুলদল বিমল প্রভাত,
এসেছে (কালা) ভালবেসেছে,
থর থর থর সুখে চলিয়ে না যায়॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

নাগর আর কেন (তুমি) মারিছ কুঙ্কুম,
তুমি যে পাষাণ সম দেখ দেখি ছিঁড়িল কাঁচলী।
যাও হে নিষ্ঠুর হরি, তুমি খেলিতে জান না হোরি,
ক্ষমা দাও মিনতি করি মিলিয়ে সকলি॥
দু'নয়নে দিয়ে ফাগ, প্রকাশিছ অনুরাগ,
আজি কেড়ে লব তব ফাগ, যতেক গোপিনী;
আবির চন্দন চুয়া, সর্ব্বাঙ্গে দিয়া বঁধুয়া,
সাজাব তোমায় ভেড়ুয়া ফিরাব গলি গলি॥

ভৈরবী—ঘৎ।

বিরহ-অনলে সই রে রয় যদি এ জীবন।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে এ দেহে না রবে প্রাণ॥
আশায় বিশ্বাস করি, আছি দিবা-বিভাবরী,
অতি ক্লেশে প্রাণ ধরি, কেবল করি রোদন॥

সিন্ধু-ভৈরবী।

যে যাতনা যতনে,
মনে মনে মন জানে।
পাছে শত্রু হাসে, লোকলাজে প্রকাশ করিনে॥
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী,
(আমি) নিরবধি, সাধি প্রাণপণে।
তবু সে তোষে না মোরে, দোষে খালি অকারণে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—খেম্‌টা।

লুকিয়ে ভালবাস্‌বো তারে জান্‌তে দেব না।
জান্‌লে পরে প্রাণ নেবে সে প্রাণ ত দেবে না॥
সে যদি না করে আদর, করবো না তার অনাদর,
চোখে চোখে চাইলে পরে ফিরে চাইব না।
বসায়ে হৃদি সিংহাসনে, হাসবো কাঁদবো আপন মনে,
ভেসেছি আপনি ভাসি, তায় ভাসাবো না॥

ভৈরবী—যৎ।

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীনা না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা ব'লে যত ডাকি, শুনেও তো মা শোন না কি,
নবাই এম্নি লাথি-খেকো, তবু দুর্গা ব'লে ডাকে॥

ভৈরবী—যৎ।

আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তের মন, আমার এক নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অন্যের কাছে রাখে॥

ভৈরবী—যৎ।

টুক্‌টুকে তোর পা দুখানি আল্‌তা পরাই আয়।
চটক্‌ দেখে অবাক্‌ হয়ে সে লো থাক্‌বে চেয়ে ঠায়॥
সোনেলা আঙ্গুল্‌গুলি, অফুটন্ত চাঁপার কলি,
তুলি ক'রে আল্‌তা দিলে বাহার খুলে যায়॥
আগে চাই যতন পায়ে, তবে সোনা পর্‌বি গায়ে,
পা দুখানি ধর্‌লে মনে (ওলো) মুখের পানে চায়॥

ভৈরবী—যৎ।

যে মনেতে মন নিলে এখন তোমার সে মন কোথা।
আসিতে যাইতে তুমি কর কত ছুতোনতা॥
কলঙ্ক গুরু-গঞ্জনা, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
(তুমি) ডুমুরের ফুল হ'লে কি প্রাণ তোমার দেখা পাওয়া কঠিনতা॥

ভৈরবী—যৎ।

ও বিরহ-জ্বালা সই রে,
দিবানিশি প্রাণে প্রাণে নিয়ত সে বিনে॥
(মম) পিয়াস না মিটিতে বিচ্ছেদ-নিশি আইল,
আর ত মম হৃদ্‌-আকাশে চন্দ্রমা না উদিল,
কবে যে পাইব দেখা ভাবি তাই নিশিদিনে।
ব্যাকুল-হৃদয়ে আমি যাপিতেছি দিবানিশি,
যদিও সে একবার এসে, কাছে বলে আমায় ভালবাসে,
তা হ'লে মরিতাম সখা (ও তার) সেই কথা শুনে কানে॥

বীণার ঝঙ্কার

শ্রীমতী পান্নাময়ী দাসী।

ভৈরবী—যৎ।

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে,
মধুর হাসিয়ে তুমি ভালবেস হে ॥
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও,
আধ-নয়নে প্রিয়ে চাও চাও,
পরাণ কাঁদায়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে ॥

ভৈরবী—যৎ।

প্রেম ভালবাসি ব'লে কত লোক কত বলে।
এখনই এমন হলো আরও কি আছে কপালে ॥
শুন লো সখি সম্প্রতি, নূতনে হয়েছি ব্রতী.
এই কি রে প্রণয়ের রীতি, যন্ত্রণা মিলনকালে ॥

ভজন।

আনন্দ-বন গিরিজাপতনগরী,
মন কাহে নহি বাস লাগাওত রে মন,
কাশী সমান নহি দ্বিতীয় পুরী, ব্রহ্ম আদি গুণ গাওত রে মন,
হে মন কাজি কাহে নেহি যে মহাদেব মন গাওত রে—
মুক্তি-প্রবাহ বহে যাঁহা গঙ্গা, সুরনর-মুনি হর গাওত রে।
সখি জগদম্বা আদি মন জিউ, ভবকি মুক্তি করাওত রে!
অন্তসময় শিউ শম্ভু সদা জিউ, পরাখ মন্ত্র শোনাওত রে ॥
বাঘছালে রাজা রাণী ভবানী, ডমরু শিঙা বাজিত রে।
তুলসীদাস ভজ গাওরে মহাদেব কালী পরম পদ পাওত রে মন ॥

ভজন।

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ এ নিরখি মন বিচারে,
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি কোটি মদন হারে॥
সুন্দর কপালে দোলে, পঙ্কযুগলনয়ন,
অধরবিম্ব মধুর হাস কুন্দকলিকদসোনা,
মণি কুণ্ডল মুখরাকৃতি ওলি গোবিন্দ পূজা,
কেশরত তিলকগই শোনে মরি মনজা
নবজলধর পীতাম্বর, গলে বনমালা তোঁহে নীলানচতুর।
প্রভু, জগ-জন-মন মোহে॥

ভৈরবী।

বিফল জনম বিফল জীবন জীবননাথে না হেরে।
খুঁজি সব ঠাঁই, কোথাও না পাই, কে হরিল মনচোরে॥
সুখে ডালে বসি ডাকিছ পাখী রে ডাকিছ কি সেই পরমপিতারে,
কি ব'লে ডাকিছ ব'ল রে আমারে, ডেকে দেখি যদি পাই রে।
গুঞ্জরি ভ্রমরা করি গুণ গুণ, গাইছ কি সেই গুণাকর-গুণ,
শিখাও আমারে আমি রে নির্গুণ,
কি গানে ভুলালে তাঁরে॥
কেন ফুলকুল হাসিছ সকলে, পেয়েছ কি সেই পরমদয়ালে,
পায়ে ধরি বল কেমনে পাইলে, কি গুণে তুষিলে তাঁরে॥
কৈলাস সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল, দিবানিশি ধ'রে কি হেরিছ বল,
করেছ কি হেরে জনম সফল, বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে।
সুনীল গগন নীল-আবরণে, লুকায়ে রেখেছ বুঝি প্রাণধনে,
খোল আবরণ বারেক নয়নে, হেরে মন-প্রাণ জুড়াই রে॥

টপ্পা।

নজরা দিল্‌বাহার (বেনিয়া লেলে রে)
কুল পিলায়ে চল্‌ জাতি সব সখিয়া চল্‌ জাতি।
রোয়ে মিময়া জায়েক রওয়ে
মস্তা বুল বুল তোরি তুম জানাবে আজানি সে মিয়া জানাবে ॥

শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখার্জ্জি।

ভৈরবী—যৎ।

জাগ রে জাগ রে মায়া-নিদ্রাগত মন।
কত আর ঘুমায়ে রবে হয়ে অচেতন ॥
অসার সংসার-সুখে, হায় কামিনী-কৌতুকে.
দীপ্ত বাসনা-বাতিকে দেখিছ স্বপন।
যদি না ঘুমালে নয়, যোগনিদ্রা উচিত হয়,
পাবে ধন মনোময় শ্রীহরি-চরণ ॥
দীপ্ত যোগে অন্তর জাগে, পরামর্শ অনুরাগে,
জাগ মন যোগে যাগে, জাগে জগৎজীবন ॥

পরজ—তেতালা।

কার কাল মেয়ে রণে নাচিছে ! (হায়)
সুধাপানে ঢল-ঢল ঢলে পড়েছে ॥
একে নীরদকায় রুধির লেগেছে গায়,
কালিন্দী-সলিলে যেন জবা ভাসিছে ॥

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।

সিন্ধু-খাম্বাজ—তেতালা।

বাজ রে আমার মোহন মুরলী,
আসিছে প্রাণের মানময়ী কমলিনী।
থাকি যবে বনান্তরে, আশে রাধা পায়ে ধরে,
অবহেলি কুলমান আপনারে পাসরি॥

কীর্ত্তন।

কোথা হে প্রাণসখা কোথা তুমি দয়াময়।
অসময়ে রাসবিহারি ঠেল নাক পায়॥
আমায় দেখা তুমি দেবে না কি,
আমার অসময়ে দাও দেখা
কোথা হে পাণ্ডব-সখা,
আমি ভাল জানি হরি বিপদ্‌কাণ্ডারী,
অসময়ের সখা তুমি বংশীধারী,
তবে কেন প্রাণসখা, (সখা হে)
তবে কেন প্রাণ-সখা দিতেছ না দেখা,
ভুলেছ কি অভাগায়।
হরি তুমি ভোল তাতে নাহিক ক্ষতি,
যেন তোমাতে হে থাকে মতি,
আমি ডাক্‌তে তোমায়—(ওহে অনাথের নাথ)
অসময় আমি ডাক্‌তে তোমায়,
ছাড়বো না শ্যাম, দেখি পাই কি না তোমায়,
(ওহে দীননাথ) দেখি পাই কি না তোমায়॥

আনন্দপূরবী—একতালা।

সান্ধ্য সমীরে থরে থরে থরে কে দেছে মধুর বাস।
সরসীর বুকে কুমুদিনীর মুখে কে দেছে মধুর হাস॥
চাঁদে কে দিয়েছে জোছনারাশি,
প্রেমিকের গলে পর্‌তে ফাঁসি,
কামিনী-অধরে কেন সুধা ঝরে সেথা রহে সদা মধু মাস॥
এ ভব-ভবন কেন বা সুন্দর,
কেন সেথা ক্ষরে সদা শশিকর,
কেন বা তটিনী কুলু কুলু ধ্বনি চলিছে সাগর-পাশ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

কোথায় আছ গো দেখা দে গো শান্তা দিদি।
তোমার সনে এ জীবনে দিদি শেষ দেখা হ'ল না বিধাতা বাদী॥
তোমায়ও মা যে হাতে হাতে
মরণ-সময় মোদের সঁপে দিয়েছে,
তা কি ভুলেছ, বুঝি ভুলেছ,
মা'র মরণ-সময়ের কথা ভুলেছ; বুঝি ভুলেছ,
বিমাতা বিনা দোষে, বাবাকে ব'লে,
দাদাকে আমাকে আজ মশানে দিলে,
কোথা মা, এস মা, দেখে যা দেখে যা—
দাদা "মা মা" ব'লে এস দুজনে কাঁদি॥

শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চন্দন-চর্চ্চিত-নীলকলেবর পীতবসন বনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডল-মণ্ডিতগণ্ডযুগ-স্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে, বিলাসিনী বিলসতি কেলিপরে।
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্,
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্।
কাপি বিলাসবিলোল-বিলোচন-খেলনজনিত-মনোজং
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্।
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে,
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী, দয়িতং পুলকৈরনুকূলে!
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে,
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং কম্পিতকরেণ দুকূলে।
করতলতালতরলবলয়াবলি-কলিতকলস্বনবংশে,
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং
পশ্যতি সস্মিতচারুপরমপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥

বাউল।

একবার এস শ্রীহরি।

এসে মোর হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী,
এস হে নিত্যধামে বিনোদ-ঠামে সাথে লয়ে কিশোরী।
তোমায় যুগলরূপে পূজব আমি কোথা আছ শ্রীহরি ॥

বসন্ত—কাওয়ালী।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে
মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে নৃত্যতি—
যুবতীজনেন সমং সখি বিরহিজনস্ত দুরন্তে।
উন্মাদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে,
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুলবকুল-কলাপে।
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশংবদ-নবদল-শাল-তমালে,
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংশুক-জালে।
মদন-মহীপতি-কনকদন্তরুচি-কেশর-কুসুম-বিকাশে,
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলী-পটল-কৃত-স্মর-তূণ-বিলাসে।
বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণ-অরুণ-কৃত-হাসে,
বিরহিনিকৃন্তন-কুন্তমুখাকৃতি-কেতকিদন্তবিকাশে।
মাধবিকা-পরিমল-ললিত-নব-মালিকায়াতি সুগন্ধৌ,
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ।
স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণ-মুকুলিত-পুলকিতচূতে,
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসর-পরিগত-যমুনাজলপূতে।
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্,
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন অনুগতমদনবিকারম্॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা জয় জয় জগতজননি, ত্রিজগতজনপালিকে।
অনাদি-আরাধ্যা আগ্যা অপরাজিতে অম্বিকে॥
তোমার কুমার লম্বোদর, বিরাজে উভয় দিকে।
ভবে তীর্থে আদ্যাশক্তি বিরাজে রাজপালিকে॥
দশ করে দশ আয়ুধধারিণী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী।
ভূভার-হরণ-কারণ-বিবিধরূপধারিকে॥

মূলতান—কাওয়ালী।

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর—
জয় জগদীশ হরে।

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণীধারণকীণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর—
জয় জগদীশ হরে।

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনঃ কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতবরাহরূপ—
জয় জগদীশ হরে।

তব করকমলে রমে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ—
জয় জগদীশ হরে।

শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিত-জন-পাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ—
জয় জগদীশ হরে।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ—
জয় জগদীশ হরে।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর—
জয় জগদীশ হরে।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতি-মিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ—
জয় জগদীশ হরে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর—
জয় জগদীশ হরে।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর—
জয় জগদীশ হরে॥

ৃত মন্মথনাথ রায়—

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

খাজা খুর্ম্মা খাসা মণ্ডা—
(এ যে) বড় ফলার চেগেছে নিতাই।
যখন দ'য়ের আগে মণ্ডা ভাঙ্গি,
যেমন বানের আগে জেলে ডিঙ্গী,
যখন মণ্ডার গায়ে—চিনির ছিটে লাগে
যেন ছাগলছানা ঘরে বাঁধে—
লুচি আর মিঠে গজা, তার উপর পাঁপর ভাজা ;
দে দৈ দে দৈ পাতে ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে ;
(ওরে) ও বেটা পরিবেশনের কিছু জানে না—
ওদের পাতে দুবার দিলি, আমার পাতে ভুলে গেলি,
ও দিকে যে টান বড়,
(ওরে) ওরা কি তোর বাবা খুড়ো (খাজা খুর্ম্মা খাসা মণ্ডা)
আমরা কি কেউ নই রে,
এ যে বড় ফলার চেগেছে নিতাই ॥

ভৈরবী।

তবে এই নাও মোহন-চূড়া বাঁশরী।
তবে এই নাও মোহন-চূড়া এই নাও পীত ধড়া,
এই নাও বনমালা, সুন্দরি ॥
কপালে যা ছিল লেখা, এই দেখাতে হ'ল দেখা,
আর হবে না দেখা, রাইকিশোরি ॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে
ডাল ঘাগর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়ল ঢুলি।
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলী॥
কমলাপুলীর টেটা, সূর্য্যি মামার বেটা,
হাড় মড়্ মড়্ কেলে জিরে,
রসুন কসুন পানের বিরে,
আয় রঙ্গ হাটে যাই,
এক খিলি পান কিনে খাই,
সেই খিলিটি ফোঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া,
হলুদ বনে কলুদ ফুল
মামার বেটী, জবর ফুল॥

ভৈরবী।

তোরা কে নিবি আয়, বিনামূল্যে বিমল ভাব কিন্‌সে।
এ কালে ও কালে ত্রিকালে জিন্‌সে॥
মিন্‌ষে নাকি মাগী হলো, মাগী নাকি মিন্‌ষে,
চিন্‌লে মিলে চিন্ময় রূপ, তোরা চিন্‌সে তোরা চিন্‌সে॥
হলো নীলকণ্ঠের মন উৎকণ্ঠিত,
অতি ভেবে ভেবে ক্ষীণ সে,
যে দিন সে ভাবের উদয় হবে, সে দিনের এক দিন সে॥

মূলতান—দাদ্‌রা ।

বড় চিংড়ীতে কপীতে যদি খেতে হয় ।
বড় সুখোদয় এ কথা নিশ্চয় ॥
(ওরে) ভাগ্যবানের ভাগ্যে ফলে দুর্ভাগ্যের ভাগ্যে নয় ॥
ডাল মটর ছাড়িয়ে, অতিরিক্ত গাওয়া ঘিয়ে,
জাফরাণাদি মসলা দিয়ে যখন বাটনা বাটা হয় ॥
কি তরকারি বলিহারি, অনেকের দর্পহারী,
(বলি) নয়ন আদি করি নয়ন-প্রবাহময় ।
দুর্ভাগ্যের কড় কড় করে রে কড় কড়
দুনিয়াতে যত জিনিষ আছে কপীর কাছে কিছু নয় ॥
ব'সে কার্পেটের আসনে, ঢেলে পবিত্র বাসনে,
যখন সম্মুখে প্রস্তুত রয় ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে, এম্নি মনে ইচ্ছা করে,
গরম গরম দেই উদরে, আর কি বিলম্ব সয় ॥
তুলে মুখে—ভাসি সুখে,—
যেন খেতে খেতে চপচপিতে স্বর্গে যাচ্ছি সে সময় ।
ফুলকপী মাছের ঝোলে, জগৎ-জন কান্না ভোলে,
অরুচি অসুর বেটা পরাজয় ॥

খাম্বাজ—(বিদ্যাসুন্দর) ।

একটুখানি পাশ ফিরেছি সারা নিশি মালা গেঁথে ।
কে তোরা এলি আমার কাঁচা ঘুমে ঘুম ভাঙ্গাতে ॥
রাগ করেছে রাজবালা, যেতে হবে কা'ল সকালা,
মনোহরা বনফুলের মালা, গেঁথেছি যে নিজ হাতে ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আলুর সমান জিনিষ কিছুই নাই জগৎ-সংসারে ভেবে দেখ ভাই।
কি সুমিষ্ট বিধির সৃষ্ট গুণের বালাই লয়ে ম'রে যাই ॥
আলুর নাইকো ছোবড়া আঁটি আঁশ, ছাড়ালে সকলি শাঁশ,
শীত বর্ষা বারো মাস পাওয়া যায়;
ঝালে কি ঝোলে অম্বলে, যাতেই দিবে তাতেই মেলে,
দেবা মাত্র গ'লে যায় মরি কি সুতার,
তার কব কি আর,
এমন আলুকে যে না ভালবাসে,
তার ভালবাসার মুখে ছাই।
গোল গোল কি সুঠাম, যেন সাদা শালগ্রাম,
রাশ নাম বিলাতী আলু বলে;
তরকারীর দল যত আছে ভূমণ্ডলে,
আলুর কাছে সকল শালাই হারে,
দেহে বাড়ে বল, হয় সবল,
রক্ত সাফ হয় এক হপ্তা খেলে,
বিনাশে কফ পিত্ত বাই ॥
ভেজে খেলে যায় জ্বর কাসি,
বর্ণ হয় শশী দিশী বারোমাস টাট্‌কা থাকে ভাই রে,
মাগমরা পুরুষের পক্ষে, এমন জিনিষ ত্রৈলোক্যে,
ভেবে দেখ আর কিছু নাই রে।
খেয়ে ভাতে ভাত হয়ে কুঁপোকাত
প্যারী হেসে বলে আলু বিদেশে তোমায় পাই ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আর কেন মন এ সংসারে
চল যাই সেই নগরে,
যেথায় দিবানিশি পূর্ণশশী
আনন্দে বিরাজ করে।
মন পক্ষদ্বয় ক্ষয়োদয় নাইক চাঁদের সেই পুরে,
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভক্তি-পাশা
পূর্ণানন্দ বিহরে॥
সুধাকরে সুধা ধরে রবি বিকসিত রে,
আবার মনের মতন চকোর পেলে
চাঁদের সুধা চাঁদ হরে।
তোমার মত যেই জন, সেই ত গরল পান করে,
আবার জ্ঞান হারায়ে বিষের জ্বালায়
সদা যাতায়াত করে॥

ভৈরবী—পোস্তা।

শুন্‌তে প্রেম সুখের বটে বিচ্ছেদে যায় প্রাণ।
তুলো যেমন শুন্‌তে নরম ধুন্‌তে লবেজান॥
প্রেমের আগে বিচ্ছেদ থাকে,
টোপ যেমন বঁড়শীর আগে,
ক্ষিদের চোটে আহার করে হয়ে হতজ্ঞান॥
পিরীতে দেয় আমীরী,
বিচ্ছেদে করায় ফকিরী,
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি কে জানে সন্ধান॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—ষৎ।

মন যারে চায় তারে মান ত সাজে না। (সখি)
অদর্শনে অভিমান দরশনে থাকে না॥
মনে করি আর কথা কব না কব না,
পোড়া মুখে পোড়া হাসি না এসে থাকে না।
আঁখি রাঙ্গায়ে রাগ করি লো ছলনা,
পোড়া আঁখি অনুরাগে না দেখে থাকে না॥

ভৈরবী—পোস্তা।

এখন বল না কালা কোথায় যাবে।
যে লাজ দিয়েছ আজি কুঞ্জে গেলে সাজা পাবে॥
আয় আয় সহচরি, লম্পট শঠেরে ধরি,
কিশোরীর কুঞ্জে আজি চোরের বিচার হবে।
আজি লো বাসর-দ্বারে, বাঁশী ফেলে অসি ধ'রে,
সারা নিশি শ্যাম পাহারা দিবে॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

জগন্নাথ-দরশনে চল চিত রে মন।
মন ব্যাকুল সদা হেরিতে তাঁরে॥
মন চল সেথা, হের জগৎপিতা,
প্রাণ হবে শীতল তাঁরে হেরে মন,
হেরে যুগল চরণ মগ্ন তাহে মন,
আসিতে হবে না আর ভবে তোরে মন॥

নর্ত্তকী গহরজান

পিলু-জংলা—একতালা।

সুখ নাই আর উকীল-মহলে।
ওকালতীর প্যাঁচ লেগেছে উকীলের গোলে॥
কোর্টে নাইকো মিছিল মামলা, ভাবছে ব'সে যত আমলা,
উকীলেরা বেচছে সামলা, কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো জুত, জুটেছে অনেক ভূত,
হয়েছে ঘোর বেজুত কাঁদ্‌ছে সকলে॥
আগে ছিল বিষম আয়, এখন পেট চলা দায়,
কৃষ্ণকিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে।
হরি ঘোষের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন,
কেউ ঢুকছে কেউ বেরুচ্ছে নজীর বগলে॥
হাইকোর্ট মামলাময়, উকীল-সংখ্যা সহজ নয়,
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্ছে হলে।
যাদের না অন্ন জোটে, সাইনিং নাইকো কোর্টে,
ঢুকছে সবে জেলা-কোর্টে বোম্বেটের দলে॥
যাদের পসার হয়েছে, আর তাদের সমান আছে,
তাদের নাই হাজা-শুকা বারো মাস চলে।
কি দুর্দ্দশা কব কার, কেউ বা হচ্ছে ব্যবসাদার,
বাসা-খরচ চলা ভার কবিরত্ন ঠিক বলে॥

ভীমপলশ্রী।

যত রকম ডাল আছে এ সংসারে,
কলাইয়ের কাছে সব শালা হারে।
আ মরি কি মজা হয় আহারে,
যেন টিকি ধ'রে জুতো মারে॥
খেঁশারি মস্থরি মুগ অড়হর ছোলা,
গরিবের পক্ষে আথাম্বা আছোলা,
ঘি-মশলা না দিলে গলায় যায় না গেলা,
পাতলা হ'লে খায় না নরে।
অনাহুত অতিথি জামাই কুটুম্ব এলে,
গরম গরম ফেন ডেলে দিলে ঢেলে,
জোগে-জাগে দীনের দিন যায় চ'লে, সংক্ষেপে সম্ভ্রমে চলে।
দিশী জাফরাণ হলুদ যাকে বলে,
জলে গুলে তার এক বিন্দু দিলে,
আদা লঙ্কা হিঙ্গে রিফাইন হ'লে,
সে সৌরভে কে রবে ঘরে॥
বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলি, বীরভূমের যত লোক,
কলাই মন্ত্রে তারা বলে উপাসক,
কোন কালে কেহ ভোগে নাক রোগ,
সদা থাকে সুস্থশরীরে।
শিলে বেটে যদি গড়ে বড়া বড়ী,
কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসব স্বর্গপুর ছাড়ি,
হাঁড়ি হাতে ক'রে দাঁড়ান দ্বারে॥

তাতে যদি হয় টকের মাছের যোগ,
ভরণী নক্ষত্রে পায় মূলাযোগ,
পেটে যেন ঢোকে ভস্মকীট রোগ,
সে যোগ কেউ কি মার্‌তে পারে॥
খাসীর খাসা মাসে অনাটন হ'লে
অনায়াসে মাষকড়াই গোঁজা চলে,
ভুঁড়ি মোটা বাবু ক'রে তুলে ফেলে,
মহা বায়ু পিত্ত পলায় দূরে।
এমন ধারা ডালে যে দোষারোপ করে,
কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে,
মাংস তুল্য গুণ মাষকলাই ধরে, শিব লিখেছেন তন্ত্রসারে॥

খাম্বাজ।

(জয়) জগৎজীবন জগদ্বন্ধু কৃপাময় করুণাসিন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয়, পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়,
হেরিলে তব মুখ-ইন্দু॥
লীলা করেন নারায়ণ, নীলাচলে অনুক্ষণ,
সঙ্গে ভদ্রা বলভদ্র সুদর্শন,
বসে প্রভু শ্রীমন্দিরে, রতন-বেদীর উপরে,
মোক্ষধাম ক্ষেত্রধাম দক্ষিণেতে সিন্ধু।
ধন্য সে অক্ষয়-বট, ধন্য সে উড়িষ্যা-মঠ,
নাহি তথা খল, শঠ, কপট, লম্পট,
ধন্য সে আঠারনালা, পুরীমধ্যে লক্ষ্মী শিলা,
আনন্দবাজারে মেলা, মিলি ভাই-বন্ধু॥

ধন্য সে উড়িষ্যা দেশ, নাহি যেথা দ্বেষাদ্বেষ,
বর্ণ-ভেদ করে নাক সকলেতে বন্ধু।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন, বিপ্রেতে করে মান্য,
জগবন্ধু ধন্য ধন্য দরিদ্রের বন্ধু॥
এ ঘোর ভবার্ণিবারি, হেরি হেরি ভয়ে মরি,
ত্যজ ছল—বল কিসে তরি সিন্ধু।
তোমার কটাক্ষ হ'লে তরি বারি অবহেলে,
বাহু তুলে যাই চ'লে বোধ করি বিন্দু॥
কখনও বা বৈকুণ্ঠে, কখনও কালিন্দী-তটে,
কভু যশোদা-নিকটে, যুগল করপুটে;
কখন বা কুরুক্ষেত্রে, কখনও বা শ্রীক্ষেত্রে,
কখন বা বটপত্রে, ক্ষীরোদ সিন্ধু।
কৈবল্য অমূল্য ধন, ব্রহ্মা পাইবার কারণ,
কুকুর-বদন হ'তে লয়েন এক বিন্দু।
আপনারে ধন্য মানি, আপনি সেই পদ্মযোনি,
করিয়ে যুগল পাণি কহে খগ-ইন্দু॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

রয়ে রয়ে কেন তারি মুখ মনে পড়ে।
ও মেঘের বারি বিনা চাতকিনী প্রাণে মরে॥
চরণে ধ'রে কত যে সাধিনু, ভালবাস কি না তাই তোমায় শুধাইনু,
না না ব'লে পাষাণী চরণে ঠেলিলে মোরে।
এই নাও তীক্ষ্ণ ছুরি হান মম বক্ষ'পরে—
নিভে যাক্ আঁখি-তারা দেখিতে দেখিতে তোরে॥

পিলু-মূলতান—কাওয়ালী।

কত কাল জ্বালাবে বিরহানলে অধীনীরে,
ওহে একবার দাও হে দেখা, অধীনী কাঁদে কাতরে।
যদি কোন অপরাধ, ক'রে থাকি প্রাণনাথ,
মরণসময়ে যেন অধীনী থাকে অন্তরে॥

ভৈরবী (কমিক)।

উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশী, নল করেছে একাদশী,
একা নল পঞ্চদল, কে যাবি রে কামারশাল,
কামার মাগীর ঘুটঘুটুনি, তার উপরে তিলক পানি,
তোল্ তোর মাথার পাগ, বেরুল তুই বনের বাঘ,
বনের বাঘ খায় কি, হাম কুচ্ কুচ্ কম্‌লে গায়ের ঘি
শাক সেতল পানি পিতল নব নদী তল্লে হাটু॥

শ্রীযুত বিজয়গোপাল লাহিড়ী—

সিন্ধু—যৎ।

এমন দিন কি হবে তারা।
যখন তারা তারা তারা ব'লে দুনয়নে পড়বে ধারা॥
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
আঁখি অন্ধ দেখ মাকে তিমিরে তিমির হরা॥

শ্রীমতী বেদানা দাসী

শ্রীযুত ঘনেন্দ্রনাথ বসু—

যোগিয়া—একতালা ।

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা ।
জনমের শোধ ডাকি মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥
পৃথিবীর কেউ ভাল ত বাসে না,
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি.
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা ॥

শ্রীযুত অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়—

মিশ্র-হাম্বির—(কমিক)

মিশি দাঁতে শাঁখা হাতে প্রণয় চলে না ।
কস্তাপেড়ে শাড়ীতে আর ভাতার ভোলে না ॥
সীঁতেয় সিন্দুর দিলে পরে, ভাতার বাবু রেগে মরে,
পাছে মাথায় টাক ধরে, তাতেই সিন্দুর পরে না ॥
হেঁসেল-ঘরে গেলে পরে, প্রণয় যাবে চুলোর দোরে,
বাটনা বাটা কুটনো কোটা, তাও প্রাণে সবে না ॥

কমিক।

দে জয়নাল বলে ও ছলিমের মা,
তোর হালিম চাচা কেন আইল না ॥
ঘর বন্দন দোর বন্দন আর বন্দন কড়িকাঠের শিকে,
তার মধ্যে ব'সে আছেন প্রভু চামচিকে ॥
কত কেরামৎ জান রে আল্লা কত কেরামৎ জান,
মাঝ-দরিয়ায় ফেলে জাল ডাঙ্গায় ব'সে টান ॥
আনাজের মধ্যে কচু খেলাম শাকের মধ্যে পুঁই,
মেয়ের মধ্যে জরফের মা, পুরুষের মধ্যে মুই ॥
সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ে কুবুদ্ধি ঘটিল।
ব্যাসাভিতর মধ্যে দুগ্ধ রাখি—পীরকে ফাঁকি দিল ॥

ফকিরি (আবু হোসেন)

রাম রহিম না জুদা করো, দিল্‌কা সাঁচ্চা রাখো জী ॥
হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহো দুনিয়াদারী দেখো জী ॥
যব যেসা তব তেসা হোয়ে সদা মগন মে রহেনা জী।
মাট্টিসে ইয়া বদন বনি হ্যায়, ইয়াদ হরদম্ রাখনা জী ॥
যব তক্ সেকো ফরক্ রহো ভাই
যিস্ যিস্ কামমে মানা জী।
কেয়া জানে কব দম ছুটেগা, উস্‌কা নাহি ঠিকানা জী ॥
দুষমন তেরা সাথ ফির্‌তা, দেখো ভাই সুব শেখো জী।
দুষমন সে বাঁচানেওয়ালে, উন্ বিন্ হ্যায় নই কোই জী ॥

কমিক।

আহা কিবা মানিয়েছে রে।

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, কৃষ্ণের পাশে বলরাম;

(ব্রজের কুঞ্জবনে)

আবার, নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি, টপ্পার সুরে হরিনাম;

(বাহবা রে বাহবা)

যেন, কপীর সঙ্গে মটর-শুঁটি, ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম;

(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে)

আর, মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম;

(বাহবা রে বাহবা)

যেন, জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা, গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম;

(ও সেই দ্বাপর যুগে)

আবার, বিয়ের সঙ্গে রৌসন-চৌকী, আর মরণকালে হরিনাম॥

(বাহবা রে বাহবা)

কোরাস্।

টহলদারী (বিল্বমঙ্গল)।

কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না,

দিন যাবে দিন রবে নাকো কি হবে তোর তবে !

ওরে আজ পোহাল, কা'ল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে॥

সাধ কখনও মেটে না ভাই সাধে পড়ুক বাজ,

বেলাবেলি চল রে চলি সাধি আপন কাজ॥

কেউ কার নয় দেখ না চেয়ে কবে ফুটবে আঁখি,

আপনার রতন বেচে নে চল হরি ব'লে ডাকি॥

দরিয়া গীতি-নাট্যের একটি দৃশ্য— নগেনবাবু, হীরালাল, সরোজিনী, চারুশীলা, অহীন্দ্র।

কমিক।

ও বৌ ক'না কথা মুখ তুলে—
বউ দেখ না চেয়ে চোখ খুলে।
এনেছি বকুল-মালা, করবে আলা, তেল-চোয়ান তোর চুলে ॥
মিশি-দাঁতের হাসিটি বেশ মুখখানি বেশ ঢলঢলে।
ডুরে শাড়ীর বাহার বড় আঁচলখানি ঝুলঝুলে ॥
হাতের শাঁখা ধপ্‌ধপে বেশ ঝুমকো চেড়ী দুলদুলে।
সীঁতের সিন্দুর কাজল চোখে খয়ের গোলা টিপ্ জ্বলে ॥
হলুদ-মাখা অঙ্গখানি গাল দুটি বেশ তলতলে।
কড়াই-পানা সোনার দানা দুলছে দুদুল তোর গলে ॥

কমিক।

কার কথায় করেছ এত মন ভারি (সুন্দরি !)
আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি ॥
(প্রিয়ে) তুমি বালাম চাল, তুমি অড়র ডাল,
তুমি আমার মাছের অম্বল জানি চিরকাল ;
গোল আলু, বাগদা চিংড়ী, উচ্ছে-পটল চচ্চড়ি।
(প্রিয়ে) তুমি পাঁউরুটি, যেন জিবে গজাটি,
রসগোল্লা রসে ভরা মোহনভোগ, রুটী,
(প্রিয়ে) তুমি আমার কাঁচাগোল্লা, তুমি আমার কচুরী,
(প্রিয়ে) পিপাসার বারি, যেন জল দেবার ঝারি,
রোদের ছাতা, শীতের কাঁথা, মশার মশারি,
(প্রিয়ে) তুমি আমার মাথার মণি, আয় তোরে মাথায় ধরি ॥

"মানিনীর সোহাগ"।

আমি কেমন ক'রে বলি তুমি কে আমার ?
ভবনদীর তরী আমার তুমি সর্ব্বসার ॥
তুমি আমার সার্ট কোট কোঁচান ধুতি,
তুমি আমার আঁধার ঘরের ইলেক্‌ট্রিক বাতী,
ফ্যানের হাওয়া তোমার মায়া সবই দেখি একাকার ॥
তুমি আমার এলবার্ট ফ্যাসান ঘাড়ে ছাঁটা চুল,
তুমি আমার হাতের ঘড়ী, বুকে ফোটা ফুল,
তুমি আমার ফুলের মালা বসন্তের বাহার ॥
তুমি আমার বর্ষাকালের ভুনি খিচুড়ী,
পাটিসাপ্‌টা ক্ষীরের মালপো খাস্তা কচুরী,
তুমি মনের মতন মনোহরা তোমার তুল্য কেবা আর ॥
তুমি আমার আতর গোলাপ সাবান পমেটম,
তুমি আমার হাওয়া খেয়ে বেড়াবার টম্‌টম্,
তুমি আমার পান সিগারেট্‌ তুমি আমার মটরকার ॥

কমিক।

"তার রূপেতে জগৎ আলো"

আহা তার রূপে জগৎ আলো ছিলো !
কি রকম তাই প্রকাশ ক'রে বলি শ্রবণ করুন—
তার রূপেতে জগৎ আলো।
শুধু রূপের মধ্যে (কি জানেন) ঐ রংটা কিছু কালো ॥
ছোট খাট শক্ত কেশ, কপালখানি উঁচু বেশ,
পোকায় খেয়ে উঠে গেছে আঁখির ভুরু সরু ছিলো।

সুগোল বেড়ে চক্ষু দুটা, যেন ইতু-ভাঁড়ের জোড়া ভাঁটা,
(এই গোল চক্ষু আর কি বুঝ্‌তে পেরেছেন ?)
কে ঘা মেরে নাক বসিয়ে দেছে ডগাটিও তাই থ্যাবড়া ছিলো ॥
পুরু পুরু ঠোঁট দুখানি—টানাটানি ;
দাঁতগুলো তার মুলোর মতন, কান দুখানি ছোট কুলো ।
দাড়ি লম্বে আঙ্গুল চেরেক, উঁচু ক'রে দেখ্‌লে বারেক,
আর বল্লে মারা যাবেন, সুতরাং—এইখানেতে থামা ভালো ॥

কমিক ।

গা ঢালো রে নিশি আগুয়ান ।
বেল ফুল বেল ফুল, ঘন হাঁকে মালীকুল,
বরফ বরফ হেঁকে, বরফওয়ালা যান ॥
শ্যাওড়া-বনে পালে পালে,
ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া ডাকে শ্যালে,
আঁস্তাকুড়ে কিচির-মিচির ছুঁচোয় করে গান ;—
হুলো বেড়াল ম্যাও করে,
ন্যাংটা ইঁদুর মারে ধ'রে,
প্যাঁচা ভাবেন আমার খাবার অন্যে কেন খান ॥
প'ড়ল গুড়ুম, সাড়ে নটার তোপ,
এখনও কি যায়নি কোপ,
একটুখানি দিয়ে (হোপ) রাখ আমার প্রাণ ।
ভোঁদড়গুলো মারে উঁকি,
ঘুমিয়ে পড়ল খোকা খুকী,
শ্রীরাম বলেন ও জানকি ভাঙ্গলো নাকি মান ॥

কলিকালের বিবাহের বর্ণনা।

কমিক।

শুন সবে কলিকালের বিবাহের বর্ণনা।
ক'নের মা ঐ বল্‌ছে জোরে,
আস্‌তে হবে সজ্জা কোরে,
খাস গেলাস আর ফুলের ছড়ি পাল্‌কীর দুধারে,
আবার রং-মশালের আলো নইলে শোভা হবে না॥
ও ব্যাই শুন মহাশয়, বাজনা যেন হয়,
ঐ কাড়া নাগ্‌ড়া ঢোল কাঁসি, রসুন-চৌকী ভূতোর বাঁশী,
জগঝম্প গজঝম্প ইংরাজী বাজনা।
এ সকল না হইলে শোভা হবে না॥
ব্যাই চ'লে যায় হেসে হেসে,
বেয়ান বলে ব্যাই বসো কাছে,
কুমুদকে সোনার গহনা দিলে শোভা হয়—
ও ব্যাই সোনার চিরুণী, দিও দুখানি,
ঐ ঝলমলে গোট চন্দ্রহার, কত শোভা হয় গো তার,
গলার চিক্ আর গড়্‌তে দিও খোট্টা সেক্‌রারে;
আবার নতুন গহনা উঠ্‌ছে ঐ নাকে নাকচোনা॥

কমিক।

লেখা-পড়ায় দরকার কি।
ইংরাজীতে এলে, বি এ, পাশ করেছে ঠাকুরঝি॥
মুকুয্যেদের শরৎশশী কুসুম-কামিনী,
এরা জজের কেরাণী (মরি হায়)

আবার লাট-কৌন্সলির মেম্বর হবে গো—
ঐ মিত্তিরদের সেই বিরাজী।
রেশমী কোট আর কুসমি রঙের ধুতি পরণে,
চীনের জুতো চরণে, (মরি হায়)
আবার কি শোভা পায় এলবার্ট চেনে গো—
টকিনের উপর মল ছ'গাছি ॥
দাদার কষ্ট করতে নষ্ট ত্যজে নারীর বেশ,
বউ পরেছেন মিলিটারি ড্রেশ (মরি হায়)
আবার বিলেত যাবেন সভ্য হবেন গো—
সিভিল-সার্ভিস পাশ করিবেন শুনতেছি ॥
মনে মনে হচ্ছে গো এবার আমার হোপ,
মেজদিদি ধরবেন এবার ষ্টেথিস্কোপ (মরি হায়)
আবার বগলে থারমোমিটার গো,
ঐ নোট করিবেন ক ডিগ্রি ॥

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।—

ভৈরবী—সাহারোয়া।

তোরা মিশি নিবি মিশি নিবি ও বৌয়েরা।
আমার নূতন গোলাপী মিশি রঙেতে ভরা
ধান চাল বিনে, এ মিশি বেচিনে,
বারণ করেছে বাড়ীর কর্ত্তারা।
এ মিশি দাঁতে দিলে, যৌবন-জ্বালা যায় গো ভুলে,
বিদেশে যার প্রাণপতি আসে লো ত্বরা ॥

ভৈরবী—যৎ।

আমার ধিন্‌তা ধিনা কেলে সোনা
কয়ে গেল, আর এল না,
বুঝি কোন হতচ্ছাড়ী,
বুঝি কোন উঁচকপালী,
বুঝি কোন খাঁদানাকী
আঁধার ঘর করেছে আলো।
সারা নিশি জাগিয়ে,
পথপানে চাহিয়ে,
আমার এ সুখের নিশি,
অম্নি অম্নি কেটে গেল॥

ভৈরবী—যৎ।

মোট বয়ে মোর কাট্‌লো দিন (কালী)
(ও মা) দিচ্ছ মাথায় এতই বোঝা (মা)
যতই হচ্ছি শক্তিহীন।
তুই তো পাষাণীর মেয়ে (তারা মা)
দেখিস্ না কো একবার চেয়ে—
ও মা পারি না আর খাটনি ব'য়ে
ক্রমে হ'ল আয়ুহীন।
রোগে দায়ে বিঘ্ন হ'লে মর্‌বে না আর
চরণতলে হবে লীন॥

ভৈরবী—যৎ।

(আমার) টানাটানি পড়েছে।

উপার্জ্জনের নামটি নাই মা দেনায় মাথা ডুবেছে (বিকিয়েছে)।

বাজারেতে ধার মেলে না, এবার চুরি কর্‌বো শ্যামা,

চুরি কর্‌বো তোর পা দুখানি—তারা,

তাও কি শিব নিয়েছে ?

ভৈরবী—যৎ।

শ্যামের নাগাল পেলাম না সই।

আমি কি সুখে আর ঘরে রই (আর)॥

শ্যাম যখন বাজায় গো বাঁশি,

আমি যমুনা থেকে জল নিয়ে আসি,

আমার কাঁকের কলসী রইল কাঁকে

শ্যামের বদন-পানে চেয়ে রই॥

বেহাগ-খাম্বাজ—যৎ।

আমি পাব কি সে দিন তারা ও রাঙ্গা চরণ,

যে দিন দাঁড়াবে আসি নিকটে শমন।

সদা মন্দমতি অধর্ম্মেতে রত,

সুখ-অন্বেষণে চিরকাল গত,

তা ব'লে কি করুণায় হব বঞ্চিত,

জননী না দিলে ঠাঁই, কে দেবে চরণ॥
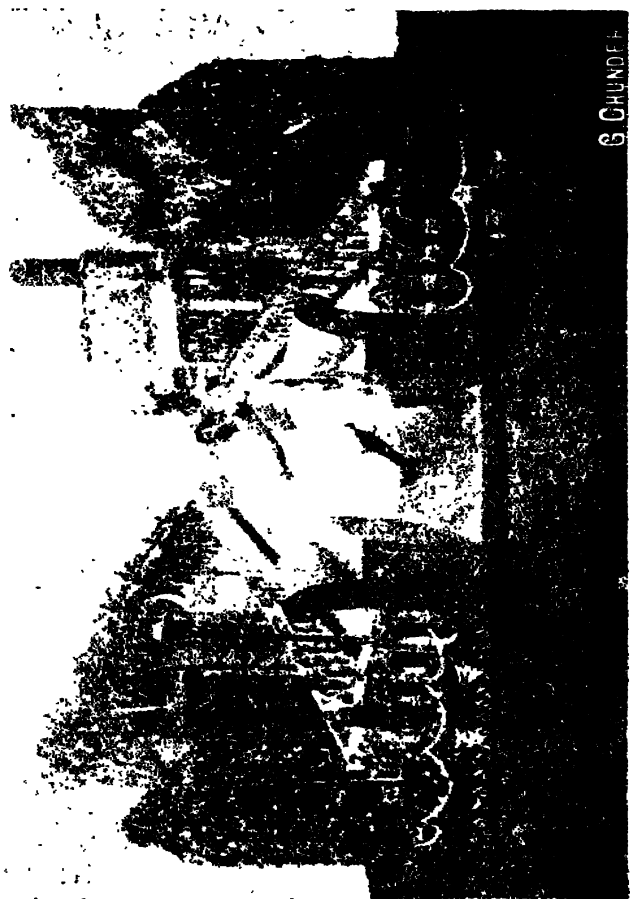
ভ্রমর অভিনয়ে বারুণী পুষ্করিণীতটে   বিন্দলাল

হাম্বির—যৎ।

এত ক'রে ডাকি শ্যামা শুনেও তা শুনিস্ না।
দিবানিশি কাঁদি আমি দেখেও তা দেখিস্ না॥
অকূলে পড়িয়ে তারা, ভাবিয়ে হতেছি সারা,
কিসে পাব পরিত্রাণ ব'লে দে মা ত্রিনয়না॥
মায়া মোহ আদি ক'রে, সকলি রয়েছে শিরে,
এ সকল ছিন্ন ক'রে দীনে কর মা করুণা॥

রামপ্রসাদী।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাইব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে লব শরণ, গয়া-গঙ্গা দেখ্‌তে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

যমুনা-পুলিনে কালা বাঁশী বাজালে।
কেমনে গৃহেতে রব জঞ্জাল ঘটালে॥
উচাটন হয় মন, পেলে তারি দরশন,
ছুটে আসি সেই জন্য আমায় মজালে।
যা হবার তাই হবে, কুলমান যায় যাবে,
ছাড়িতে নারিব তারে যা থাকে কপালে॥

বরাড়ী।

বিকল হতেছে মা গো ক্রমে এই দেহ তারা।
জ্ঞান বুদ্ধি গেছে চ'লে হইতেছি শক্তিহারা॥
যৌবন-আবেগ-বশে, ভ্রমিছে মন উল্লাসে,
কিসে তরি ভবনদী ব'লে দে মা ভবদারা॥

সাহানা—(আগমনী।)

তুমি ত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা—জানে না মা আমা বই॥
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে, থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল-মন্দ হয় গো পাছে সদাই মনে ভাবি তাই॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয় তো খেতে যায় মা ভুলে,
ক্ষেপার কথা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি নই॥
ভুলিয়ে যখন এলাম চ'লে, (ও মা) ভেসে গেল নয়ন-জলে,
একলা পাছে যায় গো চ'লে, আপন-হারা এমন কই॥

ইমন-কল্যাণ।

ভবে তারা তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনার কর্ম্মফল ফলিবে আমারে॥
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি আমি,
তবে সুখ-দুঃখের ভাগী কেন করিলে আমারে॥
কমলাকান্তের এই নিবেদন (ব্রহ্মময়ী মা)
শমনে সঙ্কট যদি না থাকিত নরে॥

খাম্বাজ—মধ্য।

ঈশানী পাষাণীর বেটী তুই চিরকাল।
ও তোর রঙ্গ দেখে পদতলে প'ড়ে আছে মহাকাল॥
একে উন্মত্ত রণে, ঘুরিস্ মা শ্মশানে মশানে,
ভুলাইলি জগজ্জনে দিয়ে একটা মায়াজাল।
কে জানে তোর তত্ত্ব শিবে,
মা মায়ায় মুগ্ধ করিস জীবে,
দয়া ক'রে ঘুচাও শিবে, এ দাসের কর্ম্মফল॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

(মা) অন্তে যেন ও চরণ পাই।
কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই॥
শিব যদি হন সত্যবাদী,
তবে কি মা তোমায় সাধি,
পাষাণ নন্দিনী ব'লে তাইতে (মা) ডরাই॥

বারোঁয়া।

ভালবাসা জানি না কি ধন।
মনের মানুষ আমার হোল না সে জন॥
সংসার-সাগরকূলে, কেহ পায় বিনা মূলে,
সংসারের সার সেই অমূল্য-রতন।
কেন প্রাণপণ করি, ভাসায়ে জীবন-তরী,
না পেয়ে কূল-কিনারা হইল মগন॥

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

কে জানে সে এত যে পাষাণ,
চরণ ধরিয়ে কাঁদি তবু করে মান।
রূপে অতি অনুপম, কিন্তু সে যে নিরমম,
তার সনে ক'রে প্রেম, কাঁদে সদা প্রাণ॥
যার লাগি জলাঞ্জলি, দিয়েছি আমি সকলি,
কে করেছে এ হৃদি শ্মশান সমান।
তবু তারে কেন সাধি, যেন কত অপরাধী,
বিধি মিলনেতে বাদী সুখ অবসান॥

গৌরী।

আর সে দিনের দেরী নাই।
পুড়ে যে দিন হবি ছাই॥
যে দিন সকলে ছাড়িবে রে তোরে, পিতা মাতা কিবা ভাই।
যে দিন সংসার হ'লে ছারখার, ফিরেও চাবি না ভুলেও একবার,
সে দিন সকলি হেরিবি অসার, শ্যামাপদ ভাব তাই॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

চিরদিন প্রাণ ত রবে না।
তবে কেন মূঢ় মন তোমার এত ভাবনা॥
কবে আক্রমিবে কাল, নাহি তার কালাকাল,
কাটিবারে মোহ-জাল, বিলম্ব আর করো না।
শুন রে অবোধ মন, রহে শক্তি যতক্ষণ,
ভবানীর শ্রীচরণ কর ভাবনা॥

নূরজাহান অভিনয়ে প্রকাশমণি ও হেমন্তকুমারী।

ললিত—(বিজয়া)।

চলিলে আনন্দময়ী আজি নিরানন্দ ক'রে।
ভুলিয়ে থেকো না মা গো এসো আবার দয়া ক'রে॥
এই নিরানন্দ শিবে, পুনঃ অশিব নাশিবে,
যেন মা গো এই ভাবে পূজিতে পারি তোমারে॥
হিম শীত বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষার অন্ত,
পঞ্চঋতুর পঞ্চত্ব ক্রমশঃ হইলে,
শরৎ শুক্লপক্ষ এলে, শুভ ষষ্ঠী সায়ংকালে,
এস মা সর্ব্বমঙ্গলে শ্রীপদে জানাই কাতরে॥

মাঝির গান।

ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠেছে কর্‌তিছে গোঁ গোঁ।
ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো॥
হাদে গ্যাখ্ চাকচিকুনি, গ্যাখ্ বিহানে জলের ঘানি,
ঝোড়ো দাদা উম্ম ক'রে আসতেছে সোঁ সোঁ।
শেষে সামাল দিতে নারবি ডিঙ্গা
ডাকবে বুড়ো গোঁগোঁর গোঁ, ডিঙ্গা বেঁধে থো॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

সাধের বাগানে রাখব মালী মনের মত।
অযতনে শুকায়েছে ঘাস হয়েছে রাশীকৃত॥
সাবেক মালী ছিল যখন, কত লোক করত যতন,
দুবেলা জল ঢাল্‌ত তখন, কত শত ফুল ফোটাত॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

হরি কেমনে চিনিব হে তোমায়।
ওহে বন্ধুরায় ভুলে রইলে মথুরায়॥
ওহে হরি বনমালী বনমালা কই কই,
যে চূড়াতে রাধার নাম সে চূড়াটি কই কই,
কই হে তোমার মোহন চূড়া,
কই হে তোমার পীতধড়া,
গোপীগণের বস্ত্র হরা তাও কি মনে নাই॥

রামপ্রসাদী।

মা গো আমার এই ভাবনা।
(আমি) কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,
কোথায় যাব নাই ঠিকানা॥
দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা।
(আমার) মনকে বলি ভজ কালী তারা কেউ কথা শুনে না॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এস হৃদয়-মাঝারে,
আমি কাতরে ডাকি বারে বারে॥
জানি না ত কিছু ভজন সাধনা,
কেমনে তোমায় করি আরাধনা—
বোঝ যদি ব্যথা বেঁধ না বেঁধ না কঠিন সংসারে॥

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাক্‌লে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই ॥

কালেংড়া—আগমনী।

শারদ সপ্তমী-উষা গগনেতে প্রকাশিল।
দশদিক্ আলো ক'রে আমার দশভুজা মা আসিল ॥
কখন্ আসিবে মেয়ে, ছিলাম তার পথ চেয়ে,
এবে যাই আমি ধেয়ে হৃদিকমল বিকাশিল ॥
সিংহপৃষ্ঠে ভবরাণী, গুহ গজানন বাণী,
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী জয়া বিজয়া আসিল।
পুলকে পূরিল হিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া,
চল সখি উলু দিয়া বরণ ক'রে মাকে আনি লো ॥

খাম্বাজ।

বুঝেছি মা তোর ইচ্ছা,
মায়ার কৌশলে, দুঃখার্ণবে ফেলে,
আমায় দুর্গানাম ভুলাবি ছলে,
যতেক কষ্ট আমায় দে না, দুর্গানাম ত ভুলিব না,
মায়ে কি ছেলে মারে না, তবু ছেলে কাঁদে মা মা ব'লে ॥
চাইনে মা বিষয়-সম্পদ্, বিষয় অতি বিপদ্,
হৃদয় চায় তাই অভয় পদ, নিরাপদে রবে ব'লে ॥

ভৈরবী।

তুমি আমায় আর ভুলায়ো না।
আমি জেনেছি তোমার সকলি ছলনা॥
মরি আমি এত ক'রে,
তুমি ত চাহ না ফিরে,
আমি মনের আগুন মনে চাপি,
ভাবি এ প্রাণ কেন গেল না।
(আমি) নাহি চাহি ভালবাসা,
করি না প্রণয় আশা,
(ওরে) শুধু একবার চোখের দেখা দিতে কি পার না॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আ মরি কি লাজের কথা মিন্সের উপর মাগী।
পদতলে প'ড়ে আছে অদ্ভুত এক যোগী॥
নয়নে দেখে না চেয়ে, শিব আছে শব হয়ে,
এ কি সর্ব্বনাশী মেয়ে লজ্জা-সরম-ত্যাগী॥

শ্রীযুত পান্নালাল সরকার।—

আয় রে আয় হরি ব'লে বাহু তুলে নেচে আয়।
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে রাখবে তোরে রাঙ্গা পায়॥
কাজ কি রে তোর ছার কামনা, হরি-পদে প্রাণ স'প না,
হরিনামে কারুর নাই মানা,
হরিনামের পণে হরি কেনে নামের গুণে ত'রে যাই॥

ইমন—খেষটা।

সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
আজি এ শুভদিনে, শুভক্ষণে উড়ায়ে দি জয়ধ্বজায়;
উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা হবে বজায়।
আমাদের ভক্তি যা এ, সে যে গো মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য্য এদিক্ ওদিক্ বুঝে চলায়;
সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়॥
আজি এ শুভ রাতি, জ্বালবে বাতি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে,
নইলে যে চাকৃরী যাবে, নইলে যে চাকৃরী যাবে;
আমাদের ভক্তি যা এ, সে যে গো পেটের দায়ে,
নিয়ে আয় চেরাকগুলো, নিয়ে আয় দিয়েশালাই,
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়॥
জয় জয় মোগল-ব্যাঘ্র মোগল-ব্যাঘ্র বোলে জোরে ডঙ্কা বাজাই,
পাহারা ফিচ্ছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই।
আমাদের ভক্তি যা এ, সে যে গো প্রাণের দায়ে,
দেখে সে রক্ত আঁখি ভক্তি-জবা ফুটে পলায়॥
কি জানি কখন্ ফাঁসি পেছন থেকে পড়ে গলায়।
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়॥
আমরা সব মোগলভক্ত ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে,
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে,
আমাদের ভক্তি যা এ, মানের, প্রাণের, পেটের দায়ে,
দেখে সে রক্ত আঁখি ভক্তি যত ছুটে পলায়।
সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়॥

ভোলানাথ শুয়ে আছেন, ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন,
কালী জিব মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন,
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটে আঁকা,
আমরা সব নিয়েছি শরণ মোগল-দেবের চরণ-তলায়।
সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়॥

শ্রীযুত বাবু পুলিনবিহারী মিত্র।—

ভৈরবী—যৎ।

হরি! তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে হবে কি গো পরিচয়।
আমার ষোল আনা প্রাণ, সংসারেতে টান,
শুধু লোক্-দেখান ডাকি "কোথা দয়াময়॥"
ভূমি ধান্য রমণী কাঞ্চন যশঃ মান প্রাণ শুধু চায়।
হেলায় বলি হরি, আমি হে তোমারি, লোকে যাতে সাধু কয়।
স্বার্থে ভরা মন ভিন্ন পর আপন,
ভাবি জীবন যেন কভু যাবার নয়,
তাই ডাক্তে হয় তাই ডাকি, আবার বিষয় নিয়ে থাকি,
হরি ফাঁকি দিলে কি তোমায় জানা যায়॥

কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কানে পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল॥
মরি মর্‌ব কাঁটা ফুটে, ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে নবীন মুকুল॥

বীণার ঝঙ্কার

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব-চরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে জগত সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহম্-স্রোতে নিরন্তর।
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
রহে মাত্র "আমি" এই ধারা অনুক্ষণ ; —
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
"অবাঙ্মানসোগোচরম্" বোঝে প্রাণ, বোঝে যার ॥

প্রভাতী—একতালা।

নীহার-হারে বনফুলভারে
ভাতিল হেম ঊষা আঁধার বিদারি।
নিতম্ব-লম্বিত কুঞ্চিত কেশপাশ
শঙ্কিতা যামিনী জ্যোতি নেহারি ॥
আঁধার যমুনা রজত-জাহ্নবীযোগে
পুণ্য প্রয়াগ পরকাশিল রে,
অবগাহি অনুরাগে, সে পুণ্য-প্রয়াগে,
মন স্মর রে জ্যোতির্ম্ময় জীব-দুঃখহারী ॥

মাল্‌কাজান।

মিশ্র-খাম্বাজ—মধ্যমান।

ফিরে যাক্ সন্ন্যাসী ফিরে ওলো হীরে বল তারে।
উদাসীনের সঙ্গে বিচার এমন প্রতিজ্ঞা ত ছিল না হীরে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি যখন, অবশ্য করিব পালন (গো)
উদাসীনের সঙ্গে সে পণ ছিল না বল তারে।
আমার জীবন যৌবন সর্ব্বস্বধন
আমি সঁপেছি তোর সে বোন্‌পোরে॥

শ্রীযুত বাবু রাজকুমার ব্যানার্জ্জি।—

খাম্বাজ—একতালা।

গাও লো তরঙ্গিণী সুমধুর কল্লোলে।
নাচ গো প্রফুল্ল দেবী মৃদু মারুত-হিল্লোলে॥
আমিও তোমার সনে, গাব গো আনন্দমনে,
মম হৃদয়-কুতূহলে।
এ মা মোহন নিনাদ মম বিলোকিলয়ে মম,
জাগিল প্রভাব তব ডুবে গেল মোহ-তম,
ধন্য তুমি হৈলে ভূপে ধন্য গো সাধনা কর।
গাইতে প্রতিম নিজ নির্জ্জীব মধুর কলকলে॥
নৃত্য করি যাইতেছ সাগরসঙ্গম-পানে,
মোহিত জগদ্‌বাসী সবে মোহন কলতানে,
একান্ত ভাবি প্রভাব হেরি হেন লয় মনে,
ব্রহ্মসাগরসঙ্গমে নৃত্য করি যাইছ রে,
(গঙ্গে) নবসঙ্গিনী॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দুঃখ-নিশা মিশাইবে প্রাণ গেলে,
সহে না বিরহ-যাতনা, আমি কেন থাকি ভুলে।
যে দুঃখ দিয়াছে মোরে, বলিব কাহারে,
সই সই সই রে!
(আমার) মন সঁপিল সই কেমনে থাকি ভুলে॥

ভৈরবী—একতালা।

কহ লো স্বজনি কোথা গুণমণি
সে বিনে প্রাণ আমার বাঁচে না।
প্রভাত হইল, অরুণ উদিল,
সে কেন এখন এল না॥
উহু মরি মরি সহিতে না পারি,
তাহারি বিরহের যন্ত্রণা।
জানিনে তখন এ বিরহ-জ্বালা
(এখন) কেমনে নিবারি বল না॥

বেহাগ-খাম্বাজ—আদ্ধা।

আর বাঁশী বাজাও না শ্যাম।
একবার বাঁশী বেজে, গেছে রাধার কুলমান।
যে ঘরেতে ঘর করি, হরি বল্‌তে প্রাণে মরি,
শাশুড়ী ননদী অরি পতি হ'ল বাম॥

সাহানা—একতালা।

সরলা ললনা অবলা হরি জানি না।
হইতাম আমরা কুলেরি বালা,
গোপনে পিরীতি-জ্বালা,
বাজায়ে বাঁশরী চিকণকালা, গলেতে দোলে বনমালা,
যাও যাও যাও শ্রীহরি
ক'র না চাতুরী দিও না যাতনা॥

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।—

সাহানা-বাহার।

বাজিল বাঁশের বাঁশরী।
বুঝি বাজাইছে বনে বসি বনবিহারী॥
বৃকভানুবালা বুলি বোলে বাঁশী বাজিছে,
বাঁকা বনমালী বিনে বাজ বুকে বিঁধিছে,
ব্রজবালা-বিরহেতে ব্যাকুল বনোয়ারী।
বলিয়াছি বারে বারে বঙ্কিমবদনে,
বৃথা বাঁশী বাজাও না বিজনে বিপিনে,
বৃন্দাবনবাসী বাঁশীর বৈরী॥
বসন্ত-বাতাসে বাণ বিঁধিছে, বঁধুর বাঁশীতে বিষ বরিষে,
বাজিছে বাহার বসন্ত টৌরি॥

বীণার ঝঙ্কার

মহম্মদ বাদী।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমার জাত গেছে মা কালী।

ধ'রে জটে ব্যাটা হরিনাম কানে দেছে মা করালী॥

দুলিয়ে গলায় তুলসীর মালা, ঝুলিয়ে দেছে নামের ঝোলা,

তিলক ছাবা চড়িয়ে গায়ে, ও মা পরিয়ে দেছে নামাবলী।

সাধ করি তোর চরণ দুটি, পূজি দিয়া তুলসী-মুটি,

ক্ষেপা বলে ছেড়ে অখুটী সাজ না ব্রজের বনমালী॥

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে মোহিত জগত-জন।

রবি শশী তারা আজ্ঞাকারী তারা করে সদা নিয়ম পালন॥

সংসার-খেলনা দারা সুত দিয়ে,

ভুলায়ে রেখেছ (তুমি মা) মোহিত করিয়ে,

(তুমি) দিয়েছ যে খেলা, খেলি মা দু'বেলা,

তাইতে হেলা নিত্যধন।

ইচ্ছাময়ী তুমি তোমার ইচ্ছায় সব হয়,

কে জানে মা তোমার মহিমা—

তুমি নিয়ে যাও যে পথে, যাই মা সে পথে, মোহে অন্ধ জগজন॥

ঝিঁঝিট—মিশ্র-পোস্তা।

তোর নাম রেখেছি মদ-বোতলা।

মনের সাধে ও আমার মন, খেল না মদের ঢালা গেলা॥

মদে মেখে চাটের রুটি, গড় না শুঁড়ীর চরণ দুটি,

আয় দু-জনে সেই চরণে পরিয়ে দি নোট টাকার মালা॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরি ।

বম্ বম্ ভোলা জপ করমালা ।
জপ কর মালা, জপ কর ভোলা ॥
ভস্ম মাখা গায়, গলে রুদ্রাক্ষ-মালা ।
কালকূট কণ্ঠে পরিধান বাঘছালা ॥
জটাজুট-লম্বিত ত্রিনেত্র উজ্জ্বলা ।
বৃষভবাহনে গতি সঙ্গে দক্ষবালা ॥

শঙ্করা—একতালা ।

ভুল্‌ব না সজনি ।
তোমার বিবিয়ানী ফেশানখানি ॥
বুকেতে কাঁচলী আঁটা, হাতে ধর চামচে কাঁটা,
খেয়ে বেড়াও মুরগী পাঁটা, খেলিয়ে পিঠে চিকণ বেণী ।
সরু মাজায় ঘাঘরা ঘেঁরা, পায়েতে বুটজুতা পরা,
তুমি মতি পান্না হীরা, তোমার গায়ে সোনার খনি ॥
নভেল, নাটক পেলে, খেতে শুতে যাও গো ভুলে,
স্বাধীন্ প্রেমের নিশান তুলে ঘুরে বেড়াও দিন-যামিনী ॥

গৌরী—একতালা ।

গিরিবর-বালিকে ।
কে রে পুঞ্জ পুঞ্জ তমোনাশিনী, পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপিণী,
পঞ্চানন-হৃৎকমলে প্রমোদ-বালিকে ॥
বরদে বগলে ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী, চণ্ডমুণ্ডনিধনকারিণী,
মুণ্ডমালিনী রুধিরবরণী,
মায়ের নরশির করেতে, মায়ের নরশির গলেতে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

শ্যামা চরণে তোর কে গো, স্বভাবে অভাব হেরি,
আজ এ কি ভাব তোর গো।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, নাচে বামা কার বালা,
কে জানে তোর খেলা, এই ত্রিভুবন তোর গো মা॥
জগন্মাতা জগজ্জননী, ভবভয়-বিভঞ্জনী,
তাই ডাকি মা তারিণী, দিও স্থান ও পদে॥

সারঙ্গ—একতালা।

ন্যাংটা মেয়ের এত আদর জটে ব্যাটা ত বাড়ালে।
নৈলে কেন এত ক'রে সাধ্‌তে হবে মা মা ব'লে॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে ব্যাটা তার গুরু,
আপনি কে তা চিন্‌লে নাকো পড়্‌ল বামার পদতলে।
বিষম পাগল জটে ব্যাটা, শ্মশান তার মৌরশ পাটা,
কিন্তু বেটীর কিবা বুকের পাটা, জটের বুকে পা-টা দিলে॥

শ্রীরাগ—আড়াঠেকা।

পিয়া-সনে উপবন-মাঝে বিহরে,
কৌতুকে কুসুমচয় বরণ করে।
নাহিক রূপের শেষ—ধীর বিলাসের বেশ,
শ্রীরাগ শিশিরে ঋতু শোভিত করে॥

শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়।

টোরী-ভৈরবী—একতালা।

বড় দিচ্ছো বুকে চাড়া, মনে বৃহৎ ধরা সরা।
উল্লুকের মতন করিয়ে যতন, সিঁতে কেটেছ সেরা॥
দিলে ডবল ব্রেষ্ট কোট গায়, বুট জুতা পায়,
কার কালো মেজাজ টেরা।
গলার উপরে গার্ড চেন দোলে, চাবি রিং তাতে পরা॥
করলে ষ্টার প্যাটার্ণ চেন, খেতে চাও হেন, গো টু হেল গো ডিনার করা॥
আহারে অরুচি শাক মাছ ভাজি, ঝিঙ্গে পটল পুঁইখাড়া,
তোদের বাড়ীতে মেলে না অন্ন পীঠা পানা
পেলে সুখোদয় হোটেল ঝারা
ত্যজে মণ্ডা, খাও রে এণ্ডা, ভর্জ্জিত করিয়া করা
তাতে হয় রে রংদার ব্রাণ্ডি রোম আর, স্যামপিন চিকুন পায়রা॥
নাইনটেন্থ সেনচুরি, ডোণ্ট কেয়ার করি,
বল বাবারে গে মেরা, বাক্ কাদারে ওল্ড ফুল,
হোক রে নির্ম্মূল যাদারে দিব গুদাম ভাড়া।
রাজেন্দ্র ফুকারে কয় গোপালের এরাই করিল চূড়া
এদের ইয়ং বেঙ্গল বোলে জানে সকলে অহংজ্ঞানে আত্মহারা॥

শ্রীযুক্ত জহরলাল দত্ত।—

সিন্ধু—ভৈরবী।

তারিণী আমায় তারিতে হবে।
তুমি না তারিলে তারা দীনের গতি কি হবে॥
যে জন ভজন জানে, তরে গো সে নিজ গুণে,
যে জন ভজনহীন, বল তার উপায় কি হবে॥

ভৈরবী—তেতালা।

আমি জেনেছি গো কালী তোমার যেমন মন।
আশুতোষের হয়ে প্রিয়ে হইলি কৃপণ ॥
আশুতোষের হয়ে দারা, ধরেছ কি বাপের ধারা,
তাই বুঝি ভুলিলি তারা, শিবের বচন।
কমলে কণ্টক আছে, রাঙ্গা পায়ে বাজে পাছে,
এই হেতু যদি গো শ্যামা, না দিবি চরণ ॥

ভৈরবী।

এই সময় তারা তোমায় নিবেদন ক'রে রাখি;
অকৃতী অধম ব'লে অন্তিমে দিও না ফাঁকি ॥
যখন আস্‌বে রবিসুত, পাঠাইবে নিজ দূত,
পলাইবে পঞ্চভূত, বিকট আকৃতি দেখি ॥

টোড়ী-ভৈরবী।

বারে বারে ডাকি শ্যামা, কোথা গো মা ও চঞ্চলা।
রক্ষা কর রক্ষাকালী কোথা সর্ব্বমঙ্গলা ॥
ভবেতে পাঠালি মোরে, পুনঃ না চাহিলি ফিরে,
কে জানে এমন হবে সংসারেরি এত জ্বালা ॥

পূরবী।

গোপাল গৃহেতে এলি দিবা অবসানকালে,
খাও ক্ষীর-সর-নবনী আছে ঐ স্বর্ণথালে।
আমি মা তোর নন্দরাণী, কোলে আয় বাপ নীলমণি,
পূজে হর-কাত্যায়নী, পেয়েছি বাপ তোরে কোলে ॥

(বিদ্যাসুন্দর)

আমি সাধ ক'রে কি কাঁদি, অ'মার ঠাকুর-ঘরে ইঁদুর নাদি।
লক্ষ টাকার হীরের গহনা চেয়ে বসেছে গন্ধখাঁদী ॥
গোপাল এসে বস্‌ল খাটে, সে খাটে কি তোমায় খাটে,
জুনিপোকা হাটের আলো, গোলাম নে যায় বাদশাজাদী ॥

সিন্ধু।

যা হবার তা হয়ে গেল আর কি এখন কথায় ভুলি।
তোর জন্যে ভেবে ভেবে হাড় মাত্র হ'ল কালী ॥
তোরে ভালবাসতাম যত, এক মুখে আর বল্‌ব কত,
হৃদি পাষাণ হ'লে ফেটে যেত, নিরাশ প্রাণে সয় সকলি ॥

ভৈরবী।

কেমনে হব পার।
আমরা গোপের বালা না জানি সাঁতার ॥
প্রেম তরণী টলমল, পসরায় উঠছে জল,
মাঝ দরিয়ায় ডুবলে তরী শ্যাম কলঙ্ক তোমার ॥

শ্রীযুত বাবু অঘোরলাল দে।—

টৌড়ী-ভৈরবী।

(ওরে) যেতে হবে আর দেরী নাই।
পিছিয়ে প'ড়ে রবি কত সঙ্গীরা তোর গেল সবাই ॥
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার ক'রে এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে, কাহার পানে চাহিস্‌ রে ভাই ॥

খেল্‌তে এলে ভবের হাটে নূতন লোকের নূতন খেলা,
হেথা হ'তে আয় রে স'রে, নইলে তোরে মার্‌বে ঢেলা,
নাবিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চল রে সোজা,
সেথা নূতন ক'রে বাঁধবি বাসা, নূতন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই ॥

আলাহিয়া।

সদানন্দ পিতা আমার মা আনন্দময়ী তারা।
আমি শুধু নিজের দোষে সদা নিরানন্দ থাকি ;
ডাকার মত ক'রে পারি না ডাকিতে,
তাই বুঝি তারা পাস্‌নি শুনিতে,
যদি শুন্‌তে পেতো, এসে কোলে নিত,
দয়াময়ী আমার নয়কো তেমন ধারা ॥

শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—

ভৈরবী—একতালা।

কালী-নামের গণ্ডী দিয়ে আমি আছি রে দাঁড়ায়ে।
কটু বল্‌বি সাজা পাবি শমন, মাকে দিব কয়ে ॥
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে।
শোন্ রে শমন তোরে কই, আমি ত আটাশে নই,
এ যে ছেলের হাতের মোয়া নয়, খাবি ভেল্কী দিয়ে।

(স্বদেশী)

মায়ের ক্ষেতে ফলে পাকা সোনা, যেন মাণিক ঢালা।
মায়ের ঘরে ঘরে দেখ গিয়ে রতন-প্রদীপ জ্বালা॥
(মোদের সোনা মা)
মায়ের মুখের হাসিরাশি ফুটে জোছনায়,
মায়ের কথা আঁচোর চুরি করে মলয়-বায়,
মায়ের দশ ভুজে শোভে দশ প্রহরণ,
দুই পদে করেন মাতা অসুরে দলন,
এস সপ্তকোটিকণ্ঠে গাই মায়ের নাম-গান,
মায়ের চরণে সঁপিব আমরা সপ্তকোটি প্রাণ,
(আমরা মায়েরি সন্তান)
আমরা মা বিনা কারেও জানি না,
মা আমাদের সোনা, (মোদের সোনা মা) ॥

(স্বদেশী)

এনেছি দেশী সিগারেট।
পরখ ক'রে দেখ দেখি একটি প্যাকেট ॥
দেশী মান্দ্রাজী তামাক, খেলে হবে গো অবাক্,
আবার সুগন্ধে প্রাণ উঠবে মেতে থাক্‌বে না কো হেট্ ॥
দেশের জিনিস আদর ক'রে খাও না সবাই ভাই,
আর বিদেশীতে কাজ কি তোমার ছাড়্ না বালাই,
দেশে আর অভাব কিছু নাই,
এখন যা চাবে, তা ঘরেই পাবে, ক্রমে ক্রমে সবই হবে,
আর দেশের লোকের রুটী মেরে ভরিও না বিদেশীর পেট ॥

প্রফুল্ল নাটকাভিনয়ে যোগেশ ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র।

শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী।—

সিন্ধু-খাম্বাজ।

কোথায় আছ হরি, বিপদ্ কাণ্ডারী,
বিপদ্‌ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন।
পড়েছি বিপদে, রাখ হে শ্রীপদে,
অনায়াসে তরি এ ভব-বন্ধন॥
কৃতান্ত-ভয়ে ভীত সদা, কর হে আমারে নিশ্চিন্ত সর্ব্বদা,
যেন তব নাম গেয়ে বেড়াই যেথা সেথা,
পূরাও বাসনা দাও নিত্যধন।
সংসার-যাতনা কত যে সব, শ্রীচরণ মাথে দাও হে মাধব,
(হে কেশব হে যাদব)
এই মন-আশা, ক'র না নিরাশা,
বহু জন্মের পিপাসা মিটাও এখন॥

শ্রীযুত কে, সি, চক্রবর্ত্তী।—

আমি কতই কুহক জানি স্বজনি।
সাধ ক'রে মজাতে পরে কেঁদে মরি আপনি॥
শিলায় চালিতে বরি, নয়ন করেছি ঝারি,
শেষে পিপাসায় মরি দিনে হেরি রজনী।
দিয়ে লতায় ফুলের বাস, কুসুমে লতার ফাঁস,
পরায়ে প্রাণের অলি টানি;—
পরিমলে পরি পায় হেন অলি রাখে পায়,
তবু চ'লে যায় ফিরে না চায় গুণমণি॥

একলা ঘরে রইতে নারি কেমন করে প্রাণ।
অবলা পেয়ে মদন হান্‌ছে ফুলবাণ॥
যদি কেউ রসিক থাকে, মন-প্রাণ দিই তাকে,
রাখি সদা বুকে বুকে, জ্বালায়ে মদনের বাতি নিশি করি অবসান॥

প্রাণ দিয়ে পাইনে যারে, আঁখি ঝরে তারি তরে।
সাধিয়ে হাতে দিলে নিধি নাহি মনে ধরে॥
দিয়ে ধন কেড়ে নিব, প্রাণ দিলে ধন ফিরিয়ে দিব,
কুড়িয়ে রতন পেয়ে, গেল রতন অনাদরে।
শিখেছ যখন এবে, হারাধন হাতে পাবে,
হারালে অবহেলে, পুনঃ নাহি পাবে ফিরে॥

শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন।—

বাঁরোয়া-মিশ্র।

মাসী ব'লে ডাক্‌ছে তোকে বোন্‌পো তোর।
উঠে বোস ও মালিনি, ভারি তোর কপালজোর॥
জানি না আগে মোরা চাঁদের পাড়ার গুণমণি,
উঠে বোস ও মালিনি, ধন্য তুই হীরেমণি,
ভারি তোর কপালজোর॥

(কীর্ত্তন—প্রতাপাদিত্য)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণীসমাজে।
তোঁহে বিস্মরি মন তাহে সমর্পিনু অব মঝু হব কোন্ কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাসা তুহুঁ জগতারণ,
দীনদয়াময় অতহে বিসরি মন-আশা।

ঝিঁঝিট—একতালা।

হরি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
আমার হৃদ্‌বৃন্দাবনে কমলারি সনে মন-প্রাণ সনে বিহর ॥
নয়ন মুদিয়া চাহিয়া থাকি, অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
নয়ন হেরিতে ও রূপ দেখি অপরূপ মনোহর।
এই কর হরি দীনদয়াময়, তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়,
জলেরি তরঙ্গ জলে করে লয় চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর ॥

খাম্বাজ।

ভালবাসি সবাই বলে বাস্‌তে ভাল ক'জন জানে।
ভালবাসা হৃদয়ের ধন, যে বেসেছে সেই জানে ॥
সরল প্রাণে দিয়ে ব্যথা,
আপনি থাকে যেথা সেথা,
বলে ভালবাসি সদা বাসে কি না সেই জানে ॥

৺শরচ্চন্দ্র ব্যানার্জ্জি।—

ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

সরোজবাসিনী সুহাসিনী বাকেরি ঈশানী ॥
ত্বং হি তন্ত্র ত্বং হি মন্ত্র, ত্বং হি বীণা-বাদ্য-যন্ত্র,
কে জানে তোমার অন্ত, ভবের ভামিনী।
সাকারা সুন্দরী সতী, শুভ্রবর্ণা সরস্বতী,
কে জানে তোমার গতি, কৈবল্যদায়িনী ॥

শ্রীমতী ব্রজবালা দাসী

সিন্ধু—তেতালা।

জানি রে তোরে, যে ভালবাস আমারে।
জান্‌তে হবে না আর, জেনেছি সব ব্যবহারে ॥
আগেতে করিলে প্রেম, সাধিয়ে তুষিলে মন,
এখন কর অযতন সকলি কপালে করে ॥

হাম্বীর—ঢিমা-তেতালা।

আর কবে দেখা দিবি মা হররমা।
ফুরাল মা ভবের খেলা, আয় গো মা এই বেলা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ, ক্রমে আঁখি জ্যোতিহীন,
এখন না এলে পরে, পরে কি চিনিব শ্যামা ॥
খাওয়ায়ে সাজায়ে মা গো, করেছ কত যতন,
কেবলমাত্র শুনি তারা, জানি না মা রূপ কেমন ;
সন্তানের চোখে ঠুলী, তুমি ত দিয়েছ কালী,
ভেবে তনু হলো কালী, আসিয়ে দেখ না শ্যামা ॥

কেদারা—তেতালা।

মঙ্গলারি কারণে।
মঙ্গলার অমঙ্গল হেরেছি কা'ল কু-স্বপনে ॥
শিব তো পাগল জামাই, সর্ব্বাঙ্গে মাখেন ছাই,
উমারে মাখান তাই, লয়ে ফেরে শ্মশানে।
শ্মশানেতে চলি চলি, উমা হয়েছেন কালী,
এলায়েছে কেশগুলি, শব-শিব চরণে ॥

কমিক।

পিরীত কয়া চালভাজা খাওয়া দুটো বিষম দায়।
মুখের রুচি বেশ, পেটের আপদ শেষ,
ক্ষিদে তৃষ্ণা দেশ ছেড়ে পালায়॥
যদি গরম গরম হয় তো মন্দ নয়—
কিন্তু বাসি হ'লে দাঁত-ভাঙ্গা দুই জীবন-সংশয়॥

কমিক।

মাছিমারা কেরাণীর মাগ হব না লো হব না।
Thirty Rupees Salaryতে মাগ পোষা চল্‌বে না॥
Eating চাই First class, বোর্ডিঙেতে কর্‌ব বাস,
কোর্‌বো মোরা প্রেমের ফাঁস পড়্‌বে কত জনা,
কানমলা খায় কেরাণীতে হেসে বাঁচি না লো বাঁচি না॥

কমিক।

বনের পাখী উড়ে এসে বস্‌লো রে খাঁচায়।
ও পারে যেও না যাদু কামড়াবে মশায়॥
নাকে দিয়ে ছুঁচো-বাজী, গুজরাটি হাতীটি সাজি,
হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো কর্‌তে কর্‌ত চড়্‌বে খাঁচায়॥

কমিক।

পাগল কর্‌লে ওই মুরারি অঙ্গে নয়ান-বাণ মারে।
পাগল ক'রে চ'লে গেল আমি জ্ব'লে মলেম তার তরে॥
দেহে তার নবযৌবন, চুরি কর্‌লে ওই দেহ মন রে,
পাগল ক'রে চ'লে গেল আমি জ্ব'লে মলেম তার তরে॥

মাষ্টার জে, এন, বসু।—

কীর্ত্তন।

আমি যাহার লাগিয়ে কলঙ্কিনী নাম কিনিনু ব্রজের মাঝে।
আমি যাহার লাগিয়ে কাননে পশিনু যোগিনী-সাজে॥
(ওগো প্রাণসখি)
ত্যজি পিতা মাতা পতি ধনজনে সতত সেবিনু যারে।
ও আমার প্রাণের অধিক যে প্রাণবল্লভ
আমি আজিকে হারানু তারে॥
আমি মুকুতা পাইতে সাগর ছেঁচিনু উঠিল গরলরাশি।
আমি নন্দন-কাননে দেবতা পূজিতে দানব উদিল আসি॥

কমিক (রাখালের গান)

তুমি কার ঘরের কালাচাঁদ,
রাস্তায় দাঁড়ায়ে প্রাণ আর বাঁচে না রে।
কোন্ গেরামের নাও রে ভাই কোন্ গেরামের নাও,
দোহাই তোমার লক্ষ্মীতলার সিন্নী দিয়ে যাও,
একটা পান চালাম তা পালাম না
আমার পরাণডা গেল মাঠে মাঠে॥
একটা বেটা দাও রে আল্লা একটা বেটা দাও,
দোহাই তোমার হক্কল গুণে মাইয়া লইয়া যাও,
একটা পোলা চাই তা পালাম না, আমার পরাণডা গেল মাঠে মাঠে।
এহে ত বাজারের দুধ আর মান্দারের চলা,
দুগতি দুমতি রে মেহের মোল্লা
ও আমার ক্ষীর হইল কালা দানের আল্লা—
ও তুমি কার ঘরের কালাচাদ॥

সপরি ——— ব মনোমোহন।

কমিক (মাঝির গান)।

ওরে লাজের মামুদ চল না যাই ঘরে।
কাজ নেই ওরে কাজ নেই, আর ঐ কচু পোড়ার নোজগারে।
ঐ যে প'লো ফাল্গুন মাস, বন্ধু রইল পরবাস,
কে দেবে কে দেবে আমার বাগুণ-ক্ষ্যাতে চাষ;
আর ঐ গ্যাজ্লা কোহিল গোজ্লায় ব'সে
কুহু কুহু রব করে॥

বাউল।

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে।
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষা ঝুলি দেখ্তে পেলে॥
করেছি মাথা নীচু, চলেছি যাহার পিছু,
যদি না দেয় সে কিছু অবহেলে।—
তবু কি এমনি ক'রে ফিরব ঘরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে।
কিছু মোর নাই ক্ষমতা, সে যে তোমার মিথ্যা কথা,
এখনও হয়নি মরণ বিশকোটি ছেলে।—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে॥
নেব গো মেঙ্গে পেতে, যা আছে মোর ঘরেতে,
দেবো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে!
আমাদের সেইখানে মান, সেইখানে প্রাণ,
সেইখানে দি হৃদয় ঢেলে॥

ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় সার হারবার্ট ট্রি।

কীর্ত্তন।

সজল-জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান মন-প্রাণ পড়ে পদতলে॥
নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে।
সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে॥
উচ্চশিখা তুচ্ছ করি পুচ্ছশিখা বামে হেলে।
তুচ্ছ করে জাতি-ধর্ম্ম মূর্চ্ছা করে নারীকুলে॥
নীলকণ্ঠ ভণে ভণে ক্ষণে অচেনায় চিনিতে পারে,
চিনিতে পারে জিনিতে পারে কিনিতে পারে বিনামুলে॥

কমিক।

রাম তুই হলি বনবাস,
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ॥
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ
আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস।
নিতান্ত যাবি রে বনে
সঙ্গে নে সীতালক্ষ্মণে
ভাল এক জোড়া পাশা আর
ভাল দুজোড়া তাস॥
আমি যদি তুই হইতাম,
পোটম্যাণ্টোর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের খানকতক ভাল উপন্যাস॥

কীর্ত্তন।

কিছুই ব'ল না তারে গো সে যে আমার বঁধু,
আমি তারি বিরহে মরি মরমে (কিছুই ব'ল না সে যে আমারি)
বঁধু—তা কে না জানে, সে যে আমার কেন বঁধু—
আমার প্রাণ-মন দিয়ে কেনা বঁধু ॥
তাকে এক বেঁধেছে নন্দরাণী,
আবার বেঁধেছে সব গোপিনী,
তার যে অভিমান মনে ছিল, তাই তো মথুরা গেল,
তাই তো রাধার দশা এমন হলো ॥

কমিক।

হরি হে দেখ্‌লাম তোমার চিড়িয়াখানায় বাড়্‌ছে বাহার দিনে দিনে
রং-বেরং পশু-পাখী কতই দেখি সাধ্য কার তা কেবা চিনে ॥
জানি তায় পশু বলে, চার পায় চলে, লোম গায়ে লেজুড় পিছনে।
এদের নয় সে আকৃতি নবাকৃতি
ছুখানি পদ লেজুড় বিনে (বলি এ নূতন পশুর)
গো মহিষ হরিণ মেষে শিং দে চুসে
মার্‌তে আসে সবাই জানে ॥
এদের শিং হয় না মালুম, হায় বেমালুম,
শিঙের ঘায়ে প্রাণে বাঁচিনে (বেমালুম)।
কেউ নারিকেল-গাছে চিলের সাজে
ব'সে সব দিক্ নজর হানে।
কার কিসে মার্‌বে সে ছোঁ, ব্যাং কি ছুঁচো,
কখন্ বা কারে বধে প্রাণে (বলি সে চিলের সাজে) ॥

কমিক।

আপন বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।
প্রাণ রাখিতে নারি, আমার প্রাণ গেল,
(সখি আমার বড় জ্বালা, জীবন রবে না গো,
ও তার অবহেলায় প্রাণ আর রবে না)।
সখি আমায় ধর ধর ধর বুঝি ত্বরা করি শ্যামের বিহনে,
আমি বুঝি মরি প্রাণে (প্রাণ যায় গো) ॥

কীর্ত্তন।

কেন আর গাঁথ লো মালা
মালা গেঁথ না মালিনী।
আজ হ'তে হবি পাগলিনী ॥
বল আর কি হবে মালায়,
ছেড়ে যদি চলিল কানাই,
ঐ মালা তোর কাল-মালা হবে লো রাজনন্দিনি।
জ্বালা পাবি রাই পাবি রাই
(ঐ দুঃখের মালা আপন গলে)
বনমালী বিনে মালা কার গলে দুলাবি ধনি,
কালা গেলে মালা হেরে কাঁদ্‌বি লো দিবা-যামিনী।
ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি ক'রে,
এই কুঞ্জে সেই নটবরে,
তুমি কাঁদিয়েছিলে বিনোদিনী (মানিনী হয়ে) ॥

লেডী ম্যাকৃবেথের ভূমিকায়—
সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য অভিনেত্রী এলেনটেরী।

হাস্যোদ্দীপক গীত।

জানা যাবে রাম যাবে রাম ও নামের মহিমা।
রাবণ আসিলে যুদ্ধে প'রে বুট জুতো।
হনুমান্ মারে তারে লাথি চড় গুঁতো॥
গুঁতো খেয়ে রাবণ রাজা দেয় গড়াগড়ি।
হনুমান্ বলে তোরে মেরেছি চাপড়ী।
চাপড় মারিনি তোরে মেরেছি চাপড়ী।
চাপড় খাইলে তুই যেতিস্ যমের বাড়ী॥

মাঝির গান।

মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পাল্লাম না।
নৌকা ভাটোয় সয় উজোয় না,
সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে—
তবু তোর মনের নাগাল পালাম না॥
ভাঙ্গা দাঁড় আর ছেঁড়া দড়ি রে—
নৌকার হালে জল আর মানে না।
অক্রুর বেলায় ধর্লাম পাড়ি রে,
নদীর কূল-কিনারা পালাম না॥

ভিখারীর গান।

জয় রাধে গোবিন্দ বল (ও আমার মন)
আহা জয় রাধা গোবিন্দ বল॥
এ নাম মধুর হোতে মধুর (বল)

এই নামের গুণে ত'রে যাবে ;
ও নামে পাপী তরে,
ও নাম লহ রে প্রহরে প্রহরে ;
এই মধুর গোবিন্দ-নাম যে শুনেছে,
ও সে ত'রে গেছে।
আহা জয় রাধে গোবিন্দ বল ॥

কমিক।

ঘাটে ডিঙ্গা লাগায়ে তুমি পান খেয়ে যাও।
পান খেয়ে যাও তুমি পান খেয়ে যাও ॥
কোন্ গেরামের লাও কোন্ গেরামে যাও,
একখান কথা কও বা না কও পান খেয়ে যাও।
আমার গাছের পান-শুপারি তোমার কড়ির ভাও,
কড়ির কথা শেষ হবে পান খেয়ে যাও ॥

কমিক।

আমরা ইরান দেশের কাজি।
আমরা এইচি একটা নূতন আইন প্রচার কর্ত্তে আজি ॥
যা কিছু বলিবে ইমামকুল,
হউক মিথ্যা, হউক ভুল,
তোমাদের হবে বলিতে তাতে বাহাবা বাজি।
আমরা সবাই দেখেছি ইমাম, বিচার করিয়া সূক্ষ্ম,
যে ইমাম সবাই বুদ্ধিমান্ আর পার্শি সবাই মূর্খ,

পার্শির তবে হইল রদ,
ব্যতীত কুলী ও কেরাণী পদ,
হাকিম হুকিম হইবে সবাই হোসেন হাসেন হাজি ॥
ইমাম সবাই সত্যপ্রিয় পার্শি মিথ্যাবাদী,
পার্শি ইমাম হইলে বিবাদ পার্শিই অপরাধী,
পার্শি ঠেকিলে ইমাম-গায়,
তার মাথাটি—বাঁচান হইবে দায়,
পার্শির শির কাটিয়া লইলে হইতে হইবে রাজি।
দাদাভাই হোক জিজিভাই হোক, কারশেটজি কি মেটা,
আজ থেকে তাহা হয়ে গেল ঠিক সবাই সমান বেটা।
তবে যে বেটা বলিবে হাঁ হাঁ তা হোক্, সে বেটা কতক ভদ্রলোক,
আর যে বেটা বলিবে তা না না না না সে বেটা বেজায় পাজী ॥

এন দাস এণ্ড চোর :—

কমিক

মিটাও আশ তব তিয়াষ অমৃত-প্লাবনে।
প্রথম যখন বিয়ে হোল, ভাবলাম বাহা বাহা রে !
কি রকম যে হয়ে গেলাম বল্‌বো তাহা কাহারে
—ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥
হোল আমার এমনি স্বভাব,
বুঝি বা খাঞ্জা খাঁ নবাব,
নাইকো আমার কোনই অভাব,
পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব
রোচে নাকো আহারে,
—ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

জগদ্বিখ্যাতা নৃত্য-গীত-পটীয়সী রঙ্গরাণী এনাপ্যাভলোভা।

বীণার ঝঙ্কার

ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখ্‌বো শুধু, শুঁক্‌বো শুধু গন্ধটুক ;
রাখ্‌বো জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে কোর্‌বো না তায়,
রাখ্‌বো তারে মাথায় মাথায় বুজ্‌বো নাকো আঁখির পাতায়,
হারাই পাছে তাহারে
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

শঙ্কা হোত কখন্ প্রিয়া পাছে করে অভিমান,
উর্ব্বশীর ন্যায় পেখম নেড়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান,
নকল-নবিশ প্রেমের পেশায়, হয়ে রইলাম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়,
মরি মরি আহা রে !
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখলাম পরে চাঁদের তারে নেহাত প্রিয়া তৈরি নয়,
বচন সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন,
যদি একটু দাবা-খেলায়, আস্‌তে দেরি রাত্রির বেলায়,
আর তর্ক গুরু চেলায়, পলাই তার বকুনির ঠেলায়,
পগারে কি পাহাড়ে
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখ্‌লাম তারে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়
উর্ব্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়,
বরং শেষে মাথার রতন, লেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা, বিফল যতন, স্বর্গ থেকে হোল পতন—
রচেছিলাম যাহারে,—ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

শ্রীযুত বলাইদাস শীল।—

কমিক গান।

বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব-রত্ন ন ভাই।

তানসেন ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন তার সভায়।

(ও) অর্থাৎ—আস্‌তেন নিশ্চয় তানসেন, বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,

কিন্তু দুঃখের বিষয় তানসেন জন্মান নি কো মোটে।

তা ধিন্ তাক্ ধিন তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও।

যা হ'ক এলেন তানসেন কলিকাতায় চ'ড়ে রেলের গাড়ী,

আর হুগলী ব্রিজ পার হয়ে উঠ্‌লেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী।

(ও) অর্থাৎ—উঠ্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু রেলপুল তখন হয় নি,

আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী উজ্জয়িনী।

তা ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও॥

যা হোক্ এলেন তানসেন রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদী,

আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য পিয়ানো ইত্যাদি,

(ও) অর্থাৎ—আসতেন নিশ্চয় কিন্তু হ'ল হঠাৎ বৃষ্টি,

যে হয়নি কো তানসেনের সময় পিয়ানোর সৃষ্টি।

তা ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও॥

যা হ'ক গাইলেন তানসেন এমন মল্লার

রাজা গেলেন ভিজে

আর গাইলেন এমন দীপক তানসেন জলে পুড়লেন নিজে,

অর্থাৎ—যেতেন রাজা ভিজে, তানসেন উঠ্‌তেন জ্বলে,

কিন্তু রাজার ছিল ওয়াটার প্রুফ

আর তানসেন এলেন চ'লে।

তা ধি[illegible] তাক্ ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও।

হ'ল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসেনের গীত-বাদ্য,
যার আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।
অর্থাৎ—তাঁহার গানের—তা ত হয়ে গেছে কবে,
আর তানসেন মুসলমান তার শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে হবে।
তা ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁর নাম-গান যত দিন দেহে রহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জলন্ত জ্যোতি, জগৎ করেছে আলো,
স্রোতে বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল জীব সুখ করি হে॥
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি,
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে॥
উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথায় তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে॥

হিন্দুধর্ম্ম।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর কার্ত্তিক গণপতি,
আর দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মী সরস্বতী।
আর শচী উষা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি যম,
এই সবই আছে হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম।
(দাদা তবে কিসে কম)
এই কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য নানক ও কবীর।

"শ্লিপি বিউটী" নাটকের প্রেমিকার ভূমিকাভিনয়ে অতুলনীয়া অভিনেত্রী মিসেস্ ভায়লা টী।

হন নিত্য নিত্য উদয় নব-অবতার,
দাদা বেছে নাও নানা মত যিনি হন যার।
আছে বানর বনের কাঠবিড়ালী ময়ূর পেঁচা গাই,
আর তুলসী অশ্বত্থ বেল বট পাথর কি এ ধর্ম্মে নাই।
দেখ বসন্ত, কলেরা, হাম ইত্যাদি ব্যাপার,—
এই সব রোগের চিকিৎসা আছে,—
কিছু যায় নি ফাঁক।
(দাদা কিছু যায় নি ফাঁক)

হয়ে ত্রিভুবন স্তব্ধ শুনে পাণ্ডবের শব্দ,
আর হনূমানের বগলেতে সূর্য্যি মামা জব্দ,
আর গোপী সহ কুঞ্জে কেলি করেন কানাই,
দাদা অদ্ভুত আদিরস তোমার বল না কি চাই।
(দাদা বল না কি চাই)

যদি চোর হও, ডাকাত হও, গঙ্গায় দাও গে ডুব,
আর গয়া কাশী পুরী যাও পুণ্যি হবে খুব,
আর মদ্য মাংস খাও যদি হয়ে পড় শৈব,
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও এর গুণ আর কত কইব?
(দাদা এর গুণ কত কইব)

ছেড়ো না কো আর এমন ধর্ম্ম ছেড়ো নাকো ভাই,
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা এমন ধর্ম্ম নাই॥

জুলিয়েটের ভূমিকায়
প্রতীচ্য নাট্য-জগতের রঙ্গরাণী ম্যাডাম মেল্‌বো

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তিভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ-মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান্ মাগি॥
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে,
দীনবৎসল তুমি তার নিজ সেবকে;
তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে॥
বিষয়-মহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে,
দীন-হীনে প্রভু রাখ রাখ।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ্ লাখো লাখো॥

বাহার—ঝাঁপতাল।

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি
গাও আনন্দে সবে রবি-চন্দ্র-তারা,
সকল তরুরাজি সাজি ফুলফলে গাও রে।
বিহগকুল গাও আজি মধুরতর তানে,
গাও জীব-জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগৎপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।

শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

বিপদ্-ভয়-বারণ, যে করে ওরে মন,
তাঁরে কেন ডাক না।
মিছে ভ্রমে ভুলি সদা রয়েছ ভবঘোরে মজি,
এ কি বিড়ম্বনা॥
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুল না।
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব-যাতনা॥
এখনো হিত-বচন শোন, যতনে করি ধারণা।
বদন ভরি নাম হরি, সতত কর ঘোষণা॥
যদি এ ভবে পার হবে ছাড় বিষয়-কামনা।
সঁপিয়ে তনু হৃদয়-মন তাঁরে কর সাধনা॥

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাই যে বিপদ-ভয় বারে—আঁধারে যে তারে॥
এক তুমি অভয় পদ জগৎসংসারে।
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে॥
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনই মম আঁখি তব জ্যোতি নেহারে।
জীবন-সখা তুমি বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মম প্রাণ-মন চাহে তোমারে॥

মিশ্র-বেহাগ।

আজি আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহার
হৃদি-গগনমাঝে—জীবন কর সফল।
কর পান হৃদয় ভরি
পড়িছে ঝরি অমিয়া—
নূতন প্রাণে পাইব নূতন বল॥
সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী,
বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল।
সে রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,
দূর হয় রে বিষাদ,—
উথলে প্রেম নিরমল॥

কমিক।

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক্ মিশমিশে বা ফিট্‌ফিটে॥
মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গহনাগুলি, মিষ্ট চুড়ির ঠুন্‌ঠুনিটে,
যদিও সে,—গহনা দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে স্বামীর ভিটে।
প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্ট তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে,
আর সে—করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে।
আহা—প্রিয়ার হাতের কিল্‌টিতেও মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে।
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি আহা যেন পুলিপিটে।
আহা—খেজুররসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কানুটিতে,
মধুর—সব চেয়েও তাঁর সম্মার্জ্জনী—আহা যখন পড়ে পিঠে॥

কমিক।

আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার॥
কিন্তু সার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ ব্রাণ্ডি মদের রাজা, শ্যাম্পেন মদের রাণী,
আমরা করি নে কাহার ডর, আমরা করি নে কাহার হানি,
আমরা রাখি নে কাহারও তোয়াক্কা,
আমরা করি নে কাহারে কেয়ার,
এই ভবমাঝে সব ফক্কা জেনেছি,
আমরা পাঁচটি এয়ার॥
কেন নদীর জলে কাদা আর সাগর-জলে নুন,
পাছে মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন,
কেন তুমি হলে না'ক কবি হলে কেন
আর সে সব কথা কাজ কি ব'লে আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদা—
কারণ দেবতা খেত ঐ লাল-পানি আর দৈত্য খেত সাদা;
এই ভবারণ্যে ফেরে এমন সুহৃদ্ আছে কে আর,
এই জীবনে যা সার বুঝেছি আমরা পাঁচটি এয়ার॥
মোদের দিও না কো কেউ গালি,
মোদের ক'র নাকো কেউ মানা,
আমরা খাব নাক কারো চুরি ক'রে দুগ্ধ ননী ছানা—
শুধু লুটিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার,
শুধু নাচিব একটু গাহিব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার॥

শ্রীমতী কুসুমকুমারী (বিষাদ)

ভৈঁরো—তেতালা।

বিমল প্রভাতে মিলি একসাথে বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনক-রবি রক্তিম রাগে, বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে,
তুমি মানব নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর কর রে গান॥

কমিক।

তোমায় ভালবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাব।
যে তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে ম'রে যাব॥
ঘুঘু চর্‌বে আমার বাড়ী, উননে উঠ্‌বে না হাঁড়ী,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী, এমনি অন্তিমদশায় খাবি খাব।
এখনি ইস্তফা—তবে যা হবার তা হয়ে গেল,
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত আমার ব'য়ে গেল,
ডাক্‌লে তোমার পাইনে সাড়া, নেই কি কেউ বুঝি তোমা ছাড়া,
এই গোঁপ জোড়াতে দিলে চাড়া, তোমার মত অনেক পাব॥

কমিক।

আস্‌ছে ঐ নবাব বাহাদুর।
জংলা কাংলা ফিরিঙ্গি সব বাংলা হতে হ'ল দূর॥
গুড়ুম গুড়ুম নবাবী কামান, পাহাড় হয় দু'খান,
কলকেতায় নবাবী নিশান, ভিরকুটি ছরকুটে গেছে, ভেঙ্গেছে বিলাতী ভূর॥
ঘুচেছে হুট্‌ মুট্‌ গুট্‌, পাল তুলে দিয়েছে ছুট,
নাইকো আর ড্যাম ড্যাম—ফের্‌কে দুঠ্যাঙ ঠুকে বুক মুখে চুরুট,
বাগিয়ে ঘুসি চোখরাঙ্গানি ঘেউ ঘেউ বুলডগি সুর॥

্ত হেমচন্দ্র সেন।—

ধরা যদি দুঃখে ভরা—
তবে কেন তারা তোরে ডাকি (মা)।
(আমি) সুখের আশে দিবানিশি, দুখের রাশি সয়ে থাকি॥
কারে জানাই দুখের বেদন, মা বিনে কে আছে এমন,
(শুনি) পেটের বাছা করলে রোদন
থাকতে মা পারিস্ না না কি।
এবার মা তোর ধরায় এসে. একদিনও ঠিক বেড়াই নে হেসে,
গোণা দিন কটা গেলে নিমিষে, শেষেও কি মা দিবি ফাঁকি।
(ও) নাম শুনেছি দুখহরা, তাই এতকাল ডাক্‌ছি তারা,
(আমি বুঝি না কি সজীব মরা,
জানি না এর পরেও পরকালেও বা কি॥)

শ্রীযুত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।—

কীর্ত্তন মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

চল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়ে যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মূরছা পায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে,
া পড়িয়া মাতাল ভ্রমরা লুটিয়া চরণতলে,
গুণি হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া মরালগমনে চলে,
কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ বলে॥

খাম্বাজ—তেতালা।

কেমনে বুঝিব তোমারি ছলনা,
অবোধ অপরাধিনী আমি যে ললনা।
প্রেম-বাণ মেরেছ হৃদে আসিতে আসিতে,
তুমি ত আছ হে ভাল প্রাণ খুলে বল না॥

কীর্ত্তন মিশ্র-খাম্বাজ— একতালা।

আমার খাঁচার পাখী গেল উড়ে, থুয়ে দুটো লম্বা ঠ্যাং ;
শেয়ালগুলো ডাক্‌ছে খেয়াল তান ধরেছে কোলা-ব্যাং ;
এমন ক'রে প্রেম ক'রে সই,
ডাল দিলে ডালনা দিলে দিলে নাক শুধু দই,
তাইতে এবার গাজন বন্ধ চড়কতলায় ছ্যাড়া ড্যাং॥

কীর্ত্তন।

এস' বধু এস' আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসী দড়ি (তোমার জন্য হে)
তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও,
যে সোয়ার হয়ে পিঠে চড়ি॥ ॥
তুমি চিঁড়ে নও, বঁধু তুমি চিঁড়ে নও ন,
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে) বি
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন ও নধি,
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে॥ মুখে
সুর।

স্বর্গীয়া সুকুমারী দত্ত [ঐলবিলারূপে]

মঙ্গল-বিভাষ—খেম্‌টা।

মাছ বেচে আজ পাব লাখ টাকা।
ঝা ঝা ঝা বাড়্‌বে ঝাঁজ,
মেজাজ হবে ইয়া বাঁকা (ইয়া বাঁকা) ॥
তখন যখন বসবো হেলে, কে সুধায় আর কার ছেলে,
তেনা জেলে—T. C. Zalay সইটি তো ইংরাজী ছাঁকা,
গরীব ইয়ার ডোণ্ট্‌ কেয়ার, মজ্‌লিসেতে পাব চেয়ার,
সমার সাহেব কাটবে হেয়ার, ভাগ্‌নে টান্‌বে পাখা ॥
পম্প ধর্‌বো ছেড়ে নাগরা, বিবি পর্‌বে ঘুরিয়ে ঘাগরা
কুক্‌ কেল্‌ভি গড়্‌বে ব্রেসলেট, ঘুচিয়ে তানার হাতের শাঁখা।
হেঁইও পইস্‌ হাঁক্‌বে সইস, কোসে তেনা জুড়ি হাঁকা।
শ্যাম্পেনেতে রঙ্গলে আঁখি, বাংলা কি আর কব নাকি ?
হাঁকাহাঁকি ছোটলোকি ঘণ্টা টিপে চাকর ডাকা ॥

কীর্ত্তন—লোফা।

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো ব'লে হে, আমি তাই এসেছি এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে ॥
মানের দায়ে তুই মানিনী, আমি তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা ক'য়ে, চ'লে যাই হে চরণ ছুঁয়ে,
দেখব তোমায় নয়ন ভ'রে, তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে,
যখন রাধে ব'লে বাজে বাঁশী, তখন নয়নজলে আপনি ভাসি,
তুমি যদি না চাও ফিরে, তবে যাব সেই যমুনা-তীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী ত্যজবো প্রাণ, এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ঙ্কজ দেখবো বলে হে ॥

রিজিয়া ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

১, কে মজুমদার (বকুবাবু)

কমিক।

(পঞ্চমপক্ষীয় স্ত্রীর প্রতি বৃদ্ধ স্বামীর উক্তি)

(আমি) বাজার হুদ্দা কিনে আইনে ঢাইলে দিছি পায়।
তোমার লইগ্যা ক্যামতে পারমু হইয়া উঠ্‌ছে দায়॥
আরসি দিছি, কাহুই দিছি, চুল বাঁধনের ফিতা দিছি,
(আর) গা মাজনের হাবুন দিছি, আর কি গুণন যায়।
(ওই) বেলায়ারীর চুড়ি দিছি, পাছা পাইড়ের শাড়ী দিছি,
উলের হুতো দিছি কিনে, তবু তোমার মনডা পাইনে;
লিক্তি ক'রে বেবাক্ দিছি পরাণ দিছি কাউ॥
(তবু) বুড়া বুড়া কইয়ে ক্যাবল, আমায় খ্যাপায়ে কর্‌ছ পাগল,
(আমি) বুড়া হইলেও করেছো বিয়া ছাড়ান ক্যাম্‌তে যায়॥

(পদ্মাপারের বাঙ্গাল মাঝির গান)

কমিক।

ওরে ভ্যালারে ভাই রে বায়ে চল।
আর মুখে বদর বদর বল॥
এই অন্ধিকারের মধ্যি রে ভাই,
ও মুই ভাবছি যে রে ভাই—
আমি না যাবার পাল্লি পরে
(আমার গিন্নী) ও তাঁর চোখ ফুটে দিয়ে বারাবে জল॥

বীণার ঝঙ্কার

শ্রীমতী নরীসুন্দরী

কমিক।

ওরে পরাণ আমার ইল্‌সা-মাছের মুড়াখানি খাও।
আমি যতন ক'রে আপনি র'াধছি, না খাও যদি মাথা খাও॥
আমি খাইব কেমন ক'রে, আমার দাঁত তো গেছে হক্কল পইরে,
ও ভাল যদি বাস মোরে (একটা) ইল্‌সা-মাছের ডিম্ব দাও।
তা হ'লে পর আমি কৈলাম, কোলবালিসের উপর মাথা খুড়ম,
(আমি পাগল হব, আবল তাবল পেচাল পাড়ুম তুমি দেহো)
আমি দুগ্ধ দিয়ে খাব না হয় একটা পাকা কলা দাও॥

(পেটুক বাঙ্গালের গান)

ওরে মন চল করি গে বাসা, না দিলে পয়সা,
ওই বিদেশীয় সন্দেশ আর মণ্ডা পাওয়া যায়।
মোরে যাদু কর্‌ছে, জেলে দিছে,
(একেবারে দফা সার্‌ছে !)
আর মন ভুলাইছে জিভে-গজায়॥
ক্ষীরের যদি হাড়ি পেতাম, মুই তারি মধ্যে ডুবে যেতাম,
(একেবারে দুমালা বাড়ী কর্‌তাম)
সেহানে সপরিবারে বাস কর্‌তাম, কত মজা মার্‌তাম দুনিয়ায়।
বাজার মধ্যি যহন যাই রে, মুই সন্দেশ দেহি সাইড়ে সাইড়ে,
ও জিহ্বা দিয়া পানি পড়ে, কিন্তু খাইবার চাইলে পয়সা চায়॥

কমিক।

ভাগ্নে আমার বাজায় বাঁশী।
বাঁশী শুনে প্রাণ উদাসী॥
কেন রে ভাগ্নে বাজালি, আমার মন কেড়ে নিলি,
আমি ঘরে রইতে নার্‌লুম, হলেম উদাসী॥

পূজার ম্যাও উপহার।

কমিক।

প্রিয়ে তোমারি তরে একটা বেড়াল-ছানা ধরেছি।
এরে অতি যতন ক'রে (ওই ধাপার) ড্রেণ থেকে তুলেছি॥
তোমার ঘরে বড্ড ইন্দুর, এইবারেতে হবে রে দুর,
বাড়ীময় ছেয়ে থাক্‌বে মিউ মিউ মিউ সুর।
বুঝি বিধি সদয় হ'ল, তাই এমন নিধি পেয়েছি।
আমি গেলে বিদেশে, মর্‌বে তুমি হা-হুতাশে,
এমন তো কেউ নেই, পাহারা দেয় এসে!
তাই একলা কেন থাক্‌বে তুমি, এই দোক্‌লা ঘরে এনেছি॥

কমিক কীর্ত্তন।

যদি কুমড়ার মত চালে ধ'রে রোত পান্তুয়া শত শত।
আর সরষের মত হ'ত মিহিদানা বুঁদিয়া বুটের মত॥
(আমি বুনে যে দিতাম, এক কাঠায় আমি দশ মণ পেতাম)
যদি তালের মত হ'ত ছানাবড়া ধানের মত চষি,
আর তরমুজের মত হ'ত রসগোল্লা প্রাণ হ'ত যে খুসি।

(আমি বুনে যে দিতাম, চষি ধানের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে
ক্ষেতে পাহারা দিতাম, কুড়ে বেঁধে)
বুনে যে দিতাম, পাহারা দিতাম, খেঁক-শেয়াল আর চোর তাড়াতাম,
(তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম)
যদি উচ্ছের মত হ'ত রসমুণ্ডি, পটলের মত পুলি,
আর পায়েসের গঙ্গা বোয়ে যেত (তায়) দুহাতে করতাম কুলি ;
তীরে নেবে দু'হাতে কর্‌তাম কুলি।
যেমন সরোবরমধ্যে রেখে দেছেন পদ্মের মত পাতা,
(তেমন) ক্ষীর-সরোবরে রেখে দিতেন যদি খানকতক লুচি-পাতা,
আমি নেবে যে যেতাম,—
ঐ ক্ষীর-সরোবরে ঘনজলে আমি নেবে যে যেতাম,
গিন্নীর সোহাগ-বচন ভুলে আমি নেবে যে যেতাম,
গামছা প'রে নেবে যে যেতাম,
তীরে কাপড় ছেড়ে নেবে যে যেতাম,
ক্ষীর-সরোবর হ'তে উঠ্‌তাম না হে,
একটু চিনি যে দিতাম,
চিনি ফেলে দিয়ে সাপটে খেতাম ॥

কমিক।

ঐ কলাগাছে শৃগাল উঠেছে তাড়া দিয়েছে বেদেরা।
যদি দেখবি তবে আয় দৌড়ে ও বেদেদের মেয়েরা ॥
তার পর এসে বেদেনীরা দেখে,
মিন্সেরা কলাগাছে আছে ঢুকে,
টানাটানি ক'রে অবশেষে, এক কাঁদি কলা নিয়ে গেল গিন্নীরা।
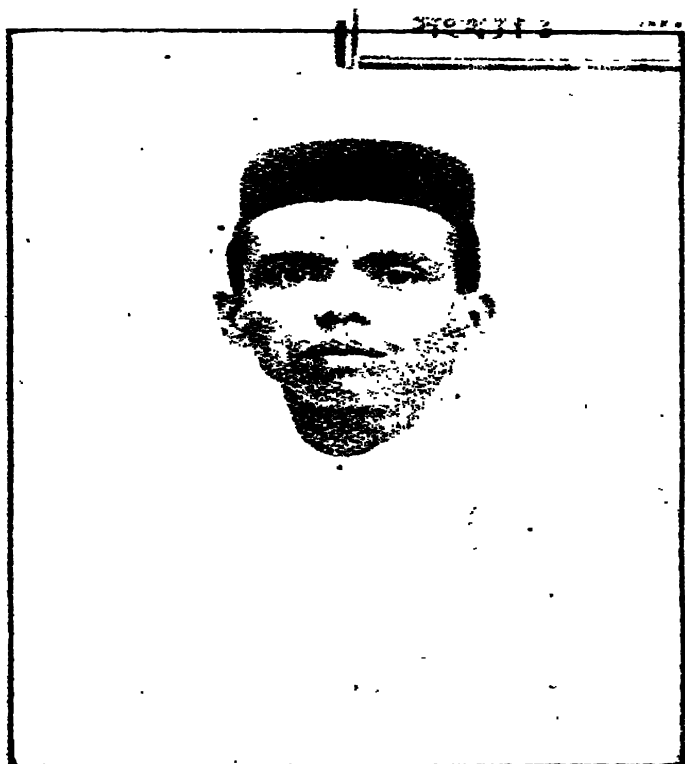
সোরাবজী আর, ধোন্দি।

দিনে দিনে গত হ'ল দিন তারিণী তারা।
হ'ল না হ'ল না মা তোমারি সাধনা,
গেল না গেল না মম বিষয়-বাসনা,
অনিত্য সুখেতে মজে হয়ে গেল হারা ॥
এখন ওরে মূঢ় মন, মা-নাম কর স্মরণ,
সে নাম আনিলে মুখে আসিবে না শমন,
কর তাঁর নাম অবিরাম তারা দুঃখহারা ॥

জগদীশ কেবা জানে মহিমা তোমার।
অধীনের প্রতি তব করুণা অপার।
ঐ যে বিটপিগণ, করে বন সুশোভন,
(ওগো) বন্দিতেছে নতশিরে চরণ তোমার।
তথাপি মানবচয়, যদি সে তোমার রয়,
(ওগো) দিনান্তে গো লবে তার নাম একবার ॥

ধিক্ রে জীবনে নারীর পরাণে,
কাঁদিতে কাঁদিতে দিন বহে যায়।
তবু তারি তরে, সদা আঁখি ঝরে,
সদয় হইয়ে ফিরে নাহি চায় ॥
সে যে আমার জীবনেরি সার,
সে বিনে আমার সকলি আঁধার,
কঠিন হইয়ে অবলা বধিয়ে,
সে গেছে চলিয়ে ঠেলিয়ে পায় ॥

কমিক ।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত ।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত ॥
ভোরে উঠে ঘুমটা নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত ।
নানা বিপদ্ নিত্য নিত্য,
ক্ষুধায় জ্ব'লে যায় পিত্ত,
খেতে বস্‌লে টলমল কচ্ছে বল্‌তে পরিশ্রান্ত ॥
যদি বা খাই যথাসাধ্য,
কেঁদে যাই ফুরায় খাদ্য,
পান্ত আন্‌তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্‌তে পান্ত ।
ভুমে গা গড়াবামাত্র,
পথে মাটী সর্ব্বগাত্র,
রাত্রে মশার ব্যবহার অভদ্র নিতান্ত ॥
তবু পরিবারে দেয়,
অর্দ্ধ রজনীতে গহনার ফর্দ্দ,
নাসিকা না ডাকা পর্য্যন্ত নাই হন শান্ত ।
কিনিলেই কোন দ্রব্য,
দাম চায় যত অসভ্য,
রাস্তা জুড়ে ব'সে আছে পাওনাদার কৃতান্ত ।
বিয়ে ক'লে পুত্র কন্যা,
আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত ॥

কমিক।

পাঁচশ বছর এমনি ক'রে আসছি সয়ে সমুদায়।
এইটি কি আর সইবে না কো দুঘা বেশী জুতার ঘায়॥
এটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা দে না বাবা,
দুঘা বেশী দুঘা কমে, এমন কি আসে যায়।
তবে কি না জুতোর গুঁতো হয়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছু নূতন রকম কর্‌লে হ'তো উপকার,
ধর না যেমন বেটা ব'লে, দিলে না হয় কানটা ম'লে,
জুতার খোঁটা, খেয়ে ঘাঁটা, প'ড়ে গেছে সকল গায়—
তোরাই রাজা তোরাই মনিব, মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস্ দাদা এটা, তোদের বাড়ী তোদের ঘর,
মোরা বেটা মোরা পাজি,
যা বলিস্ তাই আছি রাজি,
রাজার নন্দিনী প্যারী যা বলিস্ তাই শোভা পায়॥

কমিক।

বাজিছে তেনা তেনা তেনা তেলাক্ লাতুর ধিনি কেষ্ট—
যদি বলিস বৈষ্ণবী তুই কিছু না জানিস্,
না হয় চৈতন্য ছিঁড়ে ফেলে দাঁতে মিশি দিস্,
কিছু দিন খ্যাকরা তুলে ন্যাকরা কোরে
ছোকরার দলে হই গে মেলা,
ফেলে দিই তিলক-মালা,
কপনী ঝোলা ধিনি কেষ্ট॥

সীতারামের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।

কুঁকড়োগুলো দেখ্‌তে ভাল, মাথায় রাঙা ফুল,
ওলো আন্‌বো তায় চুরি কোরে, যায় যাবে জাত-কুল ॥
হায় বৈষ্ণবী রেঁধো না,
খাঁচায় রেখে বোলো বিলিতি টীয়া পাখী।
প'ড়বে দাদা নানি চাচা ফুফু ধিনি কেষ্ট।
আর একটি কথা তোরে, শোন্‌ বৈষ্ণবী বলি,
তোরে অত্যন্ত ভালবাসি, যেন চোখের বালি।
বৈষ্ণবী তুমি তূলো, আমি বাতাস, তুমি বাঁশ মুই ঘুণ,
বৈষ্ণবী তুমি কাটা ঘা, আমি তাতে নুণ—ধিনি কেষ্ট ॥
ঢোঁড়া সাপ ব্যাঙ ধোরেছে তাড়াতে গেলাম তারে,
সাপকে মারিতে ঢ্যালা, বাছা গেল মোরে,
(হায়) কি বলি, বিচার কলির গৌরাঙ্গের বিচার ভাল,
ঢোঁড়া সাপ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল, ধিনি কেষ্ট ॥

কমিক।
ভৈরবী।

তারেই বলে প্রেম।
যখন থাকে না future-এর চিন্তা থাকে না Shame,
যখন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ,
যখন Past all surgery আর যখন Past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি Tame,
তারেই বলে প্রেম।
রাত্রি দুপর কিংবা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি রদ্দুর হ'ক When it doesn't care a pin,

হ'ক সে কাফরী কিংবা ম্যাম্
মুচি, মুদী, মুদ্দফরাস When it doesn't care a 'damn'
Blind কি bald কি deaf কি dumb
কি hunch-back কিংবা lame
তারেই বলি প্রেম।
রাস্তায় সর্প কিংবা ব্যাং
পাহাড়, বন, কি বাঘ ভাল্লুক
When he doesn't care a hang
কাজটি অন্যায় হ'ক কিংবা ঠিক
ঠাট্টা হ'ক কি নিন্দা হ'ক
When it doesn't care a kick মরি কিংবা বাঁচি
When it very much the same :—
তারেই বলি প্রেম ॥

কমিক।

(পার তো) জন্মো না কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।
জন্মাও ত সামলাতে পার্‌বে নাক তার ঠেলায় ॥
(শুন) বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল,
তাই দিল মোরে কালো ক'রে, রোদে ধ'রে,
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল,
দেখে মা কাল ছেলে দিলে ঠেলে দিল নাক মায়ের দুধ।
ক'রে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ ॥
পরে মিলে আমার আটটা মামায়, বাবার সেই আট শালায়,
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড়, পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

দেখে মোর গুরুমশাই (যেন কসাই) বিদ্যায় খাটো শর্ম্মারে।
ক'রে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে॥
বাবা, আমি উঁচু দিকে বাড়ছি দেখে,
ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল।
দিল মোরে চাকরী ক'রে, তারাও মোরে,
দু'দিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরীশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ,
বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল।
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, ক'নের দরও চোড়ে গেল॥
হায় গো বিধি তুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলায়।
সে কেবল ফেল্‌লাম বোলে, জন্মে ভুলে,
বিষ্যুৎবারের বারবেলায়॥

কমিক।

দেখ হ'তে পারতাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর।
কেবল ঐ গোলাগুলীর গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির॥
আর ঐ বারুদটার গন্ধ, তেমন করিনে পছন্দ,
আর সঙ্গিন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটু ধন্দ,
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে মনে শিরোহীনের স্কন্ধ।
তাই বাক্যেই বীর র'য়ে গেলাম আমি চ'টে মোটেই ত॥
তা নইলে খুব এক বড় "হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত॥"
দেখ হ'তে পারতাম নিশ্চয় একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ,
কিন্তু গবেষণা শুনলেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত,

হেমচন্দ্র ও গিরিজায়া।

আর দেশটাও বেশ গরম,
আর বিছানাও বেশ নরম
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম,
আর তাঁরই চর্চ্চা কর্‌লে একটু কাজও দেখে বরং,
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হয়ে রইলাম আমি চ'টে মোটেই ত।
তা নইলে খুব এক ভারি "হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত॥"

দেখ হ'তে পার্‌তাম নিশ্চয় একটা উঁচুদরের কবি,
কিন্তু লিখতে বল্‌লেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই,
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া,
মোটে বেঁকে না রয় খাড়া,
আর ভাবের মাথায় লাঠি মার্‌লেও দেয় নাক সে সাড়া,
হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দিই চাড়া,
তাই নীরব কবি হয়ে রইলাম আমি চ'টে মোটেই ত।
তা নইলে খুব এক উঁচু "হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত।"

দেখ ক্ষমতাটা তা ছিল নাকো অমন্দ বিশেষ
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চ'লে যেতাম বেশ,
হ'তাম পেলে সুযোগ এও, বুঝি একটা যেও সেও,
কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে আমি হতাম নিঃসন্দেহ,
কিন্তু প্রথমে সে ধাক্কাটি আমায় দিল নাকো কেহ,
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চ'টে মোটেই ত!
তা নইলে বুঝ্‌লে কি না "হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত॥"

থাম্বাজ—ঠুংরী।

বুড়ো বুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌ত।
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত॥
হ'ত যখন ঝগড়া-ঝাটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি,
ব্যাপার দেখে ছুটাছুটি, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্‌ত।
একদিন বুড়ো "দুত্তোর" ব'লে,
হঠাৎ কোথা গেল চ'লে,
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে কর্‌লে আঁখি লবণাক্ত॥
শেষে বছরখানেক পরে,
বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে তারে ভারি খুসী রাখ্‌ত।
ঝগড়াঝাটি গেল থেমে,
মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত॥

কমিক।

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে।
ঐ আমগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে॥
সে এম্‌নি ক'রে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে।
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল মোর হিয়ার মাঝখানে।
তার রং যে বড়ই ফর্‌সা,
তারে পাব হয় না ভরসা,
তার জন্যে কর্‌ছে রে মোর প্রাণ আন্‌চান্‌,

ঐ পরণে তার ডুরে সাড়ী মিহি·শান্তিপুরে,
ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর-ডোগর যেন পটোল চেরা,
আর গড়নটি যে কি বল্‌ব ভাই সকলকার সেরা ॥
তার রং যে বড়ই ফর্‌সা—ইত্যাদি।

ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পায়ে বাঁকা মল,
মুখখানি যে একেবারে কর্‌ছে ঢল ঢল ॥
তার নাকটি যেন বাঁশীপানা কপালটি একরত্তি,
এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে আগাগোড়া সত্যি।
তার রং যে বড়ই ফর্‌সা—ইত্যাদি।

তার এলো চুলের কি যে বাহার, তা আর বল্‌ব কি রে!
তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল মিথ্যে বলিনি রে!
মুই মিথ্যে কবার লোক নই রে করিনিও ভুল।
ও তার হেঁটুর নীচে রে ভাই হেঁটুর নীচে চুল ॥
তার রং যে বড়ই ফর্‌সা—ইত্যাদি।

তার মুখের হাঁটি ভারি ছোট গোল গোল যে তার ঢং,
আর কি বলব মুই ওরে নিতাই কি যে সে তার রং,
সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল ক'রে মন চুরি,
মোর বুকের মাঝে মেরে গেল নয়ানের ছুরি ॥
তার রং যে বড়ই ফর্‌সা—ইত্যাদি।

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

কমিক।

আমরা বিলেত-ফের্ত্তা ক'ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা
আর মুটেদের ডাকি কুলী!

রাম কালীপদ হরিচরণ, নাম এ সব সেকেলের ধরণ,
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ।

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
যদি সাহেব না ব'লে বাবু কেহ বলে মনে মনে ভারি চটি
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি চাদর,
আমরা প্যাণ্ট কোট আর হ্যাট বুট পোরে,
সেজেছি বিলিতি বাঁদর।

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসী ধরণে কাসি,
আমরা পা ফাঁক ক'রে সিগারেট খেতে
বড়ই ভালবাসি।

ব্যালেটবালা শশিমুখী।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরী কাঁটা ধরাই,
আমরা মোদের জুতো মোজা—
দিদিমাকে জ্যাকেট কামিজ পরাই।
মেয়েদের সাহিবিয়ানায় বাধা,
এই যে—রং'টা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ক্রটি নাই,
ভিনোলিয়া মাখি রোজ গাদা গাদা।
আমরা বিলেত-ফের্ত্তা কটাই, দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই,
মোদের সাহেব যদিও দেবতা
তবু সাহেবগুলোকেই চটাই।
আমরা সাহেবি রকমে হাটি,
আমরা স্পিচ দেই ইংরাজি খাঁটি,
কিন্তু বিপদেতে দিই বাঙ্গালীর মত চম্পট পরিপাটী॥

কমিক।

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে
আমরা Reformed Hindoos
আমাদের চেন নাক যে
Surely he is an awful goose;
কেন না আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food;

মৃণালিনীর অভিনয়ে পশুপতির ভূমিকায় দানিবাবু।

কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এটা' 'ওটা' 'সেটা' যখন we choose
—কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think,
তা'লে you are an awful goose,
আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কত্তে পারিনি ঠিক ;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবেরা বলে সব,
superstitious ও obtuse,
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'হলে you are an awful goose,
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengalir খিচুড়ি বানিয়ে
conversationএ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose ;
মোটা তাকিয়া দিয়া ঠেস,
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friendsদের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
করি খুব hate ও abuse ;
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা'লে you are an awful goose,
আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ;

করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists,
The Mahomedans, Christians & Jews ;—
কিন্তু ফলার ভোজে হিন্দু নাই if you think,
তা'লে you are an awful goose,

About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage, আর widow remarriage
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose,

you are not far wrong if you think,
যে আমরা করি একটু বেশী drink,
কিন্তু considering our evolutionএর state
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals, we care a hang if you think ;
তা'লে you are an awful goose,

From the above দেখতে পাচ্ছ বেশ,
যে আমরা neither fish nor flesh,
আমরা curious commodities, human
oddities, denominated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের সময় সব ঢুঢু
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam,
of শশধর, Huxley and goose.

কমিক।

তোমারই বিরহে সই রে, দিবানিশি কত সই।
এখন, ক্ষুধা পাইলেই খাই, আর ঘুম পাইলেই ঘুমুই ॥
কি বলিব আর—পরিত্যাগ, (এখন) একেবারে চিঁড়ে দই।
রোচে নাক মুখে কিছু আর একটু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বই ॥
এখন সকাল বেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দু'খান সরপুরিয়া, দুঃখের কথা কারে কই!
দুঃখের বারিধির আমার কোনমতে পাইনি থই ॥
আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে উঠে ঐ!
এখন বিকেলটাও যদি হায়, সরবৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইসকি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কই!
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্চে মই।
তাই রেতে দু'চার ইয়ার ডেকে, এ দারুণ বিরহের বোঝা বই ॥
এখন ভাবি ও বিধু বয়ানে, ঘুম আসে না নয়নে,
কেবল রাত্রি ও মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই ॥
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—
এত দিনে বুঝলাম প্রিয়ে, আমি তোমা বই আর কারু নই ॥

শ্রীযুত এন্ সি নন্দন।—

দয়াময়ি দুর্গা নামে যেন কলঙ্ক রটে না।
এবার বিপদে পড়েছি তারা, তুমি দেখিয়ে কি দেখ না ॥
ভোলা সদানন্দ, করি তারে চিরানন্দ,
ওগো চরণ মাগে মুকুন্দ, পেয়ে শমন-তাড়না ॥

শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্লাকী)

শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আমার ভালে এত কি আছিল সখি।
পূরিল না কাম, বিধি যদি বাম, কারে বা কাতরে ডাকি॥
সুখের লাগিয়া, ঠাকুর গড়িয়া, পীরিতি নয়নে দেখি।
আমার কপাল ভাঙ্গিল, বিফল হইল, কি সুখে পরাণ রাখি।
সুধার লাগিয়ে, চাঁদেরে চাহিয়ে, যাচিয়ে অমিয়কণা।
অমনি (সখি রে) কাল-মেঘ ঘিরে করিল পরাণ হানা॥
ফুলহার গলে, দুলাইব ব'লে, যতনে গাথিয়ে দেখি।
শেষে জীবন পাইয়া, সাপিনী হইয়া, কাটিল হিয়ায় সখি॥
দারুণ পিয়াসে, জলধর-পাশে, মাগিনু ফটিক-জল,
আমার জল না মিলিল, বরজ হানিল, হাসিল অরির দল।
প্রাণ যারে চায়, চাহিতে তাহায়, ধীরে ধীরে দুটি আঁখি,
আমার কুলমান গেল, কালা না মিলিল, ননদিনী দিল ফাঁকি।

যতন করিতে তারে বাকি কি রেখেছি আমি,
আপন করম-দোষে সে হ'ল কুপথগামী॥
সে যে আমার প্রিয়জন, মন জানে আর জানে প্রাণ,
আর জানে সেই জন যে জন অন্তরযামী॥

আমায় জেতে তুলে নিতে পার প্রাণ-ভ্রমরা।
তবে তোমায় রসিক বলি রমণীর মনচোরা॥
শুন শুন প্রাণ-বঁধু, তুমি নিতুই এস যাও শুধু,
দাঁড়কাকে খায় ঠুক্‌রে মধু ভেবে হলেম সারা॥

নারায়ণচন্দ্র মুখার্জ্জী।—

কাফি—তেতালা।

চরণে দে গো ঠাঁই দীনে (মা)।

ধরম-করম-হারা, হতভাগ্য আমি তারা,
নাই মা আমার বিল্বদল, মন্ত্র তন্ত্র গঙ্গাজল,
অন্য কিছু নাই মা আমার, চখের জল বিনে॥
অহঙ্কারে পোড়া মায়ায় ঘেরা চারিধার,
মোহে মন লাগায় ধাঁধা, হেরি সবই অন্ধকার,
খুলে দে এ বিষম বাধা; ঘুচিয়ে দে মা চখের বাঁধা,
পথ-হারা হয়ে ঘুরি, পথ কোথা দে মা বলি,
আর শ্যামা বলিসনে মা স'রে পড়ি নইলে॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন ন্যাংটা ফের।
ও গো লজ্জা কি গো নাই তোমার॥
বসন-ভূষণ নাই মা তোমার,
রাজার মেয়ে গুমোর কর।
ওগো এই কি তোর কুলের ধর্ম্ম,
পতির বুকে চরণ ধর॥
আপনি ন্যাংটা, পতি ন্যাংটা,
শ্মশানে মশানে চর।
আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
তথায় জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥
রিপুবশে চল্‌লাম আগে ভাব্‌লাম না কি হবে পাছে।
চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত যা করেছি তাই লিখেছে ॥
জন্মজন্মান্তরের কত বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমনি কর্ম্ম তেমনি ফল মা, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি, খরচ বেশী তলব কিসে রাজার কাছে।
রামপ্রসাদের কেবলমাত্র কালীনাম ভরসা আছে ॥

সিন্ধু-কাফি।

আমি ভালবেসে ভাল করি নাই।
কাঁদা-কাঁদি সাধাসাধি এ বড় বালাই ॥
ভেবেছিনু সঁপে দিলে প্রাণ,
ব'য়ে যাবে শুধু সুখের তুফান,
দানা হ'তে ফেটে যাব যা ছিল সদাই ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

আর মালা গাঁথ কি কারণ (রাধে)।
তুমি যার তরে গাঁথ মালা, সে গেছে মধুভবন ॥
মালতী-কুসুমের মালা, মালা হবে জপমালা,
(ওরে) সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গে কর্‌বে দংশন ॥

শ্রীযুত বিশ্বনাথ রাও।

ককুভ।

সই পিয়াসা ত মোর গেল না।
ছ'দিনের তরে দেখা দিয়ে পরে, কোথা গেল চ'লে বল না॥
রাখিয়া আমারে যেন নিশাকালে,
ডুবে গেল চাঁদ মেঘের আড়ালে,
সারাটি রজনী কেন গো কাঁদালে—
আমারে করিয়ে ছলনা।
ঘুমায়ে ছিলাম আপন স্বপনে,
কেন হে জাগালে বল অকারণে,—
কেন জ্বেলে দিলে আগুনে—পোড়াতে সরলা ললনা॥

শ্রীযুত হুটবিহারী মিত্র।—

দূতি কুঞ্জেতে যাইতে মানা ক'র না।
ভাল ক'রে দূতি তুমি বুঝে দেখ মনেতে,
এ কড়া হুকুমে আমি কিসে বাঁচি প্রাণেতে,
কোথা বা যাব গোকুলেতে—এ কি গো কর্ম্মভোগ,
বিফল যন্ত্রণা রোষে, এমন করলে প্রতিদিন চল্‌বে না॥
বৃন্দে, কুঞ্জে যাইতে মানা ক'র না,
কুঞ্জে না যেতে পেলে কালার প্রাণ বাঁচবে না।
শ্রীরাধে দেখিবার তরে, মাঠে ঘাটে বেড়াই ঘুরে,
সে রাধায় না পেলে পরে,— মুখে ভাত আর রুচ্‌বে না॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

কে বলে সই শ্যাম আমার কাল।
সে যে সুবিমল সুকোমল ॥
কি ক্ষণে যমুনায় এলাম, কালরূপ কি হেরিলাম,
যমুনারি এ কূল ও কূল দুকূল করে আলো।
গগন কাল সিন্ধু কাল, কাল-প্রেমে অনন্ত কাল,
ও রে কাল নয় সে কাল-মাণিক,
আঁধার ঘর করে আলো ॥

শ্রীযুত মন্মথনাথ দত্ত [এমেচার]—

সিন্ধু—যৎ।

সাধে কি মা কাঁদে মোর প্রাণ।
মায়ের সন্তানে মা বিদ্যমানে, সদা রিপুদলে করে অপমান ॥
তোমার রচিত এ সুখ-সাগরে, কেমনে প্রবেশি শত্রু বারে বারে,
নির্ভয়ে শাসিছে দংিছে আমারে মাতৃহীন শিশু সমান ॥
ও গো আমি পুত্র তব তুমি গো জননী,
তোমার আশ্রিত দিবস-রজনী,
তোমা বিনে অন্যে কারেও না জানি,
তুমি মোর শান্তি, তুমি মোর প্রাণ।
তবে কেন ভুলি মোহিনী মায়াতে,
রিপু-দাস হয়ে ভ্রমি এ জগতে,
দহি অবিরত অস্থির জ্বালাতে,
তোমারি সম্মুখে এ কি বিধান ॥

সিন্ধু—যৎ।

আর আমরা খেল্‌বো না হোলি তোমার সঙ্গে হে হরি।
এমন ক'রে দিতে হয় কি ভিজায়ে সাড়ী দিয়ে পিচকারী॥
খেল্‌বো ব'লে তোমার সনে, আমি গোপনে এসেছি বনে,
ছিল এই খেলা কি তোমার মনে, ওহে বাঁকা বংশীধারী।
কুলবালার কত জ্বালা, তুমি কি বুঝিবে কালা,
পুরুষ-পরশে সদা কলঙ্কিনী কুল-নারী॥

———

আশাবরী—যৎ।

হৃদয়-বেদনা নিভেও নিভে না,
কি করি বল মা কি আছে উপায়।
ত্যজি গৃহবাস, আছি পরবাস, সদাই উদাস, বাস নাহি আর॥
সহিতেছি মা গো জনম অবধি,
তবু মা দুঃখের নাহিক অবধি,
কি জানি কিসের লাগি নিরবধি,
কাঁদিতেছি মা গো দুঃখের জ্বালায়।
শিশিরান্তে বসন্তের আগমন,
রজনী প্রভাত উষার কিরণ,
জীবনান্তে নব-জীবন ধারণ, তোমারি নিয়মে ঘটে পুনরায়॥
সুখ দুঃখ সদা ঘু'রে চক্রবত,
এই বিধিমত চলিছে জগত,
অভাগার ভালে হয় বিপরীত, দুঃখ-শেষে দুঃখ সতত রয়॥

———

মনের মতন অভিনয়ে—
পোরিয়ার ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী রাণী।

PRODIGAL SON.

পিতা খোল দ্বার।

দেখ হে দয়ার নিধি তোমার অপরাধী সন্তানে।
আমি পিতা এসেছি বারেক দেখ নয়নে॥
আমি তোমারি পাষণ্ড সন্তান, ক'রে অপমান,
বারে বারে দহিয়াছি পিতা তোমার প্রাণ,
আমার কোথাও নাহিক সুখ, ত্রিসংসার হয়েছে বিমুখ,
তুমি প্রসন্ন মুখ তোল পিতা বারেক হেরি নয়নে।
আমার অস্থি-চর্ম্ম হয়েছে গো সার, আমি দেখ্‌ছি আঁধার,
অনাহারে পিপাসায় প্রাণ কচ্ছে হাহাকার;—
পিতা সদাব্রত তোমার দ্বারে, কখনও কেউ যায় না ফিরে,
আমি পুত্র হয়ে অনাহারে হারাব কি জীবনে।
ও গো তুমি জনম দিয়েছ আমার,
আমি তাই ভেবে হেথা পিতা এলাম গো আবার—
আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর পুত্র ব'লে,
আমি সাধ পূরে একবার পিতা লুটাই তোমার চরণে॥

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে।

লাজ তেয়াগিয়া পাসরিব সব, রব নাক গৃহ-কাজে।
পরাণে কত নিহিত যাতনা, জান না কি জান না বুঝ না,
হৃদয়েরি আলো সেই কালো, সতত হৃদয়ে রাজে॥

বীণার ঝঙ্কার

কৌটিজান

১৯১]

আমি সকল কাজের পাই হে সময়, ডাকিতে তোমায় পাইনে।
চাই দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন, তোমা সঙ্গ-সুখ পাইনে ॥
আমি কত যে করি বৃথা পর্য্যটন, তোমার কাছেতে যাইনে।
আমি কত কিনে খাই, ভস্ম আর ছাই, প্রেমামৃত খাইনে ॥
আমি কত গান গাহিনু মনের হরষে, তোমার মহিমা গাইনে।
আমি বাহিরে দুটো আঁখি মেলি চাই, জ্ঞান-আঁখি মেলি চাইনে।
আমি কত কারে দিই আপনা বিলায়ে, ও পদতলে বিকাইনে।
আমি সবারে শিখাই কত নীতি-কথা, আপন মনেরে শিখাইনে ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আমারে ত্যজিয়ে সখা যাবে যদি যাও।
এত সাধি এত কাঁদি ফিরিয়া না চাও ॥
সহকার-তরু বিনে, মাধবী বাচে কি প্রাণে,
জেনে শুনে বারে বারে কেন দুঃখ দাও ॥

(ওগো) কেন মাটী পানে চেয়ে চ'লে যাও।
তাতে নাকি ক্ষতি আছে, পথ না হারাও ॥
চঞ্চল চরণে কেন অঞ্চল সংবরি গো,
প্রফুল্ল মালতী-মালা বদনে লুকাও।
তোমার এ ভাব দেখি, কেউ ত নহেকো সুখী,
নিরাশা-তরঙ্গমাঝে কেন গো ভাসাও।
একবার হেসে শুধু সবারে হাসাও ॥

বীণার ঝঙ্কার

হিপনোটিজিম অবস্থায় বাঁশীর সুরে নৃত্য

ভৈরবী—একতালা।

(সখি) ঐ বুঝি বাজে গো বাঁশী।
অধীর হৃদয়ে তুফান তুলিয়া, ঐ বুঝি সখি বাজিল বাঁশী॥
দখিণ পবনে চাঁদের কিরণে, অরুণ-সুষমা উঠিল ভাসি।
কাজ কি স্বজনি এখানে থাকিয়া, চল সবে মিলি সেইখানে গিয়া,
যেথা প্রিয়জন সনে প্রিয়-আলাপনে,
পুলকে হৃদয় উঠিবে হাসি॥
মানস-সরসোপরি, ভাসায়ে সোনার তরী,
চল লো স্বজনি দেখি গে মোরা যমুনা-লহররাজি,
জাগিল সখি রে ঘুমন্ত বেদনা, আর বুঝি থাকা হ'লো না হ'লো না,
অধীর পরাণ জুড়াইতে তারে একবার দেখে আসি॥

চল চল বেলা ব'য়ে যায়।
যমুনা-তীরে বাজে বাঁশরী ঐ সখি শোনা যায়॥
বসন্ত-সমীরে উথলি উল্লাসে মরম পরশি কি সুর গায়;
বাঁশী তানে আধ ফোটা করে, ঘোমটা খুলে হেসে চায়॥
কি জানি কি সুরে বাজিছে বাঁশরী
প্রাণে হরিণীর ধূলা ছড়ায়।
সখি তোরা চ'লে আয়।
বাঁশীতে তার যদি এত গুণ জানে, দরশনে না জানি কি হয়;
কে যাবি তোরা আয় আমার কাছে নিরখিব হৃদয়-রাজায়॥

তবু ত ভুলায়ে দিলি মা পাঠায়ে,
অবোধ তনয়ে এ রীতি কেমন।
ও গো বুঝিতে না পারি, চাতুরী তোমারি,
তোমারি প্রভাবে, মোহ অনুক্ষণ ॥
প্রলোভন ময় এ ভব-সাগর,
যে দিকে চাহি মা না দেখি নিস্তার,
ও মা চুপি আসি মোহিনী রাক্ষসী,
কি জানি কি ছলে ভুলায়ে লয়।
যারে কত দিবস আপনার বলে,
সেই মজায়ে যায় দূরে চ'লে,
বলে মূর্খ তুমি বড়ই হাসালে,
(মূঢ়) তুমি কারে বলিছ আপন ॥

কেদারা—কাওয়ালী।

আঁখিতে আঁখিতে কত কথা,
কহেছিলে এঁকেছিলে কত ছবি মনে।
বিষাদে ডুবিয়া কত বিষাদ বিধুরা বালা
কেঁদেছিল কত নিশি চাহি পথপানে ॥
নিশীথে ডাকিত পাখী, চমকি উঠিতে চিত-চোর
দখিণ-পবনে ধীরে নড়িত গাছের পাতা
মনে হ'ত তুমি এলে মোর,
নিরাশা হাসিয়া শেষে ব্যথা দিত প্রাণে ॥

পিলু-বাঁরোয়া—যৎ।

আছে একটা ভুঁড়ো শিয়াল
ও তার বাপের কেতা দেওয়াল গাঁথা।
শুন্‌বে যদি নামটি কি তার,
লোকে তারে বল্‌ত রতা॥
ভাব্‌ছ বুঝি তোমরা সবে,
এইবার একটা গল্প হবে,
এইখানে ইতি তবে,
ফুরিয়ে গেল আমার কথা॥

শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত।—

পিলু—যৎ।

চল মন দোঁহে মিলি, ধর্‌তে যাব শ্যামা মা'রে :
মা আমার চতুরা কালী, ধর্‌তে কি রে পার্‌ব তারে॥
অভয়া অম্বিকা চরণ, ধর্‌তে যদি পারি রে মন,
তা হ'লে ভাই দুজনাতে আস্‌ব না আর ঘরে ফিরে।
শুনেছি না কি মন, সেবিলে শ্যামার চরণ,
তা হ'লে সংসারে পুনঃ আস্‌তে হয় না বারে বারে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

তারাপদ ভাবনা যে করে, তারাপদ কোন্‌খানে।
শিব রেখেছেন শীতল পেয়ে, হৃৎ-কমলের মাঝখানে॥
নইলে সে বাঁচ্‌ত না, অনল সম গরল পানে।
হারিয়ে সে ধন, নাম হারাধন, রইলি ভুলে আন-মনে।
(তুই) একান্ত চিতে ডাক্‌ রে মাকে, যা আছে করুন তাঁর মনে॥

"মনের মতন" নাটকে মির্জ্জানের ভূমিকায় রাণীসুন্দরী

ভৈরবী।

কালি হলি মা রাসবিহারী, নটবর-বেশে শ্রীবৃন্দাবনে;
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, কখন পুরুষ কখনও নারী॥
ছিল বিবসনা কটি, এবে পীতধটী, এলো চুলে চূড়া বংশীধারী।
আগেতে কুটিল নয়নাপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি;
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি।
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী॥
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে নেচেছিলি শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি।
প্রসাদ হাসিছে সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি,
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকলি বুঝিতে নারি॥

সিন্ধু।

ছাড় ছাড় রসময় এখন অসময়,
এসেছি লইতে বারি, গুরুজনে করি ভয়।
এসেছি কোন্ সকালা, (শ্যাম হে) হ'ল দেখ কত বেলা,
এত ছলা, ছাড় কালা, পথমাঝে এ কি হয়॥
এসেছি লইতে বারি, হইল অনেক দেরি,
শ্যাম হে মিনতি করি, হয়ো নাক নিরদয়।
গগনে আর বেলা নাই, পথ ছাড় গৃহে যাই,
শ্যাম হে কলঙ্কে ডরাই, পাছে গুরুজনে কটু কয়॥

বেহাগ ।

নাথ হে অধীনী তোমার।
শ্বাপদ-সঙ্কুল জনহীন বনে,
কাঙ্গালিনীর মত কাঁদে অনিবার ॥
দেখ আসি তব প্রেম-পাগলিনী,
বিষয়-বিকারে ভূতলশায়িনী,
সহকারচ্যুত মাধবীর মত
ধূলাবলুণ্ঠিত কলেবর তার ॥

পিলু-বারোঁয়া ।

লুচি হে তোমার মান্য ত্রিভুবনে।
তুমি অরুচি রুচি, মুখ মিষ্ট শুচি, দেখে বাঁচিনি জীবনে ॥
যাগ-যজ্ঞ শুভকার্য্য আর বিবাহ, তোমা বিনা কিছু হয় নাক নির্ব্বাহ,
আদ্যশ্রাদ্ধ, পূজায়, রাজা আর প্রজায়, আনে তোমায় সযতনে।
তোমার সহোদর ভাই রুটী আর পরোটা,
যে জন না জানে সে বলে পর ওটা,
ডালপুরি যেটা, সেটা তোমার জ্যাঠা, ভুলিব তাঁদের কেমনে ॥
তব পরিবার নাম মাল-পুরি, কত সাধে তাঁর চরণেতে ধরি,
আমি সপরিবারেতে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি আনিয়ে নিজ ভবনে ॥
তোমার চাঁদপানা ব্যাটা চাঁদসই খাজা,
সহোদরা ভগ্নী হন পাঁপরভাজা,
উপযুক্ত ভাগ্নে নাম জিবে গজা, জিবে দিলে আর বাঁচিনে।
তব কন্যার নাম কচুরি সুন্দরী, খাস্তা ব'লে তিনি সর্ব্বদা আদুরী,
বড় লোকের বাড়ী সদা মাড়ামাড়ি দেখ্‌তে পায় না দীনজনে ॥

ভৈরবী।

কালি হলি মা রাসবিহারী, নটবর-বেশে শ্রীবৃন্দাবনে ;
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, কখন পুরুষ কখনও নারী॥
ছিল বিবসনা কটি, এবে পীতধটী, এলো চুলে চূড়া বংশীধারী।
আগেতে কুটিল নয়নাপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ;
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি।
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী॥
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে নেচেছিলি শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি
প্রসাদ হাসিছে সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি,
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকলি বুঝিতে নারি॥

সিন্ধু।

ছাড় ছাড় রসময় এখন অসময়,
এসেছি লইতে বারি, গুরুজনে করি ভয়।
এসেছি কোন্ সকালা, (শ্যাম হে) হ'ল দেখ কত বেলা,
এত ছলা, ছাড় কালা, পথমাঝে এ কি হয়॥
এসেছি লইতে বারি, হইল অনেক দেরি,
শ্যাম হে মিনতি করি, হয়ো নাক নিরদয়।
গগনে আর বেলা নাই, পথ ছাড় গৃহে যাই,
শ্যাম হে কলঙ্কে ডরাই, পাছে গুরুজনে কটু কয়॥

বেহাগ ।

নাথ হে অধীনী তোমার ।
শ্বাপদ-সঙ্কুল জনহীন বনে,
কাঙ্গালিনীর মত কাঁদে অনিবার ॥
দেখ আসি তব প্রেম-পাগলিনী,
বিষয়-বিকারে ভূতলশায়িনী,
সহকারচ্যুত মাধবীর মত
ধূলাবলুণ্ঠিত কলেবর তার ॥

পিলু-বারোঁয়া ।

লুচি হে তোমার মান্য ত্রিভুবনে ।
তুমি অরুচি রুচি, সুখ মিষ্ট শুচি, দেখে বাঁচিনি জীবনে ॥
যাগ-যজ্ঞ শুভকার্য্য আর বিবাহ, তোমা বিনা কিছু হয় নাক নির্ব্বাহ,
আদ্যশ্রাদ্ধ, পূজায়, রাজা আর প্রজায়, আনে তোমায় যতনে ।
তোমার সহোদর ভাই রুটী আর পরোটা,
যে জন না জানে সে বলে পর ওটা,
ডালপুরি যেটা, সেটা তোমার জ্যাঠা, ভুলিব তাঁদের কেমনে ॥
তব পরিবার নাম মাল-পুরি, কত সাধে তাঁর চরণেতে ধরি,
আমি সপরিবারেতে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি আনিয়ে নিজ ভবনে ॥
তোমার চাঁদপানা ব্যাটা চাঁদসই খাজা,
সহোদরা ভগ্নী হন পাঁপরভাজা,
উপযুক্ত ভাগ্নে নাম জিবে গজা, জিবে দিলে আর বাঁচিনে ।
তব কন্যার নাম কচুরি সুন্দরী, খাস্তা ব'লে তিনি সর্ব্বদা আদুরী,
বড় লোকের বাড়ী সদা মাড়ামাড়ি দেখ্‌তে পায় না দীনজনে ॥

মল্লার।

রাক্ষসী প্রেয়সী শশী গজদন্তে লাগিয়ে মিশি।
আমার গলায় আস্‌ছে কাসি,
আর বলা হ'ল না।
তোমার রূপের বালাই নিয়ে,
যে মরে সে মরুক্ গিয়ে,
আমি নাকে তৈল দিয়ে ছড়াই হস্ত-পা॥
তোমার কটাচোখের যে কটাক্ষ,
দেখে হলেম করপক্ষ,
এক হাঁপেতে লাগে মোক্ষ বাবা রে বাবা রে॥

উঠ গো করুণাময়ী খোল গো কুটীর-দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার॥
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কত বার,
দয়াময়ী হয়ে আজ এ কি হেরি ব্যবহার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
মা মা ব'লে ডেকে মোর হ'ল অস্থিচর্ম্মসার॥
খেলায় মত্ত ছিলাম ব'লে, বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর॥
দীন রাম বলে ও মা কার কাছে যাব আর,
মা বিনে কে লবে এই অকৃতী অধমের ভার॥

সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় দানিবাবু।

মল্লার।

রাক্ষসী প্রেয়সী শশী গজদন্তে লাগিয়ে মিশি।
আমার গলায় আসছে কাসি,
আর বলা হ'ল না।
তোমার রূপের বালাই নিয়ে,
যে মরে সে মরুক্ গিয়ে,
আমি নাকে তৈল দিয়ে ছড়াই হস্ত-পা॥
তোমার কটাচোখের যে কটাক্ষ,
দেখে হলেম করপক্ষ,
এক হাঁপেতে লাগে মোক্ষ বাবা রে বাবা রে॥

উঠ গো করুণাময়ী খোল গো কুটীর-দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার॥
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কত বার,
দয়াময়ী হয়ে আজ এ কি হেরি ব্যবহার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
মা মা ব'লে ডেকে মোর হ'ল অস্থিচর্ম্মসার॥
খেলায় মত্ত ছিলাম ব'লে, বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর
দীন রাম বলে ও মা কার কাছে যাব আর,
মা বিনে কে লবে এই অকৃতী অধমের ভার॥

সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় দানিবাবু।

করুণা করিয়ে কৃপাময়ী আমায় নিজ গুণে দয়া কর গো শ্যামা।
আমি জানি না ভজন, জানি না সাধন,
অতি অভাজন অধম গো মা, আমায় নিজগুণে দয়া কর গো শ্যামা।
জন্মাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ,
কখন করিনি সাধু-আলাপন,
থাকি কুচিন্তায় রত সর্ব্বক্ষণ, আমার পারের উপায় কি হবে মা।
এ ভব-জলধি কেমনে তরিব,
শমনের দায় কেমনে এড়াব,
সদা পাপে রত কিসে ত্রাণ পাব অকূল-কাণ্ডারী তুমি মা।
এই দীনহীনে তার নিজ গুণে,
এসেছি তোমার দুর্গা নাম শুনে,
বিনা ও চরণ-তরী তরিব কেমনে, জননী পাষাণী হ'ও না মা॥

শ্রীযুত বিশ্বনাথ রাও।—

বেহাগ—একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে ব'সে;
আমার কি হবে মা তারা শেষে॥
অগাধ সলিলে মীনের ঘর,
জাল ফেলেছে ভুবন-ভিতর,
যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পলাবার পথ নাইক কোন কালে,
পলাবি কোথায় ঘিরেছে সে জালে,
প্রসাদ বলে ডাক মাকে, শমন দমন করবে এসে॥

খাম্বাজ—তেতালা।

রাখ রাখ মিনতি মম আজিকে গো রাই।
তব প্রেমে বাঁধা সদা এ কাল কানাই॥
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে জানি নাকো তোমা বিনে,
তবে কেন এ অধীনে দিতেছ বিদায়॥

আশাবরী—তেতালা।

আমি অধমের অধম।
তুমি না তারিলে তারা, কে তারিবে বল তারা,
তার মা তার মা তার দুঃখ দিও না আর॥
সমুচিত শাস্তি ভবেতে করেছে এবার
মেরো না মেরো না মা গো কেন মার আর॥
শিবসুত রামচন্দ্র অধম জন
ডাকে সদা শোন শোন ভয়হরা মা আমার॥

ত রোহিণীকুমার রায়।—

কীর্ত্তন।

কি মোহে মন ভুলিয়ে এমন সুধার আধারে ভুলে আছ রে।
মন রে রাখ রাখ মিনতি, ছাড় কুমতি, নিজ হিত যদি চাও রে।
নাম-গানে যার, মোহ আঁধার নিমিষে বিনাশ হয় রে।
দেখ পাষণ্ড দু' ভাই (তারা ত হরিনামের বিরোধী ছিল রে)
জগাই মাধাই ভব-সিন্ধু পার কর রে।
যাই প্রেমসদন হরি রতন যার তুলনা নাই রে।
বল কেমনে পাসরি সে প্রেমের হরি, মরি মরি কি বালাই রে॥

নিতাই কি যাদু জানে।

শুক্‌নো গাছে ফল ফলালে, ফুল ফুটালে পাষাণে ॥
আকাশে যে চাঁদ ছিল, ধরাতলে তায় আনিল,
মরা দেহে পরাণ দিল, প্রেম-সুধা দিল পরাণে।
চোখের জল বিনে তার, ভেল্‌কি যাদু নাই কিছু আর,
তন্ত্র মন্ত্র এই তো সার হরির নামটি বদনে ॥

হাস্যোদ্দীপক গীত।

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত,
খৃষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলেম অনুরক্ত,—
বিশ্বাস হ'ল খৃষ্টধর্ম্মে—ভজতে যাচ্চি খৃষ্টে—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে,
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা—
অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদ্‌লায় ॥

চেয়ে দেখলাম নব্য ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোজা ভিন্ন নাইকো অন্য কোনই কষ্ট,—
ক্বচিৎ ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,—
এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু formএ।
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা—
অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদ্‌লায় ॥

নাস্তিকের একদলের মধ্যে মিশলাম গিয়ে রঙ্গে ;
Hume ও Mill ও Herbert Spencer
পড়্‌তে লাগলাম সঙ্গে,

"দুটি প্রাণ" অভিনয়ে

সীতাভোগওয়ালী—
শ্রীমতী ভুবনমোহিনী

মিহিদানাওয়ালী—
শ্রীমতী বিনোদিনী।

ভেসে যাব যাব ক'চ্চি, fowl ও beef এর বন্যায়,
এমন সময় দিলেন পিতা গুটিকতক কন্যায়,
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা—
অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ॥

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Bain ও Mill চর্চ্চায়,
ছেড়ে দিলাম beef ও fowl অন্ততঃ নিজের খরচায় ;
বুঝেছি বসু-ঘোষের কাছে হিন্দুধর্ম্মের অর্থে,
এমন সময় পড়ে গেলাম Theosophyর গর্ত্তে ;
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা—
অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ॥

Theosophy ঈশ্বর হচ্চেন ভূত কি পরমব্রহ্ম,
এইটে কোর্ব্বো কোর্ব্বো রকম কর্‌চি বোধগম্য,
মিশিয়েও এনেছি প্রায় Anne ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হয়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ ;
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা—
অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ॥

শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র দাস।—

দেখ রাণি কুঞ্জবনে, শ্যাম তোমার শ্যামা হলো।
কৃষ্ণ তোমার আজ কালী হলো।
শ্যাম তোমার আজ শ্যামা হলো ॥
এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
বনমালা মুণ্ডমালা হাতের বাঁশী অসি হলো ॥

শ্রীমতী সুশীলাবালা।

প্রফেসর পি, এন, রায়।—

কমিক।

নস্যের শিশি রাখি দিবানিশি, ফিরে দিশি দিশি সঙ্গে মোর।
নাকে ঘন ঘন না ঠাসিলে নয়, প্রাণ আই-ঢাই চক্ষু ঘোর॥
দুর্ব্বল দেহে বল বেড়ে যায়—এক টান যদি নস্য পাই।
নস্যের বাড়া কি আছে আবার, শয়নে স্বপনে নস্য চাই॥
বিড়ি Bird's Eye কিছু নাহি চাই—সেবনে সবাই বখাটে কয়।
নস্যের জয় গাও প্রাণ খুলে, গাও সঙ্গীত ভারতময়॥

সর্দ্দির চোটে সদা ফোঁস্ ফোঁস্—ডাকুক নাসিকা দিবস-রাতি।
নস্য টানিয়া টেকা মারিয়া, ঘুরিব ফিরিব আমোদে মাতি॥
"গঙ্গা" বলিতে "গগ্‌গা" বেরোয় ফুলবাস আর পাই না নাকে।
শঙ্কা করি না ডঙ্কা মারিব টঙ্কা খরচ হ'ক না লাখে॥
বিড়ি Bird's Eye—ইত্যাদি কোরাস্—

ন স্যর মত জ্ঞানদাতা আর খুঁজে নাহি পাই ভুবনমাঝে,
একটান দিলে মাথা খুলে যায় টীকা-টিপ্পনী কর্ণে বাজে।
মাইকেল, রবি, হেম, নবীনের সব কথা যেন চক্ষে সাজে,
Schott, Milton, Byron, Shelly বেড়ে বোঝা যায় ভয় কি পাছে
বিড়ি Bird's Eye—ইত্যাদি কোরাস্—

টোল পাঠশালা স্কুল কলেজে সবাই এখন নস্য টানে,
নস্যের মান হাল ফ্যাসানে আবালবৃদ্ধ সবাই জানে,
নস্য না হ'লে এক পা চলে না, পেট থেকে পড়ে নস্য চাই।
নস্যের জোরে দুনিয়াটা ঘোরে আমি তুমি আর কি কব ভাই॥
বিড়ি Bird's Eye—ইত্যাদি কোরাস্—

কমিক।

সোনা-রূপার কেমন গড়া, আমাদের এই চসমা জোড়া,
তাহার মাঝে আছে কেবল সকল চোখের সেরা,
এ যে পাথর দিয়ে তৈরী সেটা পাথর দিয়ে ঘেরা।
এমন চসমা কোথাও খুঁজে পাবে নাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চসমাখানি॥

ভাল আঁখি চসমা ছাড়া, কোথায় আঁখি উজলধারা,
কোথায় এমন খেলে আলো এমন নকল চোখে,
ও তার ঝিক্‌মিকিতে আমোদ বাড়ে মাথায় খেয়াল ঢোকে।
এমন চসমা কোথাও খুঁজে পাবে নাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চসমাখানি॥

এত পালিস পিডার কাহার, কোথায় এমন চোখের বাহার,
কোথায় এমন নাকের লাগাম কানের কাছে মেশে,
এমন নাকের উপর ছেলেবেলায় চসমা কাহার দেশে,
এমন চসমা কোথাও খুঁজে পাবে নাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চসমাখানি॥

চিন্তা-কুঞ্জে চোখটি ঢাকি, বেঞ্চে বেঞ্চে ব'সে থাকি,
গুঞ্জরিয়া আসি বাড়ী পুঞ্জে পুঞ্জে গিয়ে,
ভরা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ি চসমা চোখে দিয়ে,
এমন চসমা কোথাও খুঁজে পাবে নাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চসমাখানি॥

চসমা জোড়ায় এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওগো তোমায় দিবস-রাতি তাই ত নাকে ধরি,
যেন চসমা জোড়া চোখে রেখেই চসমা চোখেই মরি।
এমন চসমা কোথাও খুঁজে পাবে নাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চসমাখানি॥

শ্রীমতী বেদানা দাসী।—

কোথা রে ভ্রমরা কোথা মনচোরা কলিকা ফুটিল আয়।
নিলাজ পবনা করে আনাগোনা সরম বাঁচান দায়॥
বেদনা জানে না সরল সুখী, কিশোর যৌবনে মিলনমুখী,
ডোব ডোব শশী মিশে গেল নিশি রূপসী ঝরিছে তায়।
বল বল বঁধু নিজ কুতূহলে বুঝি বা বিফলে যায়॥

মন বাঁধা দে বেঁধেছ মনে,
ধর্‌তে গিয়ে ধরাধরি হ'ল দু' জনে,
খেলে সই হার্‌বো জেনে, এ খেলায় হেরে জেনে,
দেখ মেনে লো, বিকিয়ে গে কেনে
অনুরাগী পায় অনুরাগ, যতন যতনে॥

যাগ পড়ি ময়ত পিয়াকে জাগায়ে।
ভোর হ'তে যব পিয়া ঘর আওয়ে॥
ইন নয়নামে নিদ কাহা হায়
জিনা নয়নামে আপ সামারে॥

"কপাল-কুণ্ডলা" অভিনয়ে—ব্রাহ্মণ-বালকবেশী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।

নিমিষের দেখা যদি পাই হে তোমারি।
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারি॥
কত আর সহিব বল, তোমারি বিরহানল,
কত দিন ভালবাসা লুকাই তোমারি।
লাজ-নয়নে চকিত-চাহনি সে যে বিষম দায়,
যৌবনে বধে বা প্রাণ, দোহাই তোমারি।
যদি দীর্ঘশ্বাস বয়, প্রাণপাখী উড়ে যায়,
জনমে জনমে রব আশায় তোমারি॥

ফাঁকি দিয়ে গেল নিয়ে নাগরে তোমার।
সখি কোথা হ'তে দুঃখ দিতে এল রে আবার।
নতুন বঁধু নতুন সোহাগ ;—
নতুন পেলে শুকনো ফুলে আসে কি লো আর॥
বেঁধেছ প্রাণ প্রাণ-স্বজনি কে বা আগে দেখ লো।
(তার পর) ভালবাসা প্রাণের ভিতর গোপনেতে রেখ লো॥
মোদের কাছে লুকোচুরি, সাজে কি লো সহচরি,
এখন ভালবাসা কি মাধুরী,—মোদের কাছে শেখো লো॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

বাজাওয়ে চিকণ-কালা।
মন-প্রাণ হ'রে নিল পাইয়ে অবলা॥
গুরুজনার মাঝে বসি, নাম ধ'রে বাজাওয়ে বাঁশী,
আমি পারিনে যে দেখে আসি, ঘটিল কি জ্বালা॥

খাম্বাজ—দাদরা ।

আহা প্রাণ নিয়ে প্রাণ পালিয়ে গেলে ভাল ত হবে না
যারে যাচিয়ে দিয়েছি প্রাণ, ফিরে ত লব না ॥
ছি ছি ছি, তুমি কর কি,
ভালবাসিতে জান না ব'লে কি রে আসিতে পার না ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ ।

কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি ।
পাগল করেছে তোমার ঐ দুটি আঁখি ॥
কে যেন মজায়ে, রেখেছে প্রাণ লুকায়ে,
সাধ হয় তারে, বুকে ক'রে রাখি ॥

যারে যত্ন ক'রে রত্ন ভেবে রাখ্‌লেম চিরদিন ।
কে জানে তার ভিতর ভরা গিল্‌টি করা টীন ॥
সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল,
কসিতে পিতল হোল,
এক পোড়াতে চটে গেল এমনি বস্তহীন ॥

তু সখি অঞ্চল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরাকুল ।
ধর লো ধর লো ডালা এনেছি কামিনীফুল ॥
উহু সখি মরি জ্বলি,
কপালে দংশেছে অলি,
আবার এসে বুকে বসে, ভ্রমরারি এ কি ভুল ।

ওলো সই সাম্‌লে করিস্ ঘর।
মন ভুলাতে জনে জনে যেন যাদুকর ॥
আপন প্রাণ পরকে দিয়ে, পরের বোঝা বুকে লয়ে,
দেখিস যেন ভাসিস্ নে লো আপনি নিরন্তর।
ও তার ধার-করা মন বার-করা প্রাণ ধরে যার অন্তর ॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

তুমি তারে দিও না রে মন,
তারে মন দিলে পরে হবে জ্বালাতন।
আমি তারে ভাল জানি, সে শঠেরি শিরোমণি,
শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন ॥

ঝিঁঝিট—তেতালা।

মা গো চিনিতে কি পার নি মোরে,
দেখেছিলি আগে রাম-অবতারে।
ভক্তিভরে দিলে মুখে তুলি ফল,
হাতে হাতে মা গো তুই পাবি মোক্ষফল,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমারি সম্বল,
যে যা যাচে মা গো তখনি দিই তারে ॥
ছিল মনের বাসনা ফল দিতে মোরে (মনে পড়ে কি)
সেই ত্রেতার কথা মনে পড়ে কি, মনে পড়ে কি,
সেই নবদূর্ব্বাদল রামরূপ মনে পড়ে কি,
ছিল মনের বাসনা ভক্তিতে মোরে, তাই-পুরিল কামনা দ্বাপরে ॥

উর্ব্বশীর ভূমিকায়—শ্রীমতী রাণীসুন্দরী।

পিলু ।

আজ কত দিন পরে দেখা, ব'স ব'স মাথা খাও।
ব্যাধি মম ঘুচিয়াছে নির্ভয়ে ফিরিয়া চাও।
যৌবনে স'পিয়ে পায়, নাহি পেলাম যে তোমায়,
জীবনের অবেলায় সে দুরাশা ছি ছি যাও॥

তোরা কে মালা নিবি আয়।
বোঁটা কাটা টাট্‌কা তোলা ফোটা ফুলে মন ভোলায়॥
কত নবীন বঁধু লোভে পোড়ে নলক নাড়া খায়।
কত ফচ্‌কে ছোঁড়া মুচ্‌কি হেসে ওপর-চোখে চায়॥
তাদের প্রাণ আই-ঢাই, আপদ্‌-বালাই অমনি চ'লে যায়।
কিন্‌লে মালা ছুড়্‌কো সারে, হারা পতি ফিরে পায়॥

বারোঁয়া ।

কেন চাউনিতে প্রাণ চুরি করে—
বল ছল কেন অবলারে ?
সঁপেছি প্রাণ প্রাণ তোমারে,
এখন কেমন ক'রে যাব ফিরে।
হৃদয়-কন্দরে আদরে সোহাগে,
এস এস বঁধু প্রেম-অনুরাগে,
যা ঘটে ঘটুক এ সভার ভাগে
তবু কভু না ছাড়িব রে॥

মরমে মরম-যাতনা তার ভালবাসার অযতনে।
এ কাজে এ কাজে মজে, বাজের অধিক বাজে প্রাণে ॥
যে জন পিরীত না চায়, সে যদি পিরীতে না চায়,
আমার মন-প্রাণ যাহারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।
ঐ দেখা যায় ঘরখানি ও যাদুমণি।
আমি বালাখানা কোথায় পাব দুঃখিনী মালিনী ॥
এস যাদু আমার ঘরে,
রাখ্‌ব তোমায় হৃদ্‌মাঝারে,
মাসী বলা ছেড়ে দে রে, তুমি নাতি আমি দিদিমণি ॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।
ফুটেছে প্রেমের বাগান, প্রাণে উঠে তান,
রতন-হারে কুসুম-শরে, প্রাণে বাঁধে প্রাণ ॥
সোহাগের কনক-বনে, রতনে পায় রতনে,
যুবা-প্রাণ পাগল করে—যুবতীর যায় প্রাণ ॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।
চাই না চাই না চাই না রে তোর ওজন-করা ভালবাসা
সিন্ধু সম ভালবাসা, বিন্দুতে কি যায় পিয়াসা ॥
ভালবাসা পাকা সোনা, ভালবাসায় খাদ মিশে না,
ভালবাসায় বেচা-কেনা, ভরা ডুবি করে আশা ॥

পূরবী—একতালা।

বাজে শ্যামের মোহন-বেণু।
বেণু-রব শুনি জুড়াল তনু ॥
যে বনে বাজিছে সে বনে ধাই,
এ ছার জীবনে আর কাজ নাই,
পূরাইল আশ মন-অভিলাষ, হয়ে থাকি শ্যামের চরণ রেণু ॥
পঞ্চম স্বরেতে ধরিয়াছে তান,
পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে গান,
যাহার নামেতে যমুনা উজান, হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিছে ধেনু ॥

বেহাগ-খাম্বাজ—ফের্‌তা।

গোঠে হইতে আইল নন্দদুলাল। (আমার)
গোধূলি-ধূসর শ্যামের কলেবর আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া বরজবাসী ঘন শোভা পায়,
মঙ্গল-সাজি, দীপ-করে বধূগণ
মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ায় ॥
ধেনু-বৎসগণ, গোঠে পরবেশল
মন্দিরতলে নন্দলাল,
আকুল পন্থে যশোমতী ধাওল
ঝর-ঝর দুটি আঁখি হয়ে পাগলিনীর মত,
(হায় পাগলিনীর মত),
ধারার বিরাম নাই—বিরাম নাই,
প্রেমধারার বিরাম নাই, বিরাম নাই ॥

শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী দাসী।

কেদারা-মিশ্র।

সাগর-কূলে, বসিয়া বিরলে, হেরিব লহর-মালা।
মনোবেদনা, কব সমীরণে, গগনে জানাব জ্বালা॥
প্রতারণাময় মানব-প্রাণ, আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শাসনে রহিব না আর, বহিব না দুঃখ-ডালা॥

ভৈরবী।

বুঝ্‌লাম না প্রাণ তোমার কখন্ কে হয় ভালবাসা।
বাজিকরের বাজি যেমন শালগ্রামের শোয়া-বসা॥
তোমার যে নীতি-ব্যবহার, এমন ত দেখিনি কার,
আশা দিয়ে প্রাণে মার, শেষ কর নৈরাশা॥

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরি।

আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়িনু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু,
দশ দিশ ভেল নিরনন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানিনু, আজু মঝু গেহ হ'ল দেহ,
আজু বিধি মোরে অনুকূল হাসত টুটল সবহ সন্দেহ,
কই কোকিলে আবলেকু ডাকেউ লাখ উড়ায় পথ চন্দ্র।
পাঁচবাণি আব লাখ হউ, মলয়-পবন বহে মন্দা॥

কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে। (ও গো তোদের)
আপনি করেছি প্রেম, আপনি বুঝিয়ে।
আমি যদি করি মান, শ্যাম আমার রাখে মান,
হই হব অপমান, শ্যামের লাগিয়ে॥

পাগল করেছ তুমি আঁখিতে প্রাণ আমারে।
লোকে বলে করেছ গুণ, বল দেখি সে কি গুণ,
সমান নিদয় দুটি, বধিতে প্রাণ আমারে॥
মনোমৃগ লক্ষ্য বুঝি, বধিতে প্রাণ আমারে।
সর্ব্বস্ব নিয়েছ লুটে, বলিতে পারি না ফুটে,
মুখখানি করেছ বিভোর নাশিতে প্রাণ আমারে॥

ভৈরবী – খেম্‌টা।
তখন আর কে ধরে আঁখি ঠেরে উধাও যাই চ'লে;
ভাব্‌ছি মনে বনে বনে ফির্‌ব উদাসে,
ভুলেছি আপন বলা, ঘুচেছে সকল জ্বালা,
ফির্‌ব না দেশে, আর ফির্‌ব না দেশে।
চাইব না আর কারো পানে, কথা তুল্‌ব না কানে,
পরের প্রাণে প্রাণ ঢেলে ভাস্‌ব না জলে॥

সরল মনে সরল প্রাণে, প্রাণ যদি নিতে পার দিতে লো পারি
শুধু মুখেরি কথায় মজেছি ব'লে, যেন ক'রো না ছল-চাতুরী॥
হৃদয়-মাঝারে আঁকিয়া ছবি, চিরদিন তরে লুকায়ে রাখি,
নিলে জীবন, বধিলে প্রাণ, পিয়াসা মিটাব দোঁহে দোঁহারি।

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

ভালবেসে ভাল কাঁদালে,
ভাল ভালবাসা জানালে।
যদি মজিতে না মন ছিল, তবে কেন মন মজালে ॥
তুমি যে পরের সোনা, আগে ত ছিল না জানা,
জান্‌লে পরে পরের সোনা, আমি দিতাম নাকো কর্ণমূলে ॥
তুমি যে পরের চিত, পাষাণেতে বিরচিত,
(প্রাণ) কষ্ট দিলে যথোচিত, চিত সঁপেছি ব'লে।
যখন মন নিছি তুলে ॥

ভীমপলশ্রী—যৎ।

আসি আসি ব'লে কেন প্রাণে ব্যথা দাও।
এমন নিদয় তুমি কাঁদিয়ে চ'লে যেতে চাও ॥
যতক্ষণ থাক তুমি,
কি আনন্দে থাকি আমি,
পায়ে ধরি প্রাণনাথ হৃদে এসে প্রাণ জুড়াও ॥

এত অপমান তবু প্রাণ তারে ভালবাসে।
বোঝালে বোঝে না মানা, থাকে তবু তারি আশে ॥
না জানি তাহারই স্নেহ, মনেতে কতই সন্দেহ,
এমন সুহৃদ নাহি কেহ, এ কথা সুধায় তার কাছে।
সে ভালবাসে কি না বাসে, এ কথা সুধায় তার কাছে ॥

"সধবার একাদশী" অভিনয়ে কাঞ্চনবেশী তিনকড়ি দাসী

বেহাগ-খাম্বাজ।

কে হারে জিনে দু'জনে সমান।
মেতেছে কথায় কথায় নয়নে নয়ন-বাণ ॥
মেতেছে ঘোর সমরে, না জানি কে কারে ধরে,
বুঝি ধরাধরি হয় পরস্পরে ;—
'ছলে বাণ হবে খাট, প্রাণে বাঁধা পড়্‌বে প্রাণ।

দহিওয়ালীকা তওর দেখ না।
সট্‌কা বাশ বাশ দেখায়ে,
মধুভরি নয়না চন্দ্র বদনা।
পারে লটকা আর খাটকা।
চল চল সহেলি উন্‌কা যানা।

ইমন্‌-ভূপালী।

গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে। (সখি রে)
রাধা রাধা রাধা ব'লে কত ডেকেছে আমারে—
বনমালা বাঁশরী তার ফেলে গেছে দ্বারে ॥
সারা নিশি জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
তাই বুঝি শ্যামচাঁদে হারাইলাম ;—
হায় কি করিলাম, মরমে তার ব্যথা দিলাম,
কে এমন সুহৃদ আছে এনে দিবে তারে ॥
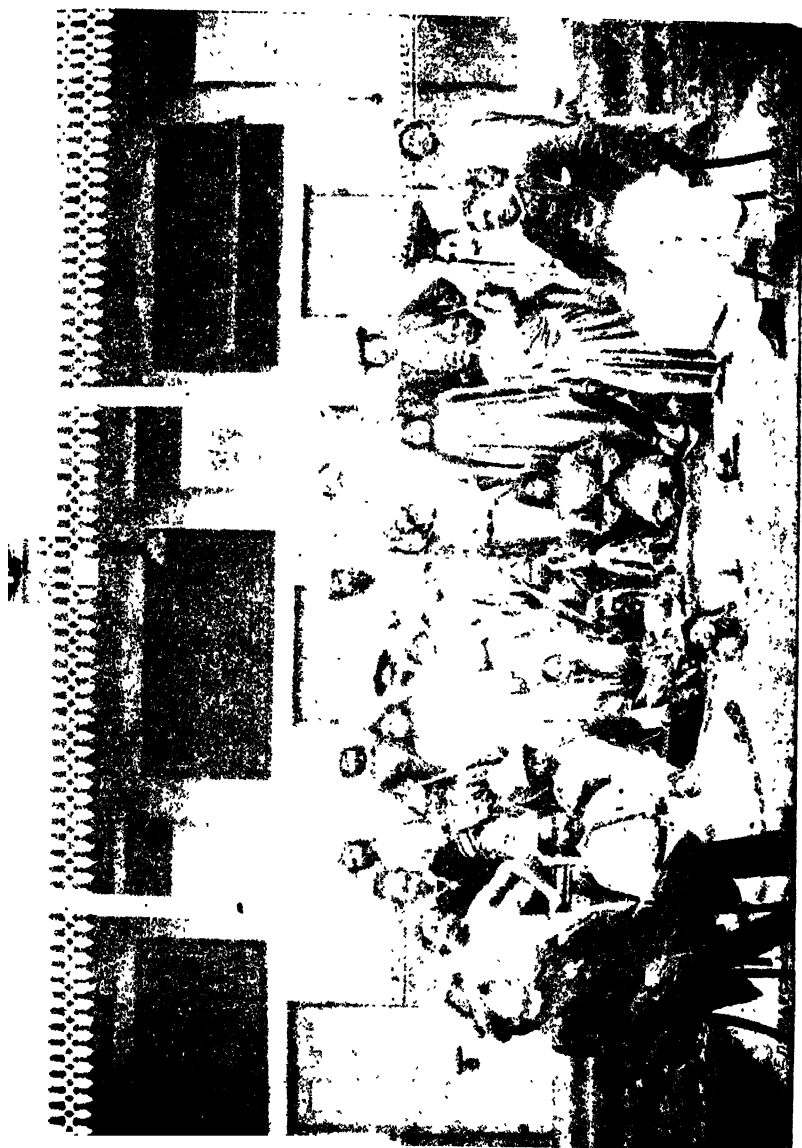
ষ্টার থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অভিনেতা ও অভিনেতৃবৃন্দ।

কেদারা-মিশ্র।

আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে

নিয়ে এই হাসি রূপ গান।

আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,

তোমারে করিতে সব দান।

আজি, তোমার চরণতলে রাখি এ যৌবনভার

এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার।

সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি

কর বঁধু কর তায় পান।

আজি, হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,

তোমাতে হউক অবসান।

ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ

ভেসে আসে উছল জলদল-কলরব,

ভেসে আসে রাশি রাশি, জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি

ভেসে আসে পাপিয়ার তান,

আজি, এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল.

সে মরণ স্বরগ সমান।

আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই—

তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,

তোমার চরণতলে শয়ান লভিব ব'লে,

আসিয়াছি তোমারই নিধান।

আজি, সব ভাষা সব যাক্ নীরব হইয়া বাক্.

প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ।

জংলা—খেম্‌টা ।

বহুদূর হ'তে এসেছি বঁধু, বারেক ফিরিয়ে চাও হে ।
বহু আশা প্রাণে পুষেছি বঁধু, আর কেন চ'লে যাও হে ॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম-সরোবর, হাসির কমল তায়,
আদর-হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শীকর গায়,
কতই করিব খেলা, প্রাণে দিব আশা,
মুখে ভালবাসা, করিব পীরিতি মেলা,
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু, একবার হৃদে লও হে ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেম্‌টা ।

ভালবাসি ব'লে আমারে কাঁদাও সতত প্রাণ ।
দয়ামায়া নাহি কি রে তোর হলি রে পাষাণ ॥
দিলি যে দুঃখ হৃদে রইল গাঁথা, হা হা রে বেইমান ।
এই কি রে প্রণয়ের রীতি রীতি-নীতি-বিধান ।
আগে মন দিয়ে প্রাণে মার কর হে হায়রাণ ॥

কীর্ত্তন ।

বাঁধ মা বাঁধ মা—আর আমি পলাব না ।
বাঁধা ত পড়েছি আমি কোথায় যাব বল না ॥
বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে,
মা মা ব'লে সকাতরে—মুখ তুলে চাব না ।
তোর প্রাণে ব্যথা দিব না, গোপালে বেঁধেছ ব'লে,
মা মা মা ব'লে ডাকিলে পাষাণ গলে,
কত সুধা উথলে মা—তা কি তুমি জান না ॥

বেহাগ—যৎ।

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল, সে বাসা সে ভালবাসে ॥
সে হাসিটি সে মুখের, সে চাহনি সোহাগের,
দেখিয়ে চিনেছি চাঁদে এ হৃদি-আকাশে ভাসে।
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভাল যদি বাস হে সখা।
দূরে থাক স'রে স'রে দিও না দেখা ॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছ হাসি ভুবন-আলো,
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা ;
রও হে, রও হে দূরে,
এ ভাল দেখি হে তারে,
কাছে গেলে চাঁদ সুধা নয়,
প্রেমে কি প্রমাদ সখা, সকল সময়,
নিকটে তরঙ্গ দূরে রজত-রেখা ॥

কেন হু হু করে প্রাণ কে জানে।
ভালবাসে যদি কেন কাঁদায় প্রাণে ॥
সে যদি ভালবাসিত, কেন নাহি দেখা দিত,
বেলা যায় ভাবি তাই ভুলেছে কি আছে মনে ॥

জাপানী রমণী-বেশে শ্রীমতী কুসুমকুমারী

ও লো রাজকুমারি হাতে ধরি প্রাণে দিও না আর ব্যথা
কথা রাখ, চেয়ে দেখ, আজকে কেমন মালা গাঁথা ॥
যে জন্যে হয়েছে বেলা, জান্‌তে যদি সে সব জ্বালা,
ভুলে দেখ্‌লে ফুলের মালা, (ওলো) অমনি ঘুরে যাবে মাথা ॥
যখন মদন কর্‌বে শাসন, অঙ্গেতে জ্বল্‌বে হুতাশন,
তখন টেনে বুকের বসন (ওলো) ঘোম্‌টা দিয়ে কবে কথা ॥

ঠুংরী ।

মরম-ব্যথা, কব লো কারে, আছি মরমে ম'রে ;
যার ব্যথা সেই জানে, জানে কি পরে ॥
স্বজনি আগে জানিনে,
এ ফুলবাসে কুটিলতার কীট নিবাসে,
তা হ'লে কি সই, আমি কুলে মজে রই,
গঞ্জনা জ্বালাতে জরজর হই,
কি জানি কি সাধে ফুলটি আমার
সাধের হার পরেছি গলায়,
বল দেখি প্রাণ-সখি আর কি পাব লো তারে ॥

চেও না চেও না এ দিকে চেও না, মের না মের না নয়ন বাণ ।
এ দিকে চাহিলে, যাতনা উথলে, ধিকি ধিকি জ্বলে এ পোড়া পরাণ ॥
এ দিকে চাহিলে দুঃখেরই সাগরে,
ভাসিবে সে জন, ভাসাবে তোমারে,
চাহ গে সে দিকে, হান গে তাহারে, এ বেদনায় উপরে দিও না বেদনা ॥

এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
আহা কি মধুর নিশি, দশ দিশি হাসি হাসি,
এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার॥
গগন পাঠায়ে দেছে তারার কিরণ-মালা,
শশী দেছে ঢালি সুধাধার!
শিখরিণী দেছে তার শিখরতরঙ্গ, অনিল দিয়েছে মধুসঙ্গ,
জলদ দিয়েছে জল, মধুমাখা আঁখিজল,
চপলা দিয়েছে নীলাহার॥
সুন্দর হে, প্রিয় হে, বঁধু হে, সকলি হিয়ার তুমি সার।
তুমি সকলের মধু, তুমি সকলের বঁধু,
তুমি সকলের শুধু সকলি তোমার॥

প্রেমিক সন্ন্যাসী তুমি ফিরে যাও বাসায়।
বুঝেছি শিখেছি তোমার কি জন্য এখানে আসা॥
বুঝেছি কথারি ভাবে, তুমি হে পণ্ডিত হবে (ওহে রসরায়)
বিবেচনা ক'রে দেখি (কা'ল) তুমি এস হে রাজসভায়॥

আমার কাঁচা পীরিত পাড়ার লোকে পাক্‌তে দিলে না।
কোন্ অভাগী নজরা দিয়ে পীরিত পোকায় কাট্‌লে আর বাড়ে না॥
বিচ্ছেদ-ছুরি কে হানিল, আমার তারে হরে নিল,
আমার সাধের ভরা ডুবিয়ে দিলে ও তার ধর্ম্মে সবে না।
ও আমার সে ছিল যেমন, আঁধার ঘরে আলো তেমন,
কু-বাতাসে নিবিয়ে দিলে (ও সে) আমার হ'তে দিলে না॥

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

নিত্য নিত্য রাজবাড়ীর ফুল যোগাই কেমন ক'রে !
যামিনীতে কামিনীফুল নিত্‌ই নে যায় চোরে ॥
এমন কর্ম্ম কে করেছে, মুচড়ে কলি ভেঙ্গে দেছে,
আঁঠাতে ডাল ভাসিয়ে গেছে, তলায় খোঁচা মেরে ॥

———

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চারিদিকে মালঞ্চের বেড়া।
ভ্রমর আসি গুন্ গুন্ করে, কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুসুম-বনে,
আমার এই ফুল-বাগানে তিলেক নাহি বসন্ত ছাড়া ॥

যাবত জীবন রবে আর কারেও ভালবাসব না।
ভালবেসে এই হ'ল ভালবাসার কি লাঞ্ছনা ॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে ব'লে দিব, কেউ কারে ভালবাস্‌বে না ॥

ললিত।

আমার মনটি করিয়া চুরি, আমার প্রাণটি করিয়া চুরি,
এই আসি ব'লে গিয়েছিলে চ'লে এত দিনে এলে ফিরি (গো) ।
কত নিশি গেছে কত দিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলি,
কত বার মাস, কত যুগ যুগান্তের অতীতে পড়েছে ঢলি,
কত মরু গেছে কত সাগরে, কত সাগরে শুকাল বারি ॥
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো, গলে গেছে কত গিরি।
সারা জীবনের সাধে রচেছি ডোর, কোথা যাবে মোর নয়ন-চোর,
ধরেছি যখন বেঁধেছি তখন, আর কি ছাড়িতে পারি (গো) ॥

সুপ্রসিদ্ধ স্থৈত্রশিক্ষক—ধর্ম্মদাস সুর।

জংলা।

আমি একটু একটু ভালবেসে, অনেক ভালবেসেছি। (তোমায়)
আমি মন দিয়েছি প্রাণ দিয়েছি, আমাতে কি আমি আছি॥
ভালবাসা হয় না শিখাতে, ভালবাসা হয় গো সামলাতে,
আবার ভালবাসা মুচকে গেলে হয় না খয়রাতি।
আবার ভালবেসে যাচ্ছি ভেসে ভালবাসায় মজেছি॥

ভৈরবী।

শিশি-শেষে কালশশী কোথায় হ'তে উদয় হ'লে।
অরুণ নয়ন দুটি চ'লে যেতে পড় ঢ'লে?
কপালে সিন্দূর-বিন্দু, শুকায়েছে মুখ-ইন্দু,
বল ওহে গুণসিন্ধু, কা'ল নিশিতে কোথায় ছিলে॥

ভীমপলশ্রী।

এত যে বাসিলে ভাল ভুলেছ কি একেবারে।
কে জানিত প্রেম পরিণাম বিরহ-বাসরে॥
ভেবেছিলাম আজীবন, রহিবে প্রেম মিলন,
জানি না শরৎশশী ভানু হবে দহিবারে॥

জংলা।

নীল আকাশে কিরণ হাসে, কি নব আবেশে পরাণ ধায়।
মলয় পরশে, ঢলে ফুল হাসে, নিশাকর-পাশে মিশাতে চায়॥
সাধ হয় মনে তারকারি সনে, ধীরে ফুটে উঠি সুনীল গগনে,
ললিত লহরী তুলিয়া সুতানে, জোছনা-কিরণে মিশাতে কায়॥

গৌর-সারং।

কাঁহা জীবন-ধন বৃন্দাবন-প্রাণ, কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা।
শূন্য হৃদয়-পুরী আও আও মুরারি, মোহন বাঁশরী বাজা॥
নয়ন-সলিলে বসন তিতাওল, সাধ কি সাগর হিয়া পর শুখায়ল,
শির-তাজ মেরি শিরোপরি আজা॥
নয়ানকা রোস্‌নি নয়না ছোড়কে,
ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে,
হা হা পিয়া বঁধু এ কোন্ সাজা॥

নয়ন গলিয়ে যায় সুনীলিম গগনে।
হাসিতেছে চারিদিক্ দিনমণি-কিরণে॥
হাসিতেছে তরুশির, হাসিছে ফুল রুচির,
সাঁতারে সমীর ধীর নীর নাচে পবনে॥
কালিন্দীর কল কল, ঢেউগুলি ঢল ঢল,
চলে জল অবিরল জ্বলি জ্বলি তপনে॥

বেহাগ-খাম্বাজ।

মাথার কিরে, নাগর না যায় ফিরে,
(ওলো) রাখিস্ ধ'রে—
রাখ যতনে রতনে হৃদয়'পরে।
চ'খে চ'খে রাখ প্রেমে বেঁধে,
নইলে ভাসবি লো অকূলে মরবি কেঁদে,
বদন তোল চেয়ে দেখ লো ধনি,
প্রাণ পেলে পরে যেন না যায় স'রে॥

ভূপালী।

তোমরা বল ছাড় ছাড়, ছাড়তে কি গো পারা যায়।
ছাড়বার কথা মনে হ'লে প্রাণটা আমার বিগ্‌ড়ে যায়॥
ছুটি কর দিয়ে মাথে, প্রাণ স'পেছি হাতে হাতে,
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সহজে কি পারা যায়॥
(দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে, কালীঘাটের কুকুর হয়।)

লয়লা কি খেলা খেলে এ যে নতুন খেলা!
নয় তো ছেলে-খেলা, এখন প্রেমের মেলা,
উঠলো সই যৌবন ফুটি, ভাল লাগে কি ছুটোছুটি,
নিরিবিলি বসি ছুটি ধ'রে ছুটি গলা।
পাঠশালের পাঠ সাঙ্গ হলো, দেখে প্রেমের আলা॥

বনে বনে ঢ়ুঁড়ি রে বঁধুয়া কাঁহা গেই,
দরশন নাহি পাওয়ে রে বঁধুয়া কাঁহা গেই,
যৌবন লুটি, পিয়াল কা ভাগি,
দরশন নাহি পাঁওয়ে বঁধুয়া কাঁহা গেই॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥
কি সুখ কি সুখ প্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, কি সুখে ফল ফলিত॥

বিভোরা।

ভৈরবী।

ভাল হলো শেষ ভালই ভাল।
ভালয় ভালয় গোল মিটেছে ভালয় ভালয় ফিরে চল ॥
যে শুনে এই কাহিনী, সুখে তার যায় যামিনী,
কেমন মজা কর্‌লে দুজন, মন রেখে নয় ভাল বল।
ভাল ভাল সবাই বল, ঘর গিয়ে সব দেখবে আলো ॥

জংলা।

যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন।
মিলনেতে রয় যদি প্রেম, বিচ্ছেদেতে যায় না কেন?
পতঙ্গের প্রেম যেমন, পোড়ে তবু ধায় মন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা তবু নিরাশ হ'তে চায় না কেন?
যত চাই ভুলিবারে, স্মৃতি তত চেপে ধরে,
জানি নাহি পাব তারে, তবু পাবার আশা যায় না কেন?

কেদারা।

কাঁদায়ে কারে বল কার তরে
এলে অকূল পারে—এলে অকূল পারে।
বসি বেলা-পারে, নেহার কারে,
কি বা রত্নে হের তুমি রত্নাকরে,
মোহিনী নিরখ কি বা শূন্য-পরে—ঘোরতিমির-মাঝে,
কিবা তার বাজে হৃদি-মাঝারে, তব হৃদি-মাঝারে ॥

খাম্বাজ।

আমি তারে প্রাণ দিয়ে পাগলিনী হয়েছি।
অমৃত ভাবিয়ে বিষ-মাকালে প্রাণ সঁপেছি॥
লোকে বলে দিও না মন তবু তারে দিয়েছি।
সে দেবে না মন-প্রাণ আগে কি তা জেনেছি॥
প্রণয়েরি যে যাতনা এখন ঠেকে শিখেছি।
বাঁচি যদি বাঁচাও, আমি বিপদেতে পড়েছি॥

খাম্বাজ।

ঐ ঐ বাজে মধুর মুরলী ধরিয়ে মধুর তান।
বিমোহিত কান, বিমোহিত প্রাণ, শুনিয়ে শ্যামের গান॥
তানের ভিতর কি সুন্দর ছবি রঙ্গিতেছে প্রাণসখি,
শতদলদল রাগে ঢল-ঢল রমিত আঁখি নিরখি,
চল চল চল প্রাণের স্বজনি, কালার নিকটে যাই।
চল চল চল শ্যাম-কলেবরে মোহন লাল মাখাই॥

এনেছি চকোরে প্রেম-সুধা ধ'রে দে রে দে রে চকোরিণি॥
এল সুধাকর সুধা বিতর বিতর কমলিনি॥
দেখ রে শশীর মধুর হাসি আমার হৃদয় মোহিল,
এনেছি লহ না, না লও বল না, লাজ-ভয় কেন ধনি লো॥
চাতুরী পাসরি নে লো করে ধরি, নে লো আদরিণি।
আয় সবে আয় মধুরে মধুরে মিলায়ে স্বজনি॥

ঝিংলা।

ও কি হোলো গো আমার বুঝি বা সখি—হৃদয় আমার হারিয়েছে,
পথের মাঝারে খেলিতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছে।
একদিন সখি সকাল-বেলাতে,
মন লয়ে আমি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, পথেরি মাঝারে খেলে বেড়াতে ;—
সহসা স্বজনি দেখিনু চেয়ে, হৃদয় আমার হারিয়েছে।
আমার কুসুম আমার হৃদয়, সহেনি কখন রবির তাপ,
আমার হৃদয় আমার পরাণ সহেনি কখন বিরহ-তাপ—
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জ্যোছনা আলোকে খেলে বেড়াত,
সহসা স্বজনি দেখিনু চেয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছে।

স্বর্গীয়া বিনোদিনী দাসী।—

বাঁরোয়া-পিলু—কাওয়ালি।

প্রাণ আর বাঁচে কেমন,
যারে না হেরিলে সখি, নিরন্তর ঝরে আঁখি,
নয়নে নয়নে রাখি নয়নের ধনে॥

মন যারে ভালবাসে,
সতত বাসনা হয় থাকি তারি পাশে।
তারি মুখ-সুধাকর, না হেরিলে নিরন্তর,
হৃদয়-চকোর মোর রহে না উল্লাসে॥

কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে মতিবিবির ভূমিকায় স্বর্গীয়া সুকুমারী দত্ত

খাম্বাজ—তেতালা।

ধীরে ধীরে কর পার।
আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার॥
তরী করে টলমল, পসরাতে উঠে জল,
কলঙ্ক তোমার তরী ডুবালে এবার॥

———

বেহাগ খাম্বাজ—খৎ।

অন্তরে জাগিছে সর্ব্বদা—সে আমার।
আমি কেমনে তার ভালবাসা পাসরিব আর॥
(সেই) সুধা-মাখা কথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
(সে) কথা না কয়ে গেলে, কেমনে প্রাণ জুড়াব আর॥

———

দিদি লাল পাখীটা আমায় ধ'রে দে না রে,
ধ'রে দে না লো ধ'রে দে না লো।
খাওয়াব দুধে ছোলা, একবার দিব দোলা,
পালক কেটে রাখব তারে হৃদয়-মাঝারে॥

———

পিয়াসে কার বা আশে প্রভাতে কুঞ্জে এসেছ।
না জানি জ্বালার উপর কোন্ জ্বালা দিতে এসেছ॥
ধন দিলাম, মন দিলাম,
প্রাণ দিলাম, সব দিলাম,
যাও যাও যাও চ'লে যাও আবার কেন হেথায় এসেছ॥

———

সিন্ধু—যৎ।

কার প্রেমে অনুরাগে, ভুলেছ এই অধীনীরে।
কি দোষ করেছি হে নাথ, বারেক না চাও ফিরে॥
পুরুষের কঠিন মন, নিত্য নূতনে যতন,
করিলাম হে প্রাণপণ, তবু যতন না করিলে।
কলঙ্ক গুরু-গঞ্জনা, ঘরে পরে করে কি লাঞ্ছনা,
ডুমুরের ফুল হ'লে কি (প্রাণ)
তোমার দেখা পাওয়া কঠিন (প্রাণ)॥

———

হাম্বীর—তেতালা।

তারে ভোলা হ'ল এ কি দায়।
আমার প্রাণ যায়।
কি ক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায়!
বিমল জোছনা-মাখা, চন্দ্রিমা তুলিতে আঁকা,
হেরিলে তার মুখশশী, প্রাণ জুড়ায়॥

———

কীর্ত্তন।

আমি ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে নিয়ে বেড়াই ভাঙ্গা তরী
ভক্তিভরে চাপলে তরী (আমি) নায়ে পার করি॥
যে নদীর কূল-কিনারা নাই,
ভাঙ্গা তরী সেই নদীতে ঘুরিয়ে নে বেড়াই,
বাতাস পেলে পাল তুলে, রাধা ব'লে পাড়ি মারি॥

———

ইমন-ভূপালী—তেতালা ।

(মা) নমস্তে নমস্তে শারদে !

তুমি সুখদা মোক্ষদা, তুমি আদি অন্ত,

তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি হৃদিপদ্ম,

কে বুঝিতে পারে গো মা, কে পাবে অন্ত,

কারে ভাসাও দুঃখনীরে, কারে ফেল শ্রীপদে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

শুধু রূপে কি করে ?

মন মজেছে যার সনে প্রাণ চায় তারে ॥

কি করে তার কুলে-শীলে, মন কি কারও রূপে ভোলে,

আর প্রাণ-কমল কাঁদে কাল ভোমরার তরে ॥

কেদারা—তেতালা ।

কি আছে তোমারি মনে তাহা জানিব কেমনে ।

ভালবাস তাই আসি দেখা নয়নে নয়নে !

আশা না পুরাতে পার, যন্ত্রণা দিও না আর,

পায়ে ধরি ক্ষমা কর, বিদায় দাও প্রাণ মানে মানে ॥

কি দেখে এলাম সই যমুনার কূলে ।

চূড়া বাঁধা ধড়া পরা কদম্বেরি মূলে ॥

বাজিল বাজিল বাঁশী যমুনার কূলে,

ছল ক'রে গোবিন্দের বাঁশী রাধা রাধা বলে ॥

"চৈতন্যলীলায়" নিতাই-এর ভূমিকায়
প্রবীণা অভিনেত্রী—শ্রীমতী বনবিহারিণী।

সিন্ধু—মধ্যমান।

এমন হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না।
এ চিত নিশ্চিত ছিল আর এ পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না॥
কবার নয় কব কার কাছে, যে দুঃখে ভাসায়ে গেছে,
ও সে কেবলমাত্র রেখে গেছে, লোক-কলঙ্ক-ঘোষণা।
বাসে না বাসে ভাল, তারে ভালবেসে থাকি ভাল,
সে গেল তার প্রেম গেল, কেন আমার মরণ হ'ল না॥

বেহাগ।

বালিকা-বয়সে ছিলাম স্ববশে কোন জ্বালা সখি জানি না।
ছিলাম বালিকা না ছিল যৌবন, নিজবশে ছিল আপনারি মন,
নব অনুরাগে প্রাণনাথ যবে হাসি হাসি করে ধরিল।
ছিল মরুভূমি এ পাষাণ প্রাণ, তিলেক তাহারে ছাড়িনি লো।
তদবধি সদা প্রেম-আলাপনে, থাকিতাম সখি আমরা দুজনে,
(সদা) নয়নে নয়নে শয়নে স্বপনে তিলেক তাহারে ছাড়িনি লো

আমার পাগল বাবা পাগ্‌লী আমার মা।
আমি তাদের পাগল মেয়ে আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মা'র গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামা আমার এলো কেশ দোলে
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর ঐ বাজে দেখ না॥

প্রমথ মুখার্জ্জি।—

ভৈরবী (খাসদখল হইতে)।

ও গো কেউ বল না গো ভাতার কেমন মিষ্টি।
আমার শুধু হয়েছিল ছেলেখেলা ক'রে শুভদৃষ্টি ॥
মিষ্টি গুড়, মিষ্টি চিনি, আর মিষ্টি মধু,
কিসের মত মিষ্টি হাগো সাতটি পাকের বঁধু,
সে কি তেষ্টার জল, চেষ্টার ফল, না জষ্ঠি মাসে দুকুর বেলা বৃষ্টি ॥
মিষ্ট ছিল বাবার আদর আর মায়ের কোল,
ফাল্গুন মাসে ফাগের খেলা কচি আমের ঝোল,
তার চেয়ে কি মিষ্টি ভাতার—নারীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ইষ্টি।
কত মিষ্টি সেই বিধাতা যার মিষ্টি ভাতার ছিষ্টি ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

মুখটি আমার বুকে নেই তাঁর নামটি আছে মনে।
সেই নামটি দিবানিশি ফিরছে আমার সনে ॥
আমি উঠি বসি যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে উঠে, সঙ্গে বসে, সঙ্গে শুতে যায়,
নাম কত কথা শুধায়, আমায় পেলে পরে নির্জ্জনে ॥
নাম আমার জপমালা জুড়ায় জ্বালা,
আমার সিঁতের সিঁদুর হাতে বালা,
নাই বিরহ অহরহঃ মধুর মোহ (নামের) আলাপনে,
আমি নামের প্রেমে সুখে আছি অনেক দাহ, দেহের মিলনে ॥

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী দাসী।—

কীর্ত্তন।

ও তোর শ্রীদাম সখা, পটেতে আঁকা তোর মাধুরী হেরে।
ও বঁধু হে—ও হে খুঁজিয়ে সুবল হয়েছে পাগল,
খুঁজিয়ে না পায় তোরে॥
(বলে আয় রে ও ভাই অনেক দিন
তোরে দেখি না—একবার আয় রে ও ভাই)
ও তোর নন্দরাণী করে নবনী
বেড়ায় ব্রজের ঘরে।
বলে আয় রে মণি, কোলে ব'সে ননী
খেয়ে যাও—(একবার) আয় রে মণি!
রাণী করে লয়ে ও নবনীর থাল,
বলে আয় রে আমার নন্দদুলাল,
তোর নন্দ পিতা, এ ছার প্রাণে তোরে দেখে ত্যজিবে—
বলে নন্দদুলাল—আমার এলো না (প্রাণ দেহে রাখে গো
ও তোর নন্দ পিতা জ্বেলেছে চিতা, প্রাণ ঘুচাবার তরে।
অনলেতে প্রাণ তেয়াগিতে আর রাখিতে নারে।
প্রাণ আর রাখতে নারে—
ও তোর কমলিনী পাগলিনী অনাথিনীর মত
হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ—ব'লে কাঁদছে অবিরত,
ধনী ক্ষণে মূরুছে, আর কি বেঁচে আছে যমুনার কূলে;
ও তোর চন্দ্রাবলী, শ্রীহরি বলি, ধরি সখী তারে তুলে।
কেঁদে কি হবে রাধে—তোর গেছে—আমারও গেছে॥

সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ন্যাসতরঙ্গবাদন।
[সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের সম্মুখে—বেলগেছিয়ার উদ্যানে]

মিস্ দাস (এমেচার) ।—

মূলতান।

এ সব মায়া না, তোমার ভেল্কী-বাজী বুঝে ওঠা ভার।
তুমি মায়া দিয়ে জগৎ ভুলাও, মায়ায় বিলাও হার॥
তুমি—তুমি কেমন তুমি, তোমা বিনে কে আছে আর।
তাতে আমি—আমি যে এই আমি, ভেল্কী-অবতার॥
দেহে দেহী আমরা মানুষ ভোজী হুঁসে হুঁসিয়ার।
কিন্তু সেই হুঁসেতে নিহুঁস ক'রে তুমি যে আমার॥
পঞ্চভূতে মহামায়া নানান্ কায়া চমৎকার।
এই মায়ার কায়া, কায়ার মায়া, মায়াময় এ সংসার॥
এই মায়ার ধাঁধার আঁধার মাঝে খালি ঘুরে অনিবার।
যেমন কলুর বলদ ঘানি ঘুরে তেমনি ধাঁধাকার॥

মিস্ কুমুদিনী ।—

শঙ্করা—খেমটা।

ভজন পূজন কিছু জানি না মা, জানি মা তোর চরণ সার।
ইষ্টদেব পতি, তাঁরি পদে মতি, জানি না মা অন্য দেবতা আর॥
রমণী-হৃদয় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সাজায়ে দেব মা চরণে তোমার।
সংগ্রাম-সঙ্কটে রাখ মা পতিরে, কাতরে কাঁদিছে তনয়া তোর॥

এখন তরীতে আছে স্থান।
ছুটে এসে উঠে এস, এই বেলা পাশে বস, ক'র না জীবন আসান॥
দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙ্গে ঢেউ তুলে, কূলে কূলে বাঁধা কত তান।
সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
আকুল পিয়াসে ঢেউ জলে মাখামাখি প্রাণ॥

মেরে চিত চোরাওলি চতুর নেহারে।
হাসত না ভাবত আর কি বিচারে॥
রূপ না দেখত, শুণ না শুনত,
পিয়াসা না বুঝত, প্রীতি কি পিয়ারে।
সিনান না করাওবি নয়ন-আসারে॥

ওগো তোদের কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে।
আপনি করেছি প্রেম আপনি বুঝিয়ে॥
আমি যদি করি মান, শ্যাম আমার রাখে মান,
হই হব অপমান, শ্যামের লাগিয়ে॥

জংলা—কার্ফা।

সে যে ধরা দিয়ে ধরা দেয় না।
দেখা দিয়ে দেখা দেয় না॥
শুধু আশার ভাষায় ফিরে চায় না।
পিয়াসা পিয়িতে সুধা পায় না॥

আর ত ব্রজে যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
ও ভাই ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়॥
মা পেয়েছি, বাপ পেয়েছি, ছেলেখেলা ভুলে গেছি,
ভাই তোমরা ক'জন মা ব'লে ভাই, ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায়॥
এই চূড়া নে, এই ধড়া নে, জন্মের মত বিদায় দে ভাই,
ও ভাই আমার মত বাঁকা হয়ে দাঁড়িও রে কদমতলায়॥
ননী খেয়ো গোঠে যেও প্রেম বিলাইয়ো গোপিকায়।
বাজিও বাঁশী বাঁশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায়॥

আমি নারী হয়ে বুঝলেম নাকো কেমন নারীর মন।
ফুলের মত কুলের বালা পাষাণ এমন॥
সংসার-সাগরে ভাসান, পতির বুকে চাপান পাষাণ,
কলঙ্ক নিশান তুলে মদনে মগন।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ফিক্ ক'রে হাসি,
ধিক্ আঁখি ঠেরে প্রাণাধিকে ফাঁসী,
ছি ছি ওলো সর্ব্বনাশী, ধিক্ প্রিয় সম্ভাষণ;—
ওলো নারী বলিহারি তোর ভোলান বচন॥

খাম্বাজ-মিশ্র—তেতালা।

নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে।
সোহাগভরে সুখসাগরে ভেসে ভেসে এসেছে॥
চেয়েছ চাহনি ভাল, জ্বেলেছে আশার আলো,
বড় ভালবাস ভেবে ভালবাসা লেগেছে॥

মেরি ভাঙ্গ দিয়া আস্তানা।
ছিপ্‌ গুটায়কে চল মেরি জান ঝুট আবি পস্তানা
মায় হো গোস্বি, খাউল নেহি,
জিস্‌মে মুস্‌-ওভি লুটনে, হরদম ছুট্‌নে,
লোকসান এহি বিলকুল,
পায়া জহরত বাদসাই সওগাদ মটরদানা॥

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।   শ্রীমতী প্রকাশমণি।
শ্রীমতী সরোজিনী।   শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।
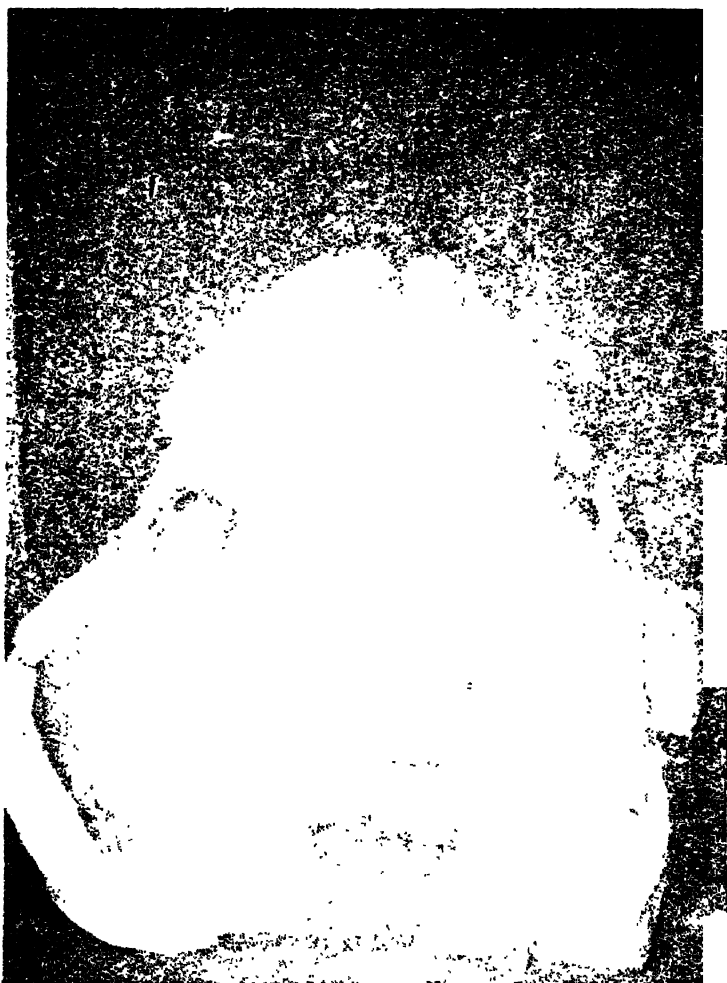
সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুষ কি নারী।
রূপ লাগিল হৃদয় হামারি।
না বুঝিনু কাহে পরাণ চাহে,
তাহে নিরখিব সাধ সখি,
পিয়াসী সখি মেরি আঁখি রে—
পিয়ারা বিন দিল কাঁদে সখি॥

———

আমি প্রেম-ভিখারী কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমে মাতায়, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায় তত পায়
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাই ত আমি এলাম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥

———

মা আজি সেজেছ কি সাজে।
অলক্ত-রঞ্জিত রক্তজবা-বিভূষিত, বিকসিত সরসী রক্তিম পদযুগে
মুনিজন-সাধন-মত্ত-মধুপরাজি বিরাজে॥
প্রলয়-জলদজালনিভ এলায়িত চূর্ণ-কুন্তল,
কণ্ঠে দুলিত দলদলমল মুণ্ডমাল,
কলুষ-নাশন উলঙ্গ কৃপাণ, বামকরে কিবা রাজে॥

———

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী, প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদমতলায় দাঁড়ায়ে আছে আমার তরে॥
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চ'লে যাবে মানভরে॥

রাঙ্গামেঘ ছড়িয়ে দেছে আকাশের গায়।
সূর্য্য মামা ডুবু ডুবু রাঙ্গা মেঘের গায়॥
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে পাখীগুলি, নাড়ছে পাখা কচ্চে কিলি কিলি,
পিউ পিউ মিটি মিটি চায়, ছাড়ছে পাখা ফুরফুরে হাওয়ায়॥

———

সিন্ধু খাম্বাজ।

এসে এ সখের বাজারে।
কপালদোষে গেছি মিশে ঘন আঁধারে॥
হলো কত কি বেচা-কেনা, ডাকে ডাকে উঠল মাটী না বিকুলো সোনা,
আমার হীরা কেউ নিলে না বিকায় না মাটীর দরে॥

———

বোঝালে বোঝে না মানা মজেছি জেনে শুনে।
কি যেন হেরেছি ও তায় মজেছি যে মনে মনে॥
সে মোহন প্রতিমায়, মাধুরী মাখান তায়,
বিমোহন ভাবে ভাসি, আঁখিজল আঁখি সনে।
যা ছিল হৃদয়ের সার ক'রে নিল অধিকার,
প্রতীকার কিসে ও তায় ঘটে গেছে স্বভাবগুণে॥

———

দিবস-রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি॥
জাগরণে তারে দেখিতে না পাই, থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমেরি আড়ালে যদি দেখা পাই, বাঁধিব স্বপন-পাশে,
এত ভালবাসি এত যারে চাই, মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই,
বুঝি বা আবার এ আকুল আবেগ তাহারে আনিবে ডাকি॥

আধা ঢুঁড়ত ঢুঁড়ত কুঞ্জবন্‌মে।
সো কাঁহা কুঞ্জবন্‌মে॥
বাহার বাহাত ফুল মর ফুলত,
সবহি শোভনা কুছ নাহি শোভনা বন্‌মে॥

আমরা মালীর মেয়ে ফুল বেচে খাই, হাট-বাজার সব জানি
আপনার বেলা হ'লে পরে পাঁচ কড়াতে গণ্ডা গুণি॥
কাহনেতে পণ পণে বুড়ি, দুহাতেতে গুণি কড়ি—
আপনার বেলা হ'লে পরে পাঁচকড়াতে গণ্ডা গুণি॥

পিপাসা নাশিতে মেঘ উপাসিনু, মিলিল কপালে অনলরাশি
যাতনা কি ভুলে, বাঁধিনু অঞ্চলে,
এসে সুখের দোকানে কিনিতে হাসি॥
কোথায় শ্যাম মোর, স্বপন আরাম,
মিছে মথুরায়, মিছে প্রেমদায়,
মিছে ভালবাসা মিছে ভালবাসি॥

চোলে ত আব মোরে নেইয়া কানাই বিনু।
পিছু গোপালজী তো পারে উতারা গেই,
শ্যাম পিছু টারেরৈ কানাইয়া কানাইয়া বিনু
মোহন বন্‌শী মোহন বেণু মোহন বন্‌শী,
বাজাওয়ে কানাইয়া বিনু॥

যখন যাই বিকি-কিনি ননদী পাপিনী বলে,,
কলঙ্কিনী আমি সহিতে নারি।
কালা যারি বাদ, আমার নহে অপবাদ,
তারা কেন করে বিবাদ দিবা-শর্ব্বরী॥
তাদের এ কি অবিচার, তারা না করে বিচার,
কুবচনে সদা আমার প্রাণ দহিল॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

হেসে নেও—এ দুদিন বই ত নয়।
কার কি জানি কখন্ সন্ধ্যে হয়॥
ফোটে ফুল গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে যাবে হায়,
গা ঢেলে দাও মধুর মলয়-বায়,
—এলে মলয়-পবন ক'দিন রয়।
আসে যায়, আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায়, সে কিন্তু ফেরে নাক আর,
পিয়ে নেও যত মধু তার;
—আহা যৌবন বড় মধুময়॥
আছে ত জীবন-ভরা দুখ,
আসে তার প্রেমের স্বপন—দু'দণ্ডেরই সুখ,
হারায়ো না হেলায় সেটুক—
—ভালবাসা ব'লে ভাবনা ভয়॥

———

বীণার ঝঙ্কার

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে যদি গো শুধু আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা সে যদি গো ভালবাসিত ॥
। মধু-বসন্তে এত শোভা হাসি, এ নবযৌবনে এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পলকে বিকাশি, সে যদি গো শুধু চাহিত ॥
মিথ্যা বিধি তুমি মিথ্যা তব সৃষ্টি,
কেন এ সৌন্দর্য্যে নাহি তব দৃষ্টি,
তাহলে ভরা প্রেম-সুধা মিষ্টি, তবে কেন প্রাণ তৃষিত ॥

মিলনে যে কত সুখ সে জানিবে কেমনে।
যে জন না জ্বলিয়াছে বিচ্ছেদেরি দহনে ॥
অমানিশা না থাকিলে শশধর শোভনে।
পূর্ণিমার রাত্র ব'লে কে চাহিত যতনে ॥
সুশীতল বারি বল, কে চাহিত যতনে।
যদি না তাপিত তনু তপনেরি দহনে ॥

এসে বঁধুয়ার পাশে, গলা ধ'রে হেসে,
আধ আধ প্রেমভাষে ব'লে গেল সে।
যাবত জীবন রবে, জীবন তোমার হবে,
আর কতই কথা ব'লে গেল সে ॥
তখন সে কথা শুনে, বিশ্বাস হইল মনে,
প্রেমে বাঁধা নিরবধি থাকিব দু'জনে ;
কত দিন এল গেল, কত রাত পোহাইল,
বঁধুয়ারই কথা হ'ল কৈ এলো সে ॥

শ্রীমতী সরযূবালা (ষ্টার)

ঝিঁঝিট—যৎ।

আর ত ডাক্‌বো না তোরে ও গো বেটী সর্ব্বনাশী।
(ও গো) তোর মায়াতে মুগ্ধ হয়ে শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী
তোর নাম যে মহামায়া, দে মা মোরে পদছায়া,
(ও গো) ছায়াতে মিশায়ে কায়া হৃদ্‌মাঝারে করব কাশী॥

মরমে লুকায়ে রবে, এ হৃদয় শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো!
চরণ স্মরণ তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই যদি নাই মিলে গো॥
পাপী তাপী জ্ঞানী সবে, তোমারে ডাকিবে কবে,
যদি মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো।
যদি পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবনপতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো॥

ঝুম-খাম্বাজ—যৎ।

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি॥
আর কিছু নাই মা চিতে, চিতের আগুন জ্বল্‌ছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস্ যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, ফেলিয়ে চরণতলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, দেখি মা নয়ন মুদি॥

যত দুঃখ দিবি দে না মা গো আমি তোরে ডাক্‌তে ছাড়্‌বো না।
দেখবো ওগো পাগলা মেয়ে তুই কত জানিস্ পাগলপনা॥
কত কাল আর রইবি কালা, ডেকে কর্‌বো কান ঝালাপালা,
ও গো কেঁদে ডাক্‌বো দিবানিশি দেখব মা গো শুনিস্ কি না॥

নর্ত্তকী গহরজান।—

গৌরী—একতালা।

হরি ব'লে ডাক রসনা (এই বেলা রে)
আর এমন দিন পাবে না রে।
কর হরি জ্ঞান, পাবি পরিত্রাণ,
ভবে কেন ভুলে রইলি।
হরি নাম আর না নিলে মন,
ভবে কিসে তরবে
(ভবসিন্ধুপারে কিসে যাবে)
ও রে আমার মন তবে,
(কিসে) ভব-পারাবারে যাবে॥

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এল না।
বুঝি কে প্রেমের ডোরে বেঁধে রাখলে প্রাণ ময়না॥
বল সখি কোথা যাব, কোথা গেলে পাখী পাব,
পুলিশে কি খবর দিব, বল ত জানাই গে থানা।
এমন ধনী কে সহরে, আমার পাখী রাখলে ধ'রে,
দেখলে পরে মেরে ধ'রে, কেড়ে নিব প্রাণ-ময়না॥

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

আজ কেন বঁধু অধর-কোণেতে শুকাল হাসির রেখা।
পরাণের হাসি চুরি কে করেছে বল গো পরাণ-সখা॥
কেন শূন্যহাসি নেহারি,
ব্যাকুল চাহনি চমকি দিয়েছে যা ছিল সরমে মাখা।
তার ছায়া পড়ে মরমে,
নিমিষে ফুরাল জনমের সাধ বরষে বরষে আঁকা॥

———

বুল্লা কিরণ :—

পিলু-মুলতান—যৎ।

প্রাণ তোমার সুখের পথে কাঁটা তো হব না আমি।
একবার দেখে চ'লে যাব আর তো ফির্‌বো না আমি॥
প্রেম ত্যজেছি আমি, আর তো প্রেম কর্‌বো না আমি,
এই দেখা শেষ দেখা, তোমায়—দেখ্‌ব না আমি॥

———

মেজি বাইজি :—

হাম্বির—তেতালা।

তারে ভালবেসে কত পাই যাতনা।
মনেরে বুঝাইয়ে রাখি আঁখি মানে না॥
মনে করি ভুলি ভুলি, ভুলিতে নাহিক পারি,
আঁখি যে তার পোষা পাখী, সে প্রাণ জানে না॥

———

শ্রীমতী রাণীসুন্দরী দাসী (ছোট)

দৈবযোগে প্রাণনাথ এ পথেতে আগমন,
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ হেরি তব চাঁদবদন।
পীরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে, তাহে কি ক্ষতি আছে,
এমন যে প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেক জনের হয়েছে,
আমার বরাতে নাইকো সুখ, বিধাতা বিমুখ,
সাগর ছেঁচে পেলাম না রতন॥

কোরাস।

তরুণ তপন ডুবিল যখন আমি তারে ঘেরে রাখি।
ছায়া কায়া মম ছায়ার আবরণ, নাহি হেরে নর-আঁখি॥
উজ্জ্বল বিভা মম হৃদিপরে, ধরি নর অগোচরে,
সুন্দর জ্যোতি ঢাকি কলেবরে,
হৃদয়-মোহিনী ছায়া অঙ্গিনী গোপনে যতনে,
তেজ মায়া বিভা আদরে যতনে নিরখি॥

পিলু—দাদ্‌রা।

মোর ঘর সেইয়া জো বিলম রাত আবে।
হাঁ হাঁ মোর ননদী সেইয়া নাহি আবে,
রাত রহে সেইয়া স্বতিন কে দ্বার
ম্যায় বাচ খান মোরে॥

———

বেহাগ—খাম্বাজ।

এ জি যাহুয়া ডারে জাতা হ্যায়।
অব ক্যায়সে করু রে শ্যামলিয়া।
যবসে গয়ো পিয়া শুধহুন নিহারে,
জিয়ারা নেকাল যাতা হ্যায়॥

বেহাগ—খাম্বাজ।

যে জন জানে না পোড়া প্রণয়েরি যাতনা,
সে জন সৎপথে থাকে প্রেম-পথে নামে না।
মনের যাতনা হ'তে, অধিক জ্বালা প্রণয়েতে,
চক্ষে বুকে রেখে তারে তবু মন পেলাম না॥

মিস্ কিরণ'—

ভেঙ্গে গেছে গেছে বা পীরিত তাতেই ক্ষতি কি।
আমি এমন পীরিত ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকেরই দেখেছি॥
আজ আমার কাল পরের হওয়া, ও আমাদের গায়ে সওয়া,
রাখ্‌তে কি দোষ আসা-যাওয়া সবার সয় কি মাখামাখি॥

ও রে ও পাষাণ-হৃদয়!

মনে কি পড়ে না সে দিন, যে দিন করেছিলে প্রাণ বিনিময়॥
আমি জেনেছি তোমায় এখন,
তুমি পাষাণ হ'তে কঠিন, তব প্রেম চিরদিন সমান না রয়॥
আমি ভেবেছিলাম আজীবন, হবে সুখ সম্মিলন,
কেন রে নয়নে নয়ন হেরিল তোমায়॥

আমায় আর যেতে ব'ল না যাদুমণি।
সে যে হবার নয়, হবে না ভাল জানি॥
কেন বল বার বার, যাওয়া আসা হবে সার,
ভুলবে না রাজকন্যা আর কথাতে আমার;—
লাভে হ'তে দুদিক্ যাবে, যাওয়া আসা সার হবে,
ফুল বেচা ঘুচে যাবে মরিবে দুঃখিনী।
অন্য গতি আমার নাই, রাজবাড়ীতে ফুল যোগাই,
সে পথে কি দিব ছাই, এ কি রে বালাই;—
হাত দেব না এ কাজেতে, পারব না আর আমি যেতে,
মুড়িয়ে মাথা শেষকালেতে দেবে রাজরাণী॥

সিন্ধু-ভৈরবী।

আমি রব কি না রব কুলবালা।
বাঁশীতে মন উদাসিনী কুল-মান করে হেলা॥
শুনিয়ে বাঁশীর রব, বদনে না সরে রব,
কেমনে গৃহেতে রব, কে সবে কেশব-জ্বালা॥

ভেঙ্গ না রে আমার সুখেরি স্বপন।
হেরিলে তাহারে নিয়ে আমার নয়ন॥
অন্যে যদি থাকে ভাল, যার ভাল তার ভাল,
আমার হৃদয় আলো সে চাঁদ-বদন।
সে রূপ-জলধি-জলে, ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে,
জুড়াব সকলি জ্বালা হয়ে নিমগন॥

শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দাসী (ন্যাশন্যাল)

কারে মজাইতে, আজি এ নিশিতে, পঞ্চমেতে পাখী গাইছ গান।
বিরহ শয়নে, কে কোথায় শুয়েছে, কার হৃদিমাঝে জাগিছে তান।
মোহিনী ঝঙ্কারে হৃদয়ের পরে,
আন, কোন্ স্মৃতি ছুঁয়ে কোন্ তারে,
মরমের ব্যথা সরমের কথা কারে দিয়ে ব্যথা জুড়াবে প্রাণ॥
বসন্ত-পবনে ফুটন্ত গগনে, কোথা ফুটে ফুল চাহি কার পানে,
নীরব রজনী, আকুল কামিনী, নীরবে রোদন নীরবে মান॥

হাঁ সেঁইয়া জাগ রে পাপি হারা মারে রে।
আমি কি ডারে কোয়েলিয়া বোলে॥
বনলে বোলে মউর পিয়া পিয়া কাহাকে,
পাপি হারা বোলে এত নেমে হোগয়ি ভোরে।
হোগয়ে জিগার কে পার ও নজারা তোরে,
তোরা নয়না বড় হরবাই,
হোগে কলেজে পার নজরা তোরে॥

কেদারা।
মরমে মরিতে সখা যদি চিরদিন পার।
যতনে তোমারি পায় দিব প্রেম-উপহার॥
যদি রে বিষের ছুরি হৃদয়ে হানিতে পার।
নাও তবে নাও সখা প্রণয়েরি উপহার॥
কাল-সাপিনী-বিষে হবে সখা জরজর।
প্রণয়-হুতাশনে দহিবে তব অন্তর॥

ঝিঁঝিট-মিশ্র—ঠুংরী।

এস ফিরে এস এস হে প্রিয়তম,
শেষ এই মিনতি এস হে ফিরে।
মরণে আসিতে করেছি বারণ,
যত দিন সখা না এস ফিরে॥
নয়ন ভরিয়ে দেখিব তোমারে,
হয় ত তব দেখা হবে না ফিরে।
দেখিতে দেখিতে আশা যদি যাবে,
হুতাশ সে মন পাব কি ফিরে॥
বিফল জীবন, বিফল যৌবন,
তুমি যদি সখা না এস ফিরে।
দেবতারি মত পূজিব নিশ্চয়,
প্রেম গেল ব'লে এল না ফিরে॥

হাম্বির-মিশ্র—দাদ্‌রা।

ঢাল আর ঢাল আর ঢাল আর ঢাল।
রূপের সঙ্গে পীরিতি মদিরা লাগে ভাল আর লাগে ভাল॥
স্বর্ণ-পাত্রে ঢাল তুমি সুরা, অলকা রক্ত জগতে মধুর,
চুম্বন দাও শিরায় শিরায় জগতে মধু ঢাল।
আমরা ঢালিব রূপের আহুতি বলিবে ত্রিভুবন মানসে,
কামের সাগরে ডুবেছি আমরা উর্ব্বশী তুমি হলাহল।
আমরা ঝড়ের মত বয়ে যাই, বন্যার মত এস তুমি ভাই,
সর্ব্বনাশটি না করিয়ে আর যাব না লো॥

সিন্ধু ভৈরবী—দাদ্‌রা।

সুর্‌মা টানা নয়না ছুটি কি বাহার।
এঁকেছি মনের মতন ধনুকখানি মুখখানি গুলজার॥
খোদ্দের আপনি এসে, মুখপানে চেয়ে হাসে,
সুর্‌মা কিনে বলে শেষে, বিবিজান নামটি কি তোমার।
আমি হেসে বলি সুরমাওয়ালী, মিয়াজান নামটি যে আমার,
মিয়া তর্ হয়ে যায় সাগরের পার॥

মিস্ প্রফুল্ল দাসী।—

মিশ্র-কেদারা।

আমার কই সে প্রাণনাথ। (কেন যে এল না সখি)
কত যে যাতনা সব, বিরলে বসিয়া রব,
শ্রজন-চরণে তোমার করিয়ে মিনতি নাথ॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

চিরদিন হেথা ফুটে আছি আমি,
তুমি দেখে যাও তুমি দে'খে যাও।
চিরদিন হেথা তোমারি আশায়,
তুমি কারে খোঁজ ব'লে যাও॥
একবার মেল আঁখি, তুমি দেখ আর আমি দেখি,
মিলনে বাহু বন্ধনে তুমি সখা আর আমি সখী;—
তোমারি সনে, মধুর-মিলনে, আও বঁধু, আও আও।
মধু-ভরা প্রাণে, মধুর-মিলনে, চির-আগমনী গাও গাও॥

ভুপালী ।

শ্যামরায় সুন্দর বনয়ারী নিপট কপট ক'নু গোপীমনোহারী ।
যোগী জনগণ ধ্যানে তুহারি, প্রেমা-মূরতি তবু হৃদ-মাঝারি,
তুমি পরমগুরু ওঁকারে ধারে।
পিতা ধটী কেশি কটিতটমে, আওরে নন্দলালা বংশীবটমে,
তুহারি কারণ জি পাগারী পারে ॥

অভয়াপদ চাটার্জ্জী ।—

"স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদর"

সই লো সই মকর গঙ্গাজল (আমার)
সাত রাজার ধন মাণিক আমার কোথায় আছিস্ বল্,
তুমি ধনী চাঁদবদনী জীবন-মরণ-কাঠি
আর ক্ষণেক তোমার অদর্শনে মরি লো দম ফাটি ।
তুমি আমার তালুক মুলুক তুমি টাকার তোড়া,
আর তুমি চেলী বেনারসী তুমি শালের জোড়া ।
তুমি আমার পায়েসান্ন মিষ্টি মেঠাই ছানা,
শীতের তুমি দোলাইখানি গরমীর চিনির পানা।
বর্ষাকালের ভরসা তুমি তালপাতার ছাতি,
তোমায় পেলে হৃদয় ফরসা, সকল ভাতির ভাতি ঃ
আমার মকর গঙ্গাজল সই লো সই ॥

তুমি আমার যাগ যজ্ঞি সব পুণ্যের ফল,
সকল কর্ম্মের সিদ্ধি ওগো দাও চরণে স্থল ।

তুমি বেদ আগম পুরাণ তুমি তর্ক যুক্তি
আর তুমি আমার ভজন পূজন সাতপুরুষের মুক্তি।
আমার মকর গঙ্গাজল সই লো সই॥

স্বর্গ-সুধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে প্রিয়ে,
পাপ-তাপের দমন কর মুড়ো খেঙ্গরা নিয়ে।
আমার মকর গঙ্গাজল সই লো সই॥
হেসে হেসে কাছে এসে সকল দুঃখ ঘুচাও,
অধীন তোমার দাসানুদাস শ্রীচরণের ছুঁচো॥
সই লো সই মকর গঙ্গাজল, আমার মকর গঙ্গাজল আহা বেশ॥

"স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সোহাগ"

আমার মকর গঙ্গাজল,
খুসীর খুসী মহাখুসী সপত্নী কোন্দল। মরি বেশ—
তুমি আমার ঘরকন্না উনকুটী চৌষট্টি,
ধান ভান্‌তে ঢেঁকী তুমি মান বানাতে বঁটী।
বেড়ীর মুখের হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা,
আর মসলা পেষার শিল নোড়া আর কলাই পেষার জাঁতা।
গো-শালাতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু,
মন মজাতে তুমি আমার বংশীধারীর বেণু,
বিপদ্‌কালে তুমি আমার মহাবীর হনূ,
দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে অদর্শনে ম'মু।
আমার মকর গঙ্গাজল—মরি বেশ।

বীণার ঝঙ্কার

কাঁচা চুলের দড়ি তুমি পাকা ধানে মই,
সাঁতালা ভাজার শুঁড়ি আমার মুড়ি মুড়কী খই।
ব্যঞ্জনেতে লবণ তুমি মাছের মুড়ো ঝোলে।
(আর) মোচার ঘণ্টে বড়ী তুমি কাঁচা আম ঝোলে।
আমার মকর গঙ্গাজল—মরি বেশ॥
টোপা কুলের সলপ তুমি অরুচিতে রুচি,
তোমায় পেলে নিমিষেতে নয়নের জল মুছি।
তুমি পান্তাভাতে বেগুন-পোড়া, ফেন্সা ভাতে ঘি,
আর কেমন ক'রে বল্‌ব বঁধু, তুমি আমার কি।
আমার মকর গঙ্গাজল॥
তুমি আমার জড়ি-জড়াও তুমি পাকা কোঠা,
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর-জলের ফোঁটা,
এক মুখেতে কর্‌ব কত তোমার গুণগান,
তুমি আমার বেশ-বিন্যাস তুমি সোহাগ মান।
আমার মকর গঙ্গাজল।
তুমি অঙ্গের অঙ্গরাগ পানে দোক্তা চুণ,
এক দণ্ড না দেখলে একেবারে খুন।
সোনার রঙের জোড়া ভুরু কালো জুলপী চুল,
আর খাঁদা নাকে কাঁপা নথ তাতে নোলক দুল।
আমার মকর গঙ্গাজল॥
বাউটি তাবিজ রতন যশম তুমি যুগল হাতে,
সিঁথি ঝুমকো কণ্ঠহার ধুকধুকীটি তাতে।
মলের তুমি রুণু ঝুণু চন্দ্রহারে থামি,
(আর) আমার তুমি বোঁচকাবাহী তোমায় নমি স্বামী॥

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী [ছোট]

জ্ঞানদা বাইজী।—

খাম্বাজ-মিশ্র।

নধর অধরে সুধারি ধারা ঢালি শশধর লুকালো অই,
আমি যে পিয়াসী চকোরী অধীরা, সুধার পিপাসা মিটিল কই।
চাঁদবদনে বদন রাখি, অধরের সুধা অধরে মাখি,
প্রেম-সোহাগে ঘুমায়ে থাকি, সে আশা মিটিল কই—
হতাশ প্রাণে আকাশ পানে কেবল চাহিয়া রই॥

খাম্বাজ—তেতালা।

কালবরণ রাধা হোরিব না বলেছে।
তবে কেন রাধা আমায় কুঞ্জে যেতে সেধেছে॥
বৃন্দাবন ত্যজিব, বনে বনে ভ্রমিব,
ব'ল সখি রাধারে ব'ল বাঁশী জলে ফেলেছে॥

সিন্ধুড়া।

যে কালার পীরিতে আমার মন মজিল সখি রে
মনে করি ভুলে থাকি, ভোলা নাহি যায় সখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে॥
যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে কুলমান,
যমুনা বহে উজান, বাঁশীর সুরেতে।

মস্ শান্তমণি।—

খেম্‌টা।

ভাল না বাসে হেসে কাছে না আসে,
সুখে থাকিব তবু তাহারি আশে।
চাঁদে না দেখে আকাশে, কুমুদিনী ফুটে হাসে,
সরলা হরষে ভাসে সুখ-সরসে॥
মেলিয়ে মানস-আঁখি, বিরলে সে ছবি দেখি,
আকাশে মিশায়ে থাকি প্রেম-পিয়াসে॥
এ জীবনে হৃদি-মনে, না ভুলিব সে মোহনে,
রাখিব পরাণ-পিয়া প্রেম-পিয়াসে॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

এস প্রীতির নাগর সুন্দর।
এস রমণীয়, এস কমনীয়, এস মধুর মধুর নটবর॥
এস প্রফুল্ল-কুসুম-সাজে,
আদর সোহাগ, নব অনুরাগ, চির আকিঞ্চন-মাঝে,
এস পিপাসু লোচন, প্রিয়-ছবি,
নব-প্রভাতে রাঙ্গা রবি,
এস হেমবরণী মধু যামিনী শুধু মধুভরা শশধর।

আছে সোহাগে ঢাকা হৃদে আঁকা ছবি গোপনে।
মন-সাধ পূরে চুমিব তাহারে মাতিয়া প্রেমরণে॥
তারে নিয়ে হাসি কাঁদি গাই, আবেশে ভাসিয়া যাই,
থাকি লো অলসে, মনের আবেশে বিভোরে দুজনে॥

জ্ঞানদা বা কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চল লো রঙ্গিনি—আয় লো স্বজনি !
দুকূল হরি, কুসুম ভরি সাজাব ভামিনি ॥
বামা বিনোদিনী, চল লো রঙ্গিণী আয় লো স্বজনি !
প্রকৃতি হাসিয়া চায়, সুষমা ঝরিছে তায়,
ধীরে মলয়-বায় আকুল করে হৃদয় ;
ফুলের মাঝে ফুলের সাজে সাজাব কামিনী ।
চল লো রঙ্গিণি আয় লো স্বজনি ॥

মিস্ রাধারাণী ।—

হাম্বীর ।

কেন কেন কেন কাঁদ হয়ে বিনোদিনী ।
নিরাশায় আশায় বাঁধ হয়ে আশা-চাতকিনী ॥
আশার আশে আছে প্রাণ, আশার আশায় করে গান,
আশার কামনা ছেড় না ছেড় না হৃদয়ের মণি, কাঁদ হয়ে বিনোদিনী

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

দিয়াছি পীরিতি বিসর্জ্জন যাবত জীবন ।
প্রেম-কথা উত্থাপনে আর নাহি প্রয়োজন ॥
হয়েছি প্রেম-সন্ন্যাসী, নিরাশা-কানন-বাসী,
বিচ্ছেদের ভস্মরাশি অঙ্গে করেছি লেপন ॥

কি ফুল ফুটেছে মজাদারি বাহবা কি বাহবা ।
আবেশে গা উল্‌সে ওঠে লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া ।
যাহা ছিল উঁচু ডালে, হাত বাড়ায় না নাগাল পেলে,
(হায়) রমণীর মন ভুলিয়ে দিলে, ভুলিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া ॥

শ্রীমতী তরলাবালা [ষ্টার]।

দিও না দিও না ব্যথা কখনও কখনও তুমি রাখ না কথা
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশায়ে থাকি, (আমি) জাগিয়ে ঘুমায়ে স্বপন দেখি,
নড়ে না পড়ে না নয়ন-পাখা।
এখন মধুর মৃদু ভাষা, (তুমি) শুনিয়ে শুন না মেটেনি আশা,
(তুমি) কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে যাবে গো কোথা ॥

পূরবী।

মনেরি বেদনা নাথ জানাইব আর কারে।
নিভাতে অন্তর-জ্বালা তোমা বিনা কে বা পারে॥
শোকে তাপে নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর,
দেখা দিয়ে একবার রাখ হে রাখ আমারে॥

খাম্বাজ।

অন্তরে অন্তরে জেনে অন্তরে রাখিনু যায়।
জানি সে কি কারণে সতত অন্তরে রয়॥
ভেবেছিনু নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
এখন দেখি ভাবান্তর, মনান্তর তার কথায় কথায়॥

ঝিঁঝিট।

জগত-জননি তারা মা তারা।
জগৎকে তরালি, আমায় না তরালি, আমি কি জগৎ ছাড়া॥
দিন অবসান রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী মা আছেন কাণ্ডারী, হাবুডুবু খেয়ে উঠলো ভরা॥

সাহানা।

সখি কি কব মরম-বেদনা।
শুধু মরম তা জানে, বুঝি কহনে তা যায় না॥
ঘন ঘোর আঁধারে বাড়িল দেখ ভুবন,
মাঝে মাঝে গরজে গভীর নবঘন,
চমকি সারারাতি শূন্যমন্দিরে কাঁদি,
বিভোর আঁধারে হৃদি বিদরে আপনা॥

সিন্ধু-কাফি।

সাধি কাঁদি পদতলে, সাধ শ্যাম দাসী ব'লে,
তাই কি কৃষ্ণ কাঁদাইলে অবলা বালায়।
কোথা ওহে প্রাণসখা, মরি নাথ দাও হে দেখা,
তোমা বিনে প্রাণ রাখা হলো বুঝি দায়॥
সখি সব পায় ধরি, আন হরি ত্বরা করি,
নহে প্রাণ পরিহরি বিরহ-জ্বালায়॥

থাকমণি দাসী।—

বেহাগ-খাম্বাজ।

ছি ছি কেন ব'লে গেল।
আস্‌ব ব'লে আশা দিয়ে শ্যাম আমার নাহি এল॥
চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে, শ্যামচাঁদে ধিয়াইয়ে,
আমার সুখের নিশি কুঞ্জে ব'সে পোহাইল॥

পিলু-বারোঁয়া।

বল্‌ব কি নাম তোমারে প্রকাশ করি গুণমণি।
আছে নাম ডঙ্কামারা ত্রিলোক-তারা মনোমোহিনী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে, আছে বেদ পুরাণেতে,
নাম জানে সকলেতে, নামের আমরা কাঙ্গালিনী॥

খাম্বাজ।

আ মরি কি মালা গেঁথেছ।
মদনের বাণ যাদু হাতে ক'রে এনেছ॥
হেরিলে ঐ ফুলমালা, ভোলে কত রাজবালা,
আমি তোর দাসী মালিনী, কড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,
কি বল্‌বো রে বাছা তুমি দাসী ব'লে ফেলেছ॥

মিস্ ইন্দুবালা।—

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

(আরে) নিপট কপট তুয়া শ্যাম।
রাধা রোয়ে রোয়ে মরে, তুঁহারি চরণ ধ'রে,
আগুনা বিচারি ছি ছি তুঁহু গুণধাম॥
লাজ মান হরি, যমুনা-পানিমে ডারি,
বারি বারি করি পিয়াসা লুকারি।
তেরা চিত মনোচোরে ক্যায়সে নিবারি।
কালিজে কাটারি হরি লিয়া তেরা নাম॥

শ্রীমতী সরোজিনী [মিনার্ভা

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

যে যারে চায়, তারে কি পায়, পায় ধ'রে হয় গো সারা।
খালি আশা নিয়ে বেড়ায় ঘুরে,
থাকে নিরাশায় মরমে মরা॥
প্রাণের আশা উধাও হয়ে, বেড়াও তুমি প্রাণটি নিয়ে,
জানি না সে ভাবছে কাকে, দাগা দিয়ে প্রাণটি নিয়ে,
তোমার লাভে-মূলে সকলি যাবে,
থাক্‌বে শুধু আঁখি-ধারা॥

(কমিক)

দেখিস্‌ লো সাম্‌লে থাকিস্‌ বর গুণিন ভারী।
(নয়) যেমন তেমন বরণ করা চাই হুঁসিয়ারি॥
বর মুখ পানে চেয়ে, এক দুই তিন তালি দিয়ে,
কি জানি মজায় কথার ছলে নে গিয়ে,
বর যেমন তেমন নয়, তড়িতে কথা কয়,
একে ছালনাতলা কুলবালা কি হ'তে কি হয়,
শুনি গুণের টানে প্রাণ টেনে নেয় মজায়ে কুলনারী;
যেন এ এয়োগিরি হয় না ঝকমারি।

ঐ সুদূর দেশের মধুর-যামিনী এসেছে।
তাই বিলাস-রঙ্গে অঙ্গ আবরি, ফুল-হারে ধরা সেজেছে॥
কত সোহাগের বায় উঠছে বাস, কত মধুরে মিশেছে মরম-শ্বাস,
কত তাপিত কুঞ্জে বাসি মালা ফেলে হাসি-ভেলা ধ'রে ভেসেছে॥

শ্রীমতী ফণিবালা দাসী।—

কাফি-সিন্ধু।

জানি না যে কি চোখে হেরেছি আমি তারে।
সদা জাগে সে প্রতিমা কি আলোকে কি আঁধারে।
বিধির আশার ফাঁদে, জন্ম যাবে কেঁদে কেঁদে,
বাজাব রে ভাঙ্গা হৃদি স্নেহ সুখ অনুভবে॥

বঁধু যাবে বিদেশে—বঁধু যাবে বিদেশে,
পোড়া প্রাণ থাকবে লো কিসে?
বঁধু আমার মাথার কিরে একবার ফিরে চাও,
বিধু মুখে মুচকে হেসে একবার কথা কও,
শেষে নিদয় হয়ে যাবে চ'লে মরবে আপশোষে॥

আমরা লাটিন পড়ব সাহেব হব বাংলাতে আর রব না।
বিলেত যাব জজ হব দিশি খানা খাব না॥
সাহেবের খানা চমৎকার—
বাংলা খানা দেখে মোদের গায়ে আসে জ্বর,
ছি ছি খাব নাক আর,—
আমরা এবার চামচে-কাঁটা করব ব্যবহার,
কাপড়-চোপড় ফেলে দিব, বাইবেল বই হাতে নেব,
মাষ্টার এলে বলব মোরা এ, বি, সি, আর পড়ব না।
আমরা স্বাধীন হব, লেকচার দিব, বাংলাতে আর রব না॥

এনেছি ভাতার-ধরা ফাঁদ।
(তোকে) ধ'রে দিব সোনার চাঁদ ॥
যদি কেউ হুড়কো থাকে, ব'লে দিই হুকো তাকে,
প্রাণ যারে চায়, তার কাছে হায় গুমর কি রাখে,
গঞ্জনার ভয় খেয়ো না পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাক ॥

তোরে হেরে আমার মনোদুঃখ দূরে গেল।
বল বল প্রাণনাথ তোমার কুশল বল ॥
যে অবধি গেছ তুমি, হয়ে আছি পাগলিনী,
রাস্তায় ব'সে কাঁদতে হ'ল হয়ে পাগল ॥

কেমনে ভুলিব বল—কেমনে ভুলিব তায়।
হৃদয়ের অধিকারী, আপনি করেছি যায় ॥
আপনার প্রাণ হাতে ক'রে, দিয়াছি যার করে ধ'রে,
এখন বল কেমন ক'রে প্রাণের বাহির করা যায় ॥

কৃষ্ণভাবিনী দাসী [ভোঁদা]—

মনের মিলে হয় যদি প্রেম কেন প্রেম হ'লে বশ মানে না
কথায় কথায় মন চটে যায়, প্রেম হ'লে আর চটে না ॥
মনের মত জারী-জুরি, প্রেমের পায় গড়াগড়ি,
প্রেমের টানে মন ভেসে যায়, মনের বারণ প্রেম শুনে না

শ্রীমতী কুঞ্জলতা [ষ্টার

সিন্ধু-কাফি।

পারে কি ভুলিতে কভু যে যারে ভালবেসেছে।
ভুলিতে যে পারে জেনো, তার ভালবাসা মিছে॥
প্রণয় রহস্যময়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়,
প্রাণ বিলাইয়ে পরে, কে কবে প্রাণে বেঁচেছে।

ভালবাসি ব'লে কি রে আসিতে ভালবাস না :
আপন করম-দোষে না হ'ল সুখ-সাধনা॥
হেরে তব মুখ-শশী, সুখের সাগরে ভাসি,
দেখিতেছ না ফিরে ফিরে ভাবিতে তব ভাবনা॥
তুমি মম ধ্যান জ্ঞান, তুমি মম জীবন,
বধিতে অবলার প্রাণ করেছ কি বিবেচনা॥

সাহানা-কানাড়া।

মনে করি ভুলি ভুলি ভুলিতে পারি না তারে।
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দেখা আসিয়ে হৃদি-মাঝারে॥
এত সাধের ভালবাসা, এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরিয়ে গেল, হায় হায় একেবারে॥

খাম্বাজ।

মন-রাখা দেখা দিতে কে তোমারে সেধেছিল :
এসে যদি যাবে চ'লে কে আসিতে বলেছিল॥
অবলারি মনাগুন, বাড়ায়ে দিলে দ্বিগুণ,
অদর্শনে ছিল ভাল দর্শনে সাধ না মিটিল॥

ভৈরবী।

জগৎ দেখ না চেয়ে যাচ্ছি বেয়ে সাধের তরণী,
তরীর উপর শ্যাম-কলেবর রাম রঘুমণি।
যে জন ভবের জলে অবহেলে জীবে করেন পার,
আজকে তাঁরে নিচ্চি পারে হয়ে কর্ণধার,
আমি পারের কড়ি ধ'রে নেব চরণ দুখানি॥

হাম্বীর।

যে দেয় যাতনা প্রাণে সতত প্রাণ তারে চায়।
যে করে গো উচাটন তারে মন নাহি চায়॥
যে তোমারি আত্মজন, জেনেছি রে প্রাণধন,
আমারি হৃদয়ে থেকে অন্য প্রতি মুগ্ধ হয়॥

মল্লার।

আমারে গোপন ক'রে ধর্‌তে চাও কি উড়ো পাখী।
বল্‌তে পারি মনের কথা, আমার কাছে লুকোচুরি॥
খুলে বল মনের কথা, ঘুচিয়ে দিব প্রাণের ব্যথা,
তাই এসেছি আমি হেথা, আমা ছাড়া প্রেম করি॥
এ চোখে প্রেমিক হ'লে প্রাণে প্রাণে মিশে রাখি।
যে যাহারে ভালবাসে, সে প্রেম আছে আমার কাছে,
আমি তো কাঁদিব না, ভালবাসা যে জানে না,
মনের মতন পেলে পরে প্রাণে প্রাণে মিশে থাকি॥

ভৈরবী।

বেসেছি ভাল, বাসিব ভাল, জানি না কিছুই ভালবাসা বিনে।
প্রেম-নিমগনা হৃদি প্রাণ মন, বাঁধা এ জীবন তাহার জীবনে॥
ফুটন্ত করিয়ে ঘুমন্ত ছবি হৃদয়ে এঁকেছি যতনে।
বিরলে বসিয়ে, নয়ন মুদিয়ে, সে প্রেম-প্রতিমা ভাবি মনে মনে॥
প্রাণ পেয়ে প্রাণ, করিলে হে দান, পাব ব'লে আশা রাখিনে।
আমি বুক-ভরা স্নেহ, দিছি অহরহ,
প্রতিদান তরে ভাবিনে—ভাবিনে॥

ভৈরবী।

বড় ভালবাসি, চারু রূপরাশি, মধুমাখা হাসি চাঁদমুখে তোমার।
তুমি বাস কি না, বলিতে পারি না,
মন জানে তোমার জগত-ঈশ্বর॥
আমি যত বাসি জানাব আর কি ব'লে,
তোমার মুখের নকল রাখিয়াছি তুলে,
তুমি বাস যারে, ভেবে দেখ তারে, তারি তরে তুমি ভাব নিরন্তর॥

বেহাগ।

প্রেম ক'রে প্রাণ-সখি পড়েছি বিষম দায়।
পরেরে আপন ভেবে আপনারি প্রাণ যায়॥
ত্যজে সখি কুলমান, সঁপিয়াছি মন-প্রাণ,
কথায় কথায় অপমান, সদা করে অপমান,
তবু ত প্রাণ তারে চায়॥

শ্রীমতী সুবাসিনীবালা দাসী (পার্শি থিয়েটার)

মরি হ'ল এ কি দায়।

সে যদি না চায়, প্রাণে যারে চায়, সে না ফিরে চায়,

অবলা কেন গো কাঁদায়॥

যারে ভালবেসে ভাবিয়ে আপন,

সে না ফিরে চায় আমারে সে জন,

কেন গো হ'ল এমন, নাহি জানি তারে মন কাঁদালে অবলায়

প্রেমসিন্ধুনীরে উঠিল গরল, নাহি জানি আর ভাবিয়া কি ফল

মুদিত হইল কুমুদসকল দহিল আমায়॥

কেদারা।

সঁপেছি জনমের মতন জীবন তব করে।

মরমে মরিতে হয় আছি চিরদিন তরে।

কি আর রেখেছ বাকি, ডুবে তব প্রেমনীরে,

দিবানিশি নিরবধি দংশিতেছে বিষধরে॥

এমন কঠিন তুমি বারেক না চাহ ফিরে।

হানিতেছ তীক্ষ্ণ ছুরি কেন আর বারে বারে॥

ভৈরবী।

যামিনী যে যায় হায়, আশা মম পূরিল না।

গুণমণি রমণীর মান কেন রাখিল না॥

আমি বড় ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে সদা তুষি,

তাতেও তুমি না হও খুসি, আমায় ভালবাসিলে না॥

দেশ।

আমার মনোবেদনা সই বল কারে কই,
মরমে মরম-ব্যথা মরমেতে ম'রে রই।
যে করেছে মন চুরি, কেমনে তারে পাসরি,
সতত যাহারে হেরি, সে বিনে প্রাণ বাঁচে কই॥

কেদারা-মিশ্র।

দেখ সখা ভুল ক'রে ভালবেস না।
আমি ভালবাসি ব'লে তুমি যেন বেস না॥
আমি সুখী হব ব'লে তুমি যেন কাছে এস না,
আপনি বিরহ লয়ে আপনি আছি ভাল,
কি হবে চির-আঁধারে ক্ষণেকেরি তরে আলো,
আশা-স্রোতে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি যেন ভেস না॥

ইমন-ভূপালী।

হর হর শঙ্কর শশাঙ্কশেখর ভব-ধব ভোলা শিব মহেশ্বর।
ফণীন্দ্র-ভূষণ নগেন্দ্র-শাসন, উপেন্দ্র-মোহন, যোগী দিগম্বর॥
অনাদি অশেষ, পরেশ মহেশ, শেষ-বিষপানে অজর অমর,
ববম্-বম্-বব-বম্ গালবাদ্য কর, দৃমিকি দৃমিকি দৃম্ বাজে ডম্বুর,
তা থৈ তা-থৈ তালে নাচে মহেশ,
হর বম্ হর বম্ সদা করে তম্বুর॥

পূরবী।

তাই কি মনে ক'রে মানভরে, অভিমানে আছ,
জ্বালায়ে বিচ্ছেদানল দহন হতেছ।
যে দুঃখে পীরিত হয়, সবার জীবনে রয়,
তবে কি বিচ্ছেদ হয় কার মুখে শুনেছ॥

আনন্দময়ী হয়ে গো মা, আমায় নিরানন্দ ক'রো না।
ভবানী ভাবিয়ে, পারে যাব চ'লে, আমার মনে ছিল এই বাসনা॥
অহরহ নিশি দুর্গানামে ভাসি, (ও গো) তবু দুঃখরাশি গেল না;
আমি যদি মরি, ও হরশঙ্করি, তবে দুর্গানাম কেহ লবে না॥

সিন্ধু।

তুই মা তারা দুঃখহরা, আমার চোখে কেন ধারা।
কেউ নাই আমার এ সংসারে, ও গো আপন আপনি নিয়ে তারা
কেন ভবে পাঠায়েছিলে, পরে কেন কাঁদাইলে,
ভবের ভার আর সয় না প্রাণে, কোলে নে মা ভব-দারা॥

হায় হায় আমি বুঝিতে না পারি।
বোন্‌পো আমার রেতের বেলায় করে চাতুরী॥
হোমকুণ্ডে আহুতি দিয়ে, সুখে থাক্ তাকে নিয়ে,
কি সুখেতে বুক পেতেছো যাই বলিহারি॥

———

শ্রীমতী শশিমুখী দাসী

বৃথা দিন গেল হে হরি ।
আমি ভজন সাধন কখন্ করি ॥
প্রভাত শর্ব্বরী, হ'লে মনে করি,
তুলসী কুসুম চয়ন করি ॥
আমার এমনি মায়াযোগ,
(হরি হে) হয় না মনোযোগ,
ভূতের বেগার খেটে মরি ॥
কেউ নাহি বন্ধু, ওহে দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু আমি কিসে তরি ।
আমায় বেঁধে মায়াপাশে
(হরি হে) চতুর্দ্দিকে ব'সে
রমানাথ ভাবে কি ঝকমারি ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ ।

কে তুমি এসেছ কাছে আমার হৃদয় করেছ অধিকার ।
ধন মন জীবন দিলাম, তবু মন পেলেম না তোমার ॥
এত কাঁদি তোমার তরে. চাও না আমার দিকে ফিরে,
প্রাণ যে তোমায় দেখিবারে দেখ নাক একবার ॥

আশাবরী ।

করেছ নূতন প্রেম যায় না যেন যত্নে রেখো ।
আমি মরি তায় ক্ষতি নাই, তুমি যেন সুখে থেকো ॥
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, সে জ্বালা দিও না তারে,
আমি ব'লে বেঁচে আছি, সে হ'লে বাঁচিবে নাকো ॥

পিলু।

তুমি আমার সোনার পাখী আমি তোমার পিঞ্জরা।
আমায় ছেড়ে যাবে কোথা ও রে কাল-ভ্রমরা ॥
সে অবধি গেছ তুমি হয়ে আছি কাতরা।
হৃদয়খানি খুলে দেখ হয়ে গেছে ঝাঁজরা ॥

গাছের ফুলে শোভে যেমন হয় না তেমন গাঁথলে মালা।
গলে দিলে খানিক মজা শেষকালেতে তোলা ফেলা ॥
আগে না জড়াব সুখ, থাকে না প্রফুল্ল মুখ,
আদরে রৌদ্রভরে ভ্রমরা করে না খেলা ॥

কিরণশশী—

তোড়ী-ভৈরবী।

জগতজননি তরাও তারা (মা তারা)।
জগৎকে তরালে, আমারে ডুবালে, আমি কি জগৎ-ছাড়া ॥
দিবা-অবসান রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী, তাহে মা আমার কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল মা গো ভরা (মা তারা) ॥

খাম্বাজ।

সুন্দর হ'লে কিবা হয় বলি প্রাণ তোমায়।
রসবোধ না থাকিলে তারে রসবতী কেবা কয় ॥
কোকিল কুৎসিত পাখী, নিত্য ডালে বসে দেখি,
রূপেতে তার কি কাজ করে, গুণেতে তার মন ভোলায় ॥

খাম্বাজ।

কত যে আরও যাতনা সব রে প্রাণ আমার।
বিনা দোষে রোষে আমায় তোষ নাকো একবার ॥
করে যতন তুমি মন সৰ্ব্বক্ষণ তোমার,
তুমি তথাপি কদাপি আমার হ'লে না মনোমত ধন

কীৰ্ত্তন।

শুন রে সুবল ভাই নিবেদন করি।
কহিতে বাসয়ে লাজ না কহিলে মরি ॥
চম্পকের মালা সুবল কেন গলে দিলি।
চম্পক-বরণী রাধা মনে পড়াইলি ॥
যাবটে আছেন ধনী জটিলা-মন্দিরে।
বিষম সঙ্কট বড় কি কহিব তোরে ॥
যদি মিলাইতে পার করি কোন ছলে।
হইব তোমার দাস এ জনমের তরে ॥

মান।

জিনি কুঞ্জর, গতি মন্থর, গমন করত নারী ;
বংশীবট, যাবট, তট বনহি বন হেরি ॥
যায় শ্যামকুণ্ড, মদন-কুণ্ড, রাধাকুণ্ড-তীরে,
দ্বাদশ বন, হেরত সঘন, শৈলছ কিনারে।
যাঁহা সব ধেনু রব, তাঁহা চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম, মধুমঙ্গল, দেখ ত বলবীরে ॥
যমুনাকূলে, নীপমূলে, পড়ি রহু বনোয়ারী ;—
শশি-শিখর, ধুলি-ধুসর, জপত প্যারী প্যারী ॥

বীণার ঝঙ্কার

(মাথুর)

স্মরি বৃন্দাবন, নিধুবন কানন ব্রজে যেতে যে হ'ল
যাই যাই ব্রজে যেতে যে হ'ল।
শিরে চূড়াটি বাঁধি,
দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও দূতি শিরে চূড়াটি বাঁধি
এ বেশে গেলে রাই তো আমায় লবে না,
শিরে চূড়াটি বাঁধি পীতধড়াটি পরি,
(একবার দাঁড়াও দাঁড়াও পীতধড়াটি পরি)
প্যাঁচ ভুলেছি নাকি,
(এই কুব্জার প্যাঁচে প'ড়ে ভুলেছি নাকি)
বাঁশী একবার বাজ দেখি রে,
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে বাঁশী বাজ দেখি রে॥

(মাথুর)

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর বহ না।
হরি বিমুখী, হামারি অঙ্গ মদনানলে দহ না॥
কোকিল-কুল কুর্ব্বতি, কল অলি ঝঙ্কার কুসুমে।
হরি-লালসে প্রাণ তেজব পাওব আর জনমে॥
সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গাও গাও হরিলীলা।
কৈছন বাণী, শুনি তৈক্ষণে রাগিণী মোহে গেলা॥

পাণ্ডবগৌরব অভিনয়ে সুভদ্রা ও কঞ্চুকীর ভূমিকায়
শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও অঘোরনাথ পাঠক।

ননীবালা দাসী ।—

পিলু ।

সকলি ফুরায়ে গেল জীবন কেন গেল না ।
আশা দুরাশা মম আশা তো মিটিল না ॥
যাহারে হৃদয়াসনে, রাখিতাম সযতনে,
সে ধন লইল অন্যে, এ জ্বালা সয় না ॥

ঝিঁঝিট ।

আমায় পর ভেব না পরেশ পাথর ।
গোলাপী প্রেমের আতর ॥
মনে সাধ হয়, তোমায় নিয়ে থাকি রে প্রাণ বরাত তেমন নয়,
ঝকমারি কি যেমন তেমন, দণ্ডে দণ্ডে হই কাতর ॥

সিন্ধু-কাফি ।

তোর লাগি প্রাণ আমার হয়েছে কাতর ।
অন্যে কি জানিবে বল জানেন চন্দ্র-দিবাকর ॥
যতক্ষণ থাক তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি,
না হেরিলে প্রাণে মরি জানেন চন্দ্র-দিবাকর ॥

মিশ্র-কানড়া ।

পাবন নটবর সুন্দর কুল গাওত গোকুলে কানাই ।
গোড়ে লয়ে কানাই চূড়া ধড়া বাঁশী,
যশোমতী বলে আয় গো মা, নাচত নীলমণি মেরি হৃদিমণি,
ধিয়া ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া ॥

কমিক।

আহা বিঘোরে বেহারে চড়িনু একা।
লাগে ধুপ-ধাপ বিষম ধাক্কা॥
রোদে চাঁদি ফাটে, ধূলা ঢোকে পেটে,
সাজগোজ তার এমনি পাকা।
তাহে আঁকা-বাঁকা গলি,
বেগে যদি চলি,
কায়া-মায়া অমনি ছাড়য়ে ঝাঁক॥
নরদামায় পড়ি, ভাবি গড়াগড়ি,
আঁখি মুদি হেরি মেদিনা মক্কা।
তাহে ছুল্‌কি গমনে, ঝন্‌ঝনে ঝনে,
বাজে করতাল ঘুঙুর টেক্কা॥
কান ঝালাপালা প্রাণ পালা পালা,
চোৎ মাসে যেমন গাজনে ঢক্কা;
তাহে বাঁকা দুটি বাঁশ, শোভে দুই পাশ,
মাঝখানে তার সকলি ফাঁকা॥
লতা-পাতা দিয়ে আসন গড়িয়ে,
ছেঁড়ে যদি তবে অমনি অক্কা।
তাহে লাল কাল সাদা, আসমানি জরদা,
ঘোত জোড়া তার এমনি ছাঁকা।
(আহা) তাহে অশ্বিনী-নন্দন, বাঁধা তাতে হন,
প্রাণ করে তার পাঞ্জা ছক্কা॥

নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বসন্ত বাইজী।—

খাম্বাজ-ঝিঁঝিট।

ভুলেছি তাহারে ও তার ভালবাসা ভুলিনে।
সেই রূপ মনে হ'লে, ভাসে হৃদি আঁখিজলে,
কে বলে ভুলেছি তারে, সে রয়েছে প্রাণে প্রাণে॥

ভৈরবী।

সদা প্রাণ তোরে কেন চায়।
ভালবাসার মুখে আগুন শত্রু বেড়ে পায়॥
ভালবেসে খুব জেনেছি, হাতে হাতে ফল পেয়েছি,
সারা রাত কেঁদে মরেছি, তোমার ধ'রে দুটি পায়॥

সিন্ধু-কাফি।

কোথাকার কাল পাখী মাঝে মাঝে দেয় গো দেখা,
লোকে তারে কোকিল বলে, ও তার কালো দুটো পাখা।
পাখী বড় সর্ব্বনেশে, আসে ফাল্গুন চৈত্র মাসে,
পাখী হ'ত যদি বারমেসে, ভার হ'ত যৌবন রাখা॥

ইমন-কল্যাণ।

তারে কেন বল কালো।
সে ত কালো নয়, সাধেরি প্রণয়, বিধি তারে মিলালো।
আমি কি সখি তারে কালো দেখি, হৃদয়েরি ধন হৃদয়েতে রাখি,
তার কি ভাব জানিবি সখি, বিধি তারে মিলালো॥

পিলু-বারোঁয়া।

প্রাণ কি চায় রে কে জানে।
পোড়া মন থাকে না এখানে॥
হায় রে, যদি চকোর হতেম, উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
আশ মিটায়ে সুধা খেতেম,
চেয়ে রইতাম চাঁদের পানে॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

ছি ছি নিঠুর কপট তুমি প্রাণসখা।
বল কি দোষ করেছে দাসী, কেন দাও না দেখা॥
মেরে গেছ আড়নয়ন, জান না কি প্রাণধন,
তখনি ভুলেছে রে মন, হৃদয়ে মূরতি আঁকা॥

যাবে যাও ফিরে চাও মাথা খাও হে আমার।
যেও তথা, মন যথা যায় হে তোমার॥
যেও তথা যতন ক'রে রেখো হে হৃদি-উপরে,
দাঁড়াও তিলেক তরে, তোমায় হেরি একবার॥

বেহাগ।

প্রাণ আমার নিদয় হয়ে বিদায় চেও না।
যাবে যদি প্রাণনাথ, যাই যাই আর বোল না॥
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে মোরে,
আমি তোমার আশায় রব, নব-যৌবন তো রবে না॥

কুসুম বাইজী।—

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

কেন মন তারে চায়। (গো)
অপমান অযতন কথায় কথায়॥
দুঃখী বই সুখী নই লাজেতে বুক ফেটে যায় (গো)॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আমার মন-আশা করিয়ে নৈরাশা, কার আশা পূরাইলে স্বজনি।
যদি তার দেখা পাই, পিরীতি ফিরে চাই,
সে না দিলে আমি দিব এখনি॥
দু'দণ্ড হেসে খুসে, দু'দণ্ড কাছে ব'সে,
কুল মজাল কুলকামিনী॥

পিলু-বারোঁয়া।

সাধে কাঁদে মম প্রাণ,
হৃদয়ে বিধেছে খর বিচ্ছেদের বাণ।
তাহারি কারণ, জীবন-ধারণ,
তাহারি অদর্শনে মরণ-সমান॥

খাম্বাজ-মিশ্র।

যাও যাও সখি বল না বল না, পাইয়া পাঁও তোরি রে।
আর ক্যা কঁরু স্বজনীরি নন্দলালা বিনে চায় না,
নাহি পড়ে জিয়া রাগে বড়ায়ু রে।
কিষণ মহারাজকে ফের দিয়ো আবা বাত বানায়ু রে॥

শ্রীমতী গিরিবালা ও কিরণ

কালেংড়া।

জানি না হে তুমি কেমন ভালবাস আমারে,
যে করে আমারই মন বলিব তা কাহারে।
মদনেরি ফুলবাণ, সতত হানিছে প্রাণ,
সদা তাপিতেছে গাত্র, দগ্ধ করে আমারে॥

পিলু-বারোঁয়া।

তার চাউনিতে প্রাণ চুরি করে,
সঁপেছি প্রাণ, প্রাণ তোমারে।
কেমন ক'রে যাবে চ'লে,
হৃদয়ে আদরে, রেখেছি যতনে,
যা ঘটে ঘটুক এ সবার ভাগ্যে
তবু নাহি ছাড়িব রে।

সরলাসুন্দরী বাইজী।—

পিলু-খাম্বাজ।

তোমায় দেখিতে এসেছি প্রাণ।
রব না যাব এখনি করি নিরীক্ষণ।
এসেছি বহুদিন পরে, প্রাণ তোমারে দেখিবারে,
দিনান্তে একবার দিয়ো দরশন॥

ভৈরবী ।

আর কি আমার গোলাপগাছে ফুটবে গোলাপফুল ।
রস থাকৃতে জল না দিয়ে শুকিয়ে গেছে মূল ॥
গোলাপ আমার তরুলতা, লতায় পাতায় গোলাপ গাঁথা,
গোলাপ আমার হৃদে গাঁথা, গোলাপ কানের দুল ॥

বেহাগ ।

কে জানে প্রেম-তরুমূলে বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ ছিল ।
লঘুপাশে বন্দী হয়ে শেষে প্রমাদ ঘটিল ॥
সুখফল খাব ব'লে, গিযেছিলেম তরুমূলে,
ভুজঙ্গেরি কোপানলে, দংশিয়ে দাহন হোল ॥

খাম্বাজ ।

দিদি লো মেদিপাতা নখগুলোতে পরিয়ে দে না ;
সোনেলা আল্‌তা গুলে রাঙ্গা গালে মাখিয়ে দে না ।
কেওয়া খয়ের দিয়ে পানে, প্রাণ-বঁধুয়া মজবে প্রাণে,
বেণীতে ঝাঁপটা দিয়ে লচপচানি শিখিয়ে দে না ॥

কে তুমি নিদয় হয়ে হান্‌লে নয়ন-বাণ ;
হান্‌লে নয়ন-বাণ, যাদু বধলে আমার প্রাণ ॥
ঝর-ঝর-ঝর নয়ন ঝরে, ভাস্‌লো কুল মান,
ধন, মান, যৌবন, বিনা মূলে নিলে প্রাণ,
কারে কব বচন, জুড়াবে প্রাণ ॥

মিস্ হরিদাসী ।—

খাম্বাজ ।

মন গরমে উঠে সুখ-যামিনী,
কেমনে একাকিনী রহে কামিনী ।
ছলে ফুলে ফুলে কত সোহাগ করে,
রেণু ছুড়ে মারে আদরে লো,
কুহুস্বরে প্রাণ রাখতে নারে মানিনী ॥

পিলু ।

ভালবাসি তাই বসি সেথায়,
কাঁপিয়ে পাতা ধীরে যথা মলয়-মারুত ব'য়ে যায় ।
যেথা নবীন-লতা নবীন-তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হয়ে কোকিল যেথা গায় কুহুস্বরে,
ফুটে ফুল সৌরভের ভরে, সৌরভে দিক্ আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢোলে পড়ে কলির গায় ॥

———

সিন্ধু ।

রসে ভরা রসের নাপতিনী,
খেটে-খুটে যোগাই আমি মিন্‌ষে করে কাপতেনী ।
বাহবা সাবাস্ রে কেয়াবাত, নাপতিনীর টিকি কাটা হাত,
আমি যাই কামিয়ে আনি, মিন্‌ষে নেশায় কুঁপোকাত,
নাপতিনীর গুণে আমার বেজায় লোকের আমদানী ॥

———

কীর্ত্তন।

ও শ্রীরাধে গো তুহুঁ অতি হৃদয় কঠোর রে।
(তোরে কে বা বলে গো, কমলিনী কেবা বলে গো।)
(ওহে ও কঠোরিণি, তোরে কেবা বলে গো,
ও কঠোরিণি, কমলিনী কেবা বলে গো)
(কমল হ'লে কি ভ্রমর ত্যজে কমলিনী কেবা বলে গো)
(রাই কমল হ'লে কি ভ্রমর ত্যজে কমলিনীকে)
(তেমন রূপেহ পুরুষবর তেমন আর নাই—নাই)
(তেমন পুরুষ আর নাই—আর নাই)
দুর্ল্লভ পুরুষবর উপেক্ষিয়ে, অন্তর দর দর না ভেল তোরয়ে,
(হিয়া দর দর কি হোল না, আর দরবারিত ধারা দেখে
তোর হিয়া দর দর কি হোল না)
তুয়া বিনে কানু আর নাহি জানব
(সে তো বিনে আন জানে না গো)
(গরবিণী নৈলে নাম লবে বা কেন হে)
(নইলে বাঁশীতে নাম কেন বা লবে হে)
(জয় রাধে শ্রীরাধে বোলে বাঁশীতে নাম কেন বা লবে)
তুয়া জব কণ্টকী-মালা
(চম্পক-মালা যে পরে তোর উদ্দীপন লাগি
চম্পক-মালা যে পরে)
(সে যে গান গায় মুরলীতে গান গায়)
(জয় রাধে রাধে বোলে মুরলী যে গান গায়)॥

কীর্ত্তন।

বিনি গুণ পরখি পুরুষ রস-লালসে কাহে সঁপিল নিজ দেহ
(বিচার করিল না রাই) কাহে সঁপিল নিজ দেহ ॥
(বিচারিণী হয়ে বিচার করলে না রাই)
(কাল-রূপ দেখিয়ে তুই ভুলে গেলি)
(বিচার করিলি না রাই)
কাহে সঁপিল নিজ দেহ।
(দুদিন দেখতে হয় রাই, যারে প্রাণ সঁপিতে হয়)
(সে শঠ কি সরল, দুদিন দেখতে হয় রাই)
(যারে প্রাণ সঁপতে হয়, দু'দিন দেখতে হয় রাই)
কাহে সঁপিলি নিজ দেহ।
দিনে দিনে খোয়াবি ও রূপ-লাবণে,
(একবার চেয়ে দেখ, আপন অঙ্গ-পানে চেয়ে দেখ)
(কি ছিলি কি হলি, একবার অঙ্গ-পানে চেয়ে দেখ)
(গরবিণি বরণ ধরায়েছে, কালা আপন বরণ ধরায়েছে)
জীয়াইবে ভেল সন্দেহ।
বুঝি বাঁচিবি না রাই, কালার সঙ্গে প্রেম ক'রে
বুঝি বাঁচিবি না রাই ॥

কীর্ত্তন।

দূতী কহত হাসি, তুহুঁ নাহি জানসি,
সোই ভকতি-ভগবান্।
(সে যে ভক্তাধীন গো)

(তারে ভক্তে ডাকলে রইতে নারে)

(ভক্তাধীন গো)

সোই ভকতি-ভগবান্ ।

(শুধু রাজা নয়—রাজা নয়)

(সে কাঙ্গাল বড় ভালবাসে)

(রাজা নয়,—রাজা নয়)

সোই ভকতি-ভগবান্ ॥

রাইক নাম শ্রবণে যব শুনব, ছোড়ব রাজ-নিশান ।

(আমি এখনি দেখাব)

(আমার সঙ্গে আয়)

(কেমন কাঙ্গালিনী তাই এখনি দেখাব)

ছোড়ব রাজ-নিশান ॥

(তখন দূতী ডাকে)

হা হা নাগর গোপী-জীবন-ধন

(কোথায় আছ হে গোপীজনার প্রাণবল্লভ)

একবার দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ।

(কাঙ্গালিনী কে বলে)

(আমি রাধারাণীর দাসী, কাঙ্গালিনী কে বলে)

গরব রাখতে হবে হে,

মথুরা-নাগরীর কাছে

গরব-রাখতে হবে হে—

দূতী ডাকত উভরায় ॥

———

কীর্ত্তন।

এমন কালিয়ে চাঁদ কে আনিল দেশে গো।
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক হলো শেষে গো।
(কুল আর রাখতে নারি)
(অকলঙ্ক কুল আর রাখতে নারিলাম)
(আমার কুলেতে কলঙ্ক হোল)
(কুল আর রাখতে নারিলাম)
(অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক হলো শেষে গো॥)
গগন-উপরে চাঁদ সবে মাত্র জানি গো,
(আমরা ইহাই তো জানি)
(গগন-উপরে একটি চাঁদ)
(আমরা ইহাই ত জানি গো)
গগন-উপরে চাঁদ সবে মাত্র জানি গো।
গোকুলে চাঁদের শাখা কে রোপিল আনি গো॥
(কে রোপণ বা কৈল)
(চাঁদের বৃক্ষ কে রোপণ বা কৈল)
হাতে চাঁদ পায় চাঁদ, আর চাঁদ কপালে।
এমন কভু শুনি নাই যে চাঁদের গাছ চলে গো!
(আজ দেখে যে এলাম)
(গাছ চলা দেখে যে এলাম)
(চাঁদের গাছ চলা দেখে যে এলাম)
(যা কখন শুনি নাই, তাই দেখে যে এলাম)
এমন কভু শুনি নাই, চাঁদের গাছ চলে গো।

ফ্রান্সের সীমান্ত-যুদ্ধে আহত ভারতীয় যোদ্ধার তুষ্টির জন্য বিলাতে "প্রাকটন রঙ্গালয়ে" ভারতীয়া মহিলার ভূমিকায় বিলাতী অভিনেত্রী।

রবীন্দ্রনাথের "মালিনী" নাটকের একটি দৃশ্য।
রাণী কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া আদর করিয়া বক্ষে ধারণ করিতেছেন।

মিস্ ছোট রাণী।—

নন্দ-বিদায়।

কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ-ধনে এনে দাও।
আমি কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও॥
কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে, কোথা কৃষ্ণ রেখে এলে,
কৃষ্ণ ব'লে সদাই ভাসি নয়ন-জলে,
আমার প্রাণ গিয়েছে মথুরায়,
(প্রাণ) আর কি দেহে থাক্‌তে চায়।
কৃষ্ণ ব'লে কত ডাকি, কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও।
(নহে) যাব কৃষ্ণ আনিবারে—দুঃখিনীরে সঙ্গে নাও॥

খাম্বাজ—যৎ।

কে তুমি হে তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে।
গোপিকাবেষ্টিত তাহে রাধা-লতা জড়াইয়ে॥
তমাল পিয়াল নহ, অগুরু চন্দন নহ,
সারাৎসার কল্পতরু অনুমান নিরখিয়ে।
বৃন্দাবন পুণ্যধামে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ-ঠামে,
সত্ত্ব-রজ-তম গুণে, রেখেছ তুমি পূরিয়ে।
তব মূল ত্রিভুবনে, খুঁজিয়ে না পাই ধ্যানে,
আপন আধারে আছি আপনি আধেয় হয়ে।
রাম বলে ওহে তরু, এস হে মম হৃদয়ে,
শীতল ছায়াতে বসি তব মুখ নিরখিয়ে।

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

একা প্রেম রাখা হ'ল দায়,
যতনে যোগাতে বিন্দু সিন্ধু শুকায়।
আমার হ'ল যেমন, সাপেতে মূষিক ধারণ,
তাহার নয় তেমন, এবে জীবন রাখা দায়॥

———

জঙ্গলা কখনো পোষ না মানে।
(পীরিত) ক'র না ক'র না বিদেশীর সনে॥
উড়িল জংলা নিদয় হয়ে, তার পিছু পিছু যাই চুমকুড়ি দিয়ে,
আয় আয় করি, কত ডেকে মরি—অন্তরে চাতুরী না শুনে কানে॥

———

এস হে প্রাণ, হৃদয়ের ধন, হেরিব তোমায় ভরিয়ে নয়ন।
তোমারি তরে, হৃদয় বিদরে, আঁখি-নীরে সদা ভাসে নয়ন।
কত যে কেঁদেছি, দুঃখ পেতেছি, তোমারি তরে প্রাণ কত সয়েছি,
নয়নের বারি, এস হে নিবারি, দুঃখ পাই যদি করি হে চুম্বন॥

———

না জানে না জানে প্রাণ
কেন তোমায় ভালবাসে।
দিবানিশি এই ভাবনা, কেবল তোমার আশার আশে॥
তুমি যে পরেরি প্রাণ,
আগেতে ছিল না জ্ঞান,
হ'তে হ'ল জালাতন, প'ড়ে তোমার প্রেম-ফাঁসে॥

———

তোমারি বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে।
জেন, জেন, ওহে প্রিয়ে, এ দেহে প্রাণ নাহি রবে।
মরি তাহে ক্ষতি নাই, দেখা হয়ে মৃত্যু চাই,
তুমি আমার সুখে থাক, প্রাণ যদি নাহি রবে

কমলা দাসী।—

যার প্রাণ তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে
দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন,
না হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে॥

সদা প্রাণ চায় যারে, বিধি কি মিলাবে তারে,
না হেরে সে প্রাণধনে প্রাণ যে কেমন করে।
(আমি) চাতকিনী হয়ে, আছি আশা-পথ চেয়ে,
না জানি পূর্ণশশী রাহুতে বা গ্রাস করে।

নগেন্দ্রবালা দাসী (বুচি)।—

দেলেরা।

কি দোষেতে ঠেলিলে হে পায়।
অবলা-হৃদয়-মণি প্রাণ যে চাহে তোমায়।
পেয়ে তব ভালবাসা, ফুটেছিল হৃদে আশা,
মিটিল না প্রেম-পিয়াসা,
অকূল-পাথারে শেষে—ডুবাইলে অবলায়॥

(উড়িয়া) কম্বিক।

বড়দিনকো বড় মজা হইছন।
ইয়া নবটঙ্গ ডঙ্গ বাবু রঙ্গ বাধাইছন॥
বঙ্গাড়ি কিড়ি মিড়ি ধরম ছোড়ি কিড়ি,
মাইপোকে নেই কিড়ি পূজা করিছন॥
তু একা কাই করন্তি রসবতী,
খাই কিড়ি মতাড় মাড়িবে জাতি।
অপড়া সমারো ঝট ধড় রাখড়,
লুগা দেই ঢাকড় লম্বা ছাতি॥

দেলেবা

সুখসাধ অবসাদ সকলি আমার।
জানি না জীবনে আমি হয়ে আছি কার।
ব্যথার ব্যথিত আছে, শুনিনি তো কার আছে,
আপন ভাবিয়ে সে যে পরাণ যাচে,
এখন সে জন কোথা, সে আমার আমি তার॥

নন্দবিদায়।

সুন্দরি, কি কহিব বচন নাহি স্ফুরে।
আইল রাজদূত, তাই চলিলাম সাথ, ফের সাজিয়ে মধুপুরে॥
পুনরাগমনে কত সুখ উপজিব, না ভাবিও তাহে বিলম্ব,
হৃদয়-খেদ দৃঢ় সহ্য করিয়ে রহ, বড় রাজকাজ অবলম্ব।

কীর্ত্তন।

আমি কালারে পাইতে, সকল ত্যজিনু, কত লোকে কত কয়।
কলঙ্ক-পসরা, শিরে যার তরে, সে ধনে অপরে লয়॥
কেমনে বা সই, কেমনে বা রই, কিসে বাঁধিব হিয়া।
আমার নাগর, যায় পর-ঘর, আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
দেখিব যে দিন, আপন নয়নে, তার সনে মোর কথা।
মুড়াইব কেশ, ছিঁড়িব সুবেশ, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
প্রাণনাথে মোর, এমন করিল, না জানি সে জন কে॥

কীর্ত্তন (জন্মাষ্টমী)।

তাপিত তনু আজি শীতল হোলো।
মন-আশা হরি আজ পূরিল।
আমি জনমে জনমে গোলোকবিহারি,
তব মুখে যেন ফল দিতে পারি,
অন্য ফল কিছু আর কামনা না করি,
শুধু ডেকো নরহরি মা মা ব'লে॥

নগেন্দ্রবালা।—

বেহাগ-খাম্বাজ।

মন চুরি যে করেছে, তারে কি সই পাব আর।
আমার মন চুরি ক'রে, সে গেছে (সই) দেশান্তরে,
ওরে পুনঃ কি আসিবে ফিরে, হেরিব চাঁদমুখ তার॥

কেন ঝরে বারিধারা, ঘন শ্যাম বরিষায়।
যদি না জাগাতে হাসি রাশি রাশি বসুধায়॥
তবু যদি হাসে ধরা দুখের সে হাসি হায়।
অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে যায়॥

আর, এম, চাটার্জ্জী।—

(কমিক)

পিলু বারোঁয়া।

(আরে) গাছে তুলে মই কেড়ে লও প্রাণ,
আমায় নাবিয়ে কেন নাও না রে।
এ কি রে তোর ভালবাসা, গাছে তুলে দেখ তামাসা,
আমি ছেড়ে দিতাম প্রাণের আশা,
(আমি) প'ড়ে কি খুন হব রে॥

(কমিক)

ভৈরবী।

আমি তোমায় কি ব'লে ডাক্‌ব বউ।
তুমি নাহি যার (ওগো)
নাইকো তার কেউ॥
তুমি বিরহ-কাননে মধুর চাক,
(কিন্তু) ঘরের ভিতর ঘুঘুর ডাক,
ভরা গলায় তুমি গম্ভীর ডাক,
ভরা পেটে তুমি হেউ ঢেউ হেউ॥

(তুমি) আঁটির ভিতর তালের শাঁস
তার ভিতরে জল
তার ভিতরে তোমার বাস,
(ওগো) কল কল কল জলের ঢেউ ॥

(আমার জন্মভূমির অনুকরণে)

আমার কর্ম্মভূমি ।

ধন্য মান্য যশে গাঁথা আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আফিস আছে সব আফিসের সেরা,
(ও সে) ইঁট-পাথরে তৈরী সে যে রেলিং দিয়ে ঘেরা,
এমন আফিস কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল বুদ্ধি হানি করা আমার কর্ম্মভূমি
সে যে আমার কর্ম্মভূমি—সে যে আমার কর্ম্মভূমি ॥
কেরাণী দপ্তুরী তারা, কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিষাদ জাগে এমন মলিন মুখে,
(তার) বেলের ডাকে আঁৎকে উঠি গভীর মনের দুখে,
এমন আফিস ইত্যাদি,—
এত রুক্ষ সাহেব কাহার, কোথায় এমন গালি তাহার,
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কটমটিয়ে থাকে—
এমন কানের উপর হাত খেলে যায় মৃদু মধুর পাকে,
এমন আফিস ইত্যাদি—
ঘরে ঘরে ভরা বাবু, কলম পিষে দেহ কাবু,
এপ্রেন্‌টিস বাড়ে তবু পালে পালে গিয়ে,
তারা টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে টেবিলে ঠেস দিয়ে,

এমন আফিস কোথায় খুঁজে পাবে না'ক তুমি,
সকল বুদ্ধি হানি করা আমার কর্ম্মভূমি—সে যে আমার কর্ম্মভূমি ॥
কেরাণীদের জীর্ণ দেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ,
চাকুরী মা তোর চরণ দুটি নিত্য পূজা করি,
(আমার) এই আফিসের কর্ম্ম যেন, বজায় রেখে মরি ॥
এমন আফিস ইত্যাদি—

আমি হারায়ে ফেলেছি আমারে।
কোথা গেছি, কোথা আছি সুধাব কারে ॥
নিজে খুঁজে দেখিবারে চাই, দেখি আমি আমাতে তো নাই,
বুঝিয়াছি চুরি গেছি চোরা ব্যাপারে।
বুদ্ধি না কেমনে পাব আমি চোরারে ॥

আমি বিলায়ে দিয়েছি আমারে।
ছিল আমার, সব দিছি তোমারে ॥
মন দিছি, প্রাণ দিছি, দিছি এ হৃদয়, এ নব-যৌবন সহ এ দেহ-নিলয়,
আর মম কিছু নাই, দিয়েছি তোমার ঠাঁই,
আমি মগ্ন হয়ে গেছি তুমি-পাথারে ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।
বড় মনটা পড়েছে তোর উপর।
তাই ত করি আসা যাওয়া তাই ত এত জোর ॥
যদি পাই ফুলবাগানে, হাসি খাই চাঁদবদনে,
দুজনাতে এক-মনেতে, অমনি নিশিভোর ॥

সিন্ধু—পোস্তা।

লুকিয়ে তোমার পাশে থেকে হানবো হয়ে পঞ্চশর।
রমণ-রসে মন মাতাব, কাতর হবেন যোগেশ্বর॥
রসবতী তোমা বিনা বিফল ফুলবাণ,
ফুলবাণে না অধীর হোলে আমার কিসের মান,
সাথী তুমি রসময়ী, তাইতে আমি ভুবনজয়ী,
একাকিনী আপন-হারা আমার আমি নই;
স্মরহর নয় তো আজ হর, রঙ্গময়ীর নটবর॥

কি শেল বেঁধে আমার হৃদে আমারি প্রাণ জানে গো।
কি যাতনা সেই বুঝে, যারই বক্ষে হানে গো॥
নিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ,
ঘিরে আছে কি আঁধার, আমারই এ প্রাণে গো।
কিরণময় এ ভুবন-মাঝে চলেছি এক ছায়া গো,
নীলাকাশে যাই ভেসে, কালো রাহুর কায়া গো;
উঠে হাসি মাঝে তার, আমিই শুধু আহা কার,
আমি বিসংবাদী সুর, বিশ্বে মধু গানে গো॥
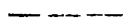
আমি কারে রেখে কারে ভাবি কারে বা বলি আমার।
না জানি ইনি কি তিনি, কে দেবতা পুজিবার॥
যারে সঁপিয়াছি প্রাণ,
সদা যার করি ধ্যান,
তারে চিনিতে নারিলে কিসে হবে আমার সুসার॥

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী

যোগিয়া ভৈরবী—যৎ।

জামাই না কি শ্মশানবাসী শুনতে পাই।
আমি ভেবে সারা, বল্ মা তারা, সত্যি নাকি সুধাই তাই॥
একে সে ক্ষেপা সন্ন্যাসী,
বঝিয়ে কোথায়—করবি ঘরবাসী,
পোড়ার উপর এ কি পোড়া শুনে ভয় বাসি,
হয়ে এলোকেশী উলঙ্গিনী বসিস্ বকে সরম নাই॥
মরি ভেবে বুঝবি আর কবে,
ক্ষেপাকে কে বুঝাবে তবে,
মা'র প্রাণে বল কত আর সবে,
ঘর করেছিস ভূতের বাসা, মেতে বেড়াস্ মেখে ছাই॥
নয় ত এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,
যা হোক দুটো গুঁড়ো-গাড়া কোলে হয়েছে,
আর কত কাল এলো হয়ে বেড়াবি নেচে,
তুই যদি না বকে চলিস্ বুঝবে কি ভাঙ্গড় জামাই॥

ভীমপলশ্রী—যৎ।

প্রেম-ব্রত আজ আমার হ'ল উদ্যাপন।
কৃষ্ণায় নমঃ ব'লে সখি, আহুতি দিব জীবন॥
এ ব্রতের এ পদ্ধতি, সকলি ত জান দূতি,
রাখ আমার এ মিনতি, কর ব্রতের আয়োজন

———

বীণার ঝঙ্কার

এস প্রাণ-সখা এস প্রাণে।
মম দীর্ঘ বিরহ-অবসানে,
কর তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, তব প্রেম-সুধারস দানে ॥
বন আকুল বনফুল-গন্ধে, বন মুখরিত মর্ম্মর ছন্দে,
বহে শিহরি পবন মৃদুমন্দ গাছে আকুল কোকিল কুহু কুহু তানে।
এ কি জ্যোৎস্না-গর্ব্বিত শর্ব্বরী, এ কি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ,
এ কি সুন্দর নীরব মেদিনী, এ কি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ,
ব'সে আছি পাতি মম অঞ্চল, অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল,
এস হে প্রিয় হে চির-বাঞ্ছিত! মম প্রাণ অধীর প্রবোধ না মানে ॥

জলধর জিনি জটাজাল গঙ্গাজল ধবল,
বিমলোজ্জ্বল ত্রিনয়ন ঝল চন্দ্রভাল বিমল।
অস্থিদাম দলমল দল টল টল রজত-অচল,
ফণা ফন্ন ফণিমণ্ডিত কণ্ঠ নীল-গরল,
দিগম্বর বরাভয় হর কর লোহিত কোমল।
উমেশ ঈশ আশুতোষ কুরু মানস সফল ॥

শুভ্রবরণা, শশিশেখরা শ্বেত সরোজবাসিনী।
দিগম্বরা, বিমল-কমল মালিনী বিভাসিনী ॥
বিদ্যাদাত্রী বিদ্যাপ্রার্থি-হৃদি-শতদল-আসীনা,
বীণারব-রঞ্জিত-কব-গঞ্জিত-বিধু-হাসিনী।
বাগ্বাণী, বেদপাণি বেদধ্বনি-ভাষিণী,
জ্ঞানোজ্জ্বল-ত্রিনয়ন অমল অজ্ঞান-তমোনাশিনী,
চরণ-অমল-কিরণদানে, মুদিত চিত-বিকাশিনী ॥

বীণার ঝঙ্কার

নিতান্ত আমারই, তবু যেন সে আমার নয়।
নিতি নিতি দেখি তবু পাই নাই পরিচয়॥
বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়া না পাই কাছে,
অন্তরে রয়েছে সদা, তবু কেন কেন ভয়।
যত ভালবাসি, যেন তত ভালবাসি নাই,
যত পাই ভালবাসা. আরো চাই আরো চাই,
পলকে তাহারে পাই. পলকে হারায়ে যাই.
মিলনে নিখিল-হারা, বিরহে নিখিলময়।

আজি নূতন-রতনে, ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে
পরিয়ে দাও গো।
আজি সাগরে, ভুবনে. আকাশ-পবনে নূতন কিরণ
ছড়িয়ে দাও গো॥
আজি পুরোণা যা কিছু, ফেল গো ঘুচায়ে,
মলিন যা কিছু, ফেল গো মুছিয়ে,
শ্যামল, কোমলে, কনকে, হীরকে, ভুবন ভূষিত
করিয়ে দাও গো।
আজি বীণার মুরজে, স্বননে গরজে, জাগিয়া
উঠুক গীতি গো॥
আজি হৃদয়-মাঝারে জগত-বাহিরে, ভরিয়ে উঠুক প্রীতি গো।
আজি নূতন আলোকে, নূতন পলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোক দ্যুলোকে,
নূতন হাসিতে, বাসনা-রাশিতে জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো॥

দেহ বাঁধা আমার প্রাণ বাঁধা সেখানে।
খুঁজে প্রাণ কতই দেখি
কোথায় আছে কে জানে॥
তোমরা ধ'রে রেখেছ গো
ভেবেছ বাঁধাবাঁধি,
আমি সে চাঁদের পাশে ব'সে ব'সে কতই কাঁদি,
এ দেশের নয় গো সে চাঁদ,
বাস করে না কোন গগনে॥

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন সেই জনে॥
নিখিল শরণ-মাঝে, তারি ছবি প্রাণে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে জাগরণে।
এ মোহের মদিরা-ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর,
কেন রহে কিসে পড়ি, পাপ পঙ্ক পরশনে॥

শিখিছি মন দিতে, না জানি মন লইতে,
জানিলে কি এত দুঃখ সে পারে আমায় দিতে।
প্রেমে বাঁধিয়ে আমায় পাগল করেছে প্রাণে,
না দেখি উপায় নিজ মন ফিরে নিতে।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে।
আমি যেখানে যাই সে যায় পাছে
আমায় বলতে হয় না জোর ক'রে॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে সে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কতই রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলেম তাই, কে বলে রে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখ না কাছে
কচ্ছে কথা সোহাগভরে॥

কাঁচা বয়স দেখে নজর দেয় ভূতে।
কে যেন আছে পাছে ছমছম করে গা,
পারিনে একলা শুতে॥
নব-যৌবন যবে ফোটে, কোথা থেকে কত ভূত জোটে,
ফেরে পাবার আশে, আশে-পাশে আগু-পিছুতে।
ব্রহ্মদৈত্য লুকিয়ে দেখে, চ্যাংড়া ভূতে চিঠি লেখে,
আবার গলায় দড়ে জ্বালায় বড় যাচ্ছে গুঁতুতে॥
ভূতের ভেতর আছে বড় লোক,
এত বড় জিভখানা তার অতি ছোট চোখ,
গঙ্গা ময়রা হার মেনে যায়, সে যায় না কিছুতে।
আচুরে আব্দারে ভূত, প্যানপ্যানে ঘ্যানঘেনে ভূত,
নুনিয়ে নানিয়ে কাছে আসে যায় বিছানায় ছুঁতে,
নাকে কথা কয়,—পড়ে বোধোদয়,
আমায় দেয় না ঘুমুতে॥

বীণার ঝঙ্কার

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী

ঘুমের ঘোরে পড়ি ঢ'লে কাজে কি আর লাগে মন।
গোপালে জাগালে রাত করে জ্বালাতন ॥
কি জানি কি খাইয়ে দিলে,
মনের চাবি কেড়ে নিলে,
চ'লে যে পড়িনু ঢলে হারায়ে যৌবন।
গতর খাটাব ব'লে, সহরে এলাম চ'লে,
পরব না গায় দুখান দেখব না দশজন—
মিছে কি কদর তারি কাটানু যৌবন ॥

এস শুভদে বরদে শ্যামা।
শক্তি-পাবক-সেনা লক্ লক্ তারক দেব অভিরামা ॥
হেমগিরিবরশৃঙ্গে কঠোর তুষার তটভঙ্গে,
ভাববিভঙ্গিনি এস রণরঙ্গিণি জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে,
এসো অচিন্ত রূপ-হারা বর অভয়া তারা (গো)
কৃপা হাস বিকশি ত্রিযামা,
এস আকুলগলিত-হিমধামা ॥

অভাগিনী যায় সই অভাগিনী যায়,
কাঁদিয়ে কাটায় কাল কাঁদায়ে পালায়,
দাও সখি দাও বিদায় তোমরা রাধায়।
দেহে কৃষ্ণনাম লিখে দাও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও,
করে ধরি দেহ মোর ভাসিয়ে দিও যমুনায়
ভেসে যায় যেন গো মথুরায়,
রাধা-দেহ দেখেন *যেন শ্যামরায় ॥

রাজসিংহ ভূমিকায় শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্তী।

বীণার ঝঙ্কার

আজু কাঁহা মোরি হৃদয়াক রাজা
কাঁহা কাঁহা ঢুঁড়তহি হাম।
আপন শিরমে আপন হি কাটনু
কোন্ কাম্সে তেয়াগিনু ধাম॥
ধরম করম সরম ভরম
সবহি দিনু পানিয়ামে ডারি,
পিয়ার নাগর নটবর-শেখর,
কহল কাঁহাসে—কনকিয়া-ঠাম।
রোওত রোওত ধোয়ায়ত সোহি রূপ
কোহ জপতঁহি আজু হোসে নাম॥

প্রেমের ছলা—জুয়াখেলা খেল্‌তে গিয়ে
জিতবো বোলে ভরসা ছিল, সব যে আমার হারিয়ে গেল॥
রূপের ঘুমের সুখের স্বপন, কে জানে রে হবে এমন,
অঙ্কুরিত আশালতা নিরাশা-বিষে জ্ব'লে মলো।
ডুবে গেল হৃদয়ের চাঁদ, নিবে গেল চাঁদের আলো।

এখনও তরীতে আছে স্থান।
ছুটে এস উঠে এস, এই বেলা কাছে ব'স,
করো না জীবন অবসান।
দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙ্গে ঢেউ তুলে,
কূলে কূলে তুলে কত তান।
সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
সেই চির-আকুল পিয়াসে,—ঢেউ সনে মাখামাখি প্রাণ॥

এস ফিরে এস ফিরে এস গো (মা)
একবার পূর্ব্বাকাশে মধুর হাসি হাস গো।
এসেছিলে শুনি কানে, কবে হায় কেবা জানে,
কদাচ কখন গানে ভাসে গো। (তারা)
বহুদিন গেছে প্রাণ
বঙ্গে শক্তি অবসান,
কেমনে হবে মা তোর আবাহন-গান ;
তথাপি শঙ্করি এস,
ভগ্ন হৃদয়ে ব'স,
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো॥ (তারা)

মিস্ কুসুমকুমারী :—

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়াল।
সখী এমন চাঁদ আর কেবা পায়—
যে চাঁদে রূপ-চাঁদ এনে ঘরে যোগায়।
ও চাঁদ কর্ম্ম করেন খেটে মরেন এ চাঁদের তরে,
এ চাঁদ ধর্ম্ম করেন নভেল পড়েন শুয়ে শুয়ে ঘরে ;
বিনোদিনীর নেত্র যেন ইলেক্‌ট্রিক বাতি,
(তায়) বাবু বোকা শ্যামাপোকা পড়ে মাতি মাতি,
কবিকুলদাসী কয় করযোড় করি,
দর্শকের সদাই জয় কর হে শ্রীহরি॥

ঋণের দায়ে, মায়ে কাঁদায়ে, নিদয় প্রাণে কোথায় যাও।
দাসী হয়ে তব ঋণ শুধিব, কুশীরে আমায় ফিরে দাও॥
যেও না যেও না, ব'ধ না ব'ধ না, আমি যে অভাগী মা।
যাইতে দেব না, কভু ছাড়িব না, এই তো ধরিনু পা॥
তোমার হৃদয়ের দয়া এসেছে পায়ে পা তো ছাড়িব না,
নয়ন-জলে পা ভিজাইব পা তো ছাড়িব না॥

আমারি কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায়॥
আমারি রোপিত লতা ধরেছে কণ্টক-কুল,
আমারি আনীত নদী উথলিয়া উঠে কূল।
ছুটেছে আকুল মোর হৃদয়েরই তুলনায়॥
আমার তরণী লয়ে, চলেছে অকূল ব'য়ে,
আমারে ধরিতে গিয়ে, ভাসায়েছি আপনায়।
আমারি আশার ডোরে বেঁধেছি আমার পায়॥

অরুণ দেখিয়া পূরব চাহিয়া ধরিনু প্রভাত-গান।
এস এস বলি দিনু হিয়া খুলি, দিতে গো পিয়ারে স্থান॥
ছাড়িল গগন আঁধার সঙ্গ, অরুণে অরুণে মিলন রঙ্গ,
উঠিল প্রাণে প্রেমতরঙ্গ, ভাবি দুঃখ-নিশা অবসান।
আকুল নয়নে হেরিতে ছবি, দেখিনু জাগিয়া নিদাঘ-রবি,
প্রখর কিরণে জ্বলিয়া মরিনু যাতনায় দহে প্রাণ॥

বঁধু কি আর কহিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
মন-প্রাণ দিয়ে সব সমর্পিয়ে নিশ্চয় হইনু দাসী।
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
কে আর আমার আছে।
রাধা ব'লে আর সুধাইতে নাহি দাঁড়াতে আমার কাছে॥

এসো প্রাণ এসো, হৃদয় আবরি তোমায় রাখি হে,
এসো নিধি এসো আরো কাছে এসো,
আঁখি-পাশে এসো নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি হে!
এসো প্রফুল্ল ফুলদলসঙ্গ, মলয়-মারুত শত অঙ্গ,
এসো আবরি সকল অঙ্গ জীবন সনে রাখি আঁখি হে॥

জেনেছি তোমারে প্রাণ তুমি আমায় ভালবাস না—বাস না
তবু তোমার তরে সদা অশ্রু ঝরে
নয়ন কেন বোঝে না—বোঝে না॥
যতন করিলে রতন মিলে ছিল যে মনে ধারণা,
জেনেছি বুঝেছি প্রণয়েরি রীতি
যতনে রতন মেলে না—মেলে না॥

যমুনা-জলে ডার কুসুমকি হার ।

বিফল বিফল সখি করত শৃঙ্গার ।

বিফল ভামিনী, জাগল যামিনী,

বিফল মধুপান গজবরগামিনী,

কামিনী কামনা বিফল তুহার,

নাগর নটবর না আওল আর ॥

মিস্ সুশীলা ।—

যেমন আছ তেমনি থাক আবার কেন নয়না হান,

ভাঙ্গা পীরিত জোড়া দিতে আবার কেন ঝালিয়ে আন ।

সুখে থাক রসময়, তফাৎ থেকে বিদেয় হই,

দেখলে পাছে পড়ব প্যাচে, তোমরা যে চাঁদ ভেল্‌কী জান ॥

মন মানে আমার নয়ন তো মানে না,

মনেরে বুঝায়ে পারি নয়নেরে পারি না ।

তুমি যে পরেরি প্রাণ, পর-হৃদে অধিষ্ঠান,

এ দেহে থাকিতে প্রাণ, তোমায় ছেড়ে দিব না ॥

নেহার নেহার সখি ফুটেছে বিবিধ ফুল ।

মধুকর মধুপানে পাইয়া বিমল সুখ ॥

পরিমল চঞ্চল, বিমল কুসুমদল,

মলয়-মলয়ানিলে করিতেছে প্রাণাকুল ॥

"পরদেশী নাটকে" মনোমোহন থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ।

কেমনে কাটাব সারা রাতি রে সে বিনা (সই)।
পলকে না হেরে যারে বাঁচি না বাঁচি না (সই) ॥
রাখিয়ে হৃদয়পরে, যারে মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি বল, কেমনে জানি না (সই) ॥

থিয়া তাথিয়া নরমালী।
ঘোর-নয়না রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥
অট্ট অট্ট হাস ত্রিপুর-ত্রাস, প্রলয়-জলধি ঘন গভীরভাল,
দম্ভ বিনাশ, অসুর নাশ,—কোটি অরুণচ্ছটা চরণে বিকাশ,
আশ্রিত-আশ, মানস-সকাশ,
যামিনীরূপিণী অম্বে, জগদম্বে—
জয়ন্তী জয়দে মা কালী,
অম্বিকে ত্র্যম্বক-তারিণী কপালী ॥

এমন গাড়োল স্বামীর হাতে কেন পড়িনু হায়, দেখছি কোথায়,
গাড়োল বোঝালে বোঝে না কিছুতে মানে না,
শিং নেড়ে শুধু গুঁতুতে চায়।
ঝোপে ঝোপে বাস, থাকে দিনরাত,
সদা ভাবে আছে উপপতি-সাথ,
জ্বলে পুড়ে মরি সদা দ্বন্দ্ব করি,
রাগভরে আমার হাসি যে পায় ॥

শ্রীমতী ব্রজবালা দাসী।–

সিন্ধু।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে,
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ জীবন থাকিতে।
বাদী যদি হয় পরে, পরে কি করিতে পারে,
ভানু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে॥

(ও মা তারা) কত দিনে হব পার।
তারা তোমা বিনে এ দীনের গতি নাই মা আর॥
চাহ করুণা-নয়নে, বারেক দীন জনে,
হ'ও না মা কাতরা কৃপাবিন্দু-বিতরণে॥
দেহ শ্রীচরণ দাসে, মরি মা ত্রাসে, নিকটেতে এল কাল॥
(কালভয়-হারিণি)।

সুরট-মিশ্র।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে যে রতনে—
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠেরি ডোর, মণি হ'রে নিল॥

বাগেশ্রী।

নাথ তুমি বলেছিলে তোমা বই আর কারু নই হে
সে কেবলই কথার কথা হে—
না বুঝে করিলে প্রেম রাখিতে নারিলে হে—
কলঙ্কেরই ডালি দাসীর মাথায় তুলে দিলে হে ॥

সাহানা।

ভালবাসি ব'লে কি রে এত দুঃখ দিতে হয়,
অবলা সরলা বালা কত জালা প্রাণে সয়।
ভালবেসে এই হ'ল, মরণ নিকট এল,
প্রাণনাথ বদন তোল, চেয়ে দেখ রে আমায়।

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী।—

ভীমপলশ্রী।

যাবে কি হে দিন আমার
বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি,
আশা-পথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ,
আমি ভিখারী অনাথ
দয়া করি এ দাসেরে,
করুণা বিতর হে ॥

লাবণ্যপ্রভা।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

আমি তোমার জন্যে কাঁদি—
তোমার প্রাণ কি কাঁদে না রে।
কাঁদালে কাঁদিতে হবে, তাও কি তুমি জান না রে॥
প্রাণ তোমারে বেসে ভাল, আমার কি দশা হ'ল,
(আমার) কাঁদিতে জনম গেল,
(আমি) আর কাঁদিতে পারি না রে॥

ঝিঁঝিট।

আর জলে যাওয়া হ'ল না (আমার)
কদমতলাতে কালা করেছে থানা।
যে বেড়াত বনে বনে, সে কি নারীর মর্ম্ম জানে,
শঠের সনে প্রেম ক'রে সুখ হ'ল না (আমার)॥

ভৈরবী।

হা রে রে মন রাম-নাম নিতি লে রে—
পালনওয়ালা কর তার মেরে—
দেওনওয়ালা কর তার মেরে—
মাধব মুকুন্দ, সৃষ্টি-করণ লাগি—
গুরুকে চরণ পাপে ঘর, ঘড়ি ঘড়ি পলছন,
ভজ ভজ মুকুন্দ গোবিন্দ কৃষ্ণজি॥

ভৈরবী।

এস রে নয়নে, তোমায় লুকায়ে রাখি,
আর কারে না দেখাব, আমি ত নয়ন ভ'রে দেখি
তুমি নয়ন-রঞ্জন, তুমি হৃদয়েরই ধন,
তুমি মম হৃদয়ের পোষাপাখী—
এস নয়নে লুকায়ে রাখি ॥

কাফি-সিন্ধু।

অঞ্চল ছাড় চঞ্চল শ্যাম, ওহে গুণধাম।
(আমি দধি বেচিবারে যাই)
পথিমাঝে মরি লাজে, এ কি ত্রিভঙ্গ কানাই,
শিরের পসরা টলে, পাছে পড়ে ভূমিতলে,
কলঙ্ক দিবে সকলে, ঐ বড় ভয় পাই (আমি) ॥

খাম্বাজ।

যাতনা দিতে আমারে বাকি কি রেখেছ তুমি।
(আমি) গরলে সরল ভেবে, হয়েছিলাম অনুগামী ॥
বারে বারে জানি রে প্রাণ, ফিরায়ে দাও পরেরই প্রাণ,
ফিরে নিয়ে আমারই প্রাণ, বিরলে বসিয়া কাঁদি ॥

পূরবী।

যে যাবার সে যাক্ সই রে আমি ত যাব না জলে;
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে ॥
যাইতে যমুনার জলে, সে কালা কদম্বমূলে,
আঁখি ঠারি আমায় বলে, ফুলমালা দিব গলে ॥

ভীমপলশ্রী।

বাঁশরী বাজিল যমুনায়—(ও গো শ্যামের)
তোরা কে কে যাবি আয়।
বাঁশী বাজে বিপিনে, চিত না ধৈরয মানে,
রাধা রাধা রাধা ব'লে (বাঁশী) দুকুল মজায়॥

ভৈরবী।

রাধা-নামে অভিলাষী, রাধা নামে সাধা বাঁশী,
বাজে শুধু রাধা ব'লে।
আর কে বাজাবে বাঁশী কা'ল আমি গেলে চ'লে॥
বাঁশী তোরে যাব রাখি, শ্রীদামের মুখে থাকি,
রাধা রাধা ব'লে ডাকি, ভুলাবি সকলে॥

মিস্ ফিরোজা।—

যদি এসেছ এসেছ বঁধু হে, দয়া করি কুটীরে আমারি।
আমি কি দিয়ে তুষিব পূজিব তোমারে বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদিপর ছুটিয়া,
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া,
হাসিব গাইব ঢালিব চরণে নয়নেরি বারি॥
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার আশার অতীত মণি,
আজি আঁধারে, পথের ধুলায়, মাথার কুড়ায়ে পেয়েছি মণি,
যদি এসেছ দিব হৃদয়-আসন পাতি
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি—
রহিব পড়িয়া—দিবস-রজনী চরণে তোমারি॥

ফ্রান্সের সীমান্ত-যুদ্ধে আহত ভারতীয় যোদ্ধার তুষ্টির জন্য বিলাতের "গ্রাফটন রঙ্গালয়ে"

শ্রীরাধার ভূমিকায় মিস্ ভিক্টোরিয়া।

খাম্বাজ—তেতালা।

হমে ছোড়ি দে রে সেইয়া ছোড়ি দে রে,
ম্যায় নাহি জানে দুনিয়াদারী।
জোরা বরিসে পীরিত নহি হোগা,
তেরা পীরিত ঝক্‌মারি (হো হো মিয়া)
তেরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, আঁখিয়া লাল হোয়ে,
তোর নহি আওরে।
সতিনী ঘরকে মজা উড়ায়ে—
বেইমান কো অ্যায়সা হ্যায় দাগাদারী॥

বরওয়া—খেমটা।

আমি ঢের সহেছি আর ত সব না,
তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন যেচে পর্‌বো না।
বহু দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এখন পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর ত রব না॥

শ্রস্ নিত্যকালী।—

গোপনে প্রাণ সপে সই এত জ্বালা সইতে হ'লো,
কাঁদছে রে প্রাণ হচ্ছে আকুল, গোপনে সই সব যে গেল।
চেনা গেছে ভালবাসা, মিট্‌বে না সই প্রেম-পিয়াসা,
আশার আশা রেখে শুধু আশা কেবল সার হ'ল॥

ওরে আমার রূপসী সোনা, কথায় কথায় রাগ ক'র না।
মিনি দোষে রোষ কেন, কি দোষে দোষী বল না॥
যদি হয়ে থাকি অপরাধী, সে দোষেতে কি নাইকো ক্ষমা,
(আমি) থাক্‌তে বাসা বাবুই ভিজি, এ ত বড় বিড়ম্বনা॥

অদেয় কি আছে নাথ সকলি ত সমর্পণ.
করেছি গো ও চরণে জীবন যৌবন মন।
কত আসে কত যায়, তাহে কিবা আসে যায়,
যাবে যাক্ প্রাণ যাক্ ভেব না হৃদি-রঞ্জন।
ভালবাসি বটে দু'জনে, কিন্তু দাসী ও চরণে,
শয়নে স্বপনে সদা ভাবি আমি ও চরণ ॥

উপেন্দ্রনাথ সেন :—

ভৈরবী।

কোথা পঙ্কজমুখী দুঃখিনী জানকী রহিল।
বুঝি এত দিনে সোনার কমল শুকাইল ॥
আমা বিনা নাহি জানে,
আছে কি জীবিত প্রাণে,
আর ত জ্বালা সহে না ;—
সাগরে ডুবিব, অনলে পশিব, তায় যদি যায় যাতনা,
কে রে হেন নিদারুণ অতি প্রাণেরি প্রাণ হরিল ॥

———

খাম্বাজ।

এমন নয়ন-বাণ, কে তোমায় করেছে দান।
দর্পণে হেরিলে আঁখি, আপনি হবে সন্ধান ॥
নয়ন কটাক্ষ-তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অবলার প্রাণ ॥

———

লপেটা এয়ার।

গীত।

আয় রে আয় মোদের দলে কে আস্‌বি আয়।
মোরা গোল্লায় যাবার সোজা পথ দেখিয়ে দেবো ভাই॥
আমরা লপেটা এয়ার (উড়ে যাও বাবা)
কারেও করিনে কেয়ার,
শাস বার করা ছাঁটি হেয়ার (Hair) মরি কি বাহার,—
মোরা কোকেন ঠুকি, সিগারেট ফুকি, হুইস্কি ব্রাণ্ডি
উড়াই ভাই
আমরা করি জুয়াচুরি মোসাহেবগিরি—
বেখরচায় চ'লে যায় তোফা বাবুগিরি,—
যদি মারে চটি (সর্ষের ফুল দেখায় রে) নাহি চটি,
এমন পেটেণ্ট গুণটি কারো নাই!
আমাদের যা প্রাণ চায় তাই করি,
তাই মাঝে মাঝে যেতে হয় শ্বশুরবাড়ী,
বারে বারে খেতে দেয় কিন্তু ঘানিতে ঘুরে প্রাণ যায়।
আমরা কোলকাত্তাই বাউল চেহারা আউল (owl)
হাঁটুর নীচে জামার ঝুল জলখাবার ফাউল (fowl)
মোদের মহাতীর্থ গোল্‌ডগাজি ঝাঁটা লাথি প্রসাদ পাই,
কুত্তা কুকুর কু মোরা কুকড়োর গু
সমাজ করে হ্যাক থু, তবু লজ্জা নাহি তায়,
বাপ মা করে হায় হায় একবার ফিরেও না চাই॥

———

শ্রীযুত জে, কে, রক্ষিত।—

ভাটিয়ারী।

আমায় পাগল কৈর‍্যা গেলা রে।
প্রাণনাথ অনাথ কৈর‍্যা গেলা রে॥
কোন না জাওলার মাছন খাইয়া
আমি না দছিলাম রে, কড়ি,
তার জন্যে হইলাম বুঝি,
অল [illegible] ড়ি,
[illegible] ক্ষেতে
[illegible] রে হাত,
তার জন্যে হইল রে
বুঝি এমন বজ্রাঘাত,
কোন আয়তির সিঁতির সিঁদুর,
আমি ফেইলাছি মুছিয়া,
তার শাপে দারুণ বিধি
তোমায় গেল লইয়া রে॥

[illegible]কু বাবু।—

কমিক গান।

পাবনা জেলার মাঝির গান।

ওরে-ও মাঝি—ও মাঝির পো—ভাড়া যাবি
যাব না ক্যান কর্ত্তা—কনে যাবেন
এই সাপুর পাকুড়ে যাবা—কত নিবি—
দেড় টাকা নিব কর্ত্তা, আর খোরাকী—

আচ্ছা চল, চল, সকাল সকাল পৌঁছে দিতে
পারলে আবার বক্‌শীশ দিব এখন।
ও কছিমদ্দি ভাই—ও কছিমদ্দি ভাই—
ভারা পাইছি—আস, আস ঝট্ ক'রে আস।
বদর—বদর—ব'লে খুলে যাও—
বদর বইলে পালা তুলে কল্‌মা পইরে দাও পাড়ি।
ও ভাই মাঝি তামাক সাজি, গায়ে যাই চল তাড়াতাড়ি॥
—মাঝি ও মাঝি, সিগারেট ফুকি, কই তামাক
টামুক খাওয়াও—
এইখানে আইস।—
একজন মাঝি তিনজন দাড়ি,
এই পদ্মাপারে ঘর-বাড়ী,
(আর) নিত্য চড়ার উপর রাঁইধা খাই,
পৈঙ্গ পোড়া আর খিচুড়ি॥
ও মাঝি কোথা আলি রে।
আজ্ঞে বাবু ভাল বেড়ের গোড়ায় আলাম এইবার,
এইবার ঝট করে সাপুর কুলেতে
পৌঁছে দিব নে—বুঝছেন।
যদি ঝট ক'রে পৌঁছিবের পারি।
বাবু হবে খুসী ভারি॥
(তহন) গিন্নীর জন্যে বক্‌শীশ পাইব,
পাছা পাইড়া বোম্বাই শাড়ী॥
আইচি কর্ত্তা—লাবেন।

পুরুষবেশে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী—ম্যাডাম ফেভার্ট

কমিক।

বাঙ্গাল বৈষ্ণবী বেটীর গান।

বঁধু তোমার হাতে কেন দেখি জবর লাঠি।
তুমি মোবা মারবেরে কামান পাতিছ
আগলাতিছ মাছি,
আর কেন এহন তুমি গোঁপ্তা ছাড়
আমি রাঁধছি একটা খাট্ট বড়,
খাইয়া দাইয়া সইরা পড়
নইলে ঐ দেখছ এক জোড়া চটি।
আবার নাগর এসে ঐ পটাপট্ট পিটবে
এহনি আসিছে বাটী ॥
এহোন মোদের বিয়ে নয়, তোমার গোঁপ্তা কেডা সয়,
খোদার ভুলেতে জন্মাইছি মোরা
হইয়া বৈষ্ণবীর বেটী।
কত টাকার মালিক মোরা যাচি ভিক্ষা মাগি ॥

বাবু শশিভূষণ দে।—

সাগুন।

রসিয়া নাগর শ্যাম হারে কমনে গেল।
আমি অভাগিনী সারাদিন ধান ভানি;
কপাল চুয়ায়ে পড়ে ঘাম ॥
সে যদি আমার হ'ত, কপালের ঘাম মুছায়ে দিত,
খিলি বানায়ে দিত পান ॥

।প মল্লিক (ইভনিং ক্লব)—

ঝিঁঝিট-মিশ্র।

আমি সকলি স'পিনু তোরি পায়ে মা গো,
সুখদুখ কিছু বুঝিতে চাহি না।
যা তোমারি মনে আছে মা অভয়া,
হবে তাই তবে কিসের ভাবনা ॥
চরণ-কমলে ভরসা জননী, রেখো গো তাহে বঞ্চনা কর না,
চির-শোক-তাপ. তারিণী তুমি মা
তোরই পদে তাই জানাই বেদনা ॥

ভৈরবী।

পরাণ না গেলো।

যোদিন দেখিনু সই যমুনারি তীরে,
নাচত গায়ত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয়সই, কাহে বারি-তীরে পরাণ না গেলো ?
ফিরি ঘর আইনু না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচলি,
রোই রোই পিয়সই, কাহে লো পরাণি না গেলো ?
শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে বিপিন-মাঝে,
সব শুনন্ লাগি সই, সে মধুর বোলি, জীবন না গেলো ?
ধায়নু সই সোহি উপকূলে,
লুটায়নু সই শ্যামপদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি মরণ না ভেল ?

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।—

ভৈরবী ।

তারা ভূতের হাতে প'ড়ে এবার যাই বুঝি মারা ।
ও মা অনেকগুলোয় টানে আমায়, আমি জ্ঞানহারা ॥
দুর্ম্মতি দানব সাথে,
নাচ্চে দেহে পাঁচটা ভূতে,
আবার প্রলোভন ভূত, চেগে উঠে আমায় ক'রে ইসারা ।
সবাই ষড়্‌যন্ত্র ক'রে,
(মা) নে যায় আমায় পাপের তীরে,
আমি দেখে এদের ধরণ-ধারণ, ভয়ে হই সারা ।
হৃদয়ের কবচ গেছে খুলে,
ইষ্টমন্ত্র গেছি ভুলে,
তাই নিরুপায়ে জপি কেবল তারা, তারা, তারা ॥

শ্রীযুত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ।—

হাম্বীর ।

(সখি) কেমনে যাব যমুনায় ।
সে যে মুখপানে চায় করি কি উপায় ॥
রহে না রঙ্গে না সরম টুটিয়ে যায়,
পরাণ কেন গো তার চরণে লুটায় ;
রূপে কত সুধা তার নয়নে কি মোহ আছে,
ভয়ে মরি তারে হেরে আপন হারাই পাছে ;
আর ত যাব না জলে হেরিব না আর তায় ।
পরাণ কাঁদে গো সখি বল কি করি উপায় ॥

বিদ্যাধরীর ভূমিকায় অশ্বারোহণে কুসুমকুমারী।

হাম্বীর।

আজি সাজাবো তোমায় শ্যামা ওহে শ্যাম।
আসিছে ননদী ঐ দাসীরে হও না বাম॥
ত্যজ বাঁশী ধর অসি দয়া কর গুণধাম,
হও দেখি এলোকেশী নাশিতে রাধারি ভয়,
বনফুল-হার আর শোভা রাধার নয়;
বনমাঝে বনমালী, হেরিবে করালী কালী,
সাজিবে রক্তিম সাজে মোহন বঙ্কিম ঠাম।
ললাটে সিন্দূর দিয়ে কজ্জলে আঁকিব আঁখি,
চরণ-কমল ছুটি জবায় রাখিব ঢাকি,
নয়নে হেরিব হরি বদনে শঙ্করী ডাকি।
পূজিব পরাণ ভরি মুরারি পুরিবে কাম॥

কীর্ত্তন।

সাধ ক'রে সাজায়ে বাসর বসেছে রাই রাজবালা।
আশে-পাশে উন্মাদিনী কুঞ্জবনে আসবে কালা॥
পবনে শিহরে কায়, পথ পানে ঘন চায়,
কাকলী-লহরী ভাবে বংশী রাধার গুণ গায়, (ধ্বনিভাবে শুনি)
যত রঙ্গিণী সঙ্গিনিগণে, ফুল তুলি ফুল্ল-মনে,
(তারা শ্যামচাঁদে সাজাবে ব'লে) (তারা সাধের বাসর সাজাবে ব'লে)
অলি-কুল দলে দলে পড়ে বদনে।
সোহাগে কুঞ্জে গোপী বৃন্ত ফেলে গাঁথে মালা।
(সাধের বাসর সাজাবে ব'লে, গোপীগণ মালা গাঁথে)
(শ্যামচাঁদে সাজাবে ব'লে, গোপীগণ মালা গাঁথে)
(শ্যাম-অঙ্গে বাজবে ব'লে বৃন্ত ফেলে গাঁথে মালা)

শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

কালী-কীর্ত্তন।

হৃদি-কুঞ্জ-কাননে কে লো কামিনী।
অতি ঘন কৃষ্ণ কাদম্বিনী কোলে খেলিছে সৌদামিনী॥
কিবা মধুর মূরতি, রূপের অপরূপ জ্যোতিঃ
দেখে সরমে মরমে মরে মন্মথ রথী,
যেন কোটি চাঁদ নিংড়ান সুধা,
মায়ের সুধা-মাখা মুখখানি॥
রূপের নাহিক সীমা, প্রেমের কনক-প্রতিমা,
(আবার) শ্যাম-অঙ্গে মিশায়ে রূপ ধরে শ্যামা।
মায়ের অসি বাঁশী ভেদ থাকে না,
বনমালী মুণ্ডমালী॥

শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।—

মূলতান।

নাথ নাথ, করি আশা-পথ চাহিয়ে
আকুল হইল মন প্রাণ, এস নাথ মম প্রাণ, চাহি তোমায় অনুক্ষণ।
প্রিয় জন বিনা হেরি বিফল মম জীবন॥
তব পদে অপরাধ করিয়াছি কত শত,
নাহি কি মার্জ্জনা তার ওহে পশুপতিনাথ,
আমি যে তব চরণে হয়েছি শরণাগত,
দীননাথ তব দাসে আজিকে করহ ত্রাণ॥
এস নাথ আজি অনাথ তোমার দ্বারে,
তুমি বিনা নাথ এ ভব-সংসারে, চঞ্চল হইল চিত তব বিরহ-বিকারে,
তৃষিত চাতকে কর শান্তি-বারি বৃষ্টিদান॥

সাইলক্ বেশে—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী ।

লুম্‌-খাম্বাজ।

বৃথা দিন গেল মা তারা।
আমার কি হবে না জানি, অধমতারিণি,
দিন দিন ক্ষীণ হতেছি, জননি,
আর কত দিন বল্ মা শর্ব্বাণি,
সংসার-গরলে হই গো জরা॥
কৃপাময়ি সদা, তব কৃপা আশে,
আছি মা বসিয়ে, সংসার-বিদেশে
হয়ো না নিদয়া, ওগো মহামায়া,
নিজ দেশে দিশেহারা॥

শ্রীযুত সর্ব্বাধিকারী চরণমঙ্গল।—

করোনেশন গান।

আজ—মেঘ-মন্দ্রে, শ্লোক-ছন্দে ভুবনে উঠিছে তান।
আজ—ভারত ব্যাপিয়া, গগন ভেদিয়া, গাহিছে সকলে গান
আজ—ব্যথিত পরাণ, নহে ম্রিয়মাণ, শুষ্ক অধরে হাসি।
আজ—উদিবে মিহির, ঘুচিবে তিমির, বেদনা-যাতনা-রাশি।
আজ—নাহিক ক্লান্তি, ভেদ-ভ্রান্তি, দীনতা হীনতা নাই।
আজ—ক্ষেম-কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে, প্রজা সবে ভাই ভাই।
আজ—সাম্য-তন্ত্রে, শুদ্ধ মন্ত্রে, দীক্ষিত জর্জ্জ, মেরি।
আজ—পুণ্য আসন, করেছে বরণ, বাজায়ে শাসন-ভেরী।
আজ—হোক্ ধন্য, হোক্ পুণ্য, দেশ, কাল, লোকচয়।
হ'ক—কৃপায় বিধির, রাজ-দম্পতির চরণ কুসুমচয়।

শ্রীযুত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।—

পরজ-মিশ্র।

(আমি) তোর কথা কারে কব আর!
আমি লাজে ম'রে যাব যে তারা দেখে তোর ব্যবহার॥
কি কব দুঃখেরি কথা, (তারা) সবাই তোরে বলে মাতা,
তুই ঘুরে বেড়াস্ যেথা সেথা, আপন পর তোর নাই বিচার।
ও তোর সতীন মাগীর কপাল ভাল,
রূপে পতির মন ভুলাল,
ও সে মাথায় চ'ড়ে কাল কাটাল, তোর কপালে হাহাকার॥
ও তোর গুণের কথা কারে কত কই,
দেখে শুনে কাণ্ডখানা (আমি) অবাক্ হয়ে রই,
মিন্সের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে,
তুই বুকে লাথি মারলি জোরে,
তাই সর্ব্বনাশী ব'লে তোরে, মা বলা যে হ'ল ভার॥

সত্য ও কুমুদিনী (এডরণ্ থিয়েটার)

পু—আমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে দেখ গো পালায়।
স্ত্রী—একলা পেয়ে মজায় অবলায়॥
পু—তুমি কি না মজবার মত,
স্ত্রী—দেখ ঠাট জানে কত,
উভয়ে—কলে বলে কথার ছলে দেখ গো ভোলায়।
পু—ঐ দেখ প্রাণ নিয়ে পালায়,
স্ত্রী—ঐ দেখ মন নিয়ে পালায়॥

ভৈরবী—পোস্তা।

ভালবাসা-নিদানে।

পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু লেখা কোন্‌খানে॥
মুখপানে চেয়ে চেয়ে বছর করে পার,
একটিবার দেখতে প্রিয়ার চাঁদমুখের বাহার,
মাথায় তার ঝড় বয়ে যায়, তবু ঢেউ খেলে প্রাণে প্রাণে;
হক গে না সে চেরণ-দাঁতি, হক গে না সে খাঁদা,
হক গে না তার গলগণ্ড, হক গে না পেট নাদা,
তবু প্রাণ হেঁকচ পেকছ তার টানে॥
বঁধু শুধু বলতে শিখেছে,
দাঁড়িয়ে উঠা এক পা হাঁটা ভুলে গিয়েছে,
মরণ যে তুচ্ছ করে ভয় কি আছে তার মনে॥

শ্রীঅভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ও বেদানা দাসী।—

রঞ্জন—আমি এই চল্লুম,
মুক্তি—আমি এই ধল্লুম,
রঞ্জন—ছি ছি ছি কল্লি কি লো সর্ব্বনাশি!
মুক্তি—যেতে হয় যাও না চ'লে, আমি তো তাই ভালবাসি॥
রঞ্জন—তা' হ'লে বামন ব'লে এই বাড়ালুম পা,
মুক্তি—আমারও শয়নকালে পদ্মনাভ মাটী মাটী গা,
রঞ্জন—আহা! আহা! প'ড়ে যাবে,
মুক্তি—ছুট না হোঁচট্ খাবে, জ্বালায় কে মরবে জলে বল দেখি তা;
রঞ্জন—তাই তো পা চলে না, মন সরে না—বল না হয় ফিরে আসি;
মুক্তি।—কি বল্‌ব বুঝতে নারি, কাজ কি আঁখি-জলে ভাসি॥

সুশীলা ও এন, সি, বসু ।—

কমিক ডুয়েট ।

কেউ দেখে শেখে কেউ ঠেকে শেখে তুমি শিখবে না ।
তুমি দেখেও ঠক্‌বে ঠেকেও ঠক্‌বে হটে গিয়ে তবু হট্‌বে না ॥
এখন হটার পালা যাই, আমি ঠেকৃছি ঠক্‌ছি তাই,
যখন পাকা ঘুঁটিটি কাঁচবে তোমার বুদ্ধি তখন ফুট্‌বে না ।
হবে পর্‌দা বিবির পর্‌দা ফাঁকা, আর মুখ দিয়ে কথা সরবে না ॥
তুমি যতই খেল খেল্, আমায় যতই মার ঠেল্,
তোমার হটার পালাই থাক্‌বে খেলায় জিত পায়া আর রাখবে না ।
আমি পাকা খেলোয়াড় খেলব আমার পাকা ঘুঁটি আর কাঁচবে না ॥
তুমি যতই কর জাঁক, আমি হারাবো ঠিকঠাক্,
তুমি খুঁত না পেলে কিসে হারাবে, হারবে তবু পারবে না ।
তোমার সন্দেহ রোগ থাক্‌বে, হাজার দাওয়াই দিলে সারবে না ॥

সত্য ও বিন্দুবালা ।—

মিশ্র—খেমটা ।

ওহে ফুলবাণ আমাদের মের নাক ফুলবাণ ।
তোমার করব পূজা ধনুকধারি দিও না ধনুকে টান ॥
সাজায়ে ফুল থরে থরে, হৃদয়ে নৈবেদ্য ক'রে,
তোমার তরে দিবে ধ'রে বধো না কুমারী-প্রাণ ॥
জানি জানি হে অনঙ্গ ! নারীর সনে তব রঙ্গ,
ক'রে বালিকার ব্রত ভঙ্গ, ঘুচাও তার অভিমান ॥

পূরবী—কহর্‌বা।

ফুটেছে পারুল চাঁপা চামেলী জাতি।
ফুটেছে গোলাপ বেলা যূথী মালতী॥
আজিকে ফুলের সনে, মাতিয়ে সই ফিরি বনে,
ফুলের সনে আপন মনে যাপিব রাতি।
সে তো সই চায় না কার প্রাণ,
সদাই হেসে প্রাণ ঢালে সে চায় না প্রতিদান,
তারে না ক'রে সাথী, সে ফুলে মালা গাঁথি।
ছি ছি সই আমোদে মাতি,
যদি সই রাখতে সুখে, রাখব ফুল লতার বুকে,
নয়নে নয়নে করি প্রেমের আরতি॥

স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা ও নুটবিহারী মিত্র।—

(লুলিয়া)

বিয়ে কর্‌বি কি না বল্।
নইলে কিলের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে রক্ত করব জল॥
উঁহুঁ উঁহুঁ হুঁ হুঁ না,
(আমি) লড়ব লড়াই তোর সঙ্গে, তবু'ও বলব না।
(বটে) লড়বে মড়া মোর সঙ্গে, তোর এত হয়েছ বল,
একটা দমক খা দেখিনি খেলার বাজীর ফল॥
কিল খেয়ে কিল করেছি চুরি, আর তা করব না,
তোর খেলার কামড় সয়ে নিয়ে, এই উলটে দিলাম ঘা,
ভিরকুটি তোর ভাঙ্গছি তবে, বাইয়ে নে যাই চল।
পায়ে ধরি তোর ঐ কথাটি, ঐটি মারার কল।

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী।—

পিলু-বাঁরোয়া।

কি মধুর সুরে বাঁশী বেজে উঠলো শ্যাম।
এ কি তোমার লীলা, না বাঁশীর খেলা,
আমি বুঝতে নারি গুণধাম॥
একবার বাঁশী বেজেছিল যমুনারি কূলে,
সে স্বপন-কথা ব্রজবাসী গেছে হে ভুলে—
সে আকুল প্রাণে নাইক সাথী, শ্রীদাম সুদাম বসুদাম,
যমুনায় আর কি উজান, তুলবে সখা রাধার নাম॥

কীর্ত্তন।

বঁধু তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে।
(গরব বাড়ায়েছ হে, গরবিণীর গরব বাড়ায়েছ হে)
হেন মনে করি ও দুটি চরণ সদাই রাখিব বুকে॥
(ছেড়ে দিব না হে, রাঙ্গা চরণ ছেড়ে দিব না হে)
(আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রাখিব ছেড়ে দিব না হে)
আমার নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
(আমি নয়নে পরিব, নয়নের অঞ্জন ক'রে তোমায় নয়নে পরিব)
তুমি সে কালিয়ে চাঁদ।
(ওহে) জ্ঞানদাস কয় তোমার পিরীতি অন্তরে অন্তরে রয়॥

খাম্বাজ।

মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী, আনন্দেতে মেতে যাই।
একবার আমায় মাতিয়ে দে মা যেমন মেতেছিলেন রাই॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নাম-সুধা পানে,
তারা মাতুক যত নর-নারী, আমি দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই॥
নাম-সুধারস পান করিলে, ভব-ক্ষুধা যায় মা চ'লে,
(তারা) ও মা হয় যে মহাভাবের উদয়,
আমি সেই সুধা পান করতে চাই॥

খাম্বাজ।

আমার চোখে যদি লাগে ভাল কেন চাইব না।
দেখব কেবল মুখখানি তার তাও কি পার্‌ব না!
আঁখি আমায় দিয়েছে বিধি, দেখবো ব'লে নিরবধি,
নয়ন ভ'রে দেখবো তারে কারুর কথা শুন্‌বো না॥

ইমনকল্যাণ—মিশ্র।

হৃদয়-মৃণাল হ'তে ছিঁড়েছে কমল-দল,
শুকায়েছে বুঝি হায় এত দিনের অযতনে।
সুবাস বিকাশ ভরে, কে আর মাতাবে মোরে,
আর কার ছায়া ধ'রে জুড়াব এ জীবনে।
সুখ-আশা ফুরায়েছে, ভালবাসা কোথা গেছে,
স্মৃতিটুকু রহিয়াছে জড়িত সুখ-স্বপনে॥

সিন্ধু।

তোমায় চিনি গো চিনি গো তোমারে ওগো বিদেশিনি।
তুমি থাক সিন্ধু-পারে ওগো বিদেশিনি।
তোমায় দেখেছি মাধবী-রাতে, তোমায় দেখেছি শরদপ্রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদয়মাঝারে ওগো বিদেশিনি।
আকাশে পাতিয়ে কান, শুনেছি তোমারি গান,
তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনি।
ভুবন ভ্রমিয়ে শেষে, এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনি ॥

ঝিঁঝিট।

হরি হে আমার এই বাসনা।
আমার হৃদয়-মাঝে উদয় হও হে বংশীধারী কেলে সোনা ॥
বাজায়ে বোল রাধা বাঁশী, একবার ব্রজের খেলা খেল আসি,
আমার হৃদি হোক্ হে ব্রজের পাখী ও সুধানাম (ভোগ রসনা)
মন-চোরা রাখালবেশে, একবার ব্রজের খেলা খেল এসে,
আমার হৃদি হোক্ হে কদমতলা ও সুধানাম (ভোগ রসনা)
মন কদম্ব অলঙ্কারে, তারে কি সবাই ভুলতে পারে,
আমি ভজন-সাধন ছেড়ে দিয়ে তারই নাম করিব যে সাধনা ॥

খাম্বাজ—একতালা।

আমি নিতি নিতি কত রচিব শয়ান, আকুল পরাণ রে।
আমি নিতুই বনে করিয়ে যতন কুসুম চয়ন রে।
শারদ যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাইবে চলিয়া,
কত নিশির স্বপন, উদিবে তখন, প্রভাতে যাইবে ঝরিয়া।
যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া মরিব কাঁদিয়া রে,
সে চরণ পাইলে মরণ মাগিব কাঁদিয়া সাধিয়া রে।
যেন কার পথ চাহি এ জন্ম বাঁধি কার দরশন যাচি রে,
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, তাই আমি ব'সে আছি রে॥

বেহাগ-খাম্বাজ।

সে পুরান দিনের কথা ভুল্‌বি কি রে হায়।
চোখের দেখা প্রাণের কথা ভোলা কি রে যায়॥
আর একটিবার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয়।
দুঃখের সুখের কথা কব প্রাণ জুড়াব তায়॥
ভোরের বেলা ফুল তুলেছি ফুলের কি বালাই!
বাজিয়ে বাঁশী প্রাণ জেনেছি বকুলতলায়॥
মাঝে হলো তাড়াতাড়ি গেলাম সে কোথায়,
আবার যদি দেখা হলো তবে প্রাণের মাঝে আয়॥

উন্মাদিনীবেশে ফরাসী অভিনেত্রী।

বেহাগ-খাম্বাজ।

রূপ দেখে ভালবাস সখা পায়ে ধরি ভালবেস না সখা হে—
স্বপনেরি মতন রূপ অনুরাগ, ঘুম ভেঙ্গে গেলে রবে না সখা হে।
রূপেরই আকার তরুণ তপন, তাহে কর সখা প্রাণ সমর্পণ,
প্রতি প্রভাতে বাঁধিবে সোহাগে সেরূপ মলিন হবে না সখা হে।
ভালবাস যদি প্রেমেরি কারণ,
সে ভালবাসাতে করিনে বারণ,
ভালবাস যদি জীবন মরণ,
আঁখি কারো পানে চাবে না সখা হে॥

আসি ব'লে সে গেছে আমার।
আসি ব'লে যে যায় চ'লে, ফিরে ত আসে না আর॥
হাসিটুকু চুরি ক'রে, আসবে কি সে প্রমোদভরে,
দুঃখের বোঝা চাপিয়ে গেছে প্রাণের ভিতরে;
বদন ভ'রে ডাকবে মোরে একটিবার॥
সে আমারি আঁধার প্রাণে, হেসে শুধু আলো আনে,
পোড়া মন জেগে উঠে তার মধুর তানে,
বড় ভালবাসা তার হৃদিমাঝে হাহাকার॥

শ্রীমতী ঊষাবালা দেবী।—

সিন্ধু-ভৈরবী।

প্রেম-সিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ।
রসিকে পার হ'তে পারে অরসিকের আতঙ্ক
চাতুরী তরী, তাহে মান ভুজঙ্গ।
প্রবল বিচ্ছেদ-বায়ু কখন্ কি করে রঙ্গ॥

ভৈরবী।

এবার বুঝি আমার ভাগ্যে পিরীতি সইল না।
সাদা প্রাণে কালি দিলে, তার ভাল হবে না॥
শুন ওহে গুণনিধি, আমি কি অপরাধী,
যার জন্যে করি চুরি সেই হ'ল বাদী,—
এত ক'রে যোগাই মন তবু ত তার মন পেলাম না॥

খাম্বাজ।

গভীর যমুনার জলে, ডুবু ডুবু প্রায় তরী।
অস্থির হতেছি প্রাণে, অবলা আতঙ্কে মরি॥
পড়েছি শ্যাম ঘোর অকূলে, লও আমারে কূলে তুলে,
বিকাইব বিনামূলে, (তোমার) ও রাঙ্গা চরণে হরি॥
চতুর লম্পট শ্যাম, রাধারে হও না বাম,
পলকে ডুবিল শ্যাম, মন সমর্পণ করি॥

ভৈরবী।

আমি বেচি পানের খিলি।
দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়ি, সন্ধ্যা হইলে দোকান খুলি
আমার পুরুষ-রতন,
বেরিয়ে গেছে ভোরের বেলা, ফেলে এই রতন,
দিয়ে নথে নাড়া, দি গো সাড়া,
বেচতে বসি পান,
কত রং-বেরঙের বাবু ভায়া চেয়ে চেয়ে যান ;
দিয়ে দাঁতে মিশি, মুচকে হাসি,
(বলে) প্রাণ আছে পান খিলিওয়ালী ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

ঘোষের দহি নিবি গো,
খাঁটি দুধের দহি দেখে নে না।
সাজ পাতা দহি দেখ্‌লে যায় গো চেনা ॥
কেঁড়ে আঁচল দে মুছে,
বাঁটের মুখে দুয়ে দিছি দুধ, কথা নয় মিছে,
মাটা তোলা নয়কো দুধ এই বাজারের কেনা ॥
যাদের জন্মো অরুচি,
এক ফোঁটা দই জিবে দিলে মুখের হয় রুচি,
কত রসের নাগর, পরের পাগল,
ভালমন্দ বাছে না ॥

"তোমার জন্য আমি মরি।"

তুফানী নাটিকায় 'জাফরে'র ভূমিকায় নটকুলচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও 'মীনাবিবি'র ভূমিকায় প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী চারুশীলা।

খাম্বাজ-মিশ্র।

ফুটেছে কমল-কলি আপনি এসে জুটলো অলি।
সে কেন শুন্‌বে মানা মিছে কেন বলাবলি॥
গোপনে কমল বিকাশে,
মনে মনে মন জানে তাই ভ্রমরা আসে,
যারে যে ভালবাসে সে যায় তার কাছে;
জেনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে ঢলাঢলি॥

সিন্ধু-মিশ্র।

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।
(ও প্রাণ) কেমন কেমন করে, আমি বুঝ্‌তে পারি না॥
আমি আস্‌ছি ধান দূর্ব্ব নিয়ে, মামুজী করবে বিয়ে;
গলাগলি ঢলাঢলি কর্‌ব দুজনা॥
তোমার মুখখানি কি চমৎকার, দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার,
যদি ভালবাসিস্ সাম্‌লে থাকিস্ দিস্‌নে গো ভাই প্রাণে হানা॥

সিন্ধু।

পার কর হে বংশীধারী।
তরঙ্গেতে রঙ্গ কর মুরলীধারী॥
আমরা নব নবীনা—গতি নাই শ্যাম তোমা বিনা,
তরণী ডুবাও কেন—ক'রে কত ছল-চাতুরী॥

সাহানা-মিশ্র ।

দিনে দিনে বাড়ে গো যৌবন, বলি আ মরণ !
বুড় হলি চুল পাকালি (দাঁত পড়ালি) তবু ছেনালি এখন ॥
রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে, খোঁপা বাঁধা টেড়া চুলে,
(বলি) দর্পণ খুলে যায় না দেখা মুখখানির বরণ ॥

উপেন্দ্রনাথ সেন ।—

তোড়ী-ভৈরবী ।

বিপদ্-বারণ, তুমি নারায়ণ,
লোকে বলে তোমায় করুণানিদান ।
তবে কেন হায় লুণ্ঠিত ধূলায়,
স্বর্ণচূড়া স্বামী ভুতলে শয়ন ॥
কি দোষ পাইয়া পতিরে আমার,
কপট সংগ্রামে করিলে সংহার,
দয়াময় তব এ কি ব্যবহার,
কেন বা কাঁদালে অবলার প্রাণ ।
যে আগুনে প্রভু জ্বালালে আমায়,
সে আগুনে তুমি জ্বলিবে নিশ্চয়,
জানকী পাইবে পুন হারাইবে,
কেঁদে কেঁদে দিবা হবে অবসান ॥

দেশ-বিভাষ ।

বসন পর মা, বসন পর মা, বসন পর মা তুমি ।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি গো,
কালীঘাটের কালী তুমি, কৈলাসে ভবানী মা,
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী গোকুলে গোপিনী গো,
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী,
কত দেবতা করেছেন পূজা দিয়ে নরবলি,
কার বাড়ী গিয়েছিলে, কে করেছে সেবা মা,
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত জবা গো,
ডানি হস্তে বরাভয়, বাম হস্তে অসি,
কাটিয়ে অসুরের মাথা ফেলিছ রাশি রাশি,
অসিতে রুধিরধারা, গলে মুণ্ডমালা মা,
হেঁট-মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো,
মাথার প্রভা মা তোর, ঠেকেছে গগনে মা,
মা হয়ে পাগলের কাছে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥

ইমন ।

তোমায় জানি জানি জানি হে নাগর ।
কপট লম্পট শঠ, রমণীর মনচোর ।
গুন গুন স্বরে তুমি নানা ফুলের মধু খাও,
যখন যার কাছে থাক তখনি তার মন যোগাও,
সে ফুল শুকায়ে গেলে, কর তারে অনাদর ॥

"খাসদখল" নাটকে ঠাকুরদাদার ভূমিকায়
শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।

[illegible]।

শুনিলাম নাকি, নিদারুণ মানে মানিনী হয়েছে সই,
সন্ন্যাসিনী-সাজে আজি হয়েছেন মদনজয়ী ॥
ভাঙ্‌বো তোমার মান, (সখি)
হান্‌বো ফুলবাণ,
হোক্ না যতই কঠিন পাষাণ প্রাণ,
ভেঙ্গে দেব ফুলের ঘায় সই।
ছাড়তে হবে প্রাণধনে,
কাঁদতে হবে ঢের,
সাধতে হবে না'ক ধরি পায়, নহিলে মদন আমি নই ॥

কাফি—গজল।

তেরা নাউল দাদা ইয়ার সাহা হ্যায়।
তোহারি পেয়ারা জানকা কলিজা,
নাদের গুলকে ডালিকা, নাদের কলিজা
সাহা গুণসন্ পেয়ারা তেরা,
সত্য হ্যায় ছুস্‌মন ওয়ালা দেখনা বড় কি নাম পেয়ারে।
আব নহি সুলতান, আব নহি বেইমান।
নাদেরে বড়কে জানা।
আঁখা পেয়ারা, জানো পেয়ারা,
আস্‌মান কি তেরা পেয়ারা,
বেইমান কি তেরা পেয়ারা তেরা পেয়ারা পেয়ারা ॥

মূলতান।

আগে ভালবাসা জানাইলে প্রাণ ব'লে।
শেষে ছলনা করিয়ে আমার মন নিলে ॥
প্রথম মিলনকালে করিয়ে যতন,
শেষে অকূল পাথারে মোরে ভাসাইলে ॥

এ, পি, চ্যাটার্জ্জি ও বেদানা দাসী।—

চা ওয়ালা— কে নেবে গরম গরম টী।
পাঁউরুটীওয়ালী।— বাক্স খুলে নাও গো তুলে তাজা পাঁউরুটী ॥
চা-ওয়ালা।— তোমরা চেকে নাও—চিনে,
আসামের চা নয়কো আমার খালি দিই টিনে,
প্যাকিং করা, মার্কা মারা, নয় তো গো মাটী ॥
পাঁউরুটীওয়ালী।— আমি কিনি রোলার মিল,
যাঁতা-ভাঙ্গা নয় তো ভুষি থাকে না এক তিল,
তাতে গড়া গরম কড়া, ব্রেড পরিপাটী ॥
চা ওয়ালা।— এ চা তৈরী খুব ষ্ট্রং,
কেটেল্ খুলে দেখাই ঢেলে আল্‌তাপানা রং,
সুগার দেওয়া, উড়ছে ধোঁয়া, কেন এক বাটি ॥
পাঁউরুটীওয়ালী।— খেলে আমার এ বিস্কুট,
পিক্, ক্রেয়ান, আর হণ্টলে পামার, ক'রে দেব ছুট,
এরারুটে গড়া বটে শোন গো কথাটি।
চায়ে ফেলে·খাও গো তুলে সুখ পাবে খাঁটি ॥

ডুয়েট—(রাজাবাহাদুর)

যে দিকে চাই খালি জাল।
কি দিন পড়েছে বিষম কাল॥
কুরুচি সুরুচি, ধর্ম্মে অভিরুচি,
যেন ভেজাল তেলে ভাজা লুচি,
গলায় পৈতে প'রে মুচি চালাচ্চে বামুনি চাল॥
সব ভাই ভগ্নী আর সোয়ামি ভার্য্যা
হাঃ হাঃ হাঃ
কেবল রক্ষা, চক্ষু-লজ্জা চসমা দিয়ে চোখে আল্।
সব জাল কত্তা আর জাল গিন্নী,
শাল-গেরাম আর পীরের সিন্নি,
হিঃ হিঃ হিঃ
ধন্যি ধন্যি ধন্যি মান্যি মান্যি জালের চাল,
যার যত ক্রিয়া-কর্ম্ম, জালে ঢাকে গাত্রচর্ম্ম,
কালের ধর্ম্মে ধর্ম্মবুড়ো দেয় না হুড়ো নইলে হাড়ির হাল
জাল করে যে দেশহিতৈষী,
সাজেন সবাই মাসী পিসী,
হোঃ হোঃ হোঃ
ঐ দিশী বোলে কুলোয় নাকো—
ইংরেজী গাল ঝাড়ে দেখ,
হিঃ হিঃ হিঃ
ভূতের ভয়ে জড়সড় জালে ধরে খাঁড়া ঢাল॥

খাম্বাজ।

কে যায় ঐ মহামুনি বামে চূড়া হেলাইয়ে।
ভাবে ঢল ঢল টল টল হরিনামে মন মাতায়ে॥
হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে,
হরি নন্দেরি নন্দন শ্রীমধুসূদন, তার হে অধীনে॥

প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।—

সিন্ধু—যৎ।

শবাসনপরে কে রণে বিহরে, অস্থির হয়েছে সহ কূর্ম্ম ফণী,
নেচ না নেচ না করি গো মানা, ধরা ত না ভার সহিবে জননি।
বাম করে অসি, হয়ে এলোকেশী, শোভিছে ললাটে শরদের শশী,
নাশিছ তিমির বরণে তিমির, বদনে ঝলকে যেন রে দামিনী।
নরমুণ্ডমালা গলে সুশোভিত, ভয়ঙ্কর বেশ কেন মা ধরেছ,
ও রূপ ত্যজিয়ে হৃদয়-মন্দিরে, বাঁকা হয়ে দেখা দে গো মা তারিণি॥

আড়ানা—তেতালা।

(তিলানা)

ও তা তা তা দের না ইয়ার দানি তাদিয়া নারে দের তেলেনা
ও দানি তোম তা না না নেতে তানা দের না দের না রে দের দের দানি।
নাদের দের দানি তোম দের দানি তোম তা না না ন তারে নারে
তা দেরে দানি দোম্, তাকিটি তাক্ ধুম কিটি তাক্
নাগদিং কড়ান্ কিটি তাক্ তা ধুমা কিটি তাক্ ধুম কিটি
ধিংতা কড়ান নাগদিং ধা॥

কাফী—যৎ।

মেরো না কুমকুম শ্যাম, ঐ সে রাধিকার গায়,
বাজিবে কোমল অঙ্গে, ধরি হরি তব পায়।
তব বাঁকা অঙ্গ কাল, আবীরে শোভিবে ভাল,
এস হে নন্দ-দুলাল, লাল করি তোমায়।
লাল পিচকারী জলে, বসন ভিজায়ে দিলে,
অঙ্গ-রাগ প্রকাশিলে, মরিবে প্যারী লজ্জায়।

খাম্বাজ—তেতালা।

কিবা সুন্দর উপবন শোভা, সৌরভে মুনি মনোলোভা
বিকসিত উপবন অলি আকুল মৃদুমন্দ সমীরণে
করিছে ব্যাকুল, নাথ বিনা নলিনী হীনপ্রভা।

ইমন—আড়াঠেকা।

ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ভয়হরা তারা
অসিকরা অকলঙ্ক শশিশেখরা।
জগত-জনের মাতা, উদরস্থরে অন্নদাতা,
কালপ্রাপ্তা পুন সেই জীবের জীবনহরা।
মহিষাসুর-মর্দ্দিনী ত্রিভুবনমোহিনী
ত্রিশূলধারিণী জটাজূটধরা।
রামশঙ্কর বলে, এই কর লয়কালে,
দুর্গা বলে যেন মোর রসনা মধুরাক্ষরা॥

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র—

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়।

খাম্বাজ—তেতালা।

কে গো কাল-কামিনী মোহিনী,
শবোপরি নিবাসিনী, চঞ্চল-নয়ন গজগামিনী।
মুখে অট্ট অট্ট হাসে, সঘনে দনুজ নাশে,
আশুতোষে সদা তোষে, রণে রঙ্গে উলঙ্গিনী॥

বেহাগ—তেতালা।

(খ্যাল)

লঙ্গর টাঁঠ মগ মগ রুকত, রি সজনি?
পিয়া বাট, পানিয়া ভরণ সাগর কো জাউঁ।
হুঁ ব্রজনারী মোরি জাত হুঁ
রার কর গোকুল কো ছোরা॥

গায়ক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।—

ছায়ানট্—তেতালা।

দীনতারিণি গো আমায় রাখ মা পদে চিরতরে,
বিপদ যে পদে পদে তাই ভাবি দিন যায়।
ভকত জনে তুমি কৃপা কর শুনি,
ভক্তিহীনের গতি কি হবে গো জননি?
অধম গোপেশ্বরে দাও ব'লে সে উপায়॥

———

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র

গায়ক—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিশাযাগ—ঝাঁপতাল।

কে তুমি মোহন শিশু আলো করি বিপিনে,
চলেছ উদাসভাবে হরি হরি বদনে।
কোন দিকে নাহি মন, চৌদিকে গহন বন,
ভয় ক্লেশ ক্ষুধা তৃষা, জিনিলে হে কেমনে।
যথা বৃক্ষে ফল আশে, তাকাইলে ঊর্দ্ধদেশে,
দৃষ্টি পড়ে উচ্চতম, স্বচ্ছ নীল গগনে।
তথা ব্যথা পেয়ে প্রাণে, ডাক দুঃখে নারায়ণে,
পেলে তাঁরে কোন জ্বালা, রবে না এ জীবনে।
সরল ভকতিগুণে কিনেছ হে ভগবানে,
যোগে পরাজিত ক'রে, বালকের সাধনে।
সোজা প্রেমে সোজা ভাবে, বিমল প্রীতি প্রভাবে,
পেলে দিব্যগতি শুদ্ধ ডেকে পদ্মলোচনে।
বিজয় যাচে তোমারে, দয়া ক'রে বল তা'রে,
কি হ'লে সুলভে মিলে, সে করুণানিদানে ॥

আশাবরী—তেতালা।

তব চরণ-কমলে কবে চির-শরণ পাব বল দীনজননি।
ভবসাগর পার হ'তে কেবল সম্বল তব পদতরণী।
নিত্য ভবে মজে ভুলিয়াছি তোমার নির্ম্মল গুণ-কাহিনী।
জ্ঞানহীন দীন গোপেশ্বর-প্রতি চাও গো মহেশ-ভাবিনি ॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরে ধীরে ধীরে কাল-স্রোত-নীরে বরষ ভাসিয়া যায়,
ফিরিবে না আর অনিবার গতি জানি না কোথায় ধায়।
ফুটেছিল কত কুসুম সুবাস, বিতরি সমীরে সুরভি নিশ্বাস,
শুকায়েছে সব গিয়েছে গৌরব, চিরতরে তারা গিয়েছে হায়।
আশার লহরী নব নব রঙ্গে, ফুটিয়াছে কত সুধীর তরঙ্গে,
না হ'তে নিরাস প্রাণের পিয়াস, মিশিয়ে গিয়েছে অনন্তকায়।
যত্ন পরিশ্রম সুখ দুঃখ-ভার, হরষ বিষাদ আলোক আঁধার,
তাঁর চিত্রখানি স্মৃতি পটে আনি, বিগত বরষে দাও বিদায়॥

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা।

এস গো মা ভবরাণি! ভবভয় নিবারিতে,
আজি তব আগমনে, নাহি দুঃখ এ জগতে।
তোমার সন্তানগণ, দুঃখ পায় আজীবন,
তাই কি মা ক্ষণতরে, এস গো তুমি ভুলাতে।
বর্ষান্তরে এস ব'লে, আশা করে মা সকলে,
অশান্তি না রবে ভবে, তব শ্রীপদছায়াতে।
অধম গোপেশ্বরে, যদি তার কৃপা করে,
নৈলে তা'র নাহি গুণ, পারে চরণ লভিতে॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

উমাকে বিদায় দিয়া কেমনে রব ভবনে,
সুখের পর যে দুঃখ সে যে বড় লাগে প্রাণে।
ভবানী এ ভবে আসি, নাশিল ভাবনা-রাশি,
কিন্তু শঙ্কর আসি, রাখিল না এ ভুবনে।
উমার বিদায় শুনে, কাঁদে জগজ্জনগণে,
সে যে জগত-জননী, কিরূপে বাঁচে মা বিনে।
শুন গো ভব-ভাবিনি! দীন গোপেশের বাণী,
চির-সুখে যেন থাকে তোমার সন্তানগণে।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র কে, মল্লিক।—

কাফি—তেতালা।

জীবন বৃথা মম যায়, হায় তারা!
ক্ষণ লাগিয়ে ভাবি না কি হবে শেষে
এবে দেখি দিনে দিনে হয় আয়ু ক্ষীণ
পদে রাখো গো দীনতারিণি!
তব পদ-সেবক বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর,
সে পদ কিরূপে পাবে অধম গোপেশ্বর,
তবে যদি নিজগুণে তার গো ভব-ভাবিনি।

———

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র,
অনরেবল্ স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহোদয়ের গায়ক
শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরট—একতালা।

তোমার চরণে কেমনে শরণ পাব বল গো তারা।
ভক্ত মুক্তি নিজ গুণে লভে, তারে তারিলে করুণা কি হবে,
যে জন তোমার ভকতি না জানে, তারে তার ভব-দারা।
নিন্দিত জনে তারিলে তারিণি, তাতে ক্ষতি কিছু হবে না জননি,
তব দয়াময়ি নামের মহিমা, রাখো গো ত্রিপুরা।
যাচে গোপেশ্বর কর জোড় করি, তার দুঃখ নাশ কর গো ঈশ্বরি!
সে যেন অন্তে তোমার চরণে স্থান পায় মা অধীরা॥

বিভাস—একতালা।

গিরীশ-নন্দিনি মহেশ-ভাবিনি, গণেশ-জননি ভুবন-পূজিতে,
সংসার-দহনে লোভের তাড়নে, তব কৃপা-গুণে পারি মা জুড়াতে।
দীন-সুত হেতু কাঁদে বুঝি মন, তাই কি ছাড়িয়া কৈলাস-ভবন,
অবসন্ন দেহে নূতন জীবন, দিতে কি এস মা আঁধার জগতে।
তবে মনোমাঝে পাতিয়া আসন, খুলে দাও মা গো সংসারবন্ধন,
দেখে পাদপদ্ম জুড়াই নয়ন, এড়াই যেন মা আসা-যাওয়া হ'তে।
কহে গোপেশ্বর করি জোড় কর, যে চরণ পেলে অমর পামর,
দুঃখী ব'লে মা গো এত অনাদর, দেবে না তরাতে এই দীন সুতে॥

সঙ্গীতগুরু স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।—

সিন্ধু—তেতালা।

মিছে দিন গেল হায়! ভাবি না কেন তোমায়, হে জগদীশ্বর

করুণাময়! মন যে মূঢ় অতি, ভুলিয়াছে সে সুমতি,

কুমতি ঘিরেছে তাই কভু পথ ছাড়ে না।

তব পদে, পদে পদে কত অপরাধ করি,

তবু তুমি নিজগুণে দয়া বিতরিছ হরি,

তাই অধীন যাচে তব করুণাকণা॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

জয় শিব শঙ্কর, শিঙ্গা-পিনাকধর,

শশি-শেখর শ্মশান-বিহারী।

জিনি রজত-ভূধর, গৌর কলেবর,

ভস্মভূষিতাঙ্গ দ্বীপিচর্ম্মধারী।

শিরে জটাজাল, ফণি-বিজড়িত,

গরল-নীলিমা গলে রাজিত,

ঢল ঢল আঁখি, আধ নিমীলিত,

ঘন ঘন ববম্ বম্ বম্ শব্দকারী!

ধ্যানে মগ্ন মহাদেব দেবেশ

সন্তোষ-সাগর দেব মহেশ,

গোপেশ্বর-হৃদে সদা কর বাস,

যোগিজন-মনোমোহন নরকান্তকারী॥

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা।

তব রূপ অনুপম বর্ণিতে কেহ না জানে,
ত্রিজগত বিমোহিত তোমার বাঁশীর গানে।
সংসারে সৃজন করি, খেলিতেছ বংশীধারী,
মায়া কে বুঝিবে হরি, অন্ত নাহি সে বিধানে।
তব নাম গোপেশ্বর, যেন ভাবে নিরন্তর,
এই ভিক্ষা যাচি প্রভু তোমার রাঙ্গা চরণে॥

লুম-খাম্বাজ—যৎ।

ভজ মন হরি নাম ছাড় অনিত্য বাসনা,
তাঁরে আরাধিলে যাবে বিষম ভবযাতনা।
একমাত্র যিনি সার, সর্ব্বজীবমূলাধার,
নিশি-দিন নাম তাঁর, কেন করে না রসনা।
বিষম বিষয়বিষে, মত্ত হয়ে আছ ব'সে,
কি দশা যে হবে শেষে, নিমেষ সে তা ভাব না
জলবিম্ব সম প্রাণ, তারে ক'রে নিত্য জ্ঞান,
সতত ভুরিত ধ্যান, এ কি ঘোর বিড়ম্বনা।
দারা সুত ধন-জন, যাহারে ভাব আপন,
সকলি জানিবে মন স্বপন মম কল্পনা॥

নারাজোলাধিপতির সঙ্গীতাচার্য্য— সঙ্গীত-বিশারদ

জয়জয়ন্তী — ঝাঁপতাল।

ও মা মহেশভামিনি! কি হবে সে দিনে তারা,
যবে ছাড়ি চ'লে যাব, ভাই বন্ধু সুত দারা।
যাব কোন্ দুর্গম পথে, কেহ ত যাবে না সাথে,
সম্বল কেবলমাত্র, তব নাম বিপদ-হরা।
মিছে দুদিনের তরে, পাঠালে গো এ সংসারে,
তাও সদা ভেবে ভেবে, নিশি-দিন হই সারা।
গোপেশ্বর তব পদে, অপরাধী পদে পদে,
কিন্তু মা শেষ বিপদে দেখা দিও গো ভবদারা॥

সুরট — তেতালা।

কাতর অন্তরে ডাকি হে শ্রীহরি,
ভক্তি স্তুতি তব জানি না,
দয়া করি তার হে নিজগুণে ভবের কাণ্ডারী।
তব ইচ্ছাতে কভু বিশ্ব সৃজন হয়,
কভু পলকে কর লয়,
সকল প্রাণীতে তব দয়া সমভাব,
অধম গোপেশে কেন তার না মুরারি॥

সুরট—আড়াঠেকা।

কে জানে মহিমা তোমার, বুদ্ধীন্দ্রিয়-অগোচর তুমি বিশ্বাধার
ব্রহ্ম-আদি দেবগণ, তব মায়ায় অচেতন,
তুমি হে জীবের জীবন, সর্ব্বসারাৎসার।
বেদে নাহি পায় অন্ত, তোমার হে রাধাকান্ত,
বেদান্ত তোমায় কহে নিত্য নিরাকার ;
সাংখ্যে নাহি সংখ্যা পায়, পাতঞ্জল নিরুপায়,
পুরাণে নিয়ত গায় সচ্চিৎ-সাকার।
দর্শনে দর্শন ভার, জ্ঞানে বুঝি সাধ্য কার,
কিন্তু ভক্তিরজ্জু দ্বারা বদ্ধ অনিবার।
যে জন যে ভাবে ভাবে, প্রকাশ হও সেই ভাবে,
ভাবের অভাব ভাবে ভাবনা অপার।
তুমি রমেশ উমেশ, তুমি গণেশ দিনেশ,
তুমি আদ্য নির্ব্বিশেষ, বিশেষ নাহি যাঁর :—
ব্যাখ্যা মাত্র আখ্যা ভেদ, বস্তুতঃ নও অপ্রভেদ,
হরি হে! করহ ছেদ এ-ভেদ আমার॥

ইমন—তেতালা।

দয়াময় নিজগুণে তার হে আমায়,
ভকতি জানি না তব জনম যে বৃথা যায়।
শুনেছি পুরাণে তুমি দীন জনে কৃপা করি,
ভবার্ণব হ'তে তারে, দিয়ে তার পদতরী,
সে আশাতে গোপেশ্বর, যাচে কর জোড় করি,
অন্তিমকালে যেমন হরি ব'লে প্রাণ যায়॥

ঝুম-খাম্বাজ—যৎ।

শ্যামের মোহন বাঁশী, শুন গো সবে শ্রবণে,
যে বাঁশী শুনে আকুল, হয়েছে গোপিকাগণে।
কদম্বমূলেতে বসি, বাজায় বাঁশী কালশশী,
সে বাঁশী শুনে কি মন, মানে গো যেতে ভবনে।
আহা কি রূপ-মাধুরী, যোগিজন-মনোহারী,
গোপেশ অতুল্য রূপ, বর্ণিবে বল কেমনে॥

আশাবরী—একতালা।

ভূমিতে নামিতে এত কি বেদনা আকুল করে তোমায়,
পরশি ধরণী আসি কি যাতনা, শিশু রে তোরে কাঁদায়।
ত্যজি গর্ভবাস, আসি ধরাবাসে, কি যাতনা ভয়ে কাঁদ রে হুতাশে,
বুঝেছ কি তবে দুঃখময় ভবে, কাঁদিতে জীবন যায়।
কাঁদিয়ে সংসারে করিয়া প্রবেশ, কাঁদিতে কাঁদিতে হবে আয়ুঃশেষ,
অবিরল ধারা নয়নের ধারা, বহিবে কেমনে হায়!
গর্ভবাসে শিশু ছিলি বুঝি ভাল, সংসারের গর্ভে অধিক জঞ্জাল,
সব অগ্নিময় অগ্নির আশ্রয়, মানব ইন্ধন তায়।
আমিও এখন বুঝিয়াছি শুন নামিয়ে ধরায় কেঁদেছি কেন,
হাসিতেও মিশি ক্রন্দনের রাশি, মেশামিশি এ ধরায়।
উদ্ভবে বিনাশ হরষে বিষাদ, মিলনে বিচ্ছেদ, আলাপে বিবাদ,
যেথা অনুরাগ, সেখানে বিরাগ, তবু ভুলেছি মায়ায়।
এ অনল-গর্ভে অসীম উত্তাপে, দিবানিশি দহে প্রাণ আত্মা কাঁপে,
পুড়ে হয় ছার, অন্তর সবার, শেষে দহিবে চিতায়॥

কমিক

কই রোগ তো তোমার দেখ্‌ছি না।
অমন নিরেট বাঁধন, নিটোল গড়ন, টোল্‌ তো কোথাও বুঝছি না।
এ রোগ বাইরে কি জন্মায়, এ রোগ ভিতরে গুলে খায় ;
প্রাণের বাঁধন ছাঁদন, শক্ত কসন্‌, এলিয়ে খোসে যায় ;
রোগের এতই ঠাস্থনি, রোগের নামটা কি শুনি,
আঁচে আঁচে লাও বুঝে লাও, মুখ ফুটে তা তা বল্‌ছি না।
না ব'লে না বুঝবো, তোমার বাজে কথায় ভুল্‌ছি না।
নেহাত শুন্‌বে যদি ভাই, তবে পষ্ট ব'লে যাই ;
তার লামটি পিরীত, রীত বিপরীত কেবলই খাই খাই ;
এ যে বড়ই শক্ত রোগ, এর দিন-রাত্তির ভোগ,
বদ্দি তুমি কাজের কাজী, কাজ না পেলে লড়ছি না।
নাড়ী টেপাবো ; ওষুধ খাবো, আর তোমারে ছাড়ছি না।

হাসির গান

তুই মরবি মরবি মরবি।
(আমি) ম'লে তুই কি করবি ?
বাছাই ক'রে করবো নিকে, যখনই তুই মরবি।
তোকে নিকে কোর্বে যে, এমন পোড়াকপালে কে ;
(তুই) একটা পুরুষ পেটে পুরে গে আবার কারে ধরবি ?
রূপে পাগল হবে যে, ঘেঁসে আপনি আস্‌বে সে ;
(ওই) রূপ দেখে তোর ভয়ের ঠেলায় ভূত যে ভাগে রে ;

(গোড়ায়) চিনি নাকো ছাই, (তোরে) তরিয়ে ছিনু তাই ;
ভাবিস্‌নে কেউ আর তরাবে সহজে আর তোরবি ।
তুই থাম্‌ থাম্‌ থাম্‌ থাম্‌, আমি ক'র্ত্তে জানি কাম্‌,
কেমন ক'রে কি ক'ল্লে কার পূরবে মনস্কাম ;
তোর যা হবে তাই দেখ্‌ছি, আমি মনে মনে বুঝছি,
শেষ কালে কার পায়ের জুতো মাথায় নিয়ে প'রবি ।
তা পরি পোর্ব্ব তুই ত এখন সর ।
তা মরি মোর্ব্ব,—তুই ত এখন মর ।

কমিক

বিয়ে কর্ব্বি কি না বল্‌, বিয়ে কর্ব্বি কি না বল্‌ ?
নইলে কিলের চোটে হাড় গুড়িয়ে রক্ত কোর্ব্ব জল,
ও তোর রক্ত কোর্ব্ব জল ।
উঁহুঁ উঁহুঁ হুঁ হুঁ হুঁ না,
আমি নোড়্‌বো নড়াই তোর সঙ্গে, তবুও বোলবো না ;
বটে নোড়বি মড়া মোর সঙ্গে, এ্যাত হোয়েছে বল্‌ ।
এই একটা দমক্‌ স' দেখি, এর ঠ্যালায় বা কি ফল !
কিল খেয়ে করিছি চুরি আর তো কোর্ব্ব না ;
তোর ঠেলার দমক্‌ সোয়ে নিয়ে, এই উল্টে দিলুম ঘা,
ভিরকুটী তোর ভাঙ্গছি তবে বাইরে নে যাই চল্‌ !
পায়ে ধরি ছাড় ওই কথাটি, ওইটি মারার কল,
আমার ওই মারার কল ।
তবে বিয়ে কর্ব্বি কি না বল ।

বীণার ঝঙ্কার

নলিনীসুন্দরী

কমিক

আমার নূতন স্যাল্‌ভেসন্ বোঝ কি ডার্টি ড্যাম নেসন্ !
ইট্ পাট্‌কেল পাহাড়, পাথর, খানা, পানার জল,
পূজ আইডলেটার দল,
আমরা নিক্তি ধ'রে শক্ত ক'রে, মুক্তি দিতে আঁধার ঘরে,
জ্ঞানের মশলা জলিয়ে তুলে, ঝালাই পাপের মন।
তিলক কেটে হাটে ঘাটে, ঘুর্‌চো কেন মালা সেঁটে,
ফ্যান্‌সি কাটের পালিস করা ফ্যান্‌সি রিলিজন,
হাই ইন্‌ভেন্‌সন্ নিউ ফরমেশন্ টু স্যালভেসন্
ওঁকে মুক্তি নিবি আয় ছুটে আয়, মুক্তি-জোয়ার জোর বয়ে যায়,
ধুয়ে পুছে ক'রে দিব নভেল্ ফরমেসন্।
হুর্‌রে—হুর্‌রে—হুর্‌রে আমার নূতন স্যাল্‌ভেসেন্।

কমিক

(বেহাগ—একতালা—রহস্যসঙ্গীত)

সখি ধর ধর।
কেন কেন সখি এ ভাব নিরখি, কেন কেন তুমি এমন কর ?
বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি,
সে যে ছিল ভাল, এ যে ঘেমে মরি,
ডাকিছে কোকিল,
উড়িতেছে চিল—উঠে কত কা কা নাম মধুর স্বর ;
গুঞ্জরিছে অলি কুসুমের পাশে,
আমাদের তাতে ভারী বায় আসে ;

পঞ্চাননী (পাঁচা)

বহিছে মলয় ধীরে,
মিছে নয়, উড়ে ধূলা তাই প্রবলতর।
যৌবন-জ্বালায় জ্বলি অহর্নিশি,
যৌবন কি বল পার হোয়ে ত্রিশ,
কি করি কি করি,
আহা মরি মরি,
উহু উহু সখি,
না যাও সর,
বল বল সখি কি করিব আমি?
না ভালো লাগে না তোমার ন্যাকামি।
সখি কোথা শ্যাম? আমি যে গেলাম।

কমিক

গৌরাঙ্গ তোমার প্রেমে ম'জে আমার হাড়ীর হাল।
উজান আর বাইব কত, ঢেউ লেগে খাই থতমত, কি নাকাল।
কেটে নাকে রসকলি আঁটিয়ে কাচুলি এ গলি সে গলি ঘুরে মরি খালি,
আর পাঁচ সিকেয় প্রেম হয় না ওহে বনমালী,
তোমার কপালেরি ভোগ মালসার ভোগ আর তো প্রাণ সয় না,
গোরা দিন তো আর চলে না, এখন মাগ্যি বড় চাল।

কৃষ্ণকান্তের উইল নাটকে রোহিণী ভূমিকায়—পুঁটুরাণী

বীণার ঝঙ্কার

বাঙ্গাল মাঝির গান

১ম। ডঙ্গা ভাঙ্গিল কে গো ও কোন্ আবাগির ছাওয়াল।
মাজা ভাঙ্গিল কে গো আরে গাছেতে ছড়িয়া
জমিনে পড়িয়া যাইতে যাইতে হইল।
২য়। এ সোয়ারি নৌকা মহম্মদ কাণ্ডারীরে হেঁই হেঁই হেঁই,
ঘরখানি মাঝ বন্দে দোয়ারখানি কন্দরে।
আপনি মরিয়া যাবা কাহার পরি কন্দরে হেঁই হেঁই হেঁই।

কমিক

শ্যামরে কুঞ্জ হতি ফিরি যাতি কল্ গো ও নলিতে
তেনার লাগি রইলাম জাগি আলেন এখন পরভাতে।
জানে না প্রেম কেমন ধারা ভা'বে ভা'বে হই যে সারা,
বাতাসে নড়িলে পাতা চায়ে দেকি রে চকিতে।
সকল সাধ আজ মিটে গেছে, ব'লে দাও সই শ্যামের কাছে,
রাধিকে জানে না সখি এমন পিরীতি করিতে।

কমিক

দিদি তোমার বিয়ে।
মনের মতন বর এসেছে ধুচনী মাথায় দিয়ে।
গাউন্ পরে টাউন্ হলে বিবি সেজে যাবে,
ভাত-কাঙ্গালী কালা বাঙ্গালী আর কি কেউ কবে?
(ওলো) সাহেব পতির, দেখ্‌বি খাতির, ষ্টেশনে গিয়ে
ধর্ব্বে নাকো চোয়াল দিদি চিবিয়ে পুঁইডাঁটা,
খাবি ফরাসী-ব্যাং শুয়ারের ঠ্যাং ধ'রে ছুরি কাঁটা,
চেপে মটরকারে, মাগভাতারে, ঘুরবি হাওয়া খেয়ে।

বীণার ঝঙ্কার

হরিমতি

[৪০৯]

কমিক

(চাক্‌রে বাবুর আপশোষ)

আঃ আর যে পারি না, বুঝি আর প্রাণে বাঁচি না,
পরের চাকরী কি ঝকমারী দুবেলা হায় পেট ভরে না।
সারাদিন খেটে খেটে, বাত ধরেছে গেঁটে গেঁটে,
ফিরেন ছুটী নাইকো মোটে (বাবা) এতো পোষায় না,
ধোপার গাধা পরের চাকর, সমান দুয়ের বরাৎ জবর,
কথায় কথায় জুতোর ঠোকর, সই ষোল আনা।

কমিক

কৃষ্ণ যদি জন্ম নিতেন কলিকালের শেষে।
আর বৃন্দাবনটা যদি হ'ত ও সে মোদের বাংলাদেশে।
মানে তার এই কলকাতা সহর,
দেখ, হ'তো যদি হেথা নন্দ ঘোষের ঘর,
শ্রীরাধিকা তবে নীলাম্বর ছাড়ি, যেতেন অভিসারে
চ'ড়ে মটর গাড়ী,
তখন সাদরে তাঁহারে নিতেন শ্রীহরি, সেকহ্যাণ্ড করি
একটু মুচ্‌কি হেসে।
সেকেলে সে সব গয়লার ঘটন,
ক'রে নিতে হোতো ভদ্রসমাজের মতন
তবে সম্ভাষণ হ'তো হা—ডু—ডু—ব'লে ঈষৎ একটু কেসে।

ইংলিশ বুটে, ইংলিশ কোটে, বিস্কুটে রত,
বাবু ইংরেজের মত—(মরি হায়),
পেটে পা দিয়ে টিপলে পরে, এ বি সি ডি (ভোলা মন,)
এ বি সি ডি মেলা ভার।

কমিক

শ্যাম শ্যাম ভোর করি কি কুঞ্জে আলে।
সারা রাত দাঁত খিচুনি সখিগুলোর মাথা খালে।
রাই আমার গালে মুখে হাত চাপড়ে, দাঁতে টেনে কাপড় ফাড়ে,
কাল সখী দেখতে নারে, কাল ভোমরা ধ'রে চটকে মারে,
ব্যাকুল হয়ে ছুটে বেড়ায় ডাক্‌লে কোকিল তমালডালে।

কমিক

হাসির গান

বর হে আমার মত ক'নে কারুর (ভাগ্যে) হ'ল না।
(তুমি)-করেছিলে কত পুণ্য, (তাই) আমায় পেয়ে হ'লে ধন্য,
বর হে দেখ, আমার জন্য তোমার ট্যাঁকে ঘড়ি ঝুলোনা।
আমি নই গো সামান্য নারী, নাচতেও পারি গাইতেও পারি,
নেড়ীর দলে মানে হারি দেখে পাছা দোলানা।
(আমি) ঠমকে ঠমকে চলি, (আবার) কত চালে কথা বলি,
খাঁদা নাকে রসকলি, ও সে মুনির মন ভুলোনা।

আমি বড় লজ্জাশীলে, খাই না কেউ কিছু দিলে,
ঝগড়া রাখি শিকেয় তুলে, পিঁপড়ের জ্বালা গেলো না।
বিয়ে সুন্দর করেছিলে, এ যাত্রা তাই ত'রে গেলে
নইলে মরতে হোতো ডুবে জলে বেশী কথা বোলো না।

কমিক

বলি ত হাসব না, হাসি রাখতে চাই ত চেপে,
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।
সাহেব-তাড়াহত হতমত অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূতভয়গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর,
যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়,
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তক শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে,
একটু গ্যানো পড়ে, কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,
করতে এক ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া,
তখন আমি হাসি জোরে বক্ষ ভরে, ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে
যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মাল,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে কোন্—

শ্রীকৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী

কমিক

একবার ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে।
দেখবো সে উপাধি নিলে ক'টা কেন'র জবাব দেয় কে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা ছেঁড়া ফলটি কেন, দেয় না যেতে অন্য দিকে।
কোকিল কেন কুহু বলে, সমীর কেন বেড়ায় চ'লে,
রৌদ্র বৃষ্টি শিশির মিলে, কেন ফোটায় কুসুমটিকে।
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে,
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে, কমল কেন চায় রবিকে।
ইক্ষু কেন সুরস এত, নিম্‌টে কেন এমন তেত,
ময়ুর কেন মেঘের ডাকে মেলে মোহন পুচ্ছটিকে।
কান্ত বলে আছে জেনো 'কেন'র কেন তত্ত্ব কেন
চাও নিখিল 'কেন'র মূল কারণে রেখেছি কালের খাতায় লিখে।

ক্ষতিগ্রস্ত বাঙ্গাল

আমার ঘটি চুরি গেছে আমার বাটি চুরি গেছে,
তারির জন্যি বৌটি আমার, আমায় কত কইত্তিছে।
মেনেছিলাম পীরের দরগা, আনেছিলাম প্রবোধ-দারগা,-
ঘটি-চোরকে ধরতি গিয়ে একটা লাটিম ধইরেছে,
ও তার বুদ্ধি দেখে বড় সাহেব তাকে হাকিম কইরেছে।

নৃত্যনিপুণা জাপানী গায়সা-যুগল।

বাঁরোয়া—মিশ্র।

মাখন দিয়ে খাবি কি লো পোড়া পাঁউরুটী।
(আবার) হৃষ্ট পুষ্ট হবে দেহ বাড়বে নানান্ ভিরকুটী॥
সকাল বেলা মুখ না ধুয়ে, পাঁওরুটী খাও মাখন দিয়ে,
পিত্তি পড়া বন্ধ হবে বাবুর মুখে শুনেছি।
গরম টগ্‌বগে জলে, দুটো ডিম দিবি ফেলে,
পাঁচ মিনিট বই রাখিস্‌নে কো হজমে হবে দেরি।
ডিমের লাল্‌সানি দিয়ে, পোড়া পাঁউরুটী খেয়ে,
ঠোঁট চেটে চেটে উঠে যাবে, কায়দা এ সব বিলিতি;
উপোস-তিরেস করিস্ নিকো ছেড়ে দে একাদশী।

বেহাগ—খাম্বাজ।

নূতন রাঁধুনি হয়েছি—তোদের নিমন্ত্রণ ও দিদি।
স্কুলে গিয়ে বই পড়ে পড়ে ফোড়ন দিতে শিখেচি॥
সকাল থেকে ছুটে ছুটে, তরকারী নিয়েছি কুটে,
কিসের সঙ্গে কি দিতে হয়, ঐটে ভুলে গিয়েছি॥
রাঁধতে গিয়ে শাকের ঘণ্ট, হলাম ভারি লণ্ড ভণ্ড,
নুণ না দিয়ে দিছি চিনি, মাইরি মাইরি ছি॥
রেঁধেছি অম্বল বিষম গণ্ডগোল,
অরুচি হয় ত থাক্‌বে নাকো নিমপাতা বেটে দিছি।
রাঁধতে রাঁধতে একটু একটু চেখে দেখেচি॥

খাম্বাজ।

দিনে দুপুরে আলোকে আঁধারে তোমা ধনে কেন পাই না।
তোমারি বিরহে সদাই বিরহে ছানাবড়া ছাড়া খাই না॥
কত জোরে ডাকি কোথায় বঁধুয়া, ক্ষুধায় কাতরা দাও হে রাঁধিয়া,
বাটনা বাটিয়া কুটনা কুটিয়া কানায়ে ঠেলিতে চাই না।
যবে হ'তে তুমি গেছ হে চলিয়া, বিরহ উঠেছে জোরে চাগাইয়া,
বিরহের পালা পাছে হয় বলে থিয়েটারে আর যাই না॥

কমিক।

বিবাহ—এই বিবাহের জন্তে এত তাড়াতাড়ি :
এই বিবাহ এই বিবাহ এরি জন্ত মারামারি॥
ও যার বিষম ঠেলায় সন্ধ্যাবেলায় ছাড়তে বুঝি হয় গো বাড়ী
কোথা সেই চন্দ্রমুখের রসের কথা সুখের দুখের,
কোথায় সে ফুলের মধু নিয়ে কাড়াকাড়ি॥
কোথা সেই ছিন্নমস্তা খড়্গহস্তা কন্তাপ্রসবিনী নারী।
জ্বলে আছেন তেলে বেগুনে ছেলে মেয়ে মারছে খুনে,
যদুর পিসী মধুর মাসী আসে শুনে,
রাত্রিরে প্যান্‌প্যানানি ঘ্যান্‌ঘ্যানানি গয়নার তরে মুখ হাঁড়ি।
দেখাইয়ে দাও আমারে, তোমার ঐ মামারে,
যে বেটার উপরোধে আজ এ ঝক্‌মারি।
কবিশেখর ভণে জেনে শুনে করছ কি এ কেলেঙ্কারী॥

সার্দ্দিনীয়ার সুন্দরী গায়িকা।

বাহার—মিশ্র।

শাউড়ীতে মেরেছে ঠোনা শ্বশুরবাড়ী যাব না।
ননদেতে ভেংচি কাটে চিম্‌টি কাটে এক জনা॥
বল্‌তে দিদি লজ্জা করে, খোঁপা নাড়া দেয় গো বরে,
সোহাগ ক'রে দাড়ি ধ'রে বলে, কও না কথা কও না
আমি দিদি বিয়ের ক'নে, কইতে কথা তারি সনে,
পারি দিদি, বল্ দেখি তুই এ কি কাণ্ডকারখানা॥
বাবা আমায় এবার যদি, শ্বশুরবাড়ী পাঠান দিদি,
কেঁদে মা'র ধর্‌বো আঁচল প্রাণ থাক্‌তে ছাড়বো না॥

মদনমোহন।

শ্রীযুত মদনমোহন বাবুর রূপে সবার মন ভোলে।
কে সাজাল এ কার্ত্তিকে, এমন কালো রং গুলে॥
দশ গাছি চুল একটি দিকে,
অন্য ভাগে পাঁচটি রেখে,
টেড়ি তিনি কেটে থাকেন সকাল বিকাল টাক চুলে॥
তার ওপরে চলেন তিনি বাবুগিরির তাক্‌দিয়ে;
খ্যাংরা-গোঁফে তা দেন সদা, কোষ্ঠা যেন পাক দিয়ে;
গোঁজ আঙ্গুলে আবার যখন,
হীরের আংটি পরেন মদন,
লোকে বলে ফুলের মালা দুম্বা ভেড়ার লাঙ্গুলে॥

জাপানী বালিকার নৃত্য

বাঁধা দাঁতে হাস্‌লে পরে বেশ কথাটি কয় নালু,
মদন বাবু হাসেন যেন ভল্লুকে খায় শাঁক-আলু,
থাক্‌লে গায়ে লাল জামিয়ার,
কুঁচের মত খোলে বাহার,
ফ্রেঞ্চো কাটে কাটা ছাঁটা দাড়ি তাহার অঙ্গুলে ॥
এর ওপরে সিল্ক-চুড়িদার,
পর্‌তে না হন লজ্জিত,
ময়লা যেন তাকিয়াটা
রেশমী ওয়াড় সজ্জিত,
নাইতে গেলে জলে যেমন, চেহারা হয় চ্যাপ্‌টা বামন,
তেমনি বেঁটে মদনমোহন, বিপুল ভুঁড়ি যায় দুলে ॥

দরবেশী।

সীতারাম বল মোর মন রে,
ও নাম হৃদয়ে রাখ না গেঁথে,
ও যে দেবের দুর্লভ ধন রে।
আগে "সী" শেষে "ম" মধ্যে 'তারা'র নাম রে।
সীমার মধ্যে তারা আনা সীতারামের কাম রে ॥
আর এক কথা বলি তোরে, মন দিয়ে মন শোন রে,
হরি দুর্গা কালী, তারা, ব্রহ্মা নারায়ণ রে।
দেখ সীতারামের নামের বীজ সব মিলন কেমন রে।
জগতের সার ঐ দুটি নাম আর তো নাই ও মন রে ॥

জাপানী গায়সা গায়িকা

তিব্বতী নৃত্য।

ভৈরবী।

তোর সীঁথের সিন্দূর হাতের খাড়ু ঘুচে যাবে মা,
এবার বাবা বুঝি বাঁচবে না।
পর্‌তে হবে থান ফাঁড়া, ক'রতে হবে মাথা নেড়া,
নিরমিষি খেতে হবে
আর পাঁঠা বলি হবে না॥
আছে কেবল কুমড়া-শশা, চিঁড়ে-মুড়কি-বাতাসা,
তোমার ভোগের বছর ঐ পর্য্যন্ত,
কেউ সিন্দূর খেলা খেলবে না।
আবার শাক্ত-ভক্ত ত্যক্ত হয়ে কালীঘাটে যাবে না॥
এখনও শ্বাস আছে বাবার ভয় যাবে বিধবা হবার,
চট্‌ করে তুই নেবে দাঁড়া কেউ দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবে না
নইলে ভাতার-মারা ব'লবে তোকে,
তারা মা আর বল্‌বে না॥

টপ্পাদারী।

যে কটা দিন আছ বেঁচে রে মন, হরিনাম নিতে কভু ভুল না।
ভুলে কেন রইলে দুকূল হারালে, চিরদিন এই ভাবে যাবে না।
অর্থ অনর্থ যে তুমি কি তা জান না, তবে কেন তাকে ছাড় না।
ছেলে মেয়ে পরিবার সকলি অসার, কাজে তারা কেউ ত আস্‌বে না।
একলা এসেছ একলা যেতে হবে, সঙ্গে কোন কিছু যাবে না।
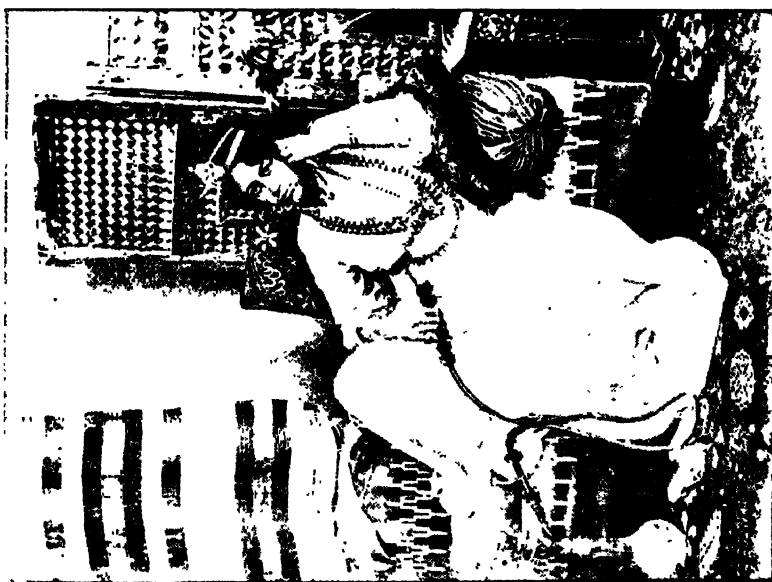
বাল্যকালে তুমি খেলা ক'রে কাটালে, যৌবনে যুবতী ছাড়লে না
বুড়া হ'লে তবু টাকা টাকা টাকা, টাকা বুলি তোমার ঘুচলো না।
তাই বলি ও রে মন সংসার-বন্ধন, হরিনাম-খড়্গে কাট না।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ও পটলমণি।

স্ত্রী।—আমি বাঘ নই যে গিল্‌বো তোমায় গপ্ ক'রে।
তবে কেন আঁত্‌কে উঠ, জড়সড় মোর তরে॥
পুঃ।—বাঘ হ'লেও ছিল ভাল মর্‌তুম তবু লড়াই লড়ে।
এ যে মামদোর মাসী ও প্রেয়সী মুখ দেখে প্রাণ শিহরে॥
স্ত্রী।—কেন মুখখানি কি ভাল নয়?
এমন কুন্দ দন্ত নধর অধর সদা হাস্যময়।
পুঃ।—যেন পাথর-বাটীতে নারকেল কুচি দেখলেই মনে হয়॥
স্ত্রী।—এমন বাঁশীর মতন নাকটি আমার, ঠোঁট দুটি রাঙ্গা টুক্‌টুকে।
পুঃ।—বাহার দেখে মনে হয় যেন কে ধরিয়ে রেখেছে টিকে॥
স্ত্রী।—টুলটুলে এমন গাল দু'খানি, চোখ দু'টি এমন ঢুলঢুলে।
তায় মধুর চাহনি মধুর হাসি কত জনার মন ভুলে।
পুঃ।—সে চোখ যদি থাক্‌তো আমার থাক্‌তুম তোমার পায় তলে
এখন দোহাই তোমার রেহাই দাও,
যাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে॥

প্রথম শ্রেণীর গায়সা, যন্ত্রসংযোগে গান গাহিতেছে।

সাহানা।

আমি নিতে জানি খেতে জানি দিতে জানিনে।
আমি হাস্‌তে জানি খেল্‌তে জানি কাঁদ্‌তে জানিনে॥
আমায় সবে ভালবাসুক
দেখ্‌ব না কেউ মরুক্ বাচুক,
(আমি) ভালবাসা চাইতে জানি বাস্‌তে জানিনে॥
আপন বেলায় কড়া-ক্রান্তি,
দিবার বেলায় মূলে ভ্রান্তি,
(আমি) ধরা পড়লে সরলপন্থী বুঝেও বুঝিনে॥
সাধু সেজে লোককে শিখাই,
ধর্ম্মকথায় পরকে মজাই,
(আমার) আপন বেলায় সবই বজায় নিজে মজিনে॥

শঙ্করা।

দেখ্‌লে তারে চুলোচুলি না দেখ্‌লে প্রাণে মরি।
সে যে প্রাণেরি প্রাণ প্রাণের বিষম অরি॥
তার সঙ্গে কথা হ'লে, কাটাকাটি সাঁজ-সকালে,
আবার কথা না কহিলে প্রাণ জুড়াতে নারি।
কাঁদাকাঁদি সাধাসাধি, ভাবি দূরে গেলে বাঁচি,
চ'খের আড়াল হ'লে পরে তিলেকে আঁধার হেরি॥

মাদুরার দেবদাসী নর্ত্তকীবৃন্দ।
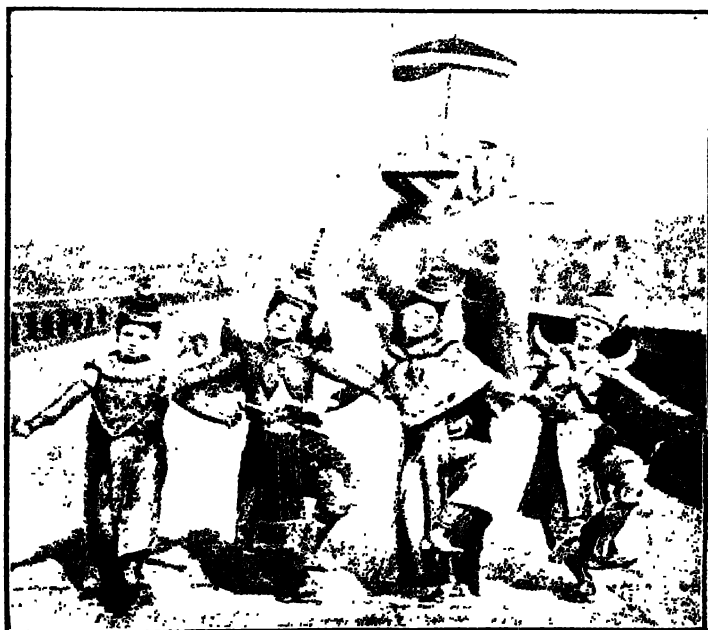
মেবার পতন।

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের পরে' কেন এ রোষ নিজেরই যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্ তাহারে কর হৃদয় দান;
মিত্র হোক্ ভণ্ড যে তাহারে দূর করিয়া দে—
সবার বাড়া শত্রু সে, আবার তোরা মানুষ হ'॥
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পরে রাঙ্গায় চোক;
পুণ্য-সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক;
ধর্ম্ম যথা সে দিক্ থাক্, ঈশ্বরের নাম মাথায় রাখ্;
[illegible] ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'॥

[illegible] কমিক।

বড় [illegible] নিন্দা জিনিষটি।
রসগোল্লা [illegible] গে, বোম্বাই আম কি মিষ্টি?
দুটো খাঁটা [illegible] নবে না তা কেউ,
কর পরের [illegible] সেথায় উঠবে লোকের ঢেউ,
শুনলে সন্ত [illegible] সব সৃষ্টি,
বলিহারি তার [illegible] খুরে ভূমিষ্টি॥

রঙ্গরহস্য

পাশ্চাত্য নৃত্যকলাপটীয়সী মড্ অ্যালেন।

বীণার ঝঙ্কার

শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহ রায়।

বৰ্দ্ধমান জেলার ভিখারীর গান হচ্ছে! মুখে আনন্দলহরী বাজান হচ্ছে আর গান হচ্ছে,—

বুড়ি তুই গাঁজার যোগাড় কর,
ও তোর জামাই এল দিগম্বর।
ঐ এল এল, শোন শোন ভূতের কলকলি।
ঐ বাজ্‌ছে শিঙ্গা ডমরু আর দিচ্ছে করতালি।
আবার ষাঁড়টা কর্‌চে গোঁগা গোঁগা
দে'খে সবার লাগে ডর।
ঐ ভূতের খোরাক মোটা মোটা মানুষ কটা চাই,
ঐ ষাঁড়ের খোরাক ধানের বোঝা তাও আনান চাই।
আবার নন্দী ভৃঙ্গী চায় ভাঙ্গের গোঁড়া,
না পেলে হবে রগড়।
ঐ ক্ষেপা বলে শোন্ গো মেনকে,
ঐ কে যে জামাই, কে যে বেটী, বলি তোমাকে,
আমি শুনেছি পুরাণে বলে, একই অঙ্গ গৌরী হর॥

মাতালের গোপাল দাদা।

ছেলে মাতাল হয়ে এসে বাপকে ডাক্‌ছে।

ছেলে। আজ রাত্রি প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছে, এত রাত্রে বাড়ীতে গিয়ে "বাবা—বাবা" ব'লে ডাক্‌লেই তো দেখছি গোলযোগ। বাবাটি বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু ওঁর শনিবার দিন বাড়ী আসাটির কামাই নেই। দু'দণ্ড যে ডানা মেলে উড়বো, তার যোটি নাই বাবা। যাই হোক্,

একটু কেৰ্দ্দানি ক'রে ডাকৃতে হচ্চে। বাবার নাম গোপাল, ডাকৃতে হবে—"গোপালদা" "গোপালদা!"

ওর মা ছিল ওপরে! ওর বাপকে ডেকে দিচ্চে,—

মা। ওগো, কে ডাকৃছে বল দেখিনি? ও কে মাতালের মত চ্যাঁচামেচি করৃচে, তোমাকে ডাকৃছে—একবার নীচে যাও না।

বাপ। আরে এত রাত্রে কে আবার ডাকাডাকি কচ্চে, ছাই! মোমবাত্তিটা একবার দাও দেখি, অফিসের কেউ হয় তো মাতাল হয়ে এসেচে। (তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখেন যে—মূর্ত্তিমান্ ছেলে) —আরে হতোভাগা, ম'লো যা, তুই রাত তিনটের সময় এসে পাড়ার মদ্দিখানে "গোপালদা" "গোপালদা" ব'লে ডাকৃচিস্—তোর জন্যে মান ইজ্জৎ সব গেল!

ছেলে। হাঁ হাঁ, বাবুর মান ইজ্জৎ একেবারে সব গেছে আর কি—আর "বাবা ও বাবা" ব'লে ডাকৃলে একেবারে মান বাড়্‌তো—আর যে "গোপালদা" "গোপালদা" ব'লে ডাকৃছি, পাড়ার লোকে মনে করৃবে গোপালের কোন ইয়ার এসেচে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেটার বুদ্ধি দেখ না— আমি মান ঢাকৃচি, উনি খুলে দিচ্ছেন আর কি!

বাবা। আরে হতোভাগা, বাড়ী ঢোক, তোর আর বিদ্যে প্রকাশে কাজ নাই। হাড়হাবাতে কোথাকারের, লোকের ছেলে প্লেগে মরে, এ গো'বেটার মৃত্যু নাই—হাড়হাবাতে; বাড়ী ঢোক্!

ছেলে। আরে, আমায় বাবা জ্বালাতন কর কেন—অমনি সাদাসিদে ব'ল বাবা—চোখ রাঙ্গাবার দরকার কি বাবা—সাদাসিদে বল, সুড়ুক ক'রে ঢুকে যাচ্ছি—আর বেয়াড়াগিরি যদি কর, তা হ'লে বাবা! আমিও শোবো, ঝোলা আন্‌তে হবে, বেশী বাড়াবাড়ি করো না বাবা, আমি এখন মিলিটারি মেজাজে রয়েছি, ও "বাবা ফাবা" এখন কেয়ারে

আসে না বাবা, হাঁ, হাঁ, এখন বন্দুক-হস্তে মূর্ত্তিমান্ ম্যাক হয়ে রয়েছি বাবা,—হাঁ—ও চালাকি এখন আর খাটছে না বাবা. এমন ছেলে ক'জনের হয় বল দেখি, ভাগ্যে তোমার বরাতে এমন আইরন অক্টোবর মিলেছে, বাবা. আর কথা বাড়াবার দরকার নাই, পার ত কথা বাড়িও না বাবা—আমি বাড়ী যাচ্ছি বাবা, কথাবার্ত্তায় দরকার নাই।

গোপালদাদার মাণিকপীরের গান।

এই মাণিকপীরের গান হচ্ছে, এই যেমন তর্জ্জার ঢোলের বাজনা শুনেছেন, এতে তেমনি খোলের বাজনা হচ্ছে। এই তিন আনা, তিনানা, তিনানা, নিদেন দু'আনা, ধুতিখানা, কাচাখানা, ধুতিখানা, কাচাখানা, কম্বোলটা, কম্বোলটা, থালায় মাকিচুকি গুপদুমশো, গুপদুমশো, গুপদুমশো, গুপুর গুপুর ৩। এই আকড়াই বাজনা হয়ে গেল। এর পর বাঁদীরা এসে বলছে—(চাঁদসদাগরের পালা হচ্ছে)—

বাঁদী : ও ঠাকরুণ, এই দেহেন, আপনার বৌটি সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলে দেছে।

ঠাকরুণ। ও বাবা. কি রকম রে. বলি কি করলে বল দেখি?

বাঁদী। এই দেহেন. আপনার কুলেতে কালি দিচ্ছে।

ঠাকরুণ। ও বাবা, আমার যেমন তেমন কুল নয়, এ বন-কুল নয়, সেয়াকুল নয়, টোপাকুল নয়, কাশীর কুল নয়, এ নারকেলে কুলের চেয়েও বড়, কুলে কালি দিচ্ছে বেটী. চল দিনি গিয়ে দেখি একবার, কি কাণ্ডটা করল।

গিয়ে ছাখে, দরজা খোলা আছে, বৌ পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে, ভৎ'সনা কচ্ছে :—

ঠাক্‌রুণ। আরে সর্ব্বনাশীর বিটি, বলি ভাতখাগির বিটি, আরে হোচট-খাগির বিটি, আরে পান্তাখাগির বিটি, ওরে তুই এই দোক্তাখাগির বিটি, পচা মাছখাগির বিটি, গালাগালিখাগির বিটি, আছাড়খাগির বিটি, বলি সর্ব্বনাশটা কল্লি, আমার এত বড় কুলটায় তুই কালি দিলি, আঁা? ও বাঁদীরে, এক কাম কর দিনি, ঐ বিটিরে বনবাস দে, ঐ একখানা খোলে বিটিরে পরায়ে দে, আর একখানা ওরে গায় পর দিত্তি দে, ওর গার গহনা খুলে নে, ওরে একেবারে বনবাস পাঠিয়ে দে।

রসবা। ঠাগ্‌রেণ, আমি কোন অপরাধই আপনার চরণে করি নাই, দেখেন আল্লার দোহাই, আমারে বনবাস দেবেন না, আপনার সন্তান আমার সাথি রাত্রে আসি দৈববলে স্থাখা করিলো।

ঠাক্‌রুণ। ও বাবা রে, উনি যেন তার গর্ভধারিণী মা আর কি! ওরে আমারে সেলাম না করি ওরে আগে সেলাম কর্ত্তি এইছিল, ওরে দে বনবাস দে!

রসবা। (তখন মুরশিদেরে স্মরণ ক'রে বনের মধ্যে চল্‌লেন।)

গীত।

রসবা।

ও মুরশিদ কোথায় মুরশিদ তরাও আমারে।
আমি পড়েছি পাথারে।

কোরস। ও মুরসিদ কোথা।

রসবা। এই চলি আমি তবে গো একটা কথা বলি।

কোরস। ও মুরশিদ কোথা।

রসবা। শালার কথা থগিত করি বক্‌সিসের কথা বলি।

কোরস। ও মুরশিদ কোথা।

রসবা। কোথা আছে বাড়ীর কর্ত্তা গো তেনারে জানাব।

কোরস। ও মুরশিদ কোথা।

রসবা। ওই ভাল দেখে ছেঁড়া কাপড় একখানা আমি পোরে যাব।

কোরস। ও মুরসিদ কোথা।

রসবা। কোথা আছেন খোকাবাবু তেনারে জানাব।

কোরস। ও মুরশিদ কোথা।

রসবা। এই তাঁর প্রসাদি জুতোখানি আমি প'রে বাড়ী যাবো।

কোরস। ও মুরশিদ কোথা।

রসবা। কোথায় আছেন দেওয়ানজী বাবু গো এই ভাঙ্গা ছাতা নেবো।

কোরস। ও মুর্‌শিদ কোথা।

রসবা। তার ছাতা মাথায় দিয়ে আমি বনে চইলে যাবো।

কোরস। মুরশিদ ইত্যাদি—

জুতো মশাই আসিতে থাক।

এই টেকো নায়েব আর মুখফোঁড় প্রজা দুই এক জায়গাতে জমায়েত হয়েছে। এখন পাড়াগাঁয়ে প্রজাদের বোধ হয় আপনাদের জানা আছে যে,—ট্যাঁকে কিছু, কাছায় কিছু, কোঁচায় কিছু, এই রকম ক'রে খাজনার টাকা নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে মানে আমাদের কাছারীর সব আমলা বাবুদের দিক্ করে আর কি, আবার সঙ্গে যে দু' এক ব্যাটা যাবে, তাদের কাছেও কিছু দেবে, তারা হয় ত গামছার খুঁটে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে, এখন নায়েব মশাই বল্‌ছে—

নায়েব। ওরে এ হরিদাস ব্যাটা খাজনা দেবার বেলা দেখা নাই, দশ দিন বাদে ব্যাটাকে ধ'রে নিয়ে এসেছে, কি এনেছিস্, দে—বের কর।

হরিদাস। এ দেখুন, এবার বড় অজন্মা মত হয়েছে নায়েব মশাই, এবার

আর যোগাড় কত্তে পারিনি, এই বোর পাতি ছেলের বন্ধক দিয়ে। আর দেখেন এই দুই টাকা ছয় আনা এনেছি।

নায়েব। ব্যাটা, দুই টাকা ছয় আনা এনেছি! ওরে কে আছিস্?

হরিদাস। আরে রন্ রন্, একেবারে বেইজ্জতটা কর্বেন না, আর বারে বড় বেইজ্জতটা কর্লেন, আমার টুঁটি না ধ'রে নিয়ে গিয়ে গায়ে পানি ঢেলে দিয়েও নানান্ রকম—আর গ্যাখেন, ও রকম করেন না যেন, এই দিচ্ছি, দিচ্ছি। এই বেটা কাছা থেকে বের কর্লে, এই কোঁচা থেকে বের কর্লে, তার পর ট্যাক থেকে বের কর্লে, এই রকম ক'রে দিতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। তখন নায়েব মশাই আড় চোখে দেখছেন যে, ব্যাটা ক্রমশঃ বের কোচ্চে। শেষকালে আবার তিন টাকা ছয় আনা ব্যাটা দিতে চায় না তো! নায়েব মশাই বল্ছে—

নায়েব। ওরে ব্যাটা ভারি দিক করে, ও ব্যাটাকে এক কাজ কর্ তো, এই রুদ্দুরে ব্যাটাকে কান ধোরে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখ তো!

হরিদাস। এই গ্যাখেন তো! তা ওটা আর ক'রে কাজ নেই, এই ওটা—ওই মুখেই হয়ে গেল, ওটা আর ক'রে কাজ নেই, এই আমি দিচ্ছি—এই আমার ভাইয়ের কাছে যা কিছু আছে, ওগুলাও গ্যান। ও খাজনা দিতে এসেছিল—দে ভাই, বড় বেইজ্জতে পড়িচি, দে দেখেনি। ও তোর কাছে কি আছে? ও বক্রী সেটা দিলে, দিতে নায়েব বড় খুসী হয়েছে, তখন মনে মনে হাস্ছে। ইনি নায়েবকে আপ্যায়িত কচ্ছেন।

হরিদাস। গ্যাহেন নায়েব মশাই, এ আপনার মেজাজটা যেন কিছু কড়া মত, আর গ্যাহেন, আপনি বড় পুণ্য কাজ কল্লেন, তাইতে নায়েব হয়েছেন। কিন্তু আপনার মাথায় চুল নেই কেন, সেটা জানেন? ওই আর জন্মে আপনি মুণের মুটে ছিলেন।

নায়েব। ওরে ব্যাট্যা হারামজাদা, আমি ঘুণের মুটে ছিলাম! ব্যাটা পাজী কোথাকার! অ্যাঁ, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! এ আরে এই সিংকে ডাক্ তো, ব্যাটাকে পঁচিশ জুতো লাগাও ব্যাটাকে। এ দেখ্‌লে বড়ই বেগতিক বাবা, ২৫ জুতোর হুকুম হয়েছে। দুপুর বেলার কাণ্ড কি না, সিং মশাই তখন রান্না চড়িয়েছেন, তিনি ডাল নাবাবেন, হাত ধোবেন, কাজেই দেরী হচ্ছে, এ দিকে লোক জড় হচ্ছে, ব্যাটা মনে মনে তখন ভারি চোটেছে। বল্‌ছে—

হরিদাস। স্থাহেন, এ নায়েব মশাই স্থাহেন, এই সব রকম লোক জমা হতি লাগ্‌লো! জুতোর হুকুম দেছেন. জুতো মেরে ফেলে দিলেই হয়, আর এরাও বেকার দেঁড়িয়ে রয়েছে, জুতো মারা স্থাখবার জন্যেই এরা জমায়েত হয়েছে তো! আর বল্‌ছিলুম কি, যে কর্ম্ম করেছি, তার তো সাজা দেছেন, ওরাও বেকার দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমিও বেকার ব'সে রইচি, জুতো মশায়ের যখন আস্‌তে দেরী রয়েছে, তখন দুই জনেরে কেন হুকুম দেন না, আমার কান ডলা দিতি থাক্ আর আমার গাটা গরম হতি থাক্, আর ওদিকে জুতো মশাইও আস্‌তি থাক।

গোপালদার চণ্ডীর গান।

এই ঝাঁটা পিটির চণ্ডী হ'চ্ছে আর কি! চণ্ডীর গান! বাবু কাপ্তেন হয়েছে, কার্ত্তিক-পূজার দিন, এই বাবু গিয়ে কার্ত্তিক-পূজা কচ্ছেন, যেখানে কার্ত্তিকপূজো হয়, বুঝতেই পেরেছেন। বাবুর পরিচয়টা তবে দিয়ে দিই, বাবুর মা রাঁধুনী বামনিগিরি করে, বাপ মুদির দোকানের খাতা লেখে, ছেলের সেই বিয়ের সময় দুইগাছি বালা দেওয়া হয়েছিল, পরিবারের হাতে, তার বাসন মাজা আর গোবরের চোটে সমস্ত চাক্‌লা উঠে গালা

বেরিয়ে পড়েছে, সেই দুইগাছি চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে বেচে কাণ্ডেন হয়েছে, এখন হুকুম কচ্ছেন—

বাবু। আরে অটল বাবা, গান চাই, বাবা, কার্ত্তিক-পূজো, ঠাকুরের সাম্‌নে গানটা চাই, আন্‌তে পার্‌লে বাবা বকৃশিস দেবো, খুসি কর্‌বো। এখন মোসাহেব বেটাদের দুর্দ্দশা দেখুন একবার, তিনি ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যের সময় চণ্ডীর গান নিয়ে এসে হাজির।

মোসাহেব। এই দেখুন হরি বাবু, এই এই দেখুন ভাই; এই আমি এনেছি দাদা, ভাই, বকৃশিস দিতে হবে ভাই, চণ্ডীর গান আমি এনেছি, ঠাকুরের কাছে ঠাকুরের নাম, দেখ দাদা কেমন মজা, বকৃশিস দিতে হবে।

বাবু। কুছ পরওয়া নেই, ছ আনা বকৃশিস নাও বাবা।

মোসাহেব। আর এ গাড়ী-ভাড়া যে এগার আনা হয়েছে, এ ব্যাটাদের আবার মেলাই লোক, ঘোড়ার গাড়ীতে কুলায় না, কাজেই আবার গরুর গাড়ী ক'রে আন্‌লুম, দেড়া বোঝাই দিয়ে বাবা এগার আনা। আর দুই পয়সা জল খেয়েছিলুম, সেটা যাবে না কি?

বাবু। না না, এই সাড়ে সতের আনা নাও না। চালাও গান, লাগাও এই গান, চালাও গান।

মোসাহেব। আরে, একটু দেরি কর না, এই এল। বাবু আরে না, চালাও। চণ্ডী গানওয়ালারা গান কচ্ছে—মা আমায় ঘুরাবি কত। ইতিমধ্যে বাবু মাতাল হয়ে তা'দের চামর টুপি কেড়ে নিয়ে নিজে চণ্ডীর গান আরম্ভ ক'রে দিলেন, মন রে আমার কলের গাড়ী। চল দিকি একবার শুঁড়ীর বাড়ী। কাশীধামে গিয়ে দেখি, মন, বিশ্বেশ্বর হয়েছেন শুঁড়ী। তার পাশে দুই চাটের দোকান, ঠিক মা অন্নপূর্ণার বাড়ী। হলুদ মৌরী পেঁয়াজবাটা মন, চন্দন সহিতে

চন্দনপিঁড়ি। কাঁচা খাসির মাংস জবাফুল আর নৈবিদ্য ক্সায় নিকট করি। ও তার চন্নামৃত পান করিলে মন, আনন্দের হয় বাড়াবাড়ি। পুলিশে স্থায় হাতে দড়ি, আর সেই কুকুরে স্থায় কি রুয়ে মুখে ; ইতিমধ্যে মাগীরা বল্‌চে, ও গো, সব পশু, সব মাতাল হয়েছে। মার বেটাদের মার, ও বাড়ীওয়ালা, মার ব্যাটাদের ঝাঁটা মেরে সব বিদেয় কর।

উড়ে ও বাঙ্গালের ঝগড়া।

একজিবিশনে বাঙ্গালেতে আর উড়েতে ঝগড়া লেগে গিয়েছে বাবা। অনেক দিগ্‌দেশীয় লোক এসেছে কি না, এখন কোলকাতায় যিনিই আসুন, তাঁকে কোলকাতার অনুকরণ কত্তে হবে. এই যে বুলবুল-ঝুঁটের মতন দাড়ী, ঐ যে চুড়ীওয়ালাদের মতন ঢুরিয়াদের মতন, চুল ছাঁটা, তার পর ঐগুলা বা ভেড়ুয়ার জামা মালাই কপ, আবার তার পর ঐ পমশু জুতো, এই পোরলেই বস্, সিল্কের চাদর একখানা নিলেই কল্‌-কেতার লোক হয়ে গেলেন আর কি দেখছি, এক ফটিকচাঁদ বাবু হয়ে গেলেন। ধোরে একশো জুতো মার্‌লেও বাবা ট্যাঁকে এক পয়সা বেরুচ্চে না, আর কি বল। একজিবিশনে গেলেন, গিয়ে দেখেন যে, ময়রার দোকানে বড় ভিড়। বাবা, কথা কইলেই এখনই বাঙ্গাল ব'লে ধ'রে ফেল্‌বে। যেমন একটু ভিড় কমেছে, অমনি ময়রাকে ডেকে বল্‌ছে আর কি !

বাঙ্গাল। ও মদক মশাই, আরে এ দিকে আসেন একটিবার !

ময়রা আবার কে ? তিনি উড়ে, ও বাবা, তিনি বাঙ্গলা কথা শুনে শিখেছেন, চালটুকু ঠিক উড়ের আছে, কথাগুলি বল্‌ছেন আর কি ?

উড়ে। আরে কি ? আরে তুমি কি এ দোকান ছাড়ি আমি তোমার সঙ্গে যাব ? হাঁ, তুমি পাগল না কি ?

ভাবাবেশে বিহ্বল নৃত্যপরা মড্ অ্যালেন।

বাঙ্গাল। আরে কর্ত্তা, এই হগ্‌গল রকম জিনিস মিশায়ে আমাকে অষ্ট পুইসার দেন।

উড়ে। আরে, আট পয়সায় তোমাকে সকল রকম জিনিস আমি কেমন ক'রে দিব? সেটা বল ত? আ, আরে, কারো দাম চার পয়সা, কারো দাম দুই পয়সা, কারো দাম তিন পয়সা, আর আমি তোমাকে আট পয়সায় সকল রকম জিনিস দিব? তুমি নাম করিয়া বল, আমি কি দিব।

বাঙ্গাল। এ নামের কথা বল্‌ছি কর্ত্তা, কইয়ে দেন না নামের কথা।

উড়ে। আরে, তবে হাত দিয়ে দেখালে তো আমি বুঝতে পারতুম।

বাঙ্গাল। ঐ স্থাহেন্, ঐ যে, খাইয়ে ঠাইয়ে প্যাটটা ফুলাইয়াছে, ওয়ারে স্থান দুই পুইসা (অর্থাৎ কচুরি আর কি), আর স্থাহেন, ঐ যে নাদায় পইড়ে হাবুডুবু খাইছে, উহারে দেন দুই পুইসা (অর্থাৎ রসগোল্লা), আর স্থাহেন, ঐ যে হক্কল গায়ে বালু মাখছে নদীর পাগায় পইড়া, উহারে স্থান দুই পুইসা (লেডিকেনি আর কি, উপরে চিনির বুক্‌নি দেওয়া রয়েছে), আর স্থাহেন, ঐ যে হক্কল গায়ে পানি বসন্ত বারাইছে, ইহারে স্থান দুই পুইসা। (বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়, এ যে আপনাদের দরবেশ মেঠাই) এই আট পয়সা মিলিয়ে দিয়েছে আর কি! তার পরেতে উড়ে বল্‌ছে।

উড়ে। আরে, তুমি কি পাগল না কি, হ্যাঁ আরে, তুমি যে কার দু' পয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা দাম, এতগুল সেটা আমি তোমাকে দিচ্ছি আর কি। দিও কত পয়সা দিও, ইতিমধ্যে এক আদুলি বের করেছে ছেতলাপড়া, বোধ হয় পোঁতা ছিল কোনখানে, সেইটে নিয়ে বাবুয়ানা কত্তে এসেছেন। যেমন দেওয়া, উড়ে মনে

বীণার ঝঙ্কার

শ্রীমতী ঊষাবালা

করেছে, পারা মাখান আধুলি দিয়ে আমাকে ঠকাতে এসেছে, উড়ে ব্যাটা তখন চটেছে, তখন বলছে।

উড়ে। আরে, তুমি কি চালাকি করিবার আর জায়গা পাওনি আর কি? হ্যাঁ, তুমি মনে করেছ, আমি কি উৎকলবাসী? হাঁ, আমি গ্রামফোন কাম জানি, আর তুমি আমার কাছে চালাকি করিছ, আরে, আমি এখন ভলণ্টিয়ার বাবুকে ডাকিব।

বাঙ্গাল। আরে বিটা, আমাকে কইছ তুমি জুয়াচ্চোর, আমারে জুয়া-চোর কইছ? ওরে শোশী, এ শোশী!

উড়ে। আরে কি তুমি দাঙ্গা করিবে না কি? দাঙ্গা করিবি, আমার সঙ্গে? মার ত দেখি, মার ত।

বাঙ্গাল। এ বিটা ও শোশী, আরে বিটা আমাকে মারবার চায়, বিটারে দুই ঘুঁসা দিব—দুই ঘুঁসা।

উড়ে। মার মার, মেরে ফেল, মেরে ফেল, ও ভলন্টিয়ার বাবু, এ বেটা মারিলা আর কি,—এ বাবা।

গোপাল দাদার ধরম-পূজা।

বীরভূম জেলার ধরমপুজো। যত ব্যাটা তাড়িখোর এক জায়গায় জুটেছে, আর ডোম পুরোহিত।

পুরো। ওরে বেলা হয়ে গেছে সে রে, পূজার যোগাড় কচ্ছিস্ না?

ডোম। আসুন আজ্ঞা, পূজার যোগাড় হোয়ে গিছে আজ্ঞা, লেগে যান আর কি।

পুরো। তবে আর কি, আচমন ক'রে লেগে গেছি আর কি, পুং বিষ্ণু তদবিষ্ণু পরমং পদং সদং পশ্যন্তি, অ্যাঁ অ্যাঁ, ভুলে গেলুম যে রে,

[ডোমের পুরোহিত] ব্যাটা ভুল হয়েছে রে, কেবল ভুলে যাই, তার পর কি বলে, আজ পক্ষটা কি রে ?

ডোম। আরে মশাই,উভয়পক্ষোয় করেন,কর্ত্তাগিন্নী দুই পক্ষেই সেরে দেন।

পুরো। ওরে, আজ তিথি কি ?

ডোম। আ আ, আবার অতিথি ক'রে সারেন না। আবার তিথির দরকার কি, আজ্ঞা।

পুরো। এ যে সর্ব্বনাশ কল্লে, আরে ব্যাটা গোত্তর চাই, সঙ্কল্প কত্তে হবে, কি গোত্রটা কি ?

ডোম। আজ্ঞা, বারোয়ারি গোত্র করেন আর কি, বারোয়ারি গোত্র।

পুরো। আচ্ছা, তবে আমি আর কি, সেরে নি আর কি, ও বামে গুরু-ভোং নমঃ, এঁ্যা দখিনে নৈবেদ্যাদি নমঃ,পশ্চাতে আখাম্বা খাম্বায় নমঃ, এই ধর গিয়ে তোমার নিম্নে কারপেট আসনায় নমঃ, তার পর উৰ্দ্ধে শামিয়ানায় নমঃ,এই দেওয়ালে গিয়ে তোমার কোরাসিন-লম্পায় নমঃ। ঐ উপরে এ্যাসিটিলিন ঝাড়ায় নমঃ, এই সম্মুখে উইটিবিসদৃশ প্রস্তর-খণ্ডায়, ধম্মরাজায়, ঘটায়, চাঁদমালায় নমঃ, এই ধর গিয়ে তার পর আর কি, ওরে বলিদানের যোগাড়-টোগাড় হচ্ছে, এই ব্যাটারা কি কচ্চে গোলমাল, এই দেখি, নৈবিদ্যটা কেমন কচ্ছে। ও বাবা, এই আতপচাউল, তাতেও আবার কম দিচ্ছে শালারা রে। অ্যাঁ, এই কম আতপচালায় নমঃ। আর গেল গিয়ে তোমার কাপড়গুলো ব্যাটারা খেলো দিয়েছে হে, এই কাপড়—খেলো কাপড়ায় নমঃ, আর গেল তার পরেতে গিয়ে ধর, তোমার গিয়ে সন্দেশও তেমনি তথইবচং

মণ্ডা মণ্ডেতি চক্রবৎ, যজ্ঞ না নাং শতৈ লুচি।
মৃদ্যতে সর্ব্বপাপে ভোঃ ময়রা লোক স গচ্ছতি ॥
(ময়রা লোক স গচ্ছতি।)

সন্দেশ, লুচি, কোচুরি, জিলাপি, সকল রকমে ভোঃ নমঃ। গেল তার পর ওরে, বলিদানের পাঁঠা কই রে, পাঁঠাটা আন্ দেখি।

ডোম। আজ্ঞা, এই যে নিয়ে আইছি।

পুরো। স্নান করাইছিস্?

ডোম। আজ্ঞা হাঁ।

পুরো। শিঙ্গে সিঁদুর দিছিস্?

ডোম। আজ্ঞা হাঁ।

পুরো। এঁ্যা, ঘটায় ঘর্শনায় লক্ষ্মী কার্জ্জার্থে, এই ভুলে গেছি রে, তা: পরে গেল কি বলে এ এ, এই নিয়ে যা।

পাঁঠা। ব্যাঁ ব্যাঁ।

পুরো। আরে নিয়ে যা এটাকে, বলি কর দেখিন্, নিয়ে যা রে ও ব্যাটারা, বলি কর্ত্তে দেরি কচ্ছে কি, এই নামাবলী পদাবলী অশেষ বলিতে সারবে নাকি, ব্যাটারা ওরে নিয়ে যা।

পাঁঠা। ব্যাঁ ব্যাঁ।

পুরো। জয় মা, জয় বাবা ধম্মরাজ, লেগে যাও বাবা, লেগে যাও (শঙ্খ ঘণ্টা, কাঁসর, ঢোল, ঢাক ইত্যাদির বাজনা, পাঁঠার ব্যাঁ ব্যাঁ ডাক লোকজনের জয় মা জয় বাবা শব্দের সহিত বলিদান)

আরে বাবা, মাতাল এক জন চোটে গেছে।

মাতাল। দেখ বাবা কামারের পো, উপর-মুড়ীর উপর যে কোপ কচ্চ ও কি বাবা, কেলে পাঁঠা না কি? কি বাবা, তুমি অমন কাজ করো বাবা, বরং লেজে কোপ মেরে, ঐ মুড়ীর দিকে হাকিয়ে নিয়ে, গো পাঁঠাটি বাড়ী নিয়ে যাও, কষ্ট কর্ত্তে হবে কেন, কি শালাদের মর দিব, এমনি শালারা, চোর শালারা, পাঁঠাটা কোন্ দিক্ কাটচে কোন্ দিক্ কাটছে রে।

শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী (মিনার্ভা)

ছ'চালী।

(চিরকাল পাঁচালী শুনে আস্‌ছেন, একবার গোপালদার
ছ'চালী শুনুন)।

রামচন্দ্র দেশে ফিরিলে, যত সব বানর মিলে,
একত্রে সব মুনির বাসে গেল।
কেহ বলে হবে বড় মজা, মুনি খাওয়াবে তিলে-খাজা,
ওরে খাজার মজা দেখা যাবে ভাই॥
বাঃ ভাই! বাঃ!
কেহ বলে আরও রকম আছে, শুনে নে আমার কাছে,
ওরে দেখে নে তবে আনার সেটা শোনা।
মিহিদানা মরদানা, নাগদানা বেদানা,
গো-দানা, মায় ঘুঘনীদানা॥
(বেশ ভাই)
মোটা দানা মতিচুর, লোহচুর আমচুর,
চানাচুর যেন করেছে তাড়িখানা।
পান্তুয়া কাকাতুয়া, হীরামোহন লালমোহন,
নানাবিধ আয়োজন, যেন দেখবি চিড়িয়াখানা॥
ফল তো অনেক খেলুন ভাই, এমন ফল আর দেখি নাই,
স্ত্রী-ফল নাকি তার নাম শুনি;
ওরে এ কথাটা বলা চাই, ও মাদি ফলে কাজ নাই,
মদ্দা বরং ছুটো বেশী দিক্ মুনি॥
যতগুলো আছে রাজা জমিদারের ছেলে,
মাথা মোটা আমাদের দলে,
ঐ ব্যাটারা যত গোলের গোড়া,

উপোসী ছারপোকার মত আছে, বিবাদ বাধায় পাছে,
যো শব্দটাই অতি হতচ্ছাড়া।
(এইরূপ ক'রে আঁচা-আঁচি এ ওর দোষ বলে,
এমন সময় একজন এসে খবর দিলে,)
বলে ওরে পালা পালা, ক্ষুর দিয়ে কাটছে গলা,
অপঘাতে মরিলে বাবা কে সামলাবে সে ঠ্যালা।
বানরে-বুদ্ধি যত ব্যাটার, দেখে এক তো বুঝে আর,
এইরূপে পালাতে যায়, অঙ্গদ ঘেরে রাস্তায়,
কারও ল্যাজ কারও কানে ধরে ;
বলে ওরে শোন শোন, ওতে যাবে না জীবন,
ক্ষৌর-কাজটা ক'রে নাও, দাড়ি-গোঁপটা ফেলে দাও,
হাল-ফ্যাসানের নি-গুঁপোদের মত। বাঃ ভাই !
এ দিকে কটক কিছু বেশী ছিল, জলযোগ আরম্ভ হলো,
খেয়ে পান হাতে ক'রে, ভাবছে খাবেন কেমন ক'রে,
কোন্‌টা খোসা কোন্‌টা শাঁস ছাই,
কেউ কেউ বল্লে এস সব শুদ্ধ খাই,
খেতেই ঠোঁট লাল হ'ল, ভাবে বুঝি প্রাণটা গেল,
বলে ভাই কি উৎপাত, মুখে হচ্ছে রক্তপাত,
এই বামুন ব্যাটা বামুন খুন কল্লে ॥
(এই ব'লে বানরগণ তখন কি বল্‌ছে ;

(গীত)

(একবার) এস প্রভু দয়া ক'রে,
ট্রামওয়ে-গাড়ীতে, মটরকারেতে,
না হয়, সাবেক-ঢঙের একা চ'ড়ে !

কোন দোষ মোরা মুনির নাহি করি,
বিনা দোষে মারে দেখ প্রাণে মরি,
(হরি হে ! হরি হে !)
ডাক্তার সহিতে এস হে শ্রীহরি—
বাঁচি যদি প্রাণে তাদের ঔষধের জোরে

ল্যাজ-দগ্ধ রামায়ণ।

আ—রি—রি—রি—ই—ই—ই
শুন শুন রক্ষগণ ল্যাজের কাহিনী।
এই যে দেখি ন্যাজ সামান্য নন ইনি॥
ঐ ভক্তিভাবে ডাকিলে ন্যাজ চণ্ডালের হয়।
অভক্তিতে ডাকিলে ন্যাজ ব্রাহ্মণের নয়॥
ভূচর খেচর জলচর স্থলচর যত ন্যাজ আছে।
ঐ সকল পরাস্ত এই প্রভু ল্যাজের কাছে॥
এই মৎস্য-ন্যাজ, কচ্ছ-ন্যাজ ছাগী আর ভেড়া।
শৃগাল কুকুর আদি ষাঁড় আর কাড়া॥
ঐ ঘোড়া গরু যেই ন্যাজে চামর বুরুষ হয়
সে অতি তুচ্ছ এই ন্যাজের কাছে মহাশয়॥
স্তব শুনে ন্যাজের মনে আনন্দ হইল।
তৎক্ষণাৎ তিনি অমনি খাটো হইয়া গেল॥
(তখন রক্ষকগণ আনন্দসহকারে কি বল্‌ছেন)

শ্রীমতী নরীসুন্দরী।

(গীত)

দিতে হবে না—মা জানকীর বসন

কোরস্। দিতে হবে না।

আর রাবণ কহিছে শুন শুন রক্ষোগণ।

(দিতে হবে না)

ঐ যেমন ল্যাজ তেমনি অগ্নির করহ স্মরণ॥

আর টিকে গুলের আগুন

এস কেরোসিন বাহনে,

দিতে হবে না,

আর পাথুরে কয়লার আগুন

এস ময়রার উনুনে।

দিতে হবে না,

আর কাঠের কয়লার আগুন এস স্বর্ণকার-হাপরে;

দিতে হবে না,

আর ঘেঁড়ির ভূষির আগুন এস মালসার ভিতরে।

দিতে হবে না,

আর তুষানল, বাড়বানল, গ্যাসানল যত,

দিতে হবে না,

ঐ ল্যাজ দগ্ধ কর তোমরা ঠেসে অবিরত॥

দিতে হবে না,

এইরূপে সকল অগ্নি তখন ল্যাজেতে লাগিল।

দিতে হবে না,

আবার হনুমান্ তখন ঐ চালের উপরে গেল॥

দিতে হবে না,

এই স্যাজ-দগ্ধ রামায়ণ যে করে শ্রবণ।
দিতে হবে না,
আর নি-খরচায় হয় তার গো-জন্ম মোচন॥
(হরি হরি বল ভাই)

গোপালদার তরজার নূতন Question বেরিয়েছে।
প্রথম ঢুলির বাজ্না হচ্ছে—

ড্রি ডি ডি ডিডিডম সো ২ ডি ডিডম সো ডিম সো ৩ গেদো ভেড়ের ভেড়ে ২ ব্যাটার মুখটা পাতি নেড়ে দাসপুর গুপীনাথপুর ২ গুপীনাথপুর ৩ দাসপুর গুপীনাথপুর ধান ভোল বড় বৌ ৩ ঘুন তাড়া ঔঁ ৩ তিন নাথ তিন ঝাঁটা ৩ বাবা রে বুক গেল রে, শালা তোর কি হলো রে ২ দাদা গাই দেখছে গরুটার কি দেখছে, ধিনি তাকের বেটা তিনি তাক তাক তোর মা রেঁধেছে পুঁই শাক, আমি দিতে থাকি তুই খেতে থাক ২ গুগ্লি ঝিনুক বাঁ ১।

বন্দিলাম কালীঘাটে করপুটে করালবদনী।
আজ আসরে দয়া ক'রে মোর কণ্ঠে বলাও বাণী॥

খ্যানা খ্যানা খ্যান্ তিরিনাক ডিন ডিন ডিন। বাবু আজ আসরে বেটা যে মোরে চাপান দিয়ে গেছে। ঐ চাপানের চোটে বাবু গো আমার প্রাণে ভয় ধরেছে।

ডি ডিম সো সো বাবু ছুটো একটা মধ্যে মধ্যে গরমিল হয়ে যাবে। বিয়ে পাশ করা তর্জাওয়ালা বাবু গো কোথায় পাবে॥ খ্যানা খ্যানা খ্যান্ কাঁই কাঁই ক্যাটা কাঁই ডি ডি ডি ডি ডিম সো। বাবু, কোন্খানেতে সিংহের মুণ্ড গরুতে খেয়েছিল। ব্যাটা আজ আসরে আমারে এই চাপান ক'রে গেল॥

ডি ডি ডিম ডিডিম সো, ওই এক কথায় ওর চাপানে জবাব আমি সারি। ওগো আজ আসরে দয়া ক'রে যেন মান রাখেন শ্রীহরি॥' বাবু সুরথ দুর্গোৎসব ক'রে প্রতিমা জলে ফেলে, শুকুবার জন্যে প্রতিমা রেখেছিল স্থলে। ডিড্ডি ডি ড্ডিম সো, ওগো প্রতিমার সিংহের বিচালির মুণ্ড গরুতে খেয়েছিল। ওগো এক কথাতে ওর চাপানের জবাব হয়ে গেল। ব্যাটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে বড় কচ্ছে বাড়াবাড়ি। যদি ফাঁকে পেতাম আর আসর হতো বারোয়ারী॥

বাবু, এই পর্য্যন্ত আমার এবার তর্জ্জা সাঙ্গ হলো। ওগো মুসলমানে আল্লা আর হিন্দুতে হরি বলো॥

লোকা ধোপার যাত্রা।

লোকা ধোপার যাত্রা, এর সঙ্গে আবার বেহালার লড়াই—যথা—গরাদবেষ্টিত রাজা সারস-পক্ষীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ধাঁ ক'রে একটিং ধ'রে ফেল্লেন—শুন শ্রীমন্ত, দেখ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত কথা, যদি তুমি কমলে-কামিনী দেখাতে না পার, নিশ্চয় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

মহারাজ, আমার কর্ণধার সকলেই দেখেছে, বাঁমহস্তে হস্তী ধারণ পূর্ব্বক গ্রাস কর্‌ছিল, আবার উদ্‌গার কর্‌ছিল, উদ্‌গারিত ক'রে পুনরায় গ্রাস কর্‌ছিল। বোধ হয়, আমাদের তরণী দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় বামা লোকলজ্জাভয়ে স্থানান্তরে গমন করেছে—

(গীত)

এই ছিল কোথায় গেল কমলদলবাসিনী।
লোক-লাজভয়ে বুঝি লুকাল শশিবরণী॥

বীণার ঝঙ্কার

কোথা গেল সে সুন্দরী, এ মায়া বুঝিতে নারি,

এ রমণী কার রমণী এই যে ছিল—

বেহালাওয়ালা ব্যাটার অসহ্য হলো, সে ব্যাটা রেগে মেগে তান ধ'রে ফেল্‌লে—রেতেনা ২ কাল সকালে না এখন দিনকতক কই না আ আ তোম্ না ২ হাম্‌না তোমতো একেবারেই না আ আ এর সঙ্গে আবার দাশু রায়ের পাঁচালী বাজিয়ে দিলে,—মম মানস সদা ভজ দ্বিজচরণপঙ্কজ। বামনে করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ। আবার ইংলিস গৎ থাক্ থাক্ থাক্, তোরে বাঘে ধ'রে থাক্, তোম্‌না হাম্‌না তোম্‌তো একেবারেই না, আ আ তার সঙ্গে একটু কীর্ত্তন হলো, টাকা—দিবি কি না দিবি বল, যদি না দিস্ ত থানায় চল্। এরই আবার বেহালার চরমসীমায় উপস্থিত হলো, সেইটে দেখাচ্ছে আর কি—কেরাসিন ৩ চিচি পোকা ৩ কেরাসিন ৩ সরষে ৩ রেড়ি ৩ নারকোল, আবার যিনি তবলা বাজাচ্ছেন, করছেন ঘুগু তাড়া ৩ এ এ এ।

আমি তো বাবা মদ মারি, তুমি মাতাল মারো।

বাপ-ব্যাটায় কুঁক্‌ড়ো লড়াই লেগে গেছে আর কি। ছেলেকে বাপ অনেক রকম ক'রে বারণ করেছে, দেখ্ বেটা, মদ আর খাস্‌নি এাঁ, কানে কাম্‌ড়ে বা কর্ণ বেধের মতন কান ছেঁদা কোরে বুঝিয়ে দিয়েছি। ছেলে বেরিয়েছে—সে দিন শনিবার, বার-দোষ না পেয়ে কি আর বাবা বাড়ী ফেরে, বাড়ীর কাছে এসে তখন মনে প'ড়ে গেছে যে, তাই তো, কি করা যায়, বাবা তো যথেষ্টরূপে বারণ করেছেন, যা হোক্, সাফাই দেওয়া যাবে বাবা, এই ব্যাটা যেমন তার ভাগনেকে ভালবাসে, অন্ধকারে তার নামটাই না হয় ক'রে দেব, এই স্থির ক'রে বাড়ীর কাছে গিয়ে চাকরকে ডাক্‌ছে।

ছেলে। ঝিঙ্গরু, ঝিঙ্গরু।

এখন ওর বাপ পাশের ঘরে শুয়েছিল, সে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়েছে, খুলে দিয়েই দেখে ছেলে।

বাপ। হাঁ রে ব্যাটা হতভাগা, তোকে বারংবার ক'রে বারণ করি, তুই ব্যাটা তবু সেই মদ গিলে এসেছিস, ব্যাটা হতভাগা কোথাকার এঁ্যা কে রে তুই? ব্যাটা কথা কয় না, কে রে তুই, কে রে?

ছেলে। এঁ্যা এঁ্যা, আমি তোমার ভাগনে গো বাবা

বাপ। ওরে ব্যাটা, জল-জেয়ান্ত বাবাকে তুমি মামা বানাতে চাও হত ভাগা। বোলেই তখন খড়ম প্রহার আরম্ভ করেছে।

ছেলে স্বগত বল্‌ছে।

ছেলে। বাবা, এমন বিপদ্ও করে! এ যে ব্যাটা চারিদিকে রক্ত ঝুঁজিয়ে বেরুতে লাগ্‌ল রে, কি গুখুরি কাজই ক'রেছিলাম।—

বাপ। ব্যাটা, ফের তুমি মদ মেরে এসেছ।

ছেলে। (স্বগত) হাঁ হাঁ বাবা, আমি তো না হয় মদ মারি, তুমি ('ম'য়ের কোটাটা সবই মারো বাবা, এই সকাল-বেলা প্রসাদের মাথা মার, এই দুকুর-বেলা মাছি মার, রাত্রে মশা মার, রাগ্‌লে মাকে মার, এই বাজারে বেরুলে মহাজন মার, হ্যাঁ হ্যাঁ ভারি আর কি আমার বড় অপরাধ।

বাপ। তবে রে ব্যাটা পাজি কোথাকার, ছুঁচো হারামজাদা শুয়ার, তোমা বারংবার বারণ করেছি, তবু ব্যাটা তুমি আমার কথা শোন না আরে বাবা, শুন্‌বে কে? হাঁ হাঁ, সে ব্যাটা কি আর তখন ছে আছে, সে একটি জীয়ন্ত উপদেবতা হয়ে বাবা দাঁড়িয়েছে।

বাপ। আরে, এই জামাতাই নবগ্রহ ছিল, শুনেছিলেম, এই নবগ্রহের উপর কখন কখন যেতো, এ ব্যাটা ছেলে যে আমার হয়েছে, এ ব্যা

দেখছি বাবা ত্রয়োদশ গ্রহর উপরে দায়, ব্যাটা হাড়ে মাসে ভাজা ভাজা করলে, এই বুড়ো বয়সে ব্যাটাকে যত বারণ করি, হাড়হাবাতে ব্যাটা ততই মদ গিল্‌বে, ততই মদ গিল্‌বে, আরে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার, ব্যাটাকে বল্‌বো এক, আর করবে এক, হাড়হাবাতে ব্যাটা কোথাকার, ব্যাটা ফের মদ মেরে এসেছে।

ছেলে। ও বাবা, আমি তো না হয় মদই মারি, আর তুমি যে বাবা মাতাল মার।

বাপ। ফের কথা কচ্চ শূয়ার, মাতাল মারি, আমি মাতাল মারি, আমি ওর মতন মাতাল মারি, হাড়হাবাতে ব্যাটা কোথাকার, বাড়ী ঢোক ব্যাটা, বাড়ী ঢোক শূয়ার কোথাকার।

ছেলে। আচ্ছা বাবা, আর বোল্‌তে হবে না।

কাজ এগিয়ে রাখ্‌ছি।

বাবু চাকরকে কাজ এগিয়ে রাখ্‌তে শিখিয়ে দিচ্ছেন।—

বাবু। ওরে এই অধরে, এ দিকে আয় দিকিন। ব্যাটা হতভাগা, এই আহাম্মক কোথাকার, ব্যাটা হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাটা আর আজ্ঞে পরাজ্ঞে কোরে কথা কস্‌নে কেন? এখন ডাক্‌লে, অমনি কি কোরে অমনি ব্যাটা সাড়া দিলে? হাড়হাবাতে কোথাকার! এদ্দিন ভদ্রলোকের ওখানে ব্যাটা রয়েছে, যে ডাক্‌বে, অমনি সাড়া দিবি। এই আমি ধর্ তোকে ডাক্‌ছি—অধরে!

চাকর। এই আজ্ঞে পরাজ্ঞে কি বোল্‌ছেন?

বাবু। দূর ব্যাটা, ও রকম কেন বল্‌বি—তা কেন—এই ব্যাটা কোথাকার, আজ্ঞে না হয় পরাজ্ঞে, এই বোলে বল্‌বি।

চাকর। যে আজ্ঞে, যখন আপনি যা বল্‌বেন, তাই বোল্‌ব। তার পরেতে এখন বাবু বোলে দিচ্চেন,—

বাবু। দেখ, ঐ শোন শোন শোন শোন আর শোন, ঐ দেখ, আগে কোল্‌কে তামাক সেজে রেখে দিবি, টিকেগুলি কুচিয়ে রেখে দিবি, যেই ভদ্রলোক এসে তামাক চাইবে, অমনি টিকেটি ধরিয়ে দিয়ে তার পরেতে অমনি ফুঁ দিয়ে ব্রাহ্মণের হুঁকো কায়স্থের হুঁকো নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরে যিটি দরকার হবে—দিবি। এই কেউ জল চাইলে বাড়ীর ভেতর থেকে পানটা নিয়ে এসে জল দিয়েই ভদ্রলোককে পান দিবি। এই আমার স্নান করবার জায়গা ক'রে তেল-গামছা, সমস্ত মুখ ধোয়া দিয়ে তার পর ডাক্‌বি যে, বাবু আসুন স্নান করতে। ব্যাট্যা এত দিন ভদ্রলোকের বাড়ী কাজ কোচ্চে, ব্যাটার একটু আক্কেল কি, ব্যাটার একটু কিছু হোল না, ব্যাটা দিন দিন মানুষ হবে, না দিন দিন গরু হচ্চে; ব্যাটা হতভাগা কোথাকার—হাড়হাবাতে ব্যাটা, যা বোলে দিব, ঠিক যেন সেই রকম কাজ হয়।

এখন ঘটনাচক্রে ও ব্যাটা ঐ রকম কাজ আগিয়ে রাখতে শিখেছে কি না,—বাবু যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, ওর তেমনি শিক্ষাই তো হবে।

এখন বাবুর ছেলের ব্যায়রাম, রেমিটেণ্ট টাইপের জ্বর, ছেলে যে সময়ে জ্বর বেশী হ'লেই একেবারে আন্‌চান ক'রে বকে, বাড়ীর ভেতর জ্বরের ইয়ের ছেলের তদবির হচ্চে, সন্ত্যান হচ্চে, নানাবিধ আয়োজন হচ্চে, ছেলের বড্ড জ্বর। এখন বিকেলবেলা জ্বর একটু বেশী হওয়ার দরুণ ছেলেটি আন্‌চান্ ক'রে বোক্‌চে। এদিকে গিন্নীমা, ঝি আর অন্যান্য সকলে কাঁদ্‌ছে কাটছে, বাবু বৈঠকখানায় ইয়ারদরে নিয়ে পাশা খেলছিলেন, খবর এল—

ঝি। ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে।

আহ্লাদে আটখানা।

বাবু। কি হোল রে, কি ? হোল কি ?

ঝি। এই দেখুন. খোকাবাবু কেমন আনচান্ কোরে বোকৃচে।

বাবু। ও বুড়ো ঝি, কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি, আমি এখনি আমাদের চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্চি, এখনি ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন, আর তুই যেতে বল্। ওহে, ওহে, দেখ না, দেখ না, ঐ যে যুগ চালাও না, কি বিপদ আ—আ, এই পোয়া বারো, না—না—না, ওটা সাম্‌লে নাও, সাম্‌লে নাও, ঐ যুগ চালিয়ে তার পরে, আরে কি কচ্চো আগে, কেন চালছ এমন সময়। ওরে অধরে—যা ব্যাটা, একবার যা, ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে আয়, বুঝ্‌তে পাল্লি তো এই—এই নয় মেরে দাও, ঐটে নয়টা মার আগে, নয়টা মেরে তার পর চালাও না। এই দেখ, ডাক্তারবাবুকে খবর দিবি, বোল্‌বি, তিনি যেন শীগ্‌গির আসেন, ঝি, তুই যা. বাড়ীর ভেতর যা, ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি, যা বাড়ীর ভেতর, বোল্ গে যা শীগ্‌গিরি।

আর সে ব্যাটা তো চোল্লো, গিয়ে, সে ডাক্তারকে না খবর দিয়ে, বাবা কান্নাকাটি উঠেছে কি না, হুঁসিয়ার চাকর, হা হাঁ বাবা, এ দিকে তো ব্যাটাকে গঙ্গা আন্‌তে ব'লে গজাল কিনে নিয়ে এসে হাজির করে, এক খাট কিনে নিয়ে এসে হাজির কোরেছে। বাবু বল্‌ছে—ওরে ডাক্তার কই রে ? আর ব্যাটা, তোর কাঁধে কি রে ? হাঁ, খাট কি হবে ?

চাকর। আজ্ঞে তো আমাকে তো আন্‌তেই হোতো হুজুর আমি আগিয়ে রেখে দিচ্চি, সেই তো আন্‌তে রাখছি আর কি।

ধেই কি

! ধেই কি

ওয়্যা

ওয়্যাও।

ভয়ে স্তম্ভীভূত।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা।

মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্চে। এখন পল্লীগ্রামের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় প্রায়ই কাঁদিতে কাঁদিতে যায়,—আর পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী যারা থাকে, তারা কতকটা পথ বোঝাতে বোঝাতে যায়।

পাল্কীর বেহারা ডাক্‌ছে। সদ্য প্রসূত ছেলে একটি,—সেটিও কাঁদছে, আর তার খোনা দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে বোঝাতে বোঝাতে যাচ্চে। মেয়ে কাঁদছে—আমি কেমন কোরে থাক্‌বো গো দিদিমা গো! দিদিমা! আমি কেমন কোরে থাক্‌বো গো। দিদিমা গো দিদিমা!

পাল্কী-বেহারা ডাক্‌চে,—

ধেই কি নাগড়, ধেই কি নাগড়! ধেই কি নাগড়, বাঁয় সমাড়!
ধেই কি নাগড়, ধেই কি নাগড়! হেই চলি যা!

খোনা দিদিমা বোঝাচ্ছে—

দিদিমা। ছিঁ দিঁদিঁ! ছি দিঁদিঁ! কেঁদ নাঁ! কেঁদ নাঁ! তুঁমি জন্ম এঁয়েস্ত্রীঁরি হঁয়ে বেঁচে থাঁক দিঁদিঁ! কেঁদঁ নাঁ দিঁদিঁ কেঁদঁ না।

ছেলে কাঁদছে—

ওয়্যাও! ওয়্যাও! ওয়্যাও! ওয়্যাও! ওয়া-ওয়া, ওয়া, ওয়্যাও ওয়্যাও। ছেলেটির মুখে স্তন দিতেছে, ছেলে দুধ খাচ্চে আর কাঁদছে—ও-ও-ও-ও ওয়াও,—ও-ও-ও-ওয়াও—ও-ও-ও-ওয়াও!

পাল্কী-বেহারা ডাক্‌ছে—

পা-বে। ধেই কি নাগড়, ধেই কি নাগড়! হতদল দ! ধেই কি নাগড়, বাঁয় সমাড়! ধেই কি নাগড়, হেই চলি যা! ধেই কি নাগড়! ধেই কি নাগড়! ধেই কি নাগড়! হেই চলি যা!

খোনা দিদিমা বোঝাচ্ছে—

দিদিমা। দিঁদিঁ! কেঁদঁ নাঁ, দিঁদিঁ কেঁদ না! এঁইঁ নঁতুঁনঁ ধানেঁর মুঁরকি তোঁমাঁয় পাঁঠিঁয়েঁ দেবোঁ, দিঁদিঁ কেঁদঁ নাঁ, এই দিঁদিঁ! এঁই কঁলা পাঁকঁলে তোঁমাঁয় পাঁঠিয়ে দোবোঁ, দিঁদিঁ! দিঁদিঁ! কেঁদঁ নাঁ! এঁই এই আঁমাঁদেঁর নোঁনাঁ আঁতাঁ পাঁকঁলে তোঁমাঁয় এঁক ঝুঁড়ি পাঁঠিঁয়ে দোঁবোঁ, দিঁদিঁ কেঁদঁ নাঁ দিঁদিঁ! কেঁদঁ নাঁ, এঁই এঁইঁ দেঁখ আমাদের পুকুরে মাছধরা হঁলে তোঁমাকে মুটে কঁ'রে পাঁঠিয়ে দোঁবোঁ, দিঁদিঁ, কেঁদঁ নাঁ, দিঁদিঁ, কেঁদঁ নাঁ।

মেয়েটি কাঁদছে—

আমি কেমন কোরে থাক্‌বো গো-ও-ও-ও—দিদিমা গো! দিদিমা আ-আ-আ—আমি তোমায় ছেড়ে একতিল থাক্‌তে পারি না যে গো? দিদিমা গো দিদিমা-আ-আ-আ—

পাল্কী-বেহারা ডাক্‌ছে—

ধেই কি নাগড়, ধেই কি নাগড়, ধেই কি নাগড়, বাঁয় সমাড়, ধেই কি নাগড়, ধেই কি নাগড়! হেই চলি যা! ধেই কি নাগড়, হতদল দ! ধেই কি নাগড়, ধেই কি নাগড়।

ছেলে কাঁদ্‌ছে—

ওয়্যাও—ওয়্যাও—ওয়্যাও! ওয়্যাও ওয়্যাও, ওয়্যায়্যায়্যাও, ওয়্যাও, ওয়্যাও।

পাল্কী-বেহারা ডাক্‌ছে—
ধেই কি নাগড় ইত্যাদি।

ভিখারীর চালাকি !

এই পাড়াগেঁয়ের ভিখারী ব্যাটারা কি রকম চালাক আর গেরোস্তর কাছে কেমন আস্তে আস্তে বাগিয়ে কাজ নেয়, একবার দেখুন ।

ভিখারী। জয় রাধে কৃষ্ণ ! চারটি ভিক্ষে পাই মা !

গিন্নী। বলি ও বড়-বউ ! আরে দুপুর বেলা ভিখিরী এসেছে, বলি চারিটি মুষ্টি ভিক্ষে দে। বলি বাবা, তোমার আসা হচ্ছে কোথা থেকে ?

ভিখারী। আজ্ঞে, অনেক দূর থেকে আসা হচ্ছে মা-ঠাকরুণ ! সেই পেরায়—পাঁচ—ছ ক্রোশ হবে, এই যেতেও হবে—শ্রীধাম নবদ্বীপ ! এই ভগবানের জন্মস্থান দর্শন ক'রে একবার দেহকে ধন্য করবো আর কি।

গিন্নী। আহা হা; বাবা, রোদ্দুরে মুখখানি তোমার পেরায় শুকিয়ে গেছে। বলি, একটুখানি বিশ্রাম কর।

ভিঃ। যে আজ্ঞে মা-ঠাকরুণ, সেটা আপনার ইচ্ছে আর গোবিন্দের ইচ্ছে। বলি মাঠাকরুণ, একটু জল—আহারীয় জল আছেন কি ?

গিন্নী। ও বাবা, ব্রাহ্মণের বাড়ী—আবার জল নেই কি ! ও বড়-বউ, একটু গুড় আর একটুখানি জল দে।

ভিঃ। মা-ঠাকরুণ, এই বলছিলেম, একটু সুপারি আছেন কি ?

গিন্নী। সুপুরি কেন, এই একটা পান দিলে কি হবে না ?

ভিঃ। যে আজ্ঞে, সেটা আপনার ইচ্ছে আর গোবিন্দের ইচ্ছে।

গিন্নী। বলি বাবা ! দুপুর বেলা—চারিটি পেসাদ না হয় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পেতে।

এখন শাক্তর বাড়ী বৈষ্ণব গিয়ে জুটেছে। কাজেই হেঁসেল উঠে গিয়েছে সে সময়ে, এই পাঁটা রান্না হয়েছিল সে দিন। অমনি পাঁটার

আলু টালুগুলি বেছে আর বরবটি কলাই বেছে ভাতের উপর দিয়েছে। বেড়াল ডেঙ্গুতে পারে না। সেই ভাত নিয়ে ত ব্যাটা বসেছে, ব'সে গোগ্রাস আরম্ভ করেছে, এমন সময় এক কুঁচে পাঁটার হাড় বেরিয়ে পড়েছে, দেখেই ব্যাটা চম্‌কে উঠেছে। রাধে! রাধে! রাধে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! ছি! ছি! ছি!

গিন্নী। বলি বাবা! চম্‌কাচ্চ কেন? ও তুমি তা মনে ক'রো না বাপ্! বেরাহ্মণের বাড়ী, তা হবার যো নাই, ও আমাদের বাড়ী তা হয় না বাবা। ঐ নদীর চড়ার কড়াই কি না? হয় ত গরু-ফরু—কিংবা শূয়ার-কুয়ার—ঐ তাদেরি হাড় এসে প'ড়ে থাক্‌বে। ও পাঁটা নয়—তুমি ভয় খেয়ো না। গোবিন্দ! গোবিন্দ! বলি বাবা! তা মনে করো না—ও পাঁটা নয়; হয় গরুর হাড়,—না হয় শূয়ারের হাড়, ও পাঁটা নয় বাবা! তা নয়, তা নয়!

ভিঃ। যে আজ্ঞে মাঠকৃরুণ! তবে চারিটি ভাত ছিল, একটু আমানি আছেন কি?

গিন্নী। আমানি কেন, তবে একটু দুধ দেবো কি?

ভিঃ। ও মাঠকৃরুণ! আমানি নইলে যে নয়, তা নয়; দুধ হলেও চলে।

বাঙ্গাল জমীদারের নিকট দুর্গোৎসবের ফর্দ্দ পেশ।

এক সরকার গিয়ে হাজির, গলায় বোতাম-টোতাম খোলা, কাল মতন লোক—ম্যালেরিয়া-ভোগা,—তিনি গিয়ে দরখাস্ত নিয়ে হাজির হয়েছেন। বাবু জিজ্ঞাসা কচ্ছেন।

বাবু। আরে, সরকার নাকি? ওগুলা কি?

সরকার। আজ্ঞে, ওগুলা দরখাস্ত। আর একখান পূজার ফর্দ্দ রইচে।

বাবু। পাঠ করিয়া শুনাও।

সরকার। আজ্ঞে, লাট হরিহরপুরের সামিল, রঞ্জনপুর গ্রাম, শ্রীভবানী-চরণ চক্রবর্ত্তীর অবীরা পত্নী বরদাসুন্দরী দেবী,—তিনি স্বামীর ব্রহ্মোত্তর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। গত বৎসর পরকজ ধরিলে,—ঐ দরখাস্তভুক্ত ভূমি মালভুক্ত হওয়ায় ঐ ব্রাহ্মণকন্যাকে অনাহারে মারা যাইতে হইতেছে।

বাবু। মারা যাইতে হইবে ক্যান্; ঐ ব্রাহ্মণকন্যাকে যাইয়া কও, ভূম্যধিকারীকে ফাঁকি দিয়া ছাপাইয়া খাওয়ার চেয়্যা অন্যবৃত্তি ভাল্। হঃ, ভারি দরখাস্ত আন্‌ছে। ঐখানি কিসের দরখাস্ত ?

সরকার। আজ্ঞে! লাট হরিহরপুরের সামিল কয়েকখানি মৌজার প্রজাদের জলকষ্ট হওয়ার দরুণ, তারা দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করে যে, প্রত্যেক গ্রামে এক একটি করিয়া জলাশয় খনন করিয়া দিবার অনুমতি হয়; এজন্য তারা করবৃদ্ধি দিবার স্বীকার করে।

বাবু। হঃ, প্রত্যেক টাহায় অষ্ট আনা হিসাবে কর বৃদ্ধি দিবার স্বীকার করে—ম্যানেজারের কাছে ঐ দরখাস্ত পাঠায়ে দাও, ক্ষতি কি! ঐখান কি ?

সরকার। আজ্ঞে, এখানি পূজার ফর্দ্দ গত বৎসরের। শোন্‌বার কয়েছিলেন, আন্‌চি। এই বস্ত্রবিভাগের আইটেম্ দেহেন,—

বাবু। হঃ, পাঠ কর।

সরকার। আজ্ঞে—সিংহের বস্ত্র—মূষিকের বস্ত্র—ময়ূরের বস্ত্র—কার্ত্তিকের বস্ত্র—

বাবু। অঃ রও-রও-র-র-র-র—ভট্টাচার্য্য ব্যাটারা এই কইর‍্যা জমীদারগুলাকে ফাঁকি দিতেছে। বিটারা ভণ্ড; এই মূষিকে কাপড় কোন্

কালে পইর‍্যা আছে ? আর ময়ূর—তোমার সিংহ কোন্ কালে কাপর পইর‍্যা আছে, ও চিরদিন দাত ছরকুটে আছে—এই ত দেখ্‌চি। ঐগুলা কাইটে দেও। ওই মাইয়াগুলারে কাপর না দেওয়া, ঐডা খারাপ দেহে, এই মাইয়াগুলারে কাপর দেও,—আর বেবাক কাইটে দেও। বস্ত্র—বংশরক্ষা জন্য কাপরের সৃষ্টি হয় নাই! আর কি ? ঐটা বল! ঐটা ?

সরকার। আজ্ঞে, প্রতিমা খরচ গত বৎসর আড়াই শত টাহা।

বাবু। ওঃ, আড়াই শত টাহাটা বেবাক জলে ফ্যালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ; দেহ! এবার এটা খরচ না কইর‍্যা—ঐটা খেমটাওয়ালীদের ইসের মধ্যি দেও—অর্থাৎ খরচের মধ্যি দেও। আর স্যাহ—ঐ যে,—তুমি স্বচক্ষে যাইয়া দেখিয়া খেমটাওয়ালীদের বায়না দিবা। বুঝ্‌ছ কি না ? ঐ দালাল মারফৎ বায়না দিবা না। এই ছোট, নৃত্যগীতে পরিপক্ক হয়—সুন্দরী হয়—দেইখ্যা বায়না দিবা।

সরকার। খোকাবাবু কইছিলেন।

বাবু। ওঃ! খোকাবাবু কইছিলেন ত,—ভারি কইছিলেন ; আরে কালই এটর্ণীরে চিঠি লিখে দিব যে, বেটা বেটী একেবারে ভণ্ড হইচে,—ব্যাটা কুলাঙ্গার পাষণ্ড—অণ্ড ; এ ব্যাটার মুণ্ড লণ্ডভণ্ড কইর‍্যা কাল তেজ্য পুত্র কইর‍্যা দিব।

"তোত্‌লা পুরুত ও কালা যজমান।

যজমানটি হয়েছেন আপনার কালা,—পুরুতটি হয়েছেন তোত্‌লা, এই লায়ে লায়ে ভিড়ে গেছে আর কি। শ্রাদ্ধের বরাদ্দটা করেছেন ভাল। যজমান মহাশয়কে—পুরুত মশায় এবার মন্তর বলাটা শিখিয়ে নিচ্চে আর কি।

পুরুত। এই এই এই—স্যাখ—স্যাখ বাবা! এই আমি যেমন বে

বল্‌বো—তুমি গিয়ে সেমনি কর্‌বে ;—এ অর্থাৎ মন্‌ত্রটা যা বল্‌বো,—তুমিও সেমনি কর্‌বে। এই এই—বল দেখি গে গে—তোমার নমঃ।

*যজমান। এ বল দেখি তোমার গে নমঃ।

পুরুত। আরে আরে-আরে—তা—কেন,—এই ধরগে—ধরগে—তোমার এই—বল নমঃ।

* যজমান। এই বল গে নমঃ।

পুরুত। আহা-হা হা এই মাটী কল্লে দেখ্‌ছ, তা নয়—শুধু নমঃ।

যজমান। তা নয়, শুধু নমঃ।

পুরুত। ম-ম-ম—মরেছে ব্যাটা ! আরে শুধু নমঃ ব'লে ফেল।

যজমান। আরে মরেছে ব্যাটা ! শুধু নমঃ ব'লে ফেল।

পুরুত। আরে আরে দূর ব্যাটা গাধা। দূর ব্যাটা গা-য়্যা-ধা।

যজমান। দূর ব্যাটা গাধা।

পুরুত। আরে ব্যা-ব্যা ব্যাটা—আ-আ-গা-গা গালাগালি খেলে দেখ্‌ছি।

যজমান। ব্যাটা খেলে দে—দেখ্‌ছি।

পুরুত। আ-রে-রে-রে-রে তা নয় ব্যাটা পাজি।

যজমান। ব্যাটা পাজি।

পুরুত। তু-তু-তু—তুই ব্যাটা ভণ্ড—ন-নষ্ট নচ্ছার।

যজমান। ব্যাটা ভণ্ড নষ্ট—নচ্ছার

পুরুত। আরে রে-রে-রে ব্যাটা মার—খাবি দেখ্‌ছি, মার্‌বো লাথি।

যজমান। বেটাকে মার্‌বো লাথি।

পুরুত। এই মরেছে ব্যাটা, আরে দূর ব্যাটা দেখ্‌বি—

যজমান। দেখ্‌বি ব্যাটা।

পুরুত। ওরে হারামজাদা।

অপেক্ষা

বিস্ময়ে অবাক্
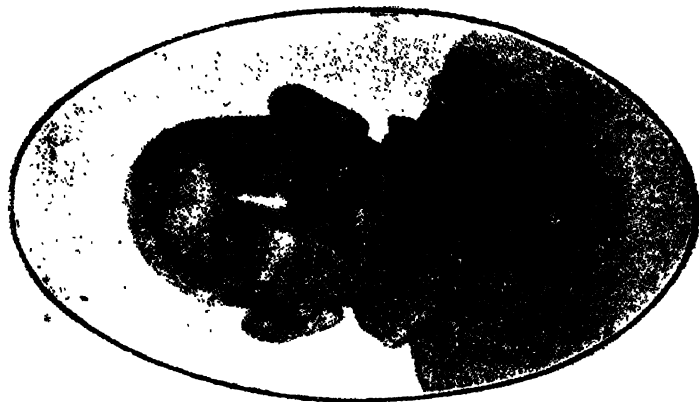
যজমান। ওরে হারামজাদা।

এই দুজনে ঝটাপটি, হাতাহাতি, যখন পাকাপাকি, লাথালাথি কিলোকিলি, গুঁতোগুঁতি লেগে গেছে,—যজমান্নী—ও মা! এ কি সর্ব্বনাশ গো! এ পুরুত বেটা কল্লে কি গো! ছেরাদ্দ এতদূর গড়াবে, তা কি জানি? তা হ'লে যে উঠানময় গোবর দিতুম! ও মা, মিন্‌ষেকে নীচে ফেলেছে এইবার, ওগো মুখ দিয়ে রক্ত তুল্লে. এ কি বিঘ্নের মন্তর, হরিবোল! হরিবোল! বলি, ও ব্যাটা, ছেড়ে দে,—বলি ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। ওরে যজমান ম'রে গেল—মিন্‌ষে ম'রে গেল। দাঁড়া, ওরে ঝ্যাঁটা আন্ তো র‍্যা। ও দিদি! ও বড় দিদি! ঝ্যাঁটা আন, এ ব্যাটা দেখ খুন কল্লে বুঝি। ও মা! ঝাঁটা কৈ গো? মুখে আগুন গো।

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী।—

ভিখারী ও ফেরীওয়ালা।

মা গো দয়াময়ী জননী গো,
এই অনাথ বালকের প্রতি একবার
কৃপাদৃষ্টি কর মা. মা গো—
আমি দুঃখিনী আঁটকুড়ীর পুত গো—
(বরফ) মা, এই সংসারে আমার বল্‌তে আর
কেউ নাই মা (বরফ) মা, আছে
একমাত্র পিসীমা, তাঁর দুটি চক্ষু কাণা,
আমি তাঁর একমাত্র অন্ধের যষ্টি গো মা,
(অবাক্ জলপান অবাক্ জলপান) মা গো,
আমি তাঁরে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াই মা;

(চাই আলু নারকেলের ঘুঘনিদানা)
মা গো (গরম গরম)
মা গো আমি ভদ্রলোকের ছেলে গো
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোর্‌তে লজ্জা করে মা
তাই রাত্রিকালে—ও গো মা গো—
ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে
দুই এক পয়সা চেয়ে চেয়ে বেড়াই গো
(ও ঘুঘনিদানা এ বাড়ীতে)
(গরম গরম), মা গো—
তোর অনাথ সন্তান যে অনাহারে
প্রাণ ত্যাগ করে মা. একবার চেয়ে দেখ
(ওগো ও ছেলে, এ দিকে এস বাছা, এই নাও ধর)
ও গো গিন্নী-মা, তুমি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হও গো
তুমি রাজরাজেশ্বরী হও মা,
(এস বাছা, এই জানালার নীচে
হাত পাত) পেতেছি মা (পেয়েছ বাবা)
এই পেয়েছি মা, ওগো
রাণী-মা, তুমি একটি পয়সা দিলে গো
আর একটি পয়সা দাও মা,
আমি সমস্ত দিন অনাহারে আছি,
(নারকেলের ফোঁপল) মা গো
সকালবেলা মুখুয্যেদের জলছত্রে চারমুঠো
ভিজে ছোলা আর একটুখানি এখোগুড় খেয়ে
জল খেয়ে আছি মা—

(পাঁটার ঘুঘনি) মা গো
(পাঁটার ঘুঘনি) মা গো, আমি যে
এখনো বাসিমুখে জল দিই নাই,
মা গো আর একটি পয়সা দাও মা (নারকেলের কোঁপল)
ওগো মা ! (ওগো বাছা,
দশ বাড়ী ঘোর, অনেক পাবে,
এক জায়গায় এত লোভ কর্তে নাই)
আচ্ছা, চল্লুম মা।
(মালাইকা বরফ কলেজা তর)
(হুকুম দৌড়ে ৩)
মা গো ও গো রাণী-মা আর কে
দয়াময়ী আছিস্ গো,
একটা পয়সা দাও মা।
(হুকুম দৌড়ে ৩)

মালিনীর খেদ।

বল্‌ব কি আর দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়।
যে রাখতো মোরে হৃদ্‌মাঝারে সে যে আর নাই। (মরি হায়)
আমার সে মাখ্‌না মালী,
(মাখ্‌না রে বাপ আমার কোথা গেলি রে হা-হা হায়)
খেত কত গালাগালি,
রাগ কর্‌লে গোলাপ তুলে দিত মোর খোঁপায়।
বিষ্যুৎবারের বারবেলাতে (মরি হায়)
গিছলো মালী ফুল তুলিতে

যেই ছিঁড়েছে অপরাজিতে,
মালী আমার নাই (মরি হায়)
সে কথা মনে হ'লে, আঁৎকে ওঠে পেটের পিলে,
তাই বলি বারবেলা হ'লে
কেউ বেরিও না দোহাই।
শুধু কি গায় দেয় কাঁটা
দুঃখে বুক ফেটে হায় ফুটী ফাটা,
আর নাকে ঝরে পোঁটা,
হায় রে হায় কপালে ঝাঁটা
আমার মাখ্‌নারে কোথা পাই॥ (মরি হায়)

কৃষ্ণযাত্রা (শ্রীরাধার বিরহ)

বৃন্দে। ওগো রাই বিনোদিনি, কি কারণে বিষাদিনী, প্রকাশ ক'রে বল শুনি।

রাধা। বৃন্দে গো, যে জ্বালায় জ্বলিছে হিয়ে, প্রভু প্রভু করিয়ে, হৃদয়নাথ হৃদয়নাথ বলিয়ে বসিলেম সমরে।

বৃন্দে। আহা আহা, বলি ললিতা, শ্রীরাধা কি কারণে এই বেগময়ী ভীষণের জ্বালায় দৈত্যবাণ হচ্ছে, প্রকাশ ক'রে বল শুনি, কারণ কি অবশ্যই আছে।

ললিতা। হ্যাঁ গো সখি, কি বলিব কি বলিব, বল্‌তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

বৃন্দে। কি বলিলে, বল্‌তে তোমার বক্ষঃস্থল ফাটিত হচ্ছে। আচ্ছা, তবে বলে কাজ নেই সখি! বলি বিশাখা, তোমার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি। প্রকাশ করে বল শুনি।

বিশাখা। বৃন্দে গো, কি বলিব, কি বলিব, শ্যামচাঁদ এত শঠ, এত কপট, এত নিপট, (বা, ভাই বা) তা আগে জান্‌তেম না। রাই আমাদের কুলমান ভাসিয়ে দিয়ে যার পদে প্রাণ সঁপিল, সে কি না এত দাগা দিলে। ধিক্ কালাচাঁদ্।

বৃন্দে। রাই আমার প্রত্যক্ষ উত্তর কল্লে না, হে সখি চম্পকলতা, তোমার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি। প্রকাশ ক'রে বল শুনি।

চম্পকলতা। বৃন্দে গো, কি বলিব কি বলিব, শ্যামচাঁদ এত নিষ্ঠুর, তা আগে জান্‌তেম না, উহুঃ উহুঃ উহুঃ, শ্যামচাঁদ কি নিঠুর, উহুঃ উহুঃ উহুঃ, শ্যামচাঁদ কি নিঠুর।

বৃন্দে। সকলের মুখে এক বাণী, তুচ্ছ কথা নাহি শুনি। হে সখি মাধবিকা! শ্রীরাধার বিষাদের কারণ কি, তোমার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি। প্রকাশ ক'রে বল শুনি।

মাধবিকা। বৃন্দে গো, কি বলিব, কি বলিব! নিষ্ঠুর কালা গত নিশিতে রাধার কুঞ্জে আসবে ব'লে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়াছিলেন. আমরা সারানিশি জেগে ম'লাম, কালাচাঁদ ভুলেও একবার এলেন না আহা, শ্যাম কি নিঠুর, শ্যাম কি নিঠুর! (বা ভাই বা)।

বৃন্দে। ওহে বৃকভানু-নন্দিনি, এর জন্যে আর চিন্তা কেন ধনি জান সখি, পুরুষজাতি ভ্রমর-প্রকৃতি, ভ্রমর কভু এক পুষ্পের মধুপান ক'রে তৃপ্তি লাভ করে না। নানাজাতি পুষ্পের মধুপানে রত হয়। সে অবশ্য প্রকৃত ভ্রমর, তার কমল-মধুই প্রিয়তম। কিন্তু বার মাস একই পুষ্পের মধুপানে অরুচি জন্মালে প্রতি পুষ্পের পরিমলে রসনা পরিবর্ত্তন ক'রে আসে।

ধ্যান-মূর্ত্তি ঃ

গীত।

আমাদের কৃষ্ণ-অলির সেই দশাই হয়েছে,
তাই বলি রাই-কমলিনী ভেবনি ভেবনি।
(এই এককড়ি) এ্যা হ্যাঁ।

দ্বিতীয় পাঠ।

কমলিনী গো সতত কি বসে অলি কমলে।
সে যে নানা ফুলের মধু খেয়ে উড়ে আসে কমলে॥
অতি মিষ্টি খেয়ে হয় অরুচি, কাশনে হয় গো রুচি,
কমলিনী (বা ব্যাটা) ও সখি গো
অতি মিষ্টি খেয়ে
(আর একজন)
কমলিনী (দুর শালা) (চুপ চুপ গোল হচ্ছে) কমলিনি!
বলি বার মাস কি কাশন খেয়ে থাকে তাই ব'লে।
মিষ্টি যখন খাওয়া যায়, কাশন তায় কিছু নয়,
(বলি) অমনি মুখ বদ্‌লিয়ে দেয় মিষ্টি গালে॥ (হায়)

গেছো রামায়ণ (রাবণ-বধ)।

ও রি রি রি রি— রাবণ আসিল যুদ্ধে প'রে বুট-জুতো,
আর হনুমান্ মারে তারে লাথি আর গুঁতো।
(নামের কিবা মহিমে, রাম-নামের কিবা মহিমে)
ঐ গুঁতো খেয়ে রাবণ রাজা ঐ যায় গড়াগড়ি,
হনুমান্ বলে তোরে মেরেছি চাঁপড়ি।
(নামের কিবা মহিমে, রাম-নামের কিবা মহিমে)

ধূলো ঝাড়ি রাবণ রাজা উঠি ধড়ফড়ি,
চক্ষু ক'রে জবা ফুল গোঁপে দেয় চাড়ি।
(নামের কিবা মহিমে, রাম নামের কিবা মহিমে)
ঐ হেন কালে নল নীল আসি তাড়াতাড়ি,
রাবণে ভ্যাংচায়ে করে দন্ত কিড়িমিড়ি। (নামের কিবা—)
রাবণ বলে ঢের দেখিচি, তোর রাম-লক্ষ্মণে আন,
আচম্বিতে সুগ্রীব আসি টিকিতে মারে টান।
(রাম-নামের কিবা—)
ঐ টানের চোটে রাবণ রাজা অমনি চিৎপটাং,
বিভীষণ কহে রামে এবে হান মৃত্যুবাণ।
(রাম-নামের কিবা—)
ইহা শুনি শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রপূত করি,
ধনুকে টঙ্কার দিয়ে দিলেন বাণ ছাড়ি।
(নামের কিবা মহিমে—)
ঐ ক্যাঁক্ ক'রে বিঁধল বাণ দশাননের বুকে,
বাপ্ রে বাপ্ ডাক ছাড়ে, ধুঁয়ো দেখে চোখে।
(নামের কিবা মহিমে—)
ও বিশ হাতে পটল তোলে দশ মুখে বাজে শিঙ্গে,
দেখতে দেখতে রাবণ রাজা তুলে ফেল্লেন ঝিঙ্গে।
(নামের কিবা মহিমে—)
কাক ডাকে শিয়াল ডাকে বানরে দেয় তুড়ি,
রাবণ রাজা হ'লো বধ বল হরি হরি।
(জানা যাবে রাম যাবে রাম ও নামের মহিমে) ॥

বীণার ঝঙ্কার

আলবোলাং নমস্কৃত্য ষোড়শাঞ্চ গড়গড়াং।
দেবীং হুকাং কলিকাঞ্চ ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

আয় আয় একদা নিরামিষারণ্যে মহর্ষি কেশাকর্ষণ-পুত্র ব্যাঘ্রশ্রবা মৃগ-শত্রুপ্রমুখাদি সপ্তকোটি ঋষিগণকে, কল্কিপুরাণের অন্তর্গত তাম্রকূট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কথ্যতে কথ্যতাম্ - রাজা বুদ্ধি-গোময় মহর্ষি হুঁকা নারায়ণকে কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ, আমি ঘোর পাপে কলুষিত, সদা তাকিয়া ঠেসেনে শায়িত, মোসাহেবগণ পরিবেষ্টিত, জাল-জুয়াচুরিতে রত, সুরাগুণে মোহিত, মানসিক ব্যাধি-গ্রস্ত, প্রভু হে, আমার গতি কি হবে? এই বলিয়া মহারাজ সাতিশয় অনুশোচনা ও পরিবেদনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হুঁকানারায়ণ মহারাজকে নানারূপ স্তোকবাক্য দ্বারায় সান্ত্বনা করত কহিতে লাগি-লেন, মহারাজ, চিন্তা করিবেন না -আপনার মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি অচিরে যমপুরের ঊর্দ্ধভাগে ধূম্রলোকে গমন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন, আপনি নিশ্চিন্ত রহুন। মহারাজ, শ্রীহরির শ্রীচরণ স্মরণ বিনা জীবের গতি নাই হে (হরি হরি বল), কিন্তু মহারাজ, ও পাপ মুখে ভ্রমক্রমেও একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন নাই, শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করাও আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য। তবে এক উপায় বলি, শ্রবণ করুন। আপনি হুঁকাদেবী আরাধনা করত তাম্রকূট-সেবনে রত হউন। এ ঘোর কলিকালে তাম্র কূটসেবন ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোন উপায় নাই। মহারাজ তাম্রকূটসেবনং বিনা কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। আয় আয়। আ মহারাজ অবধান করুন, মহেশ্বরের ডমরু হইতে কলিকা, বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারের বংশী হইতে নলিচা এবং ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে খোলের উৎপত্তি হইয়াছে; এই তিনের একত্র সংযোগে হুঁকাদেবী আবির্ভূত

গভীর চিন্তা।

হইয়াছেন। মহারাজ, ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি তাম্রকুট-সেবনের দ্বারায় প্রকটিত হ'ন এবং এই হুঁকাদেবী ভগবানের একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তি। মহারাজ, সুরা পরিত্যাগ করিয়া অহিফেন-সেবনে রত হন, এখনই আচম্বিতে আপনার শরীরে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সঞ্চারিত হবে। মহারাজ, আমি অতি মূঢ়মতি, আমি নিজ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব। ভক্তগণ এক্ষণে সজ্জং কুরু তাম্রকূটং, জয় জয় তাম্রকুটের জয়, জয় জয় হুঁকাদেবীর জয়।

কর্ত্তা-গিন্নীর সংবাদ।

কর্ত্তা বলে—আমি কলকেতার বাবুর সেরা।
গিন্নী বলে—বুঝ্‌তে পাচ্ছি দেখেই চেহারা॥
কর্ত্তা বলে—দেখ গিন্নি, আমি চসমা পরি চোখে।
গিন্নী বলে—ওরে মিন্‌ষে ম'লাম মনের দুঃখে॥
(বুঝি কর্ত্তা নেই গো)
কর্ত্তা বলে—দেখ গিন্নি, আমি ঘাড়ের চুল ছাঁটি।
গিন্নী বলে—আ ম'রে যাই, কিবা রূপের পরিপাটী॥
(যেন সহিসটি গো)
কর্ত্তা বলে—দেখ আমি ছুঁচলো দাড়ি রাখি।
গিন্নী বলে—ওটা ত ফিরিঙ্গির দেখাদেখি॥
(যেন ছুঁচোটি গো)
কর্ত্তা বলে—চেয়ে দেখ, আমার নাইট ক্যাপ, এ মাথায়।
গিন্নী বলে—ক্ষ্যামা দাও, যেন হনুমান্‌টি দেখায়॥
(সাগর ডিঙ্গাবে নাকি)

মস্তিষ্কে চক্রান্ত

কর্ত্তা বলে—ওগো গিন্নি, আমি হোটেলে খাই খানা।
গিন্নী বলে—স'রে যাও, ছুঁও না ছুঁও না ॥
কর্ত্তা বলে—রোস না গিন্নি, হেথা সাহেবেরা খায়।
গিন্নী বলে— জানা আছে, খাও তাদের পাতায় ॥
(এঁটো কুকুরে চাটে)
কর্ত্তা বলে—ওগো গিন্নি, প্রাণটি হচ্ছে কামী।
গিন্নী বলে—আমি তোমায় পগাড় থেকে টানি ॥
(যেন শুয়োর কি গো)
কর্ত্তা বলে- শোনো গিন্নি, আমি রাত্রে থাকি না ঘরে
গিন্নী বলে—কর্‌বো সোজা খ্যাঙরা মেরে মেরে ॥
(গোল্লায় গেলে যে গো)
কর্ত্তা বলে—তবে গিন্নী, সবই ছেড়ে দিলাম।
গিন্নী বলে—বাঁচা গেল—কর হরিনাম ॥

প্রেমিকের আবেগ।

আজি বহু দিন পরে হেরিব প্রিয়ারে
তারে নারে নারে নারে না নারে।
পিয়ার অধরযুগল মিটাবে কুফল, রাখিব চাপিয়ে হিয়ার মাঝারে।
ডাক্‌বো তারে প্রথম সম্বোধিয়ে "প্রিয়ে !"
দুরু দুরু ওর করিবে যে হিয়ে।
চিবুক ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া
বল্‌ব, "প্রাণেশ্বরি ! মনে কি পড়ে অভাগারে ?"
আমার বিরহিনী নারে প্রাণান্দিনী
ভাসি অশ্রুনীরে বল্‌বে অচিরে—

"নাথ তোমা লাগি নিশি নিশি জাগি,
রোগ হয়েছে দেখ দেহ কি বহে,
তোমার বিরহে, তোমার বিরহে—ওহে পাষাণ নিঠুর নিরদয় !
কি হয়েছি দেখ তোমার বিরহে।"
"নিঠুর প্রেয়সী" বলব তারে শুনি,
কমনে গেছে দিন জান কি রে তুমি।"
প্রিয়া প্রেমে আবেগে আঁকড়া ধরিবে মুরছা যাইবে রে॥ (ক্রন্দন)

কালীপূজা (বলিদান)।

১ স্ত্রীলোক। মঙ্গলী আইস্থান গো ! কালীপূজা দেখতে হোত্তাকে লাড় দিচ্চ্যা গো লাড় !

২য় স্ত্রীলোক। ছেলেটি কেমন ক'রে নেব, ঘুমুচ্চ্যা যে ?

১ স্ত্রীলোক। কোলে ক'রে নে, কোলে ক'রে নে।

মাতাল। মা গো, করুণাময়ি, কৃপা কর মা। বলি ও বাবা ঠাকুর মহাশয়, পূজো থামাও না বাবা। পূজো থামিয়ে এখন বলিদানটা আরম্ভ ক'র না ' আমি পাঁঠার ন্যাজ ধর্‌তে এসেছি বাবা, বলিদানটা আরম্ভ করে দাও আগে।

কর্ত্তা। এই মাতাল বেটাকে এখানে কে ঢুক্‌তে দিলে রে ? দে বা'র ক'রে দে, বা'র ক'রে দে।

মাতাল। কেন বাবা, আজকার দিনটে যদি কারণ কর্‌ব না, কবে কর্‌ব বাবা ? মা, প্রণাম হই। পূজো কর বাবা।

কর্ত্তা। ওরে, পাঁটাগুলোকে নাওয়ান হয়েছে রে ? পাঁটাগুলোকে নিয়ে আয় ! আরে মশালচি ব্যাটারা গেল কোথায় ? বলিদানের সময় হ'ল যে !

১ম ব্যক্তি। (খোনা) চাটুর্য্যে মশায়, ওঁরা ওঁখানে রয়েছে।

কর্ত্তা। বটে! ওরে এই ব্যাটারা, ওঠ ওঠ, শীগ্‌গির মশাল ঠিক কর!

মশালচিগণ। (ঘুমের ঘোরে গোলমাল) ওঠ হে ওঠ হে তালুই।

২য় মশালচি। ধাক্কা দিচ্চিস্ কেন রে বেহুদ্দা!

(উৎসর্গের সময় ছাগল ডাকছে)

পুরোহিত। ওঁ বলিং গৃহ্ণ মহাদেবি শক্রসর্ব্বগুণান্বিতম
যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতঃ
ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কাং াত্রিকে ;
ছাগলেন বলিং দধি প্রগৃহাণ দিগম্বরি ॥

২য় ব্যক্তি। মুকুজ্জে, মুড়ি ধর্ব্বে?

৩য় ব্যক্তি। না বাবা, আমি ঠ্যাং ধর্‌ছি।

৪র্থ ব্যক্তি। এত ভয় বাবা, আমি ধর্‌ছি।

(হাঁড়িকাঠে ফেলিবার সময় ছাগল ডাকিতেছে)

সকলে। জয় মা! (খুব জোরে বাজনা বাজিতেছে)

সকলের গীত। ও মা দিগম্বরি, নাচ গো মা রণমাঝে,
ও মা দিগম্বরি, নাচ গো মা রণমাঝে।

সকলে। জয় মা—মা গো।

মুড়ির মাহাত্ম্য—(কমিক)

নারে না তাইরে নারে নারে না নাইরে নারে না।
শোন শোন মহাশয় করি নিবেদন,
মুড়ির মহিমা আমি করিব কীর্ত্তন।
বন্দিলাম করপুটে করালবদনী,
বন্দিলাম মুড়ি-সুন্দরী শ্বেতবরণী।

ঘৃণা ও বিরক্তি।

বন্দিলাম ঢোল কাঁসি আর ঢুলির নাচুনি,
বন্দি মোর ওস্তাদের ক্ষুর আর মুখ-খিঁচুনি।
এই পর্য্যন্ত তবে আমি বন্দনা শেষ করি,
মুড়ির ধামা স্মরণ করি পালা সুরু করি।
(মরি হায় রে) মুড়ির মহিমা অপার।
তেল-নুণ মেখে খেলে মুড়ি কিবা চমৎকার।

(আহা বেশ)

তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা আর আদার কুচি,
কপাকপ খাও হে দাদা ফেলে দিয়ে লুচি।
ও কড়াইসুঁটির সঙ্গে মুড়ি—আহা মরি মরি,
যেন পদ্মাসনে রাধাশ্যামের যুগল-মাধুরী;
মুড়ির সঙ্গে নারকেল কেয়া মজাদার,
যেন ষাঁড়ের উপর শিবঠাকুরটি মরি কি বাহার।
আবার বর্ষার দিনে মুড়ির সনে খেলে কচি শসা,
পাঁকুই ধরে না পায় গায় বসে না মশা।
দ্বিজ চিত্ত বলে মুড়ি খেলে তিন সন্ধ্যাকালে,

(মরি হায় হায় রে)

এই হাত-পা ছেড়ে ভবপারে হেসে যাবে চ'লে।
এইখানেতে তবে আমি পালা শেষ করি,
বদন ভ'রে ঢাকা মুখে বল হরি হরি।

বিবাহ।

বরযাত্রি-ভোজনের গোলযোগ।

প্রথম ভাগ—ছাৎনাতলা।

কর্ত্তা। ওরে, ওপরে লুচি নিয়ে যা।

(বহির্ব্বাটীতে সানাই বাজিতেছে)

ওরে, ভট্‌চায মশাইকে তামাক দে। শ্যাম বাবু যে, যান যান, উপরে যান (ঐ হুঁক্কা ও শঙ্খধ্বনি), এই যে ভট্‌চায মশায়! (অপর লোকগণকে) এই বাড়ীতে, এই বাড়ীতে। ওরে উপরে তরকারী নিয়ে যা, (অন্য ব্যক্তিকে) কি মশায়, ভাল আছেন ত?

গিন্নী। ও মা? বরণ-ডালায় কাজললতা কই? ও ঠাকুরঝি, কাজললতা কই?

ঠাকুরঝি। কেন? ডালাতেই তো ছিল। খুঁটীনাটি সব তো দেখে দিইচি।

গিন্নী। আমি কি চোখের মাথা খেইচি? দেখ না ছাই।

ঠাকুরঝি। ও মা, তাই তো, কি হ'ল তবে? শশি, যা তো যা, একখানি কাজললতা দেখে নিয়ে আয়।

(বরের কর্ণ মর্দ্দন)

বর। আঃ! এখন থেকে কানমলা কেন?

গিন্নী। পুঁটী, তোর মেজদিদিকে শীগ্‌গির ডাক। লগ্ন যায় গেলেন আর কি?

পুঁটী। ও মেজদি, শীগ্‌গির নিয়ে এসো।

শশি। নে চল—এই নাও মা।

(বরণ, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি

ভূতির মা। মাকুটা হাতে কর—কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যা কর ত বাপু।

বর। ভ্যা।

স্ত্রীগণ। ও মা, কি ঘেন্না। কি বোকা বর গো।

গিন্নী। ও ভেলুর মা, চিতের কাটি আন।

(উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি)

পুরুষগণ। সর্ সর্ স'রে যা। ও টেঁপী, তুই ছেড়ে দে, নেঙ্গা ধর না। দাঁড়াও, দাঁড়াও। ছুঁড়ির কাচাটা গুঁজে দে তো।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি—উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি)

১ম ব্যক্তি। ক' পাক ?

২য় ব্যক্তি। ছ' পাক হয়েছে। তবে আর এক পাক।

১ম ব্যক্তি। বর বড়, না কনে বড় ?

নাপিত। কনে বড়। শুভদৃষ্টি করতে দাও। আর সময় বড় নেই।

ঠাকুরঝি। ভাল ক'রে মুনসারে দেখা। নাপতে কোথা ?

নাপিত। আজ্ঞে এই যে মা ঠাকরুণ।

ঠাকুরঝি। মালা বদল ক'রে দে।

নাপিত। নেন, আপনি কনের গলায় আপনার মালা দিন, দিদিমণি, নাও, তোমার মালা বরের গলায় দাও।

নাপিত। ভালমন্দ লোক থাক স'রে যাও, নইলে ভাতারপুতের মাথা খাবে, ভাল ছেড়ে মন্দ কর্ব্বে, (আমার) হাতের মতন হাত হবে। এক কপো চালের ভাত ছ'মাস খাবে। পুটী-নাটা ছেড়ে দাও। উলু দাও, শাঁক বাজাও।

(উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি)

বীণার ঝঙ্কার

চিন্তায় আনন্দ

দ্বিতীয় ভাগ—বাসর-ঘর।

শৈলবালা। অ ভাই বর, অমন ক'রে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না, নাও, কোনেকে কোলে কর।

বর। আঃ ছিঃ, ও কি হঃ।

হেমাঙ্গিনী। বলি ও বর, গানটান গাও; আমরা বাসর জাগবো কি ক'রে?

বর। গান তেমন জানিনে। গলার সুর ঠিক নেই!

শৈল। আচ্ছা, আমি সুর বেঁধে দিচ্ছি (কর্ণমর্দ্দন)।

বর। ওঃ—ওঃ! কান ছিঁড়ে গেল যে। আচ্ছা গাচ্চি—আচ্ছা গাচ্ছি—আচ্ছা, তোমরা—আপনারা কেউ গান না।

হেমাঙ্গিনী। আমাদের গান আগে শুন্‌বেন? পুঁটি, গানটা গা তো?

পুঁটী। (গাহিল) জামাই বাবু, একটা গাও না গান। না গাও যদি ছিঁড়ে দেবো কান।

বর। আচ্ছা আচ্ছা। তবে আমি গাইলে তোমাদের নাচতে হবে কিন্তু।

শৈল। আচ্ছা, তোমার বউ নাচবে এখন।

কনে। হ্যাথ দিদি?

বর। হারমোনিয়াম টারমোনিয়াম নেই, শুধু গাইব কি ক'রে?

হেমি। মেনো, তোর দাদার হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয় তো, ঐ যে বল্‌তে না বল্‌তে এসেছে। নাও, একটা ভাল ক'রে গাও ভাই।

বর। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাওয়া আমার practice নেই, আপনি বাজান না।

হেমি। না ভাই, আমরা বাজাতে টাজাতে জানিনে।

বর। তবে কি খালি মজাতে জান?

শৈল। মজাতে কেন, দেখাতে জানি, মজা দেখবে? (কর্ণমর্দ্দন)

সৌন্দর্য্য দর্শন

বর। আচ্ছা আচ্ছা, বাজিয়ে গাচ্চি। চিঃ হিঃ হিঃ! (ও মা, ঘোড়ার মত ডাকৃছে দেখ জামাই) আমি যে গান জানিনে সই, যদি বা গান জানি, সুর হ'ল কই। শুন্‌লে আমার হেঁড়ে গলা।

শৈল। তবে দাঁড়াও শালা, (চিম্‌টি কাটা)

বর। উঃ, চিম্‌টি-কাটা কেন, গানটা শেষ কর্ত্তেই দাও, শুন্‌লে আমার হেঁড়ে গলা, কান হবে ঝালাপালা। প্রাণে ডাক ছাড়বে পালা পালা। বুঝি ষাঁড় চেঁচাচ্ছে মাঠে ঐ।

পুঁটী। ছাই গান, থিয়েটারের গান গাও না?

হেমি। একটা গাইলে হবে না। অনেকগুলো গাইতে হবে।

বর। তথাস্তু।

বাজে কাজে মিন্‌ষেকে আর যেতে দেবো না।
লেও সখি দেও ভর পিয়ালা পিলাও দারু ফিন্।
শালা লুঠ লিয়া, লুঠ লিয়া জান্ লিয়া॥
দেল্‌কা রোষণ পিও পিয়ালা।
আজু কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা
যশোদা নাচাতো তোরে ব'লে নীলমণি।
(সকলের হাস্য)

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মানভঞ্জন।

কর্ত্তা। ও গিন্নি!

গিন্নী। যাও, ভাল লাগে না, আমি কুৎসিত, আমি কালো, আমি মোটা, আমি হাতী, তা ত দেখবেই—দেখবেই।

কর্ত্তা। রাম, রাম, তা দেখবো কেন? তুমি হলে আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিশেষতঃ আমার এ বৃদ্ধ (খুড়ি) প্রৌঢ় অবস্থা, এস প্রিয়ে, একবার আমার বাম পার্শ্বে ব'স। তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন, তা একবার নিরীক্ষণ করিয়া, আমার চিত্তরূপ যে চকোর, তাকে চরিতার্থ করি।

গিন্নী। যাও, সোহাগে কাজ নেই, নিষ্কর্ম্মার সেরা, কুড়ের সর্দ্দার, ষাট বছরের বুড়ো, মান্ধাতার আমলের পুরোণো।

কর্ত্তা। আর বুড়ো পুরোণো নইলে তোমাকে কোন্ পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় গন্ধর্ব্ব বিয়ে কর্ত্তে আসবে বল? অমন নধর নিটোল বার্ণিশ-করা।

গিন্নী। ফের! তোমার কপালে নিতান্ত মার আছে দেখছি, তবে এই —এই—এই (প্রহার)·

কর্ত্তা। ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে। মেরে যে ফেল্লে রে, ফেল্লে গা।

ঠাকুরঝি। বলি হ্যাঁ লা বউ, তোর আক্কেল কি লা, দাদাকে অমন ক'রে মারছিস্ কি রে?

গিন্নী। বেশ করেছি মারছি, আমার সোয়ামীকে মারছি, তোমার ত সোয়ামী নয়।

ঠাকুরঝি। সম্পত্তির জ্ঞান ত খুব টনটনে। তোর সোয়ামীকে তুই যা খুসী কর ভাই, খাও দাদা, প'ড়ে প'ড়ে সারাদিন মার খাও।

গিন্নী। ষাঁড়ের মত না চেঁচালে নয়, ঠাকুরঝি নূতন এসেচে, তিনি কি মনে করবেন, যেন আমি তোমাকে ঐ রকম ক'রে মেরে থাকি।

কর্ত্তা। না, রাম, মারবে কেন, পিঠের ধুলো ঝেড়ে দাও।

গিন্নী। আমি কালই বাপের বাড়ী যাব, আমার এত সহ্য হয় না। (কান্না) ওগো, আমার কি হলো গো!

কর্ত্তা। ও গিন্নি! ও গো!

গিন্নী। ও আমার কপাল—

কর্ত্তা। ও গিন্নি—শোন।

গিন্নী। ওরে কেন এসেছিনু গো, নিজের সোয়ামীকে মার—

কর্ত্তা। ও গিন্নি—শোন।

গিন্নী। মারতে পারবো না গো।

কর্ত্তা। মানিনি, মান ত্যজ।

গীত।

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্

আমার মত বেরসিক কেমনে বুঝিবে তব টান॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি,

দেখতে পাই হে দাঁতের পাটা,

একবার হেসে কথা কও ধনি!

দেখি ঐ কোদাল জিনি দন্তশ্রেণী।

গিন্নী। যাও, ভাল লাগে না।

কর্ত্তা। ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম উজ্জ্বলভবরত্নম্!

গিন্নী। ফের—ভাল হবে না বল্‌ছি।

কর্ত্তা। স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং

দেহি তব পদপল্লবমুদারম্।

গিন্নী। আহা—মরণ আর কি!

শ্রীহেমচন্দ্র সেন।—

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।

কায়প্রাণেন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥

সরলার্থ।—

কস্য মাতা (মাতা কি না জননী, আহা! যিনি দশ মাস দশ দিন

দৃঢ়-প্রতি

আতঙ্কে।

গর্ভে ধারণ করিয়াছেন) এমন যে মা তিনি ; (কস্য কি না কাসিরোগে মারা গেলেন) কস্য পিতা (পিতা কিনা জনক অর্থাৎ যার ঔরসে আমরা জন্মগ্রহণ করি, এমন যে বাপ, তিনিও ঐ রোগে মারা গেলেন। যদি কাসিরোগে মারা গেলেন, এই কথা বলি ত পুনরুক্তিজনিত দোষ— ব্যাকরণের লোপ পায় ; সুতরাং ঐ রোগের আদেশ হইল) কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ (এক সহোদর ভাই ছিল, সেও কাসিরোগে মারা গেল) কায়-প্রাণেন সম্বন্ধঃ (শরীর প্রাণের সঙ্গে আর কাহারও সম্বন্ধ রহিল না) অর্থাৎ অধিক আর দুঃখের কথা কি বলিব, কা কস্য পরিবেদনা (অর্থাৎ বাড়ীতে একটি কাক আস্‌ত, সেও কাস্‌তে কাস্‌তে বেদনায় গুতোয় মারা গেল।) এর দুই অর্থ—সন্ধি বিচ্ছেদ করিলে আর এক অর্থ পাওয়া যায় :—কাকঃ—অশ্ব—উপরি—বেদনা অর্থাৎ কাকঃ (বায়স) অশ্বোপরি (ঘোড়াপরি বসিয়া) বেদানা ভক্ষয়তি, (কাক ঘোড়ার উপর বসিয়া বেদানা খাচ্ছে।)

কমিক।

এই মেয়েরা কোন ভাল জিনিস দেখলেই আপনার লোকের ভেতরে যে কষ্টে আছে, তার কথাটাই আগে মনে পড়ে। এই দরবারের সময় গিরিরাণী কলিকাতায় এসে "পেজেণ্ট সো" দেখতে গিয়েছিলেন—সেই সমারোহ ব্যাপার দেখেই তাঁর উমার জন্য শোক উথলে উঠেছিল—তাই তিনি গেয়েছিলেন—

[গীত]

এবারে উমা এলে আবার যেতে কর্ব্বো মানা ;
আমার কৈলাসেতে পায় না খেতে
চিনের বাদাম ঘুগ্‌নিদানা॥

নাইকো ইলিশ, তোপসে মাছ, নোলায় সরে জল,
ন্যাংড়া বোম্বাই আমের গাছ নাইকো আপেল ফল,
মোণ্ডা মেঠাই, সে দেশে নাই, খাবার খাওয়াবো,
নাইকো মিহিদানা।
এবারে এই সহরে রেখে তারে, ইংরিজী পড়াব
বাঘ সিংহী ছাড়িয়ে যাকে মোটরে চড়াব,
সে যে কেমন মায়ের কেমন মেয়ে
এইবারেতে বুঝে প'ড়ে যাবে জানা॥
বলবো কি খেয়ে মাথা, নাইকো সেথা, পাঁচ ছ'তলা বাড়ী,
সম্বল শুধু বুড়ো বলদ নাইকো ট্রামের গাড়ী,
আবার নাই বায়োস্কোপ, নাই থিয়েটার,
নাইকো গ্রামোফন্, নাইকো গোরার বাজনা॥

পিতা-পুত্রের ঝগড়া (বাঙ্গালদেশীয়)

পিতা। রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! ওরে রাউজ্জা!

পুত্র। আইজ্ঞা!

পিতা। এহানে আইস, ডাইলে নি কতটি লঙ্কা দিছ?

পুত্র। আইজ্ঞা, ছয় গণ্ডা দিছি।

পিতা। দিবার বল্‌ছিলাম কত?

পুত্র। আইজ্ঞা, আপনি বল্‌ছিলেন আষ্টগণ্ডা দিবার। আমি আষ্টগণ্ডা খুজিয়া পাই নাই, সেই জন্য ছয় গণ্ডা দিছি।

পিতা। আমি দিবার বল্‌ছিলাম কত?

পুত্র। আইজ্ঞা আষ্টগণ্ডা।

পিতা। বাজারে যাইবার পার নাই, বাজারথনে কিনে আন্‌তে পার নাই?

পুত্র। আইজ্ঞা, মনে করলাম যে, ছয় গণ্ডা দিলেই অইব। সেই জন্য আমি ছয় গণ্ডার বেশী পাইলাম না—দিলাম না।

পিতা। তুমি নি পিতৃ-আইজ্ঞা লঙ্ঘন করছ; দিবার বলছিলাম কত?

পুত্র। আইজ্ঞা, আষ্টগণ্ডা!

পিতা। দিছ কত?

পুত্র। আইজ্ঞা, ছয় গণ্ডা।

পিতা। তুমি নি পিতৃ-আইজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। তুমি নি, কুপুত্র হইছ। তোমার অন্ন খাইতে নাই—এ স্থা বিষ্টা।

পুত্র। মশয় আহার করেন, আহার করেন, আহার করেন, ওঠবেন না— ওঠবেন না।

পিতা। আরে হালা, আমি তোমার অন্ন খাইমু। তুমি পিতৃ-আইজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। যা, হইরা যা, এহান থনে হইরা যা, হালা—হইরা যা, (চপেটাঘাত)

পুত্র। মশয় মাল্লেন আমারে, চড় মাল্লেন আমারে। কেন মশয়, আমারে মারেন ক্যান—কিসের লাইগা? আমি ভুল করছি, না হয়, অন্যায় কর্ম্ম করছি, পায়ে ধরি, আপনি ক্ষমা করেন।

পিতা। ক্ষমা—ক্ষমা তোমার কিছুতেই নাই। তুমি পিতৃ-আইজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তক ছেদন করছিলেন; তুমি হালা—তোমারে তা করবার কই নাই। তুমি ত আমার পুত্র না, তুমি আমার হালা, বুঝছ নি?

পুত্র। আইজ্ঞা, আমি কি করমু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করলাম; আমি এই বার থন আষ্টগণ্ডা লঙ্কার একটা কম দিমু না।

পিতা। আরে কম দিমু না, কম দিমু না,—আমি তোমারে কইছিলাম

বিরক্তি

তন্ময়ত
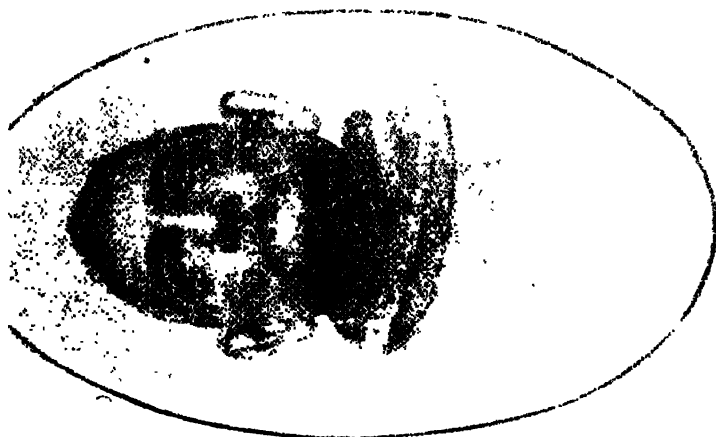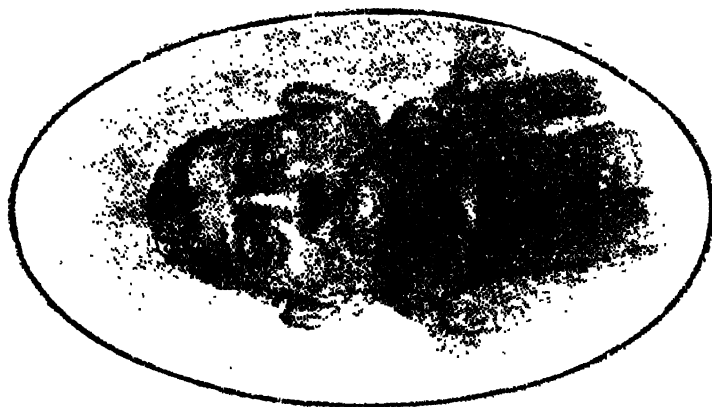
আটগণ্ডা দিবার, ছয় গণ্ডা দিছ। আমি খাইবার পাল্লাম না, এডা তুমি বিবেচনা করতে পার্‌ছ না?

পুত্র। আইজ্ঞা হ, আমি বিবেচনা কর্‌ছি। আমি মনে কর্‌লাম, ছয় গণ্ডাতে অইব।

পিতা। ফের আবার কথা কইচ, আবার ঐ মুখে কথা কইচ, মার্‌ব নাকি শ্বাহ—

পুত্র। না মশয়, আমি পলাইলাম, আমি পলাইলাম; আপনি আইসেন, বাইরে আসেন, ভাত না খান ত তামাক খান। আমি বাইরে সাইজা রাখছি।

দাতব্য ঔষধালয়ের কথা।

ডাক্তার। হিয়া বেয়ারা।

বেয়ারা। হজুর!

ডাক্তার। রোগী লোক কো বোলাও।

বে। বহুত আচ্ছা।

ডা। (একজন রোগীর প্রতি) কেয়া নাম? কেয়া নাম?

উত্তর। হামার নাম পাবারী।

ডা। বেমার?

উত্তর। হামার পেট্‌মে কেয়া হুয়া, হাম নাহি জান্‌তা হ্যায় সাহেব, কেয়া কুছ খায়া নাহি, কাল রাতকো সাভু খায়া, কহা নাহি জাত, আউর পেটমে গট্ গট্ গট্ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কেয়া বোল্‌তা হ্যায়, হাম নেহি জান্‌তা হ্যায় সাহাব।

ডা। চোপরাও—চোপরাও! হাত দেখ্‌লাও (দেখিয়া) হুঁ, বাহি সাপ্‌ হ্যায়, জিব দেখলাও—যাও—পেটমে Fomentation সম্‌ঝায় দেও—চোপ।

ডা। (আর একজন রোগীর প্রতি) কি নাম ?

উ। বাবা, আমার নাম নেড়ীর মা, আমার নাম যমুনা—তা নোকে নেড়ীর মা নেড়ীর মা বোলে ডাকে।

ডা। চোপরাও—নেড়ী ! বেমার !

উ। এই বাবা পিটে-সংক্রান্তির দিন এই মল্লিকদের বাড়ী থেকে দুটো নারকেল পেয়েছিলুম, আর একটু গুড় পেয়েছিলুম, তাই এই হরে মুদির দোকানে চাট্টি চাল—

ডা। আরে মাগী, বেমার বল্ না।

উ। এই বলি বাবা বলি, সব বুঝিয়ে না বল্লে রোগ ধর্‌বে কেমন ক'রে ? তার পর বাবা, এই সমস্ত দিন ধোরে পিটে গড়লুম, যমুনার মা আর আমি ; তা বেলা তিনটে বেজে গেল, মল্লিকদের—

ডা। জোল্‌দী বোল্—বেমার বোল্।

উ। এই বলি বাবা বলি, বেমার বলি—তা বাবা, তিনটে বেজে গেল। তার পর বলি, হ্যাঁ লা বেলা প'ড়ে গেল, পিটে গড়লি, তা খেলিনে ? আমি বল্লুম, আমি কি আর খাই মা, আমি গড়তেই ভালবাসি। এই ব'লে বাবা পিটে গড়লুম, আস্‌কে গড়লুম, সরুচাকলি গড়লুম—

ডা। জল্‌দী বোল্ মাগী।

উ। এই বলি বাবা বলি, এই তোমরাই তো দেরী কর্‌ছ।

ডা। তার পর কি হোলো বলো।

উ। তার পর বাবা এই আমি ; তার পর উহু উহু উহু উহু, তাই ত, এইখান্‌টা কন্ কন্ কর্‌ছে। তার পর বাবা, এই আমি বল্‌ব কি, এই আস্‌কে ভেঙ্গে গুড় দিয়ে একটু মুখে দিছি, না দিইছি, এই কাঁপুনি, বলে, আমি কোথায় আছি রে। এই নেপ রে, কাঁথা রে,

বালিস রে, সিন্দুক রে, পেঁট্‌রা রে, তক্তপোষ রে, কাঁপুনি আর কিছুতেই যায় না।

ডা। চোপরাও—বেমার বোল্।

উ। (স্বগত) এ পোড়ারমুখো হতভাগা মিন্‌সে আমায় ব্যায়রামটা বোল্‌তে দিলে না।

ডা। ইস্কো দো ড্রাম ক্যাষ্টর অইল পিলায় দেও, আউর পেটমে ফোমে ষ্টেসন সমঝায় দেও—চোপ।

ডা। (আর একজন রোগীর প্রতি) কি নাম?

উ। হামার নাম গদা।

ডা। বেমার?

উ। হামারা পিঠে ফোঁড়া হইছে।

ডা। দেখলাও।

উ এ সাব—এ সাব, কাটিব? এ সাব, কাটিব?

ডা। নেহি নেহি, নেহি কাটেগা, তোম্ দেখলাও।

উ। এ সাব।

ডা। সবুর কর একটু (অন্যের প্রতি) কি নাম?

উ। হুজুর, আমার নাম রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ডা। ব্যারাম?

উ। ব্যারাম পীড়ে আমার কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আমার আবার ব্যারাম-স্যারাম কিসে হবে বল?

ডা। তবে কেন এসেছ?

উ। একটা দাঁতের গোড়ায় বড় যন্ত্রণা হয়েছে। আজ তিন দিবস যাবৎ কিছু আহার কর্ত্তে পারিনি। কা'ল একটু খেঁচুরান্ন তৈয়ার ক'রে খেয়েছিলুম, আজ একটু দুগ্ধের ভিতর কিছু অন্ন দিয়ে খেতে

হাবল

কৌতূহলী

গিয়েছিলেম, তা গলাধঃকরণে কর্‌তে পার্‌লেম না, যদি দয়া ক'রে দাঁতের গোড়ায় একটা ব্যবস্থা ক'রে দেন, তা হ'লে ভাল হয়।

ডা। আচ্ছা দেখি. আপনি হাঁ করুন।

উ। ও ম্লেচ্ছের হাতটা দেবে?

ডা। তা হোক, গঙ্গাজলে হাত ধুয়েছি, দোষ নাই, দেখি ঠাকুর, দেখি। ওইটে কি, এইখানটায়?

উ। না, আর একটু আগে। আ—হা—উ—হু—এইটে—

ডা। ফোরসেফ লে আও—দেখি।

উ। আঁউ—আঁউ এইটে কি? দীর্ঘজীবী হও! আমি তোমাকে পায়ের ধূলো দিচ্ছি।

ডা। কি নাম?

উ। আমার নাম হচ্ছে নবীন মাইতি।

ডা। চোপরাও—নবীন—বেমার?

উ। আজ তিন দিবস যাবৎ এই কলকেতায় এসেছি, তা এসে আর ভাল ক'রে আহারাদি করতে পারি না, পেট খোলসা হয় না, পেট্টার ভিতর গরম হয়ে—

ডা। পেট গরম হোয়া হ্যায়,—কি খাও রাত্রে?

উ। রাত্রে আহারাদি অন্নই ক'রে থাকি, আর কিছু নয়।

ডা। চোপরাও—বাহ্যে সাফ আছে—জিব দেখলাও।

উ। অ্যাঁ—

ডা। Half a dram Caster Oil পিলায় দেও। পেটনে fomentation ঘুমঝায়ে দেও।

ডা। কি নাম?

উ। আজ্ঞে, আমার নাম রাজীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফুলেশ্বর মুখটি, রামের সন্তান।

ডা। চোপরাও—রাম, বেমার?

উ। আজ্ঞে, পেটের মধ্যে পিলুই হয়েছে, পিলুই হয়ে রাত্রে জ্বর হয় আর প্রাতঃকালে কিছু বাহ্যে করতে পারি না, আহার করতে পারি-ন—

ডা। চোপরাও—জিব দেখলাও fever mixture দে দেও।

পাঠশালা (কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা)

কমিক।

গুরু মশাই। পড়! পড়!

(ছাত্রগণের পাঠের কোলাহল—একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল, গুরুমশাই বেটা ম'রে যাক্ ইত্যাদি।)

গুরু মশাই। ওরে কিণ্ডার গার্টেন শেখাব, গোবর এনেছিস্—

ছাত্রগণ। এনেছি।

গুরু। আচ্ছা, গোবরগুলোকে এক জায়গায় ক'রে পা দিয়ে চট্‌কা।

ছাত্রগণ। চট্‌কিছি।

গুরু। বেশ। এইবার বেলের মত গোল গোল কর্।

ছাত্রগণ। করেছি।

গুরু। হয়েছে? আচ্ছা হয়েছে?

ছাত্রগণ। হয়েছে।

গুরু। আচ্ছা, সবাই সার দিয়ে দাঁড়া, ঠিক সোজা হয়ে, বল—এমনি ক'রে কাঠ কাটি।

ছাত্রগণ। এমনি ক'রে কাঠ কাটি।

গুরু। এমনি ক'রে দিই তবলায় চাঁটি।

ছাত্রগণ। এমনি ক'রে দিই তবলায় চাঁটি।

গুরু। এমনি ক'রে নাড়ু হয়।

ছাত্রগণ। এমনি ক'রে নাড়ু হয়।

গুরু। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

ছাত্রগণ। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

গুরু। দুই হাতে দুটো তুলি।

ছাত্রগণ। দুই হাতে দুটো তুলি।

গুরু। এমনি ক'রে সাম্‌নে চলি।

ছাত্রগণ। এমনি ক'রে সাম্‌নে চলি।

গুরু। দ্যাখ, এইবার সবাই একসঙ্গে আমার এই ঘরের দেয়ালে নাড়ু-গুলো ছুড়ে ছুড়ে মার্‌বি। যেন দেওয়ালে সেঁটে থাকে, বুঝলি, বল্—এমনি ক'রে ঢিল ছুড়ি।

ছাত্রগণ। এমনি ক'রে ঢিল ছুড়ি।

গুরু। বাঃ, ঠিক হয়েছে। বল, পড়া দিয়ে যাব বাড়ী—

ছাত্রগণ। পড়া দিয়ে যাব বাড়ী—

গুরু। আচ্ছা, বেশ বেশ, কাল বেশী বেশী ক'রে গোবর আনিস্,বুঝলি—যত বেশী গোবর আন্‌বি, তত বেশী বিদ্যা হবে—যা। ওরে ক্যাবলা, পড়া দিসে আয়—বানান কর অধম।

ক্যাবলা। হ্রস্ব উ—, গুরুমশাই অধম। হ্রস্ব উ—না—অ—

গুরু। (সক্রোধে) স্বরে অ—

ক্যাবলা। স্বরে অ—ইঁ ইঁ ইঁ—

গুরু। গ্যালো, গ্যালো, গ্যালো, তার পর কি ?

মদিরা-বিহ্বল

কপট
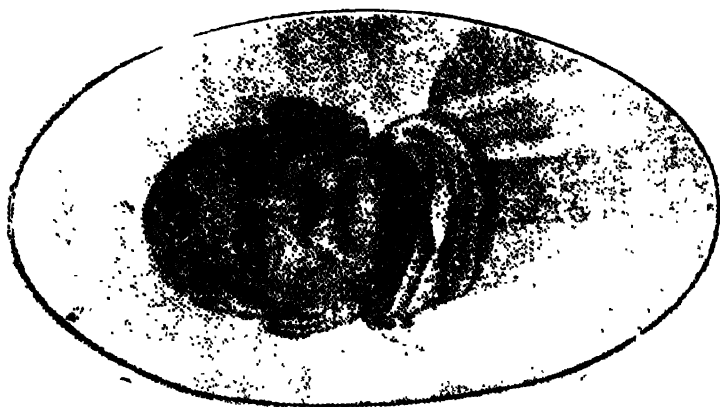
ক্যাবলা। ইঁ ইঁ ইঁ স্বরে অ, দয়ে বিন্দু স দন্তের আলস।

গুরু। বা বা, কি বানানই হ'ল, আরে ও হতচ্ছাড়া ছেলে, তোরে বানান্ কত্তে বলেছিলুম কি ?

ক্যাবলা গুরু মশাই, এই এঁই এঁই কপট—

গুরু। আরে কপট, দূর হ হতচ্ছাড়া ছেলে, ওরে গুয়ে, এই দিকে আয়, বানান কর অচল—

ছাত্র। অচল—

গুরু। হুঁ হুঁ শীগ্‌গির—

ছাত্র। গুরুমশাই অচল ? অচল ?

গুরু। ওরে হাঁরে হাঁ—

ছাত্র। গুরুমশাই, মেনো আমাকে মুখ ভ্যাংচায়।

গুরু। ওরে মেনো, লক্ষ্মীছাড়া, যা তা কচ্ছিস্, ঝুনো নারিকেল—কান-ধ'রে-এক পায়ে নীচে দিকে মুণ্ডু ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

ছাত্র। অচল ? গুরুমশাই।

গুরু। ওরে হাঁ—

ছাত্র। অচল ! গুরুমশাই অচল ?

গুরু। ওরে হাঁ রে হাঁ—(প্রহার)

ছাত্র। এঁ্যা (ক্রন্দনের সুরে)

গুরু। (ক্রোধে) বানান্ কর।

ছাত্র। এঁ্যা, ও পিসীমা এঁ্যা (ক্রন্দন)

গুরু। (ক্রোধে) বেরো শীগ্‌গির, বেরো, বেরো, বেরো !

অভিনয়

শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

হরিরাজ।

শ্রীলেখা ও হরিরাজ।

শ্রীলেখা। এস বৎস, কি হেতু বিলম্ব এত ?
একে জ্ব'লে মরি নিশিদিন, বাঁচি প্রাণে তোর মুখ চেয়ে,
তুই যদি দিবি ব্যথা ক'য়ে কথা এত নিদারুণ
প্রবোধ না দিয়ে জননীরে,
কার তরে রহিব সংসারে আর ?
বৎস, হয়ো না নির্দ্দয় এত জননীর প্রতি।

হরিরাজ। মাতা ! নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার ?
নহে ত আমার, ভাব একবার নিজ ব্যবহার
আমার পিতার প্রতি।

শ্রীলেখা। হরিরাজ ! ভুলেছ কি আছে মনে, কার সনে কর বাক্যালাপ ?

হরিরাজ। দুর্ভাগ্য অপার—জননী আমার !
কি কহিব রুদ্ধ অসি মম,
নহে কি এখন থাকিত জীবন কলুষিত দেহে তব ?
যাঁর স্নেহ করি অনাদর, কুলমান বিসর্জ্জিলে অপরের পায়,
সেই স্নেহ ধরা হ'তে লইয়া বিদায়,—
দেবলোক হ'তে দুর্ভেদ্য কবচে রক্ষা করে জীবন তোমার।
নহিলে কি ক্ষত্রিয়-সন্তান এ কলঙ্ক করিয়া বহন
মাতা বলি করিত মার্জ্জনা ?
পিতা ! আর যে সহে না, ভুলে যাব আদেশ তোমার,
কলঙ্ক মাতার—পুত্র হয়ে কেমনে সহিব ?

ঐ ঐ শুন অশরীরী বাণী, সকরুণ ঐ আবাহন।
শুন কথা, কলঙ্ক-বারতা নাহি প্রকাশ জগতে।
বিভুপদে কর ত্বরা আত্ম-সমর্পণ,
ঘৃণিত জীবন শুদ্ধ কর চিত্ত-অনুতাপে।

শ্রীলেখা। হরিরাজ, হরিরাজ, রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে।
ধ'রেছি জঠরে, মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে?
যাই আমি—যাই পলাইয়ে।

হরিরাজ। কোথা যাও, দেখ চিত্র অতীব সুন্দর।
কি বিশাল হাট, প্রশস্ত ললাট,
ভ্রূযুগল বাসবের চাপ সম,
পূর্ণ জ্যোতি আকর্ণ নয়ন, নাসিকা-গঠন
খগরাজে দিয়ে লাজ।
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
শরাসন করে কার্ত্তিকেয় পরাজয়।
বীরবপুঃ হের, বক্ষঃস্থল হেরি
রিপুদল কাঁপিত সভয়ে—
এই জন ছিল তব স্বামী।
জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন, হের অন্যজন
ভিক্ষা-অন্নে পালিত কুক্কুর;
হিংসাভরে কুঞ্চিত ললাট
ভ্রূভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাসে।
আঁখি-পাশে নরকের ছায়া,
দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন।
হেন জন বিলাসের কীট তব!

কপট বিষাদে অশ্রু

বীণার ঝঙ্কার

মাতা ! গজমতি দলি' পদতলে

কাচখণ্ডে কর আকিঞ্চন।

ধন্য তুমি ফুল-শরাসন, অঘটন কিছু নাহি তব পাশে

মাতা ! জিজ্ঞাসি তোমারে,

কিবা ঘোরে আচ্ছন্ন করিল তব প্রাণ.

ছিল না কি জ্ঞান, কোথা ছিল দুনয়ন ?

শ্রীলেখা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, তিরস্কার আর নাহি কর,

জানু পাতি মাগি ক্ষমা।

হরিরাজ। আমি কেবা, কি করিব ক্ষমা,

শ্যামা-পদে যাচ প্রতীকার,

দেবীপদে লও গে আশ্রয়।

শোন মাতা পুত্রের হৃদয়,

মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত নাহি কর সুতে—

রিজিয়া

বক্তিয়ার ও রিজিয়া।

বক্তিয়ার। বুঝেছি সম্রাজ্ঞি ! তুমি চাহ পিপাসিত

জনে, অযাচিত বারিদানে পিপাসার

তীব্রতা বাড়ায়ে দেখিতে কৌতুক। বিন্দু-

মাত্র করুণা যদি থাকে তব হৃদে

দিল্লীশ্বরি ! ও আদেশ দিও না দাসেরে।

কপট গাম্ভীর্য্যের ভঙ্গী।

তার চেয়ে ধর এই শাণিত ছুরিকা,
আমূল বসায়ে দাও হৃদয়ে আমার,
ছিঁড়িয়া বাহির করি তপ্ত-রক্ত-সিক্ত
হৃদি-পিণ্ড মম, দেখ কার ছবি আঁকা
আছে পরতে পরতে তার।

রিজিয়া। বীরবর !
পুরুষ-হৃদয়ে নিরন্তর ফুটিতেছে
সহস্র বাসনা ; তৃপ্ত সাধ অতৃপ্তের
সনে একস্রোতে যেতেছে ভাসিয়ে ;
নব আকাঙ্ক্ষার পুনঃ হতেছে উদয় :
পবিত্র প্রণয়-পাশে বাঁধ এই হিন্দু-
ললনারে ; হৃদয় হইতে মুছে ফেল
রিজিয়ার মুখ ; লভিবে অতুল সুখ
রাজ-অনুগ্রহ-ছায়ায় বসিয়ে।

বক্তিয়ার। যদি
আশা মম এ জনমে না হয় পূরণ,
তা'ও ভাল। শাহাজাদি ! অন্য ললনারে
বক্তিয়ার কভু নাহি অর্পিবে হৃদয়।

রিজিয়া। বক্তিয়ার ! বক্তিয়ার ! এখন কি বুঝ
নাই রিজিয়ার মন ? ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি
যথা পাংশু-আবরণে রাখে লুকাইয়ে
আপন দাহিকা-শক্তি, স্পর্শমাত্রে ভস্ম
করে সব ; রিজিয়াও সেইরূপ, হাসি
দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়ে হৃদয়ের তেজ।

কপট আনন্দে উল্লাস।

আরে আরে, ঘৃণিত তাতার! জান না কি
রিজিয়ার নয়নের কণামাত্র জ্যোতি
স্পর্শ-মাত্রে দহিবারে পারে শত শত তাতারেরে?

বক্তিয়ার। শাহাজাদি! সম্রাট-নন্দিনি!
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? জান না কি
তাতার-বালক মাতৃ-অঙ্ক হ'তে ছুটে
যায় সিংহশিশু সনে করিবারে মল্ল-
রণ? শাণিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক
তার! জীবনের ভয় দেখাও সম্রাজ্ঞি!
বক্তিয়ার মরিতে প্রস্তুত সদা—কিন্তু
শাহাজাদি! জীবনের সাধ এখনও
মিটে নাই তব। তুমি সম্রাট্-নন্দিনী!—
অপ্রমেয় লোকবল অর্থবল তব;
তুমি দিল্লীশ্বরী!—কটাক্ষে তোমার
শত শত তাতারের বক্ষ-রক্তে
বধ্যভূমি হইবে রঞ্জিত,—
কিন্তু যদি এই রক্ষিশূন্য কক্ষে—
এই দণ্ডে নিষ্কোষিত অসি মম
দ্বিখণ্ডিত করে তব শির,
কি করিতে পার তুমি?

রিজিয়া। কি করিতে পারি
আমি? আরে, আরে, বাতুল তাতার!
বাম-পদাঘাতে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত,
এই দণ্ডে তোমারে দলিতে পারি,

মূর্খ বক্তিয়ার! বাসনা যদ্যপি তব দেখ
প্রত্যক্ষ প্রমাণ—কি করিতে পারি আমি।

রক্ষী। কি আদেশ শাহাজাদি!

রিজিয়া। যাও চ'লে, প্রয়োজন হ'লে পুনঃ করিব আহ্বান

বক্তিয়ার। এতদিনে টুটিল স্বপন! যেই আশা-
লতিকায় এতকাল ধরি' করিলাম
সলিল-সিঞ্চন, উৎপাটিত হ'ল আজি
মূলদেশ তার। পিপাসায় জর্জ্জরিত
প্রাণ, ছুটিলাম এতকাল মরীচিকা
লক্ষ্য করি; আজি শেষ তার—শান্তি আশে
রাখে নর প্রাণ, আজি অবসান তার—
আসুরিক বীর্য্য ধর হৃদয় আমার;
সুকুমার বৃত্তিচয় নিজগুণ ত্যজি,
প্রতিহিংসারূপে আজি হও পরিণত।
রিজিয়ার নাম মুছে ফেলে দিব ধরা
হ'তে। যেন অন্য কেহ আমার সমান
না বুঝিয়ে তার করে সঁপে প্রাণ। আমি
প্রাণপণে সাধিয়াছি মঙ্গল তাহার;
বাহুবলে নাশিয়াছি অরাতি সকল;
তাই অতি অহঙ্কারে আজি সুলতানা
রিজিয়া! অপমান করিলি আমারে। রে
পাপিষ্ঠা! আমি জ্বালিয়াছি দীপ; আমিই
আবার ফুৎকারেতে করিব নির্ব্বাণ।

বীণার ঝঙ্কার

কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার ও মতিবিবি।

নব। আর কি বলবে বল, নীরব হ'লে কেন? তবে এখন আমি চল্লেম, তুমি, আর আমায় ডেক না।

মতি। যেও না, আর একটু থাক, আমার যা বলবার, তা এখনও শেষ হয় নি

নব। কি বলবে, তা বল।

মতি। উঃ! এত লাঞ্ছনা!

নব। কৈ, কি বলবে, বল।

মতি। কি বলব, কি কথায় আমার অন্তরের জ্বালা বোঝাবো!

নব। কিছু বল্লে না, নীরব রইলে? তুমি যদি আমায় কিছু না বলবে তবে আমায় থাকতে বল্লে কেন, আমি যাই

মতি। না, তুমি যেও না।

নব। তুমি কি বলবে, বল না

মতি। তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি তোমার প্রার্থনীয় নাই? ধন সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, রঙ্গ, রহস্য, যাকে লোকে প্রণয় বলে, পৃথিবীতে যাকে সুখ বলে, আমি তার সকলি তোমায় দিচ্চি—কিছুই তার প্রতিদান চাই না, কেবল তোমার দাসী হ'তে চাই, তোমার যে পত্নী হব, এ গৌরব রাখি না; কেবল দাসী, ঐ চরণের দাসী হ'তে চাই, এই আমার নিবেদন।

নব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ-জনমে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকব, তোমার দত্ত ধন-সম্পত্তি লয়ে যবনীজার হ'তে পারবো না।

কপট বিস্ময়ে সমর্থন

মতি। জার—যবনীজায়—ভাল, যাক, সে কথা থাক, বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে না হয় আমার সকল সাধ অতল জলে বিসর্জ্জন দিব, এখন আমার একটি কথা, অনুরোধ রাখ্‌বে কি? এই পথ দিয়ে তুমি এক একবার যেও, দাসী ভেবে এক একবার দর্শন দিও, আমার জীবনের সকল সাধ, সকল আশা পূর্ণ হবে, আমি তোমায় দেখে চক্ষু পরিতৃপ্ত কর্‌ব।

নব। তুমি যবনী, পরস্ত্রী. তোমার সঙ্গে এরূপ আলাপেও দোষ হয়, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

মতি। তুমি আমার নও? তবে কার? দৈব-বিড়ম্বনায় আমি তোমায় হারিয়েছি। আমার রত্ন কে অপহরণ কর্‌বে? আমি কেন সহ্য কর্‌বো—না, সহ্য কর্‌বো—বিধাতার বিড়ম্বনা, আমি যবনী, উপায়-হীনা, যায়, ওহোঃ হোঃ! প্রাণ যায়! নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, তুমি আমায় ত্যাগ করো না।

নব। তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর:

মতি। এ জনমে নয়, এ জনমে তোমার আশা কখনও ছাড়্‌ব না।

নব। এ কি! কে এ রমণী, কম্পিত নাসারন্ধ্র, ললাটদেশে ধমনী স্ফীত, রমণীয় রেখা; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু—সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিত, দলিতফণিনীর ন্যায় ফণা তুলে দণ্ডায়মানা কে এ রমণী, উন্মাদিনী—কে?

মতি। তোমায় ত্যাগ কর্‌বো—এ জনমে নয়; তুমি আমারই হবে।

নব। এ কি অপূর্ব্ব শোভা, বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী শোভা, হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয়। আমার বহুদিনের কথা স্মরণ হচ্ছে, আমার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে যখন শয়নাগার হ'তে বহিস্কৃত কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলেন, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে আমার প্রতি

এইরূপ ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এমনি তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হয়েছিল, এমনি ললাটদেশে রেখাবিকাশ হয়েছিল, এমনি নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল, এমনি মস্তক হেলিয়াছিল! বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, আজ এই যবনী দেখে সে মূর্ত্তি মনে পড়েছে, তুমি কে?

মতি। আমি পদ্মাবতী।

নব। কি ভয়ঙ্কর সংঘটন, এর পরিণাম কোথায়?

বিজয়-বসন্ত।

তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজা, রাণী ও বলবন্ত।

নেপথ্যে। মহারাজ, আমি এসেছি; কার্য্য শেষ ক'রে এসেছি।

রাজা। কে? কে? এ সময় আবার কে! কে ও, কি চায়?

উজ্জয়। মহারাজ, আপনি বাইরে যান, বুঝি বলবন্ত।

রাজা। না না, এইখানে—এইখানে তোমার কাছে থাকি,—কাছে থাকি।

(রক্তাক্ত-কলেবরে বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ, সব শেষ—সব শেষ!

রাজা। কি! কি! বলবন্ত, তুমি কাঁপচ যে—তুমি কাঁপছ যে?

বল। কাঁপছি মহারাজ, কৈ, তা তো জানি না! রাজ-আজ্ঞা পালন করেছি, কুমারদের নিঃশেষ করেছি। দেখ্‌বেন? দেখ্‌বেন? আমার সঙ্গে আসুন, দুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগাল-কুকুরে খায় নি! মহারাণি, আপনিও আসুন, বিশ্বাস না হয়, স্বচক্ষে দেখে যান—খুব প্রতিশোধ হয়েছে—খুব প্রতিশোধ হয়েছে!

দুর্জ্জয়। যাও—যাও, বলবন্ত, যাও, তুমি মহারাজের সাম্‌নে থেকো না, হস্ত প্রক্ষালন কর গে।

বল। কি প্রক্ষালন কর্‌বো—রক্ত! এ কি যে সে রক্ত যে, সামান্য জলে প্রক্ষালন হবে? এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই হাতে বসন্তের রক্ত, রাজবংশের গাঢ়-তপ্ত, সমুদ্রের সমস্ত জলে এ রক্ত প্রক্ষালিত হবে না! দেখুন মহারাজ, দেখুন মহারাণি, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃত্য—রাজ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি।

রাজা। যাও বলবন্ত, যাও, তোমার পুরস্কার পাবে, যাও।

বল। নাই মহারাজ, দেখুন, আমার কোন ত্রুটি নাই, ঠিক দেখুন, কুমারদের রক্ত কি না? দেখুন, আপনার রক্ত—আপনি দেখলেই চিনতে পার্ব্বেন।

দুর্জ্জয়। বলবন্ত, যাও—দেখছ না, মহারাজ কাতর হচ্ছেন।

বল। কিসের কাতর? রাজা রাজকার্য্য পালন করেছেন—পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন। কাতরতা দেখেছি আমি, এই তামসী নিশীথে বিভীষিকাময় মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন শুনেছি,'কোথায় মা—কোথায় বাবা' ব'লে চীৎকার ক'রে কেঁদেছে, তা শুনেছি,'গুরুদেব! রক্ষা কর' ব'লে আমার পায়ে পড়েছে, অমনি মুণ্ডচ্ছেদ করেছি।

রাজা। ওঃ—হোঃ!

বল। কেমন মহারাজ, আজ্ঞাপালন করেছি তো। মহারাণি! আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি, আগে বসন্তের, তার পর বিজয়ের মস্তকচ্ছেদ।

দুর্জ্জয়। আমার আজ্ঞা, আমার আজ্ঞা! বিজয় নাই, বিজয় নাই।

রাজা। হাঁ হাঁ রাণি, তোমারি আজ্ঞায় বিজয় নাই, বিজয় নাই;—বসন্তও নাই—আমি নির্ব্বংশ। আমার কেউ নাই, কেবল তুমিই আছ—

তুমিই আছ, আর তোমার অপরূপ রূপ আছে, এস, ঐ রূপে ডুবে থাকি. আমায় আলিঙ্গন কর, পার যদি পুত্রঘাতীকে আলিঙ্গন কর।

প্রফুল্ল।

চতুর্থ অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানদা। যাদব, একটা কথা বলি, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌নে, কারুকে দেখাস্‌নি, দোকানে যা ইচ্ছে হয়, লুকিয়ে বা'র ক'রে কিনে খাস্। আর এখন এই দুই আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি। এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল, হলো, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে। যেদোর কি হবে, আর তো দেখ্‌তে আস্‌বো না, আজ তো খেতে পাবে।

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে না কি?

জ্ঞান। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ করেছি। আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মত স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই; এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। মচ্চো, রাস্তায় মরতে এসেছো? তোমাদের এতদূর হয়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও মরেছে! বেশ হয়েছে! মচ্চো, মর, আমি মদ খাই গে! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞান। তুমি আমার একটা উপকার কর, যদি এ কথাটা স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় মর্‌বে, কেমন? তা বেশ! আমি বল্‌তে পারিনি, মিছে কথা বল্‌বো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ গির না ঘাড়ে চাপে, তাহা হ'লে পার্ব্বো, আর চাপলে আমি কি কর্ব্বো। কি বল, লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞান। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন।

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমিই মেরে ফেলেছি, কি কর্ব্বো বল, ভূতে মেরেছে, তারা নেই, মচ্চো, মর, মর; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! অ! হা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুসুমকুমারী ও মিঃ এন্‌, সি, বসু।—

ভ্রমর।

রাসবিহারী। তাই ত! এত দেরী হচ্ছে কেন? এখনও আস্‌ছে না কেন? ঐ যে কে আসছে? সাড়া নি—কে গা?

রোহিণী। তুমি কে গা?

রাসবিহারী। আমি রাসবিহারী গো!

রোহিণী। আমি রোহিণী।

রাসবিহারী। এত দেরী হ'লো যে?

রোহিণী। একটু না দেখে আস্‌তে পারিনি।—তা বড় কষ্ট হয়েছে, না?

রাসবিহারী। না, কষ্ট আর কি, তবে অনেকক্ষণ ব'সে আছি, ভাবলেম, আমাকে ভুলে গেলে, আর এলে না।

রোহিণী। যদি ভুলতে পার্‌তুম, তা হ'লে আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন? এক জনকে ভুল্‌তে না পেরে এ দেশে এসেছি, আর তোমায় ভুল্‌তে না পেরে—কে রে?

গোবিন্দলাল। তোমার যম!

রোহিণী। ছাড়! ছাড়! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নি, আমি যে অভিপ্রায়ে এসেছি, তা না হয় ঐ বাবুটিকে জিজ্ঞাসা কর?

গোবিন্দলাল। কৈ? কে তোর বাবু? কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

রোহিণী। কই? কোথায় গেল? কেউ ত এখানে নেই!

গোবিন্দলাল। কেউ নেই কেন; এই যে আমি আছি! রোহিণি!

রোহিণী। কি?

গোবিন্দলাল। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রোহিণী। কি?

গোবিন্দলাল। তুমি আমার কে?

রোহিণী। কেউ নই। যত দিন পায়ে রাখ, তত দিন দাসী! না হ'লে আর কেউ নই।

গোবিন্দলাল। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ছেড়েছিলাম। তুমি কি রোহিণি? তোমার জন্য ভ্রমর, জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, দুঃখে তৃপ্তি, সেই ভ্রমরকে ত্যাগ কর্‌লুম। তুমি কি রোহিণি! তোমার মুখ চেয়ে সর্ব্বস্ব ছেড়ে বনবাসী হলুম। সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম। সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান! সর্ব্বনাশী! রাক্ষসী। তোর ত কিছুই অভাব ছিল না! রাজরাণীও এত আদরে

থাকে না। তবে কেন তুই এ কাজ কল্লি? ছি! ছি! অতি ঘৃণিত কাজ! নরকেও তোর—(পদাঘাত)

রোহিণী। উঃ!

গোবিন্দলাল। রোহিণি, দাঁড়াও! তুমি একবার মর্‌তে চেয়েছিলে। আবার মর্‌তে সাহস আছে কি?

রোহিণী। এখন আর না মর্‌তে চাইব কেন? জীবনের যা সুখ ছিল, সব পূর্ণ হয়েছে, তবে আর দুঃখ কিসের?

গোবিন্দলাল। তবে চুপ ক'রে দাঁড়াও। নোড় না! এই দেখ পিস্তল ভরা। কেমন! মর্‌তে পার্‌বে?

রোহিণী। না! না! মেরো না, মেরো না, আমি মর্‌তে পার্‌বো না! আমায় মেরো না! আমায় মেরো না!

গোবিন্দলাল। কি আশ্চর্য্য! রোহিণি! এখনও তোমার বাঁচবার সাধ হয়? না না! তা হবে না! তোমার বাঁচা হবে না, তুমি না মর্‌লে আমার মতন অনেকে প্রতারিত হবে, চুপ ক'রে দাঁড়াও। এই দেখ পিস্তল—চুপ।

রোহিণী। না না, মেরো না! মেরো না! আমার নূতন যৌবন, নূতন সুখ, মেরো না! মেরো না! আমায় চরণে না স্থান দেও, আমায় বিদায় দেও।—

গোবিন্দলাল। এই দিই (পিস্তলাঘাত)

পৃথ্বীরাজ।

এন, এন, ঘোষ ও মিস কিরণ —

সংযুক্তা—সূর্য্যসিংহ।

সংযুক্তা। সূর্য্যসিংহ! কোন্ প্রয়োজনে
মাগিয়াছ দর্শন আমার?
নহি আর মোরা দোঁহে বালক বালিকা,
নিভৃতে তোমার সঙ্গে মম আলাপন
আর নহে কর্ত্তব্য আমার।
বল ত্বরা কিবা প্রয়োজন?

সূর্য্য। কিবা প্রয়োজন? বলি কা'রে?
কে শুনিবে দগ্ধ এই মরমের ব্যথা?
কে বুঝিবে প্রাণের এ জ্বালা?
পাষাণি! আমি তব ধাইব পশ্চাতে
সাথে ল'য়ে তপ্ত আঁখিজল,
অনন্ত এ প্রেম মোর,
ডালি দিতে চরণে তোমার,
তুমি কিন্তু যাবে চ'লে ফিরায়ে বদন,
বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি!

সংযুক্তা। সেই পুরাতন কথা!
কে চাহে তোমার প্রেম?
রেখে দাও যতনে তুলিয়ে তার তরে
সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে;
শৈশব হইতে মোরা একত্রে পালিত,

কত খেলা খেলেছি দুজনে,
আমি ছোট বোন্‌টি তোমার,
ভগ্নী প্রতি কেন হেন প্রলাপ-বচন ?

সূর্য্য। সংযুক্তা ! একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে
খরস্রোতা নদীতীরে খেলিতে খেলিতে
স্খলিত-চরণ হয়ে,
নিমজ্জিতা হয়েছিলে অগাধ সলিলে,
স্মরণ কি আছে তব, কেবা সেই জন,
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি, যেবা তব রক্ষিল জীবন ?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। ভেবে দেখ অন্য দিন মনে,
বনমাঝে মহারাণা সনে,
গিয়াছিলে শীকার সন্ধানে ;
স্মরণ কি আছে তব,
ভীষণ শার্দ্দূল-গ্রাস হ'তে
কেবা তব রক্ষিল জীবন ?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। তবে এই বুঝি প্রতিদান তার ?

সংযুক্তা। শোন সূর্য্যসিংহ !
সঙ্কীর্ণ নহেক হেন সংযুক্তা-হৃদয়,
ভুলে যাবে প্রাণদাতা জনে ;
প্রয়োজন হ'লে, নিজ প্রাণ-দানে
রক্ষা তব করিব জীবন ;
উপকার হয় যদি তব,

অবহেলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি,
নিক্ষেপিতে পারি আমি জ্বলন্ত অনলে।
কিন্তু প্রতিদান চাহ যদি প্রণয় আমার,
জেনো মনে মহাভ্রম তব।

সূর্য্য। তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার?
নীরস নয়ন-কোণে, তব্ তব—
ঝরিবে না এক ফোঁটা অশ্রু-জল?

সংযুক্তা। অসি-করে সমর-প্রাঙ্গণে
পার যদি ত্যজিতে জীবন,
ভগিনীর আঁখিনীরে তিতিবে মেদিনী,
সহোদরা-হাহাকার শুনিবে জগৎ।
কিন্তু যদি ত্যজ প্রাণ আমার কারণ,
সামান্যা রমণী তরে,
বিসর্জ্জন দাও তব অমূল্য জীবন,
কাপুরুষ শব হেরি ফিরাব নয়ন।
এত যদি সাধ তব ত্যজিতে জীবন,
মিলেছিল নাগোরা-সমরে তব উত্তম সুযোগ।
পৃষ্ঠপ্রদর্শন তবে কেন বা করিলে?
কেন বল পলায়ে আসিলে?

সূর্য্য। তব তরে—শুধু তব তরে
এখনও রেখেছি প্রাণ;
দয়া কর—দয়া কর মোরে।
বল বল—হৃদয়ে ধরিয়ে তোমা জুড়াব কি প্রাণ
পতি র'লে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে?

সংযুক্তা। পতি ত দূরের কথা !
ভ্রাতা বলি এত দিন ভেবেছি তোমারে,
কিন্তু জেনো মনে আজ হ'তে—
সংযুক্তার কেহ নহ আর।
কনোজের শিরে, যেই
অকাতরে দেছে তুলে কলঙ্ক-পশরা,
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন রণে করেছে যে জন,
সংযুক্তা তাহার সনে,
আর না করিবে কভু মুখের আলাপ।

সূর্য্য। সংযুক্তা ! কর তুমি সংযত রসন,
জেনো মনে সীমা আছে মানব-ধৈর্য্যের।
সূর্য্যসিংহ নহে কাপুরুষ।
কিন্তু এই নিশীথ-সময়ে,
নির্জ্জন এ লতাকুঞ্জমাঝে,
করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন,
কি করিতে পার তুমি সংযুক্তা সুন্দরি ?

সংযুক্তা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
কি করিতে পারি ?
শত সূর্য্যসিংহ নাহি ধরে শক্তি কভু,
স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার !

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।—

বিল্বমঙ্গল ।

মঙ্গলা, বণিক্, অহল্যা, বিল্বমঙ্গল ।

বণিক্ । আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন !

অহল্যা । স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েছ,
তুমিই রক্ষা করবে : আমি অবলা ।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বণিক্ । এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী ।

[প্রস্থান ।

অহল্যা । আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন ।

বিল্বমঙ্গল । না, আমি তোমায় দেখব—এইখান থেকেই
দেখব । (স্বগত) ভেবে দ্যাখ মন
কত তোরে নাচায় নয়ন ।
ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার—
বেশ্যাদাস নয়নের অনুরোধে !
পিতৃ-শ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,
ঘোর নিশা মহাঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ ।
রহিল জীবন শব-দেহ আলিঙ্গনে ।
সর্পে রজ্জু-ভ্রম—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন ।
পুরস্কার বারাঙ্গনা-তিরস্কার !
মন, হাসি পায়—

বীণার ঝঙ্কার

হলো তোর বৈরাগ্য উদয় !
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি,
"কোথা কৃষ্ণ" বলি হলি উতরোলি,
—যেন তোর কত প্রেম !
আরে রে পাগল মন !
ধ্যান-মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার—
শুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি ।
আথ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর ।
মন, তুমি আঁখির গরব কর !
—নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন,
আথ তোর আঁখির আচার ।
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠভ্রমে, প্রাণের কারণে,
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেইমত গলিত হইবে
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ—
এই রক্ত ভাব তুমি সংসারের সার ।
ভাব মন, বৃথা জন্ম তার
এ রতনে বঞ্চিত যে জন !
বুঝ মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে ।
কিছু নাহি হেরে ;

পরদেশী।

জেরিনার নিকট সেরিনার ক্ষমা প্রার্থনা

অসার যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন ;
এর ছলে কত দিন রবি ভুলে ?
(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দুটো কাঁটা খুলে দাও !
মা ! তোমার স্বামীকে বল গে, আমি তোমার পাগল ছেলে ; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা ; আমার কথা হেলন কর্ত্তে নেই ।

অহল্যা । কে এ মহাজন !

[প্রস্থান ।

বিল্বমঙ্গল । মন, এখনও কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ !
দিব আমি উত্তম নয়ন
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
আমার বলিয়ে তুলে নেবে কোলে,
অন্য সব দেখিবে অসার !
যাও, যাও,—নশ্বর নয়ন !

(চক্ষুবিদ্ধকরণ)

চল পদ যথা ইচ্ছা হয় ।

বিল্বমঙ্গল ।

বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি ।

বিল্ব । এই ছাখ, দড়ি ছাখ ।

চিন্তা । কৈ দেখি, (প্রাচীর নিকট গিয়া) ওগো মা গো ! এ যে অজাগর গোখরো সাপ !
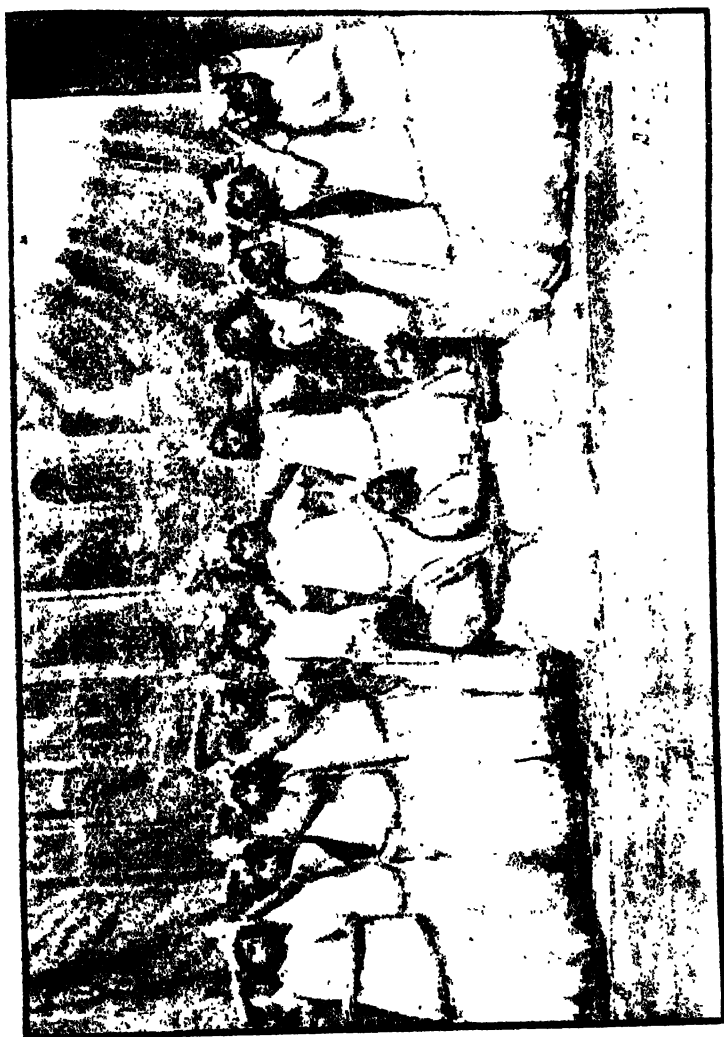
অপ্সরাগণ।—"রাগ যদি না থাকে অধরে" [তপোবন]

বিল্ব। অ্যাঁ! অজাগর গোখরো সাপ?

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠেছিলে? তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে?

বিল্ব। তোমায় দেখছি।

চিন্তা। কি দেখচো?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাবলুম, সাঁতরে পার হব, বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। এমন সময় একখান কাঠ ভেসে যাচ্ছিল।

চিন্তা। তোমার গায়ে এত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি তো তোমায় বল্‌ছি, তা আমি বলতে পারিনে।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধর্‌লে?

বিল্ব। চিন্তামণি, বোধ হয়, তুমি কখন প্রাণ দাও নি, তা হ'লে বুঝতে, প্রাণ অতি তুচ্ছ, তা হ'লে জান্‌তে, সাপে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিক নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখছো?

বিল্ব। দেখ্‌ছি, তোমার কথা সত্যি কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় তুমি কি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে দশদিক্ শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে

শেল বাজে, এতেও কি বুঝতে পারনি, আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্ছে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করেছি, আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য বল্‌ছি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, ত্থাখ! প্রত্যক্ষ ত্থাখ! সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা, বক্‌ছ কেন?

বিল্ব। জানি না। অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নৈলে এত দিন কার পূজা করচি? তোমায় দেখচি, তুমি দেবী না রাক্ষসী। যদি দেবী হ'তে, মনের কথা বুঝতে; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল, তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে, আমি দেখব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

পৃথ্বীরাজ।

সংযুক্তা, জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ।

[পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় মাল্যদান]

জয়চাঁদ। কি করিলি অবোধ বালিকা!
সুধাভ্রমে হলাহল করিলি যে পান।
বিপ্রগণ! অজ্ঞান বালিকা
নাহি জানে কার মূর্ত্তি-গলে দেছে মালা,
মার্জ্জনীয় নহে কি এ ভ্রম?

সংযুক্তা। নহে ভ্রম পিতঃ!
জেনে শুনে মাল্যদান করেছি উঁহারে।
জয়চাঁদ। কি কহিলি?
সংযুক্তা। জানি আমি কার পদে স'পিলাম প্রাণ,
কায়মনোবাক্যে সদা ভজেছি তাঁহায়—
পতি মোর পৃথ্বীরাজ।
জয়চাঁদ। আরে আরে কুলের কণ্টক!
পিতৃ-অরি পতি তোর!
দুগ্ধ দিয়ে সর্প-শিশু করিনু পালন,
হ'ল যাই বিষের উদ্গার
প্রসারিয়ে কাল-ফণা
হেলায় পালক-শিরে করিলি দংশন!
ভেবেছিস্ মনে, ভুলে স্নেহ-আকর্ষণে
ক্ষমা বুঝি করিব রে তোরে?
চাস্ যদি আপন মঙ্গল,
অন্যজনে বরমাল্য কর্ সমর্পণ।
সংযুক্তা। সে কি কথা, দেব!
শিশুকাল হ'তে তুমিই শিখায়ে দেছ
সতীত্ব পরম নিধি রমণী-জীবনে;
তুমিই বলেছ, তাত!
"নারী-ধর্ম্ম করিতে পালন,
হ'লে প্রয়োজন তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জ্জন
তবে কেন তব উপদেশ
তুমিই বিস্মৃত হও, পিতঃ?

সুদামা-সংবাদ।

বরমাল্য সমর্পিয়ে একের গলায়,
অন্যে বল কেমনে ভজিব ?
দ্বিচারিণী সংযুক্তারে কবে জনে জনে,
তাহে মান বাড়িবে কি তব ?
চক্রবর্ত্তী রাণা জয়চাঁদ
সুখী কি হবেন তায় ?

জয়চাঁদ। প্রগল্‌ভা বালিকা !
কে যাচিছে উপদেশ তব ?
চাহ যদি আপন মঙ্গল,
সত্বর করহ মোর আদেশ পালন।

সংযুক্তা। নারী ধর্ম্ম-রক্ষা হ'তে কি মোর মঙ্গল ?
পায়ে ধরি, পিতঃ !
তনয়ারে শিখাও না কুলটা-আচার।

জয়চাঁদ। তনয়া !
কে মোর তনয়া ?
অকাতরে পিতার উন্নত শিরে
যেই জন ঢালি দেয় কলঙ্ক-কালিমা,
পিতৃ-অপমান করি আনন্দ যাহার,
পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে দলে যে চরণে,
সে মোর তনয়া ?
জয়চাঁদ ! আজি নির্ব্বংশ রে তুই !
মহাভ্রমে হৃদয়-কাননে,
বিষ-বল্লী করিয়ে রোপণ
বেঁধেছিলি মায়া আর স্নেহের প্রভাবে,

এবে নিজ করে নির্ম্মম হইয়ে বিষ-বল্লী ফেল উপাড়িয়ে!
সংযুক্তা! প্রস্তুত হও। স্মর ইষ্টদেবে—

(অসি নিষ্কাশন)

সংযুক্তা। পিতঃ! দুহিতা তোমার মরণে কি ডরে?
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ, হ'লে প্রয়োজন
বীরবালা হাসিতে হাসিতে—
শমনেরে দেয় আলিঙ্গন।

জয়চাঁদ। ভাল, মর তবে,
নিভে যাক্ প্রাণের এ জ্বালা। (অসি উত্তোলন)

রাওমল্ল। কি কর বাতুল!

(জয়চাঁদের হস্তধারণ)

জয়চাঁদ। প্রতি পদে, বৃদ্ধ, তুমি বাধা দাও মোরে,
এবে লও প্রতিফল। (রাওমল্লকে তরবারির আঘাত)
কোথা গেল সে কালনাগিনী?

(সংযুক্তাকে মারিবার জন্য পুনরায় অসি উত্তোলন)

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ। কাপুরুষ! তনয়ার ল'তে চাহ প্রাণ?
এস, প্রিয়তমে!
আজি হ'তে দৌবারিক-গৃহে তব স্থান।
প্রণমি চরণে তব,
পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর।

পাণ্ডব-গৌরব।

দণ্ডী ও উর্ব্বশী।

দণ্ডী। শুন প্রিয়ে, ভদ্র আর না হেরি এ স্থানে,
মিলি দেবগণ অচিরে করিবে আক্রমণ ;
অসুরারি দলবলে পশিবে সংগ্রামে,
সাধ্য কেবা ধরে ত্রিভুবনে—
নিবারয়ে এ দুর্ম্মদ বাহিনী।
সহায় সহিত নাশ পাণ্ডব হইবে ;
উপায় না রবে—বধিবে আমায়
কৃষ্ণ লবে তোমারে কাড়িয়ে।
প্রাতে যবে তব অশ্বিনী আকার,
পলাইব দুই জনে,
রহিব নিভৃত স্থানে লোক-অগোচর।

উর্ব্বশী। রাজা! নাহি যাব এ স্থান ত্যজিয়ে।
কেন তুমি মজ মোর আশে?
অকপটে বলেছি তোমায়,
কাঁদে প্রাণ থাকিয়ে ধরায়,
কর তুমি প্রেম-আলাপন,
বিষবৎ হয় জ্ঞান।
দিবস-যামিনী—অশ্বিনী কামিনী
কহ কত সয়—ত্রিদিব-মোহিনী আমি।

দণ্ডী। এই কি রে তোর আচরণ?
ছিলি গহন-কাননে, সিংহাসনে দিছি স্থান!

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু।

ত্যজি রাজ্য ত্যজি প্রণয়িনী
বংশধর নন্দনে ত্যজিয়ে
আছি তোর সনে পরাশ্রয়ে।
এত যত্নে তোর নাহি উঠে মন ?
তুই বারবিলাসিনী পাষাণী প্রণয়হীনা-
যোগ্য শাপ দেয় নাই মুনি।
অহল্যা সমান
উচিত আছিল তোর প্রস্তর হইতে।
কালি বলগা দিয়া মুখে
চালাইব সুতীক্ষ্ণ চাবুক-ঘায়—
প্রবেশিব সাগর-মাঝারে
দেহ তোর মকর-কুম্ভীরে খাবে।

উর্ব্বশী। সেও ভাল তোমার প্রণয়ভাব হ'তে,
মকর-দংশন নয় তীক্ষ্ণতর তত,
তব কর-পরশন যথা।
প্রেম-আশে দেবগণে করিয়াছে সেবা-
প্রেমের গৌরব কিবা তব ?
ভাব রাজ্যধন করেছ বর্জ্জন ?
একচ্ছত্র রাজাগণে
দ্বিজে দান করিয়ে পৃথিবী
তপ করি উর্দ্ধপদে
দেখা পায় মম নর কলেবর ত্যজি।
অতীত যদ্যপি পুনঃ হয় তিন দিন
তোর সহ হয় মোর বাস

অগ্নিকুণ্ডে করিব প্রবেশ !
বিষ তোর বচনে স্পর্শনে।

দণ্ডী। প্রাতে বুঝাইব অগ্নি শীতল কেমন !
তুষানলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব ;
দ্বারকায় দগ্ধ মুণ্ড লয়ে দেখাইব,
বিবাদ ঘুচা'ব,
আশ্রয়দাত্রীর হিত করিব নিশ্চিয়
দুশ্চারিণী দগ্ধ ক'রে তোরে।

[প্রস্থান।

উর্ব্বশী। হায় ! হায় ! হেন কায় না দহে অনলে,
সলিলে না হরে প্রাণবায়ু,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নাহিক নিধন,
আকাশ-নির্ম্মিত কায়া !
হরি হরি দীন-বন্ধু পতিতপাবন,
যদি দুহিতায় করেছ স্মরণ,
হে মধুসূদন ! কি হেতু বিলম্ব কর ?
কর পদাশ্রিতে আশ্রয় প্রদান—
ভগবান্, কর ত্রাণ সঙ্কট-সাগরে।

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

নল-দময়ন্তী।

দময়ন্তী ও নল।

দম। সখি, দেখ, দেখ, আসিয়াছেন নলরাজ,
সখি, এসেছে রতন, করহ যতন, আমি ত আপন-হারা।

নিত্য হেরি যে বদন ধ্যানে, দেখ না নয়নে
সম্মুখেতে নিরুপম ঠাম।
সখি, ধর ধর কাঁপে গো অন্তর মম।

নল। নল নাম, শুন সুলোচনে, দেবরাজ-আদেশে এসেছি,
দেববলে পশিয়াছি অন্তঃপুরে।
কেন রাজবালা, উতলা আমারে হেরে,
আমি দেবদূত—তাঁর দাস!

দম। প্রভু, কি বল কি বল, আমি দাসী তব আশে রাখি প্রাণ

নল। ভদ্রে. দেব-কার্য্যে মম আগমন।
ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন, চারি জন তব প্রেম
করি আকিঞ্চন, পাঠাইল হেথা মোরে।
মন চাহে যারে বর তারে বরাননে,
দেবের বাঞ্ছিত তুমি, এ সুধার নর নহে অধিকারী।
দেবরাজে যদি সতি!
ভজ, রবে শচী হ'তে আদরে সুন্দরি,
অগ্নি বা বরুণ, যম, যারে মালা করিবে অর্পণ—
যতনেতে রাখিবে তোমারে।

দম। প্রভু, কি কথা দাসীরে বল,
নহি দ্বিচারিণী।
হংস-মুখে শুনি তব পায়ে দিছি প্রাণ।
তুমি প্রাণনাথ আশ্রিতাকে ক'র না আঘাত
আমি নারী, বাঞ্ছা করি নরে, না চাহি অমরে,
নল মম হৃদয়ের রাজা।
যদি প্রভু নির্দ্দয় হইবে, নারীবধ লাগিবে তোমারে।

দেবদূত ! কহ গিয়া দেবগণে, পিতা সম গণি চারি জনে,
যাচি শ্রীচরণে, নল স্বামী হয় মম ।
প্রাণনাথ, স্বয়ংবরে দিও দেখা । নহে এখনি ত্যজিব প্রাণ,
নল বিনা আমি আর কার, তুমি যে আমার !
প্রাণেশ্বর, কেন এত ছল, ছলে প্রভু ভুলাতে নারিবে ।
স্বামী, পত্নীরে ঠেল না পায় ।

নল । [স্বগত] আরে ক্ষীণবল প্রাণ, নারীর বচনে হইয়েছ বিহ্বল ।
[প্রকাশ্যে] শোন সুলোচনে, যদি ভালবাস,
ভালবাসা রবে চিরদিন—
সঁপি কায় পূজা কর দেবতায়, আপনায় দেহ বলি,
দেবকার্য্যে নরে ধরে দেহ ।
দেবকার্য্যে আসিয়াছি সুবদনি,
দেবকার্য্যে যাচি জানু পাতি, দেবে কর দেহ দান,
তব আত্মবিসর্জ্জন জগৎজন করিবে কীর্ত্তন,
শুন বরাননে ! সুখে দুঃখ গণি দুঃখে সুখ
শিখ মোর কাছে ;
আমিও কেঁদেছি— কাঁদিয়ে শিখেছি,
কেঁদে কেঁদে হব সুখী ।

দম । প্রভু, কি কথা দাসীরে বল,
দেখা দিবে স্বয়ংবরে ?

নল । না পারিব দেবাদেশ বিনা ।

দম । হায় বিধি দিয়ে নিধি— হা— প্রতিশোধ,
ছি ছি— ধিক্ নারীর জীবন,
সাধিতে কাঁদিতে প্রাণ যায়,

যারে প্রাণ চায়, সে আমারে ঠেলে পায়।
তবু প্রাণ তত কাঁদে তার তরে,
আরে আরে এ প্রাণের তরে লজ্জাহীনা কত হব,
কতই সাধিব ; আরে প্রাণ, বার বার কত সব অপমান।

পাণ্ডব-গৌরব।

কৃষ্ণ ও ভীম।

কৃষ্ণ। দেখ, দেখ, মধ্যম পাণ্ডব
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে,
মম সহ দ্বন্দ্ব কভু করে ?
ব্যঙ্গ তুমি বোঝ না সাত্যকি ?
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে।

(ভীমের প্রবেশ)

এস ভাই এস বৃকোদর !
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে ?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি !
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে,
দুর্য্যোধন সহায় হইবে,
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি, করিয়াছি পণ,
রণে দুর্যোধনে করিব নিধন,
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু।

মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী।
যাক্ মম প্রতিজ্ঞা অতলে,
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন।
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে,
খেদ নাহি করি।
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময় ?
সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারি !

কৃষ্ণ। কহ বীর কিবা প্রয়োজন ?
কহ তবে কিবা হেতু আগমন ?

ভীম। মিনতি দাসের এই রাখ যদুপতি !
উপস্থিত রণ,
আমার কারণ।
আমি তব অরি,
নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব।
বধিয়া আমায় বিবাদ ঘুচাও প্রভু !
আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর আকিঞ্চনে,
অকিঞ্চনে ক'র না বঞ্চনা, বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।

কৃষ্ণ। সমবল সহ রণ ক্ষত্রিয়-নিয়ম,
যেই জরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার,
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে !
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,

সপরিবার "পলাশীর" যুদ্ধ-প্রণেতা নবীনচন্দ্র সেন।

কিন্তু তব চরণের ঘায়
গিরি শির চূর্ণ শত শত ;
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সমরে ;—
লব তুরঙ্গিণী এই প্রতিজ্ঞা আমার,
ছলে বলে রাখিব সে পণ ;
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে ?
কিন্তু কোন মতে স্থান মম নাহি পায় চিতে
জানিতাম সরল তোমায়,
দেখি তুমি আমা হ'তে অধিক চতুর।
ভাল, বল দেখি কিসে তুমি হনুমান ?
যাও, যাও,
দ্বন্দ্বযুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।

ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।
তুমি লজ্জাহীন,
তোমাকে কি লজ্জা দিব ?
সম তব মান অপমান,
নহে ক্ষত্র হয়ে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়-সদনে
পরাজয়-ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ ?
নিন্দা স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট-কথা ক'য়ে ?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায় মন প্রাণ অর্পণ করেছি রাঙ্গাপায়।
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা—

রণস্থলে দেবতামণ্ডলে,
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার,
নহ তুমি লজ্জানিবারণ ;
নহ কভু ভক্তাধীন।
নহে কেন কর হতমান ?
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

চন্দ্রশেখর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রতাপ। মধ্যে মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটায়, ঐটে রামচরণের দোষ ; যা হোক, যা হবার তা হয়েছে, প্রভাত হোক, যা হোক করা যাবে। এ কি ! আমার বিছানায় শুয়ে কে ? স্ত্রীলোক ? অঁ্যা ! সেই ! এখানে আমারি ঘরে ? আমারি শয্যায় ! আহা হা ! শয্যার উপর কে যেন নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢেলে রেখেছে, কে যেন গঙ্গার শ্বেত বারিবিস্তারের উপর শ্বেতপদ্মরাশি ভাসিয়ে দিয়েছে। কি শোভা ! কি শোভা ! এ কি সেই শৈবলিনী ? যে বালিকা-কলিকাকে নিয়ে আমি বাল্যকালে কত খেলা খেলেছি, এ কি সেই শৈবলিনী ! যাকে আমি আদর ক'রে গাছ থেকে সুমিষ্ট ফল পেড়ে দিতুম ? যাকে আমি সুন্দর পক্ষিশাবক ধ'রে দিতুম ? এ কি সেই শৈবলিনী ! যাকে গঙ্গার জলে সাঁতার কাটিয়েছি, এ কি সেই শৈবলিনী ? আবার সেই এক দিন, আর এই এক দিন ! সেই দুজনে একসঙ্গে বাল্যখেলা খেলা, সেই গঙ্গাজলে দুজনে সাঁতার

দেওয়া। অ্যাঁ! এ কি চিত্র! এ আমি কি কর্‌ছি? কি ভাব্‌ছি? কার পানে চেয়ে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি? এ যে পরস্ত্রী, শৈবলিনী, আমার জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা চন্দ্রশেখরের সহধর্ম্মিণী শৈবলিনী। তাই কি? এ নয়নরঞ্জন কুসুম এখনও পবিত্র মধু ধারণ করে, এ প্রফুল্লকুসুমে এখনও কি কীট প্রবেশ করেনি, এ প্রফুল্ল শতদল এখনও কি দেবপূজার উপযোগী আছে? আমি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করি? আমার প্রয়োজন? আমার অধিকার? পারিজাত-হার দৈত্য-কবল হ'তে উদ্ধার করেছি, আমার কর্ত্তব্যপালন করেছি, নিদ্রা যাচ্ছে যাক্, আর আমি এখানে থাক্‌বো না।

শৈবলিনী। এ কি এ! কে তুমি? কে? কে?

প্রতাপ। কি কি, কি হোলো শৈবলিনি? শৈবলিনি! এ যে মূর্চ্ছা গিয়েছে—ওঠ ওঠ, ভয় নেই শৈবলিনি—আমি।

শৈবলিনী। কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা কর্‌তে এসেছ?

প্রতাপ। আর ভয় নাই, তুমি বেশ সুস্থ হয়েছ, নিদ্রা যাও, আমি চল্লুম।

শৈবলিনী। যেও না।

প্রতাপ। কি বল্‌বে?

শৈবলিনী। তুমি এখানে কেন এসেছ?

প্রতাপ। আমার এই বাসা।

শৈবলিনী। আমাকে এখানে কে আন্‌লে?

প্রতাপ। আমরাই এনেছি।

শৈবলিনী। কে কে?

প্রতাপ। আমি আর আমার চাকর।

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈবলিনী। কেন এখানে আমায় নিয়ে এলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ। তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করতে নাই, তোমায় ম্লেচ্ছের হাত থেকে উদ্ধার করলেম, আবার তুমি জিজ্ঞাসা করছ, এখানে কেন আনলে?

শৈবলিনী। যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকায় আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করেছিলে, তা হ'লে তখনি আমায় হত্যা করলে না কেন? তোমাদের কাছে ত বন্দুক ছিল।

প্রতাপ। তাও করতুম, কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে তা করিনি। কিন্তু তোমার মরণই মঙ্গল।

শৈবলিনী। শেষ এই হ'ল! সব ফুরাল! শেষ এই শোনবার জন্তই কি প্রাণ রেখেছিলাম? প্রতাপ! আমায় গাল দিও না!

প্রতাপ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গাল দি, আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি ইদানীং তোমায় সর্প মনে ক'রে তোমার ভয়ে পথ থেকে দূরে থাকতেম, তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করেছিলাম, তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ, তোমার প্রবৃত্তির দোষ. তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও; আমি তোমার কি করেছি?

শৈবলিনী। তোমার জন্তই গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, নইলে ফষ্টার আমার কে?

প্রতাপ। শৈবলিনি! শৈবলিনি! কি বল্লে, কি বল্লে; একেবারে আমার মাথায় প্রলয়ের বজ্র হানলে? কি হবে! কি হবে! কোথায় যাবো! কোথায় পালাব! কি জ্বালা! উঃ, শৈবলিনি! বক্ষে শেল বিঁধছে, হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন কচ্চে, পালাই, পালাই, পালাই,—

চন্দ্রশেখর।

তৃতীয় অঙ্ক—সন্তরণ-দৃশ্য।

প্রতাপ। হারামজাদা ব্যাটারা, একটি স্ত্রীলোক ডুবে মরে, আর, সব দাঁড়িয়ে দেখছিস্? (জলে পতন)

প্রতাপ। শৈ—

শৈবলিনী। এ কি! কত কাল পরে, কত কাল পরে, সেই শৈ ব'লে কে ডাকলে! প্রতাপ! আজ মরা গাঙ্গে চাঁদের আলো কেন?

প্রতাপ। চাঁদের আলো নয়, সূর্য্যি উঠেছে; শৈল, আর ভয় নেই, কেউ আমাদের তাড়িয়ে আসছে না।

শৈবলিনী। উঠ, চল, তীরে উঠি।

প্রতাপ। শৈ!

শৈবলিনী। কি?

প্রতাপ। মনে পড়ে?

শৈবলিনী। কি?

প্রতাপ। আর একদিন এমনি সাঁতার দিয়েছিলে?

শৈবলিনী। এই কাঠখানা ভেসে যাচ্ছিল, তুমিও ধর, ভর সইবে, বিশ্রাম কর।

প্রতাপ। মনে পড়ে, ডুবতে পাল্লে না, আমি ডুবলাম?

শৈবলিনী। তুমি যদি শৈ নাম ধ'রে না ডাকতে, তবে আজ তার প্রতিশোধ দিতুম, কেন ডাকলে প্রতাপ?

প্রতাপ। তবে মনে আছে যে, আমি মনে কল্লেই ডুবতে পারি?

শৈবলিনী। কেন প্রতাপ? চল, তীরে উঠি।

প্রতাপ। আমি উঠবো না, আজ মরবো।

শৈবলিনী। কেন প্রতাপ?

প্রতাপ। তামাসা নয়, নিশ্চয় ডুববো, তোমার হাত।

শৈবলিনী। কি চাও প্রতাপ? যা চাও, তাই করবো।

প্রতাপ। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠবো।

শৈবলিনী। কি প্রতাপ?

প্রতাপ। এই গঙ্গাজলে—

শৈবলিনী। আমার আবার গঙ্গা কি?

প্রতাপ। তবে ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে—

শৈবলিনী। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্রতাপ। তবে আমার শপথ?

শৈবলিনী। তবে কাছে এস, হাত দাও, এখন যে শপথ করতে বল, করতে পারি। কত কাল পরে প্রতাপ, কত কাল পরে তুমি আমার হাত ধরলে!

প্রতাপ। আমার শপথ কর, নইলে আমি ডুববো। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ ক'রে এ পাপ জীবনের ভার সইতে চায়? এই চাঁদের আলো, এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি প্রাণের এ বোঝা নামাতে না পারি, তবে তার চেয়ে আর দুঃখ কি?

শৈবলিনী। কেন প্রতাপ! তোমার জীবনে দুঃখ কি, পাপ কি, ভার কি?

প্রতাপ। আমার জীবনে যে কি যন্ত্রণা, তা কে বুঝতে পারবে? মহাপাতকী—যাক, সে কথা যাক, শপথ কর!

শৈবলিনী। আকাশের চন্দ্র সাক্ষ্য, তোমার শপথ, কি বলবো?

প্রতাপ। শপথ কর, আমায় স্পর্শ ক'রে শপথ কর, আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের দায়ী, বল, শপথ কর, দেখ, আমাকে স্পর্শ ক'রে আছ, সত্য শপথ কর যে, আমায় ভুলবে! প্রতাপ ব'লে পৃথিবীতে যে কেউ আছে—শৈবলিনি—এ চিন্তা কখন হৃদয়ে স্থান দেবে না; আমায় কখন

নৃত্যকলাপটু শ্রীযুত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দেখেছ, ভুলে যাও, তোমায় আমায় কখন পরিচয় ছিল, ভুলে যাও, কখন ভেবেছ, ভুলে যাও, যত দিন পৃথিবীতে থাকবে, তত দিন কখন ভুলেও ভাববে না, বল, বল, শপথ কর, কাঁদছো, কাঁদছো কেন? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।

শৈবলিনী। এ সংসারে আমার মত দুঃখী আর কে আছে?

প্রতাপ। তবে কিছু নয়, এস দুজনেই ডুবি।

শৈবলিনী। (স্বগত) আমি মরি, তাতে দুঃখ নেই. কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরবে কেন? (প্রকাশ্যে) চল, তীরে উঠি।

প্রতাপ। শপথ কল্লে না, মন বাঁধতে পাল্লে না, দেখি তবে, এ জলের তল কোথা।

শৈবলিনী। আমি শপথ কচ্ছি, দেখ প্রতাপ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিচ্ছ, কিন্তু তোমার চিন্তা ছাড়বো কেন?

প্রতাপ। আমি ম'রে গেলে তো আমার চিন্তা ছাড়বে? বেশ বেশ শৈবলিনি, তাই হোক!

শৈবলিনী। প্রতাপ! প্রতাপ! শৈবলিনী মোলো।

প্রতাপ। শৈ! শৈ! শৈবলিনি! না না, চল, চল শৈবলিনি, তীরে উঠি।

জেনানা-যুদ্ধ
বা
দুই সতীনের ঝগড়া।

বেলেডেঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান।

পদ্মলোচন আসীন—অভয়কুমারের প্রবেশ।

অভ। কি দাদা, হরগৌরী হয়ে ব'সে রয়েচ যে,—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েছ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রুক্ষ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে;—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ ক'রে নিয়েচে;—ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাখাচ্ছিল, চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখিয়েছে, ডান অঙ্গ প'ড়ে রয়েচে, এই দেখ না, ভাই, তেলের দাগটি পর্য্যন্ত লাগে নি; বড় আবাগী আসে, তেল পড়বে, নইলে এইরূপেই রুক্ষ ব'সে থাক্‌তে হবে!

অভ। আপনিই কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেল না, বেলা ত অনেক হয়েছে, স্নান কর।

পদ্ম। তা হ'লে কি আর আস্ত থাক্‌ব? বড় আবাগী দুদ্দাড় ক'রে কীল মার্‌বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় কর্‌বে, ঝাঁটা ফিরিয়ে ঘাড় ভাঙবে, বল্‌বে "আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্য রাখলে না, আপনিই তেল দিলে।"

অভ। তুমি ত দেখছি বড় সুখী; তুমি যে দেখি ঘরজামাইয়ের বাবা।

পদ্ম। ঘরজামাইয়ের এক বাঘিনী, আমার দুটি।

অভ। কিন্তু দাদা, ঘরজামাইয়ের একটা এক সহস্র।

পদ্ম। ভুগি নি, বল্‌তে পারি না। এরা এখন মার ধরেচে,—ভাই।

অভ। বল কি?

পদ্ম। এই কথায় কথায়।

অভ। তবে তোমার জিত।

পদ্ম। আমার জিত অনেক রকমে; তুমি পেটে খেতে পাও, আমি হপ্তায় আটদিন উপবাস করি, দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেচে, এ বলে আমার এখানে খাও, ও বলে আমার এখানে খাও।

অভ। তাতে ত আরো খাবার সুখ।

পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মাত্র, ভাত-ব্যঞ্জন যেমন তেমনি প'ড়ে থাকে।

অভ। তুমি তবে খাও কি?

পদ্ম। বড় আবাগীর কীল, ছোট আবাগীর ঝাঁটা।

(তেলের বাটি হস্তে বগলার প্রবেশ)

বগ। কি ঠাকুরপো, কবে এলে? এবারে নাকি তাড়িয়ে দিয়েচে? তুমি কি মাগই পেয়েচ ভাই! আমাদের ইনি—একবার তাদের হাতে পড়েন, মাগের সুখটা টের পান।

অভ। তুমি স্বামীর গায় হাত তোল, তারা তো তা তোলে না।

বগ। গুণের নিধি বলেচেন বুঝি; আমার নিন্দে না ক'রে জল খান না।—আমি তোমার করিচি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি যে, যার তার কাছে আমার নিন্দে ক'রে বেড়াও।

পদ্ম। তুমি মার্‌তে পার, আর আমি বল্‌তে পারি নে?

বগ। আমি তোমারে একা মারি! ছোট রাণী তোমারে মারে না? আ হতচ্ছাড়া! সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয়, না? ছোটরাণী তোমায় কিছু মারে না, ছোটরাণীর নাথিগুলি চামরব্যজন করে, ছোট রাণী হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তা পড়ে, চ'লে গেলে পদ্মফুল ফোটে,—'ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধানভানানী।' কি বল্‌বো ঠাকুরপো রয়েছে এখানে, নইলে তেল শুদ্ধ তেলের বাটি মাথায় ভাঙতেম।

পদ্ম। বড় রাণী মারেন কি না, বুঝতে পাচ্চ ভায়া?

বগ। সাধে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি, মারি খুব করি, এই মাল্লেম। (সজোরে তেলের বাটি মস্তকে পাতন)

অভ। সত্যি সত্যি মার্‌লে বউ?

বগ। আমি বাটি ফেলে মেরেচি, ছোট রাণী হ'লে ঘটা ফেলে মার্‌ত। দেখ্‌লে ত ভাই, ওঁর বিচার ত দেখলে, আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাঠ পড়ে, ছোট রাণীর কীলগুলো ওঁর গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘনিশ্বাস) তোমার বাটির ঘায় সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

অভয়। আহা! রক্ত পড়চে যে।—বউ, একটু তেল দাও।

বগ। ও দিকটে বিন্দী পোড়াকপালীর; তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্‌টে ভেঙ্গে দিলে কথা জন্মায় না?

বগ। পোড়া কপাল পুড়েচে, তারি দিকে টান্‌চেন, আমার দিকে ভুলেও টানেন না।—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর; এই আংটীটি বিন্দী পোড়াকপালীর বাপ দিয়েচে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, ছল ক'রে আমার বাপ-মাকে অপমান করা বই ত নয়, বিয়ের সময় একটা আংটী দিতে পারে নি,—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িচি! সাধে কি তার আংটী তোমার হাতে দিইচি, তেল লাগে ব'লে বাঁ হাতের আংটা ডান হাতে দিইচি।

বগ। শুন্‌লে ঠাকুরপো, বিচার শুন্‌লে। যেমন হক্ একটা ভাগ-বাটা হয়ে গেচে, ডান দিক্‌টে আমার দিকে পড়েচে; ভাগবাটার পর তার জিনিষ আমার হাতে দেওয়া কি উচিত?—ভালাই চাও ত আংটী খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল থেঁতো ক'রে ফেলব।

[অঙ্গুরীয় দূরে নিক্ষেপ।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেল্লেম।

বগ। তুমি এখন এক রকম হয়েচ, আমার প্রতি তোমার আর ভাল-বাসা নাই, আমায় তুমি আর দেখতে পার না। বিন্দী পোড়াকপালী তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে একবারে আমাকে পর ক'রে দিলে।—আমার ঘরে আর বসতে চাও না, ঘরে ঢুকতে বল্লে আমার হাতে অনেক কাজ ব'লে চ'লে যাও, বিন্দীর ঘরে ঢুকলে বেরুতে চাও না।—আমার

বিছানায় ছুঁচ ফোটে—না? আর বিন্দীর গদি বড় নরম, রাতদিন তাতে প'ড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। [প্রস্থান।

অভ। ছোট ব'য়ের দিকে দাদার একটু পক্ষপাত আছে।

পদ্ম। "খুটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে।"—আমার কাছে ইতর-বিশেষ নাই, গহনা দুজনাকেই সমান দিইচি, ববং বড় রাণীকে অধিক দিয়েছি। তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দুই ঘণ্টা বসতে হয়।

অভ। তিনিও কি মারেন না কি?

পদ্ম। জুতোর বাড়ী। তিনি বড় রাণীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। বড় আবাগীর দেখে শিখেচে। এখন বড় হয়েচে, আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েচে। সে দিন ভাই বড় রাণী পিটে কল্লে; পিটে ত নয় পেটের পীড়ে; কতকগুলা কাঁচাতেলমাখা চেলের গুঁড়ি সামনে ধ'রে দিলে বল্লে, পিটে খাও; কি করি, ভয়েতে ভয়েতে খেলেম, জানি, না খেলে পিট থাক্‌বে না। কিন্তু ভাই, একদিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেড়ে দিলে। ছোট রাণী ভারের কলসী, ও ছাড়বে কেন, কা'ল সমস্ত দিন ধ'রে পিটে করলে, রেতে আমায় খেতে বল্লে।—পিটে করেচেন যেন কুকুরে উগরে রেখেচে।—তাই কম ক'রে খুলুম বলে কত আব্দার; বলে, আমায় একটু ভালবাসে না। ভাই রে, ঝগড়া, দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, আমার অঙ্গের ভুষণ হয়েছে ভাই।

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দু। পোড়া কপাল পুড়েচে, সত্যি সত্যি ফেলেচে।

পদ্ম। কি ছোট রাণি? কি হয়েচে?

বিন্দু। আমার বিয়ের আংটী না কি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েচ?

পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করেচি। (প্রকাশ্যে) না ছোট রাণি, হঠাৎ হাত থেকে ঠিকরে প'ড়ে গিয়েচে।

বিন্দু। আংটীর পা হয়েচে, না আংটী বগী আবাগীর মত নাপাতে শিখেচে, তাই উঠোনে নাফিয়ে গেল?—তোমার মরণদশা ধরেচে।—

অভ। বালাই বালাই, অমন কথা বলতে নাই।

বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেছ কি? তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, আমি বাপের বাড়ী ব'সে একাদশী করি। রাতদিন ঝাঁটা খাচ্ছেন, তবু নজ্জা হয় না। কি বলবো ঠাকুরপো রয়েচে, নইলে নোড়া দিয়ে একটি একটি ক'রে দাঁত ভাঙতেম।

অভ। ছোট বউ, তুমি রাগ করো না, বড় বউ তোমাকে ক্ষেপিয়েচে।

বিন্দু। পোড়ারমুখোর আস্কারা; সে কি না বলে, আমাকে বনবাস দেবে। আমার বনবাস হ'লে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন।

পদ্ম। ছোট রাণি, একটু চেপে যাও, অভয় রয়েচে, মনে করবে কি?

বিন্দু। ওরে আমার লজ্জানিবারণের কঁত্তা রে! বগী আবাগী যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, তখন ভাতারগিরি ফলাও না, সে যে শক্ত মাটী, দাঁত বসে না।

পদ্ম। কি জান, তার তিন কাল গেছে, এক কাল আছে, তাই তারে কিছু বলি না, তুমি বউ মানুষ. তাই তোমাকে ছুটো কথা বলি; বুঝেছ?

বিন্দু। তোমার আর খোসামুদে কথা বলতে হবে না,—তুমি যত ভালবাস, তা আমি কা'ল টের পেয়েচি।

পদ্ম। কিসে?

বিন্দু। বড় রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটিবার ঘটী ছুঁলে না। আমাকে ভালবাস না, তাইআমার পিটেও খেলে না।

পদ্ম। মাইরি ছোট রাণি, তোমার পিটে আমি এক পেট খেয়েচি, বড় রাণীর পিটের ডবোল খেয়েচি।

বিন্দু। তা হ'লে আজ তোমার গঙ্গাযাত্রা হ'ত। তার পালায় পিটে খেলেন, আমার পালায় পেট ছেড়ে দিলেন। আমার পালায় পিটে খেলেন, তার পালার দিন খুঁটি হয়ে ব'সে রইলেন।

পদ্ম। তুমি কেন একটু পলতার গেঁড় খাইয়ে দাও নি, তা হ'লে তার পালার দিন একদম ম'রে থাকতেম।

বিন্দু। তুমি এমনি নেমক্‌হারামই বটে।—আমি ওঁর জন্যে এত ক'রে মরি, উনি ভাবেন, আমি ওঁর মরণের চেষ্টা করি।

অভ। তা হ'লে এখন আমি আসি।

পদ্ম। এস ভাই!

[অভয়ের প্রস্থান।

পদ্ম। গিন্নি, রাগটা পড়েছে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ করবো, আমার আছে কে?

পদ্ম। আমি আছি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার?

বিন্দু। এ বগা আবাগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুঝে দেখ, আমি তোমা বই আর জানি না।

(বগলার প্রবেশ)

বগ। হ্যাঁরা, ও হাড়হাবাতে প্যাতনা, তুই নাকি আমাকে বুড়ো হাবড়া বলেছিস? একেবারে অধঃপাতে গিয়েচ? বিন্দী পোড়াকপালীর আচ্ছা ওষুধ, বেশ ধরেচে।

পদ্ম। কে বল্লে?

। মেডেলপ্রাপ্ত—বালক গায়কগণ ।

শ্রীভূদেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫। শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বগ। কেন, অভয় ঠাকুরপো ব'লে গেল।—তোমার না কি মৃত্যু ঘুনিয়ে এয়েচে, তাই এমনি ক'রে অপমানের কথাগুলা মুখ দিয়ে বার কচ্চ; তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বিন্দীর বাঁদর! বাঁদর!

বিন্দু। দেখ্ বগি, তুই বিন্দী বিন্দী করিসনে বল্‌চি; ভাল, তোর ভাতার তোরে বুড়ো ব'লে থাকে, তার সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্ গে, আমার নাম করবি ত বেড়ীপেটা কর্‌বো।

বগ। হ্যাঁরা কালামুখ, তুই আপনি বল্লি, না বিন্দী তোকে বলালে? কথা কস্‌নে যে—

(মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত)

পদ্ম। বাবা রে! গিচি, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। আর বুড়ো বল্‌বি, আর গাল দিবি? হতচ্ছাড়া একচকো, পথে পড়া মড়িপোড়ানীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারী, প্যাদায় মরি, তবু বেটার বাপ ভিকিরী। খুব করেচে বুড়ো বলেছে, আরও বল্‌বে, আর দশবার বল্‌বে! তিন কাল গেছে, এককাল আছে, কালামুখি, বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ও সর্ব্বনাশি, হতচ্ছাড়ি, শতেকখোয়ারী, নয়-দুয়ারী, মড়ি-পোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বৃদ্ধি হয়েচে, এত বৃদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণবাড় বেড়েচে, আর দেরী নাই, পড়লি—পড়লি—পড়লি; ছোট মুখে বড় কথা জেয়াদা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হ'লে তোর ভাতার বুড়ো হ'ত না? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল?

বিন্দু। তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল।

বগ। দূর আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার ঝি, মড়িঘাটায় তোর বাপ কাঠ যোগায়, পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্লে, ম'লে কাঠের দাম নেবে না—বিন্দী রাঁড়ি, তোর মড়িপোড়া বাবাকে ব'লে দিস্, আমি ম'লে কাঠগুলো যেন শুক্‌নো দেয়।

বিন্দু। তুমি ম'লে গোর দেবে, কাঠ লাগবে না।

বগ। গোর দেবে তোর বাপকে, আর তোর বাপবয়সী ভাতারকে। তুই যে ভাতার ভাতার করিস্. তোর ভাতারে আর আছে কি, ওতে কি কিছু বস্তু রেখেচি! তোর পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েচে, আমি পাঁচ বৎসর একা ভোগ করেচি, তার পর রগড়ে মগড়ে নিংড়ে চিংড়ে সাদা ফ্যাক্ ফ্যাক্ ফেসোওঠা আঁবের আঁটিটে আঁস্তাকুড়ে দিইচি, তুই কাঠ-কুড়ানির মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্চিস্।

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ ক'রে মরিস্ কেন? ওলো ও পাড়াকুঁদুলি, পাঁটা-ব্যাচার মেয়ে। তোর বাপ পুঁটীমাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, যখন দেখলে তুই হিজড়ে, তাই আমাকে বিয়ে কল্লে।

বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে রেখেচে—রেখেচে—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ওরে আমার ল্যালকাঁটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাব নারকেলের ল্যাওয়াপাতি রে, ওরে আমার মড়িপোড়ানির কম্‌লে বাছুর রে—বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কামড়াচ্ছে! ও আবাগি, স'রে যা, বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে স'রে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, যেন বাপ ঝি ব'লে ভুল হয়—

আমি ফচকে ছুঁড়ী ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের সময় বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

(পদ্মলোচনের দাড়ী ধরিয়া নৃত্য)

আমি ফচকে ছুঁড়ী ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

বিন্দু। (পদ্মলোচনের নাসিকায় কিল মারিয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যান সইতে হয়। থাক্ তোর বুড়ীকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। বড় রাণি, তোমার জিত। তুমি হাজার হোক আমার সময়ের মাগ কি না।

বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

পদ্ম। আমি তোমা বই আর জানি না, তুমি যখন যা চাও, তখনি তাই দিই, তোমার শ্রীচরণের চুট্‌কি হয়ে আছি।

বগ। তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও না, ভাতারের ভাও না; ভাতার বলি ও বাড়ীর বটঠাকুরকে, বড় দিদির আঁচল ধ'রে বেড়ায়—

পদ্ম। (গীত) ও আমার অঞ্চলের নিধি,
আঁচলে ধ'রে পিছে পিছে—

বেলডাঙ্গা পদ্মলোচনের দরদালান।

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দু। (স্বগত) আজ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌বো, অনেক রেতে বাড়ী আসেন আর মুট ক'রে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন আসবে,

কর্ণার্জ্জুনে— পদ্মাবতীর ভূমিকায়
শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব!—বগী আবাগী ঘুমিয়েছে, সাড়া-শুড়ি আর পাচ্চিনে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

(বগলার প্রবেশ)

বগ। বিন্দী পোড়াকপালী ঘুমিয়েছে। আজ যেমন আসবে, অমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায় আর বিন্দী আবাগীর ঘরে ঢোকে আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে, আমার বুক থেকে মিন্‌ষেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এমন ইচ্ছে নাই যে, আমার ঘরে যায়, ধ'রে বেঁধে যত নে যেতে পারি।—আমি ঘরে গিয়ে বসি, যাই আসবে, আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

(চোরের প্রবেশ।)

চোর। এরা সব ঘুমিয়েচে, এই বেলা মাল সরাবার সময়।—আগে বড় ঘরে ঢুকি।

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া মার্‌তে মার্‌তে) তবে রে পোড়ামুখো ড্যাক্‌রা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি একদিন আমার ঘরে আসতে যেতে নাই? আমি ঘুমিয়ে পড়ি আর উনি টিপি টিপি বড় রাণীর ঘরে যান। বড় রাণীর দুধ বড় মিষ্টি,ছোটরাণীর দুধে গোবরের গন্ধ, না? মুখ ঢাকিস কেন?—(নাসিকার উপরে কীল) আজ তোর হয়েছে কি? তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে ঘটীর বাড়ি মেরে মাথা ভেঙ্গে দেব।

তিনকড়ি। (ছোট)

(বগলার প্রবেশ)

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ার বাঁদর বেদেচোর। যাচ্চ কোথায়, এ দিকে এস, আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করেছিস। ওকেও যেমন দেখিস, আমাকেও তেমনি দেখতে হয়। আমি ত তোর মা'র পেটের বোন না যে, আমার বিছানায় শুলে তোমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আয় ডাক্‌রা ঘরে আয়, (পৃষ্ঠে কীল) আয় ডাক্‌রা ঘরে আয়:—(কীল)

বিন্দ্। আরে মুখপোড়া, কোথায় যাও? আজ তোমারে যমে ধরেচে, যমের হাত ছাড়াতে পার্‌বে না'—তবু যে যাস, হাঁারা বেহায়া বেইমান—(ঝাঁটা প্রহার)। পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েচে, মৌনবতী হয়েচেন। (নাসিকার উপর কীল)

(পদ্মলোচনের প্রবেশ)

পদ্ম। বাড়ীর ভিতরে এত গোলমাল কেন রে; দু-আবাগী কাটাকাটি ক'রে মরছিস্ বুঝি, মর, আপদ যাক্। আমি বলি ঘুমিয়েচে, ঘুম কোথা, বুনো মহিষের মত যুদ্ধ বাধিয়েচে।

বিন্দ্। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে লো!

বগ। তোর নাগর লো।

পদ্ম। তোরা ভাতার গড়িয়ে ঝগড়া কচ্চিস্ না কি?

বিন্দ্। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে গো, এমন জোরের কীলগুলো, এমন চড়গুলো বৃথা গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে?

বিন্দু। চোর, চুরি কর্‌তে এসেছিল, টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিল, আমি বলি তুমি যাচ্চ, তাই গলায় গামছা দিয়ে মার্‌তে লাগলেম, তার পর বগী এসে যোগ দিলে।

আঙ্গুরবালা।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েচ চুরি কত্তে; বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—চল্ ব্যাটা চল্, তোকে পুলিশে দেব,—ওরে হারামজাদা!

চোর। বাবু গো, পুলিশে দেবেন না, আমি আপনার একদিনের মার বাঁচিয়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর ত?

চোর। আমি চোর, না তুমি চোর!

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে রে ব্যাটা?

চোর। তা নইলে রোজ সাত চোরের মার খেয়ে হজম করেন কেমন ক'রে।

পদ্ম। হাঁ ব্যাটা, ঠিক বটে, এ কথা বলেচিস্ বটে, বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্।

চোর। আমি বিশ বছর চুরি কচ্চি, এমন বিপদে কখন পড়িনি; বাপ! যেন চর্‌কি ঘুরিয়ে দিলে! জান্‌তেম, ভাল মানুষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম, ও মা! কোথায় যাব, এ যেন কাল-পেটা হাতুড়ি!

পদ্ম। আচ্ছা বাপু, আমি নেমকহারামি কত্তে চাই নে, তোকে ছেড়ে দিলেম, চ'লে যা!

চোর। বাবু দয়া ক'রে আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দেন, আর আমি কখন এমন কাজ কর্ব্বো না।

পদ্ম। খবরদার ব্যাটা, (জনান্তিকে) তোদের জ্বালায় আমি যাবো কোথা? তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্; তোদের সাহস কি; এই রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, গ্রামের লোক নিশুতি, তোরা কি না এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ বাদিয়েচিস্।—আমি আজ কারো ঘরে যাব না, এইখানে প'ড়ে থাক্‌ব।

কিরণবালা

বিন্দু। বুঝিচি, তোমার ফিকির আমি বুঝিচি, আমি ঘরে যাব আর তুমি বগী আবাগীর ঘরে ঢুক্‌বে,—না ?

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে ব'সে থাক না।

বগ। আর বগী আবাগী ভেসে যাক্‌ ?

পদ্ম। তুমি না হয় চৌকী দাও।

(উপবেশন)

বগ। আমার বেলায় চৌকী দাও, বিন্দীর বেলা কাঁছে বোঁসো — আ পোড়াকপালে, একচোকো, তোমার মুণ্ডুটা ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁড়ো কত্তেম, তা চোর ব্যাটা এসে সতীন হ'ল।—ছোট রাণি, আমার কাঁছে বস, ছোট রাণি, আমার গায় হাঁত বুলোও, ছোঁট রাণি, আমার অন্তর্জ্জলি কর। পোড়ারমুখো, ম'রে যাও, ছোট রাণীর কোল খালি হ'ক। বলে—

'সুয়ো মেগের ষোল আনা, দুয়োর নামে নাই,
একচোকো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই।'

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি, তুই আর কথা কস্‌ নে, পোড়ারমুখো যদি বুঝে থাকে, তোকে ত্যাগ কর্‌বে,—ও তো চোর না, তোর নাগর, তুই নাগর ব'লে আন্‌লি, চোর ব'লে তাড়ালি।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। কালামুখী, কচিখুকী, দুধ তুলচে। এতক্ষণ মন-চোরার গায় দুদ তুল্‌লেন, এখন ভাতারের গায় দুদ তুল্‌চেন,—

মিস্ গভঃর

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, এইটি বৃন্দাবন।

বগ। আজ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে, আমি এই ভাতারের কাছে বসলেম—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন) ওকে বিষ খাইয়ে মারব, তবু তোকে দেব না—ভাতার যমকে দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কইচি; আমার ভাগ ছুঁবি ত ঝাঁটার বাড়ি খাবি,—

বগ। ছোঁব না ত কি, তোকে ভয় করব? এই ছুঁলেম!

(পদ্মালোচনের বাঁ পায় এক কীল)

বিন্দু। আবার পায় তুই এক কীল মারলি, আমি তোর পায় দুই কীল মারি—

(পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কীল)

বগ। তবে তোর পায় তিন কীল— (বাঁ পায় তিন কীল)

বিন্দু। তোর পায় চার কীল— (ডান পায় চার কীল)

বগ। বটে রে সর্ব্বনাশি, তবে দেখবি নাকি কেমন ক'রে তোকে যাড় করি,—দেখ, এই বঁটী নিয়ে এলুম এই দেখ।

(বঁটী লইয়া পদ্মালোচনের বাঁ পায় এক কোপ)

[প্রস্থান।

বিন্দু। আহা। পোড়াকপালী মাচ কোটা ক'রে ফেলেচে।—
তোমায় ভিতরে নিয়ে যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

প্রসিদ্ধ বীণাবাদক আজীম খাঁ।

অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।—

নীলধ্বজ ও বিদূষক (জনা হইতে)

নীল। যাও পুত্র!

ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণাভবনে,
মন্ত্রণার মত কার্য্য করিব পশ্চাতে।

[প্রবীরের প্রস্থান।

বিদূ। আর কি মন্ত্রণা করবেন? যদি ভালাই চাও ত ঘোড়াটি ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হলেই কিছু গোলযোগ; কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, একটা হানাহানি না ক'রে আর ছাড়্‌ছে না। একে সকাল থেকে পুরে হরি হরি, তাতে রাজকার্য্যে নারী, তার উপর বেজায় বাঁকোয়ারা সুত, কিছু জুত আস্‌ছেই মহারাজ! মন্ত্রণা ক'রে কি হবে বল, যা হয় একটা ক'রে ফেল। হরি হে! তোমার মহিমা নিয়ে তুমিই থেক, অন্তিমে দেখ, আর রাজবাটীতে দুটো মোণ্ডা খাবার পথ রেখ।

নীল। বল দেখি সখা, এখন উপায়?

বিদূ। রাজারাজড়া গেল তল,
বামন এখন উপায় বল,
উপায় বড় যোগাচ্ছে না মহারাজ!

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।

বিদূ। হাঁ। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।

নীল। কিন্তু জয় আশা ত কোনমতেই নাই।

বিদূ। আশায় লোক বেঁচে থাকে, তবে নিরাশা ধ'রে যদি কাজটা করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা যে কি ঘটে, তা বলা যায় না

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

শ্রীমতী সত্যবালা দাসী (মিনার্ভা)

বিদূ। অমন কাজ কদাচ কর্‌বেন না মহারাজ! কাঙ্গালের এই কথাটি রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারু কখন হয় না। আমি যদি সাত দিন মোণ্ডা খেতেও না পাই, প্রাণে এলেও মুখে ও নাম আনিনে; কি জানি বাবা! কে কখন্ বৈকুণ্ঠ থেকে রথ হাজির কর্ব্বে, চতুর্ভুজ হ'লে আবার পাশ ফিরে শুতে পারব না। মহারাজ, ঐটি আমার মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ কর্‌বেন না, আর তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন, যাঁরে ইচ্ছা হয় ডাকুন; বাঁকা ঠাকুরটি সোজা পথে চল্‌তে জানেন না, মুনি-ঋষিরা বলে শোনেন না,—যদি বাঁকাটিকে চাও ত সৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে দাও, কপ্নী নাও। লোকে কেবল ভয়ে দয়াময় বলে বৈ ত নয়। দয়াময় ফির্‌ছেন কার উপযুক্ত পুত্রকে শ্রীচরণে স্থান দেবেন, কোন্ সতীর কঙ্কণ খুল্‌বেন, কোন্ কুল নির্ম্মূল ক'রে, গোপাল হয়ে ব'সে ননী খাবেন! করুণাময়ের চরিত্র শুনে আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে মহারাজ! ভোরের বেলা রজকের মুখ দে'খে উঠি, সেও ভাল, কিন্তু শ্রীহরি স্মরণ ক'রে কদাচ উঠছি না, দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সে, তার চৌদ্দপুরুষ অকূলে ভেসেছে।

নীল। ছি সখা, অকারণ কেন কৃষ্ণনিন্দা কচ্ছ?

বিদূ। নিন্দে কি! সংস্কৃত ক'রে এইগুলো বল্লেই স্তব হতো। মুনি-ঋষিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মানে জানেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্ব্বনাশ করেছেন। নাম কি না মুরারি, নাম কি না ধনুর্ধারী, নাম কি না কংসারি, দানবারি—আরির একেবারে কেয়ারি চ'লে গেছে। নাম কি না ননীচোর, নাম কি না বসন-চোর, এই সকল ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের ভিতর।

আবৃত্তি

। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।—

আমার জন্মভূমি।

ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা ;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না'কো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে।
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না'কো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার,
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না'কো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী,
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে।
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না'কো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে যেন ধরি—
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না'কো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু—

অন্তঃপুরে উদ্দীপনা।

ঘুচাব জঞ্জাল সই ঘুচাব জঞ্জাল।
থালা মেজে পান সেজে কাটাব না কাল ॥
হাঁড়ি-কুঁড়ি হাতা বেড়ী দূর ক'রে দাও।
চীনের বাসনগুলি টেবিলে সাজাও।
কাশীদাস কৃত্তিবাস দাও টেনে ফেলে।
সাজাও দেরাজ সই নাটক-নভেলে ॥
ছাই-ভস্ম কিবা লিখে গেছে ব্যাস মুনি।
নাহি তায় গিরিজায়া দিগ্‌গজ রোহিণী ॥
অন্তঃপুর-কারাগারে আর তো রব না।
কেরাণী পতির কথা আর তো সব না ॥
পতি হবে পশুপতি কিংবা জগৎসিং।
ঘোড়া চ'ড়ে অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং ॥
ললিত হলেও চলে নিদেন সুরেন।
ভারতের তরে যেই ধরেছে চিতেন ॥
বক্তৃতা কবিত্ব প্রেম এ পতিতে নাই।
বিদুষী নারীর পক্ষে বিষম বালাই ॥

শ্রীমতী সরোজিনী।

তাই ব'লে আমি সখী ঘুমায়ে রব না।
অভাগী ভারতে আর ঘুমাতে দেব না॥
না ধরিলে লাঠি মোরা ভারত-ললনা।
ঘুমাবে ভারত ভ্রাতা করিবে ছলনা॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ :—

বারাঙ্গনা।

১

বারাঙ্গনা নারী মম অন্তর পাষাণ,
প্রেম কোথা পাবে স্থান, শ্মশান আমার প্রাণ,
রমণী-হৃদয় আমি দিছি বলিদান।

২

ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কোমল,
ছিল অকপট হাস, ছিল প্রেম অভিলাষ,
সে কথা স্মরিলে হায় চক্ষে আসে জল।

৩

অতীত বালিকা-কাল কলিকা যৌবন,
নবীন বিপিন সম, ছিল এ হৃদয় মম,
জানি নি জননী জ্বেলে দিবে হুতাশন।

৪

বিকচ কলিকা ক্রমে আঁখি-বিনোদন,
টল টল ঢল ঢল, কলেবর বিচঞ্চল,
ঈষৎ হাসিয়ে হেরি দর্পণে বদন—

কর্ণার্জুনে দ্যূতক্রীড়া।

৫

হেরিলাম অকস্মাৎ পুরুষ-রতন।
কুসুম-নির্ম্মিত তনু, কেশে বেশে ফুলধনু,
শুভ্র রেখা মাঝে রাখি ফুল-শরাসন।

৬

ফিরায়ে বদন তুলি যুবক চাহিল,
অমনি নয়ন তুলি, কহিল অন্তর খুলি,
নয়নে নয়ন তার মন প্রকাশিল।

৭

ফুরাল প্রেমের কথা জ্বলিল অনল,
পণে তনু বিতরণ, অন্ধ খঞ্জ আকিঞ্চন,
পুড়েছে সকলি আছে রমণীর ছল।

মদিরা।

সরলা তরলা আমি মানব-মোহিনী,
সঙ্গমত রঙ্গ মম কত ;
বাসনার অনুগামী আনন্দদায়িনী
যে চাহে যে ভাবে তাহে রত।

যোগাসনে উচ্চ ধ্যানে উচ্চ কামনায়,
আমি তাঁর হৃদি-আমোদিনী ;
বিরাগী বাসনা তুচ্ছ করে যে হেলায়,
উন্মাদের আমি উন্মাদিনী।

শূর ধরি তরবারি শত্রু-মাঝে ধায় নৃত্য যার অস্ত্র-ঝন্‌ঝনে,
তৃণজ্ঞান করে প্রাণ বীর-গরিমায়, রঙ্গিণী সঙ্গিনী রণাঙ্গনে।
বিলাসী নেহারে হাসি রমণী-অধরে রসবতী দূতী আমি তার ;
ভাসাই মাতাই মন রসের লহরে, রঙ্গে খেলে তরঙ্গের হার।
নীচ সঙ্গে নীচ রঙ্গে করি নীচ সেবা, তরলাঙ্গী ভাবের অধীনী ;
মনে মনে বুঝে দেখ নিন্দ মোরে যেবা, মত্ততার মঞ্চ এ মেদিনী।

---

৩৩ বৎসর পরে ১৩২৫ সাল ২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতায় শোভাবাজারে গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে যে কাঁসারীপাড়ার ও জোড়াসাঁকোর দুই দলের হাফ্ আখড়াইয়ের সঙ্গীত-সংগ্রাম হইয়াছিল, উহার উত্তর-প্রত্যুত্তরের গান-গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাঁসারীপাড়ার প্রথম সখীসংবাদ।

(মহড়া)

বাঁকা ত্রিভঙ্গ এই কি প্রেমের রীতি ?
ভেবে অধীরা, ধৈর্য্যহারা, সম্প্রতি ?
হায় ! অবলা সরলা, হইয়ে ব্যাকুলা, কেমনে এ জ্বালা সয় !
ছলে পাতিলে মায়া-ফাঁদ, সাধিলে সাধে বাদ,
অপরাধ কি হয়েছে শ্রীপতি ?

(মেল্‌তা)

বাঁকা শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে ! ওহে শ্যামশশী হে !
আর কেবা ব্যথার ব্যথী আছে হে বল না,
বঞ্চনা ক'রো না এই মিনতি।

(চিতেন)

কি ভাবে এ ভাব তব কৃষ্ণ কেশব এ সময়।
দেখি অপূর্ব্ব ভাব, ও যে কমল-আঁখি ! বড় হয়েছে প্রাণে ভয়,

(ফুকা)

বাঞ্ছাকল্পতরু কেন হইলে নিরদয়।

তোমায় করুণাময়, ত্রিসংসারে কয়—ব্রজনাথ হে!

হয়ে স্বপক্ষ হৃদয়ধন, বিপক্ষ কি কারণ,

পেয়ে দরশন, শুধাই তাই হে প্রেমময়।

(ডবল ফুকা)

অন্তরে তোমারি ধ্যান, করি নিরন্তর, নব নটবর।

প্রাণ মন পদে সঁপে, ভুলে আছি কালরূপে শ্যাম হে,

তনু কাঁপে অহস্তাপে, দেখি ভাবান্তর।

(মেল্‌তা)

আছে, নাথ তোমা ভিন্ন কি গতি!

যোড়াসাঁকোর উত্তর।

চিঃ—বলিছ নিঠুর সখি, মুখে মধুর তাও তোমার।

পঃ চিঃ—আমি স্বপক্ষ বিপক্ষ, দু'য়ে দক্ষ করিয়ে সুবিচার,

ফুঃ—যদি অন্তরে শশিমুখি ভাব লো আমায়,

কৈ তবে দেখি সুখী, (প্রাণ-সই রে—৫) ও কি লুকোলুকি

ডঃ ফুঃ—আমার ভাবেতে মগনা কর নগনা, হৃদি হায়,

কেন সখি ভয়, ভয় পাবে ভয়, মনে রেখ' ভয়হারি-পায়,

মেঃ—মোহান্ধ সন্দ করে অনিবার॥

মঃ—ছিঃ ছিঃ এ কি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা করি, কত বারে বার,

সো—দেখ অন্তরে কান্ত হাসে, কামহীন মহারাসে,

হৃদাবাসে সে বিহার,

শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

ভঃ—রমণ অমন লো ভূতলে কভু নাহি মেলে,

মেঃ—পিরীতে বাঞ্ছা কেন বল আর ?

মঃ – ছিঃ ছিঃ এ কি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা করি কও বারে বার,

তেঃ—ব্যাকুলা হয়ো না প্রেমময়ই,

মেঃ—পিরীতে বাঞ্ছা কেন বল আর ?

মঃ—ছিঃ ছিঃ এ কি লাঞ্ছনা,—

কাঁসারীপাড়ার দ্বিতীয় সখীসংবাদ।

(মহড়া)

ব্রজগোপিনী সবে কৃষ্ণপ্রাণা। পেয়ে অবলা, এ কি ছলা, বল না ?

হায় ! না বুঝে চাতুরী, শুনিয়ে বাঁশরী, মজেছি আমরা সব,

প্রেমের উপেক্ষায় প্রাণে ভয়, হয়েছে রসময় ; ভব-ভয় ব্রজাঙ্গনা করে না।

(তেহারাণ)

বাঁকা শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে ! ওহে ও শ্যামশশী হে !

প্রেম-বাঞ্ছা গোপনারীর জীবন-সাধনা।

(মেল্‌তা)

"ছিঃ ছিঃ" আর বলা তোমার সাজে না।

(চিতেন)

গোকুলবাসিনী আমি রাধার সঙ্গিনী শ্যামরায়।

কহ কি কথা আজ, শঠ-শিরোমণি ! না বুঝিতে অভিপ্রায়।

(ফুকা)

ব্রজ পরিহরি হরি এসেছ মথুরায়।

রাসের প্রসঙ্গ আজ, কেন তবে হায় ! ব্রজনাথ হে !

রাজনন্দিনী রাধিকার, নয়নে শতধার,

করে হাহাকার, ভাসে সদা নিরাশায়।

(ডবল ফুকা)

পিরীতি-পাথারে শ্যাম, তুমি কর্ণধার, কেবা আছে আর ?

কুঁজী এখন আদরিণী, প্যারী পথের কাঙালিনী শ্যাম হে !

বাঁকায় বাঁকায় গুণমণি, মিলন চমৎকার !

(মেল্‌তা)

ব্রজরাজ আর তো ব্রজে যাবে না ?

যোড়াসাঁকোর উত্তর।

চিঃ—ক্রমেতে ভ্রমেতে তুমি ভ্রান্ত বুঝেছি হায় এখন।

পঃ চিঃ—তুমি রাধিকাসঙ্গিনী বরাঙ্গিনী নহ লো কদাচন ॥

ফুঃ—কোথা মথুরায় বাঁকা হরি, হেথা রাজসাজে কৈ বাঁশী নাহি ধরি,

(তোরে কই রে—৫) নাহি বাহি তরী,

ডঃ ফুঃ—হইলে প্রেমিকা গোপিকা তুমি, এ তত্ত্ব জান্‌তে হায়

নহে কৃষ্ণ আর, হার গোপিকার আধা অঙ্গ রাধা যে আমার,

মেঃ—মহারাস-রঙ্গ শুধু গোপিকার,

মঃ—বৃথা নিন্দে, জান না গোবিন্দে, মথুরায় রূপ তার,

সো—কোথা খেয়ালে, "ভব" পেলে, মাধব-প্রেম ফেলে,

বলে নি "ভয়" গোপিকার,

ওঃ—সুধাও, সুধাও লো সকলে গিয়ে ব্রজধামে !

মেঃ—মহারাস-রঙ্গ শুধু গোপিকার !

মঃ—বৃথা নিন্দে, জান না গোবিন্দে, মথুরায় রূপ তার,

তেঃ—শিখিবি এ তত্ত্ব লো তোরে কই (তোরে কই- ৫)

মেঃ—মহারাস-রঙ্গ শুধু গোপিকার,

মঃ—বৃথা নিন্দে, জান না গোবিন্দে,—(ইত্যাদি)

কাঁসারীপাড়ার প্রথম বিরহ।

(মহড়া)

অনেক দিনের পর, প্রাণ রে ! প্রেমাধীনী হ'লো তোমার পর।
রসিক দেবর ভাজকে লয়ে, দাদার ঘরে থাকবে শুয়ে, প্রাণ রে
অবসর, গুণাকর পেলে হে !

(মেলতা)

বল এ দুর্ম্মতি কেন প্রাণেশ্বর—প্রাণ !

(তেহারাণ)

কি জানি কি হয়, প্রাণ রে ? সুখের আশাতে

(মেলতা)

ভাতারথাকী বলে চিন্তা নিরন্তর প্রাণ !

(চিতেন)

এ কেমন প্রবৃত্তি তোমার, ওরে প্রাণ !
শুনে হাসি পায়, এ কি বিষম দায়, প্রাণ রে ? মুখ দেখান ভার,

(ফুকা)

নাহি নিন্দা-ভয় রসময়. এ সময়, প্রেমাশায়। ওরে প্রাণ প্রাণ রে !
লাজে মরি, তোমার বদন হেরি কি কব তোমায়।

(ডবল ফুকা)

যুবতী সে নয়, ও প্রাণ ওরে প্রাণ !

(মেলতা)

যেমন বুড়ী, তেম্নি তুমি বুড় বর ! প্রাণ !

ফ্রান্সের সীমান্ত যুদ্ধে আহত ভারতীয় যোদ্ধার তুষ্টির জন্য বিলাতের
"গ্রাপটন রঙ্গালয়ে"

'বৃন্দার' ভূমিকায় মিস্ ভেন্দা।

যোড়াসাঁকোর উত্তর - বিরহ।

চিঃ—হইয়ে সুশীলা সতী, ও কি তিরস্কার।

পঃ চিঃ—বাক্যবাণ কেন হান প্রাণ (প্রাণ প্রাণ) এ কি অনাচার॥

কুঃ—তত্ত্ব জেনে সব, কলরব মিছামিছি কর, (ওরে প্রাণ)

বিষ-বিষে, হায় জল কিসে (প্রাণ রে প্রাণ) ভাঙো নিজ ঘর॥

ভঃ কুঃ—রাণী অতি সতী, রেখেছে আয়তি জলন্ত চিতায়।

(ওরে প্রাণ জলন্ত চিতায়, প্রাণ রে প্রাণ)

মেঃ—সে কি শয়ন করে আন শয্যায় ?

মঃ—গুরু যে আমার, কর্ণধার (ওরে ধন) ভাবসাগরে।

সো—অধিকার আছে তাঁর রাজ্যে, নহে সে দেবরের ভার্য্যে,

বুঝে লও ধনি (ওরে প্রাণ রে) বুঝে লও ধনি।

মঃ—চির-অনল জলে লো চিতায়।

মঃ—গুরু যে আমার, কর্ণধার (ওরে ধন) ভাবসাগরে।

তেঃ—মস্করা আমারে, (ওরে প্রাণ) ছি লো ছি !

আস্কারা দি, তাতে ধন, দেখি খুব সেজে কর জ্বালাতন,

(ওরে প্রাণ) ছি লো ছি ! (ওরে আমার প্রাণ) ছি লো ছি !

মেঃ—সে কি শয়ন করে আন শয্যায় ?

মঃ—গুরু যে আমার—(ইত্যাদি)

নক্সা

আমার প্রিয়ে।

সঙ্গ আমার স্বজনী আমার ভার্য্যা আমার আমার প্রিয়ে।
কেন লো প্রেয়সী রেখেছ এমন কেন লো প্রেয়সী কপাট দিয়ে ॥
কেন লো প্রেয়সী বিগলিত মন, কেন লো প্রেয়সী কাঁদ ফুঁপিয়ে।
জলজ্যান্ত পতি বসে তোমার, যায়নি তো তারে শ্মশানে নিয়ে ॥
কিসের কান্না দেখসে রান্না কিসের ধন্না আছ বসিয়ে ?
জলজ্যান্ত পতি চেঁচায়ে ডাকে, কর্ণে কি তা পশেনি গিয়ে ॥
কাঁদিছ যে তুমি ক্রুদ্ধ নীরবে রুদ্ধ করিয়া কক্ষদ্বার,
এখনো জুড়িয়া অর্দ্ধভবন নিশ্বাসধ্বনি স্বনিছে যার,
কচি ছেলে যার ক্ষুধায় কাঁদিল মেয়েটা উঠিল দেখ জাগিয়ে।
তুই কি রে নোস্ তাদের জননী, তুই কিরে নোস্ আমার প্রিয়ে ॥
কিসের কান্না দেখসে রান্না কিসের ধন্না আছ বসিয়ে ?
চিৎকার করি মুরজ-মন্দ্রে ডাকিতে ডাকিতে বিকাল যায়,
ছাড় না লজ্জা তুমি না উঠিলে কে দিবে অন্ন কে দিবে পান,
অথবা তোমার ধূলায় শয়ন হায় হায় কাণ্ড হ'ল কি এ।
মা কি তোমায় বকেছে ঝকেছে এখনো তবু কি আছে সে জিয়ে ॥
যদিও প্রেয়সী বকেছে তোরে কেঁদে কেন নিশি করিছ ভোর,
কালি সকালে বাহির করিব বাড়ী হতে তারে করিয়া জোর,
মায়ে ঝিয়ে তবে রেগো না, সবে তো আমার একটি বিয়ে।
স্বার্থ আমার সাধনা আমার লক্ষ্মী আমার—আমার প্রিয়ে ॥

গৃহিণীর মানভঞ্জন।

আমি এসেছি এসেছি এসেছি হাতে ল'য়ে জড়োয়ার কান।
আজি আমার যা কিছু আছে, দিয়েছি স্যাকরার কাছে,
ভাঙ্গিতে তোমার শুধু মান॥
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ গহনাখানি,
বসিনু পাতিয়া জানু, হ'য়ে দেখ জোড়পাণি,
করুণা করিয়ে প্রিয়ে, বারেক দেখ গো চেয়ে,
জুড়াক্ এ তাপিত পরাণ;
তোমা ছাড়া আর নাই, মাতা, ভগ্নী কিংবা ভাই,
কেহ নহে তোমার সমান॥
তোমার গরীব পতি করিয়ে কেরাণীগিরি,
কত খেয়ে লাঞ্ছনা তিরিশটি দিন ধরি,
যা আনি মাসের শেষে, অবিলম্বে ঘরে এসে,
তোমারেই করি সব দান;
আর যে যথায় আছে, কে বল তোমারি কাছে,
তুমি মোর ধ্যান মোর জ্ঞান॥
তোমার হুজুরে আজি হাজির হয়েছে দাস,
চাহ গো নয়ন-কোণে হাস গো মধুর হাস,
বিধু-মুখে হাসি হেরি, নাহি খেদ যদি মরি,
সে মরণ স্বরগ সমান।
ত্যজ প্রিয়ে ত্যজ রোষ, ক্ষম যা করেছি দোষ,
না হয় মলিয়া দেহ কান॥

কর্ণার্জ্জুন নাটকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায়
শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ঘর-জামাইয়ের খেদ।

ঐ নিশিতে ঝগড়া করে আর নিত্যি ডাকে ভোর বেলা।
ভোর বেলাটা উঠ্‌লে শুধুই করে গা জ্বালা ॥
বেলা আটটাই না বাজতে, লাগ্‌লেন তিনি চেঁচিয়ে ডাকতে,
হয় ডেকে ডেকে ক্ষমা দিতে, রোষে গায়ে মারেন এক ঠেলা ॥
সেই ঠেলার চোটেই চেয়ে দেখি,
বেলা দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি,
কাজেই বিছানাটা ঝেড়ে রাখি,
ঐ চা খেতে হয় চার পাঁচ পেয়ালা ॥
রেগে মেগে লাগ্‌লেন বকতে, বল্‌লেন যাবি না তুই বাজার করতে,
এর পর বাজার ক'রে হবে আন্‌তে, তবে কোত্থেকে হবে রে গেলা ॥
কি করি বাজারে যাই, মনে কিন্তু সুখ নাই,
ঐ বাজারেতে দু এক পয়সা দস্তুরীটা পাই ;
তাও সঙ্গে আবার দিয়ে দেয় গো, ছোট এক শালা !
তাতেও ত নাই রেহাই, ঐ উনুন ধরাতে যাই ;
আর এদিক ওদিক যদি চাই, অমনি পিঠে পড়ে কাঠের চেলা।
আমার আর কি সুখ বেঁচে, বল্‌লুম শেষ বন্ধু এবার কেঁচে,
যা কিছু আছে বেঁচে, কাশী কি মক্কা যাই,
বলে আছে সোজা রাস্তা, আছে রে মড়া যা তুই নিমতলা,
শুন্‌লেন ত সব কাহিনী, চাই না আমি এমন গিন্নী ;
গিয়ে ছত্রের মেলায় পাঁচ সিকি সিন্নি দিয়ে
কোন বষ্টমীর গলায় দেব মালা ।

কর্ণার্জ্জুনে নাটকে অর্জ্জুনের ভূমিকায়

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

কৃষ্ণ-রাধা-সংবাদ।

কৃষ্ণ বলে আমার রাধা বদন তুলে চাও।
আর রাধা বলে কেন মিছে আমারে জ্বালাও।
মরি নিজের জ্বালায় ॥
কৃষ্ণ বলে রাধে দুটো প্রাণের কথা কই,
রাধা বলে এখন তাতে মোটেই রাজি নই,
সর ধোঁয়ায় মরি।
কৃষ্ণ বলে সবাই বলে আমায় মোহন বেণু,
রাধা বলে ওহো! শুনে আমি মরে গেনু,
আমায় ধর ধর (ওগো)।
কৃষ্ণ বলে পীতধড়া বলে আমায় সবে,
রাধা বলে বটে! হ'ল মোক্ষ লাভটি তবে,
থাক আর খাওয়া দাওয়া।
কৃষ্ণ বলে আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো,
রাধা বলে তবু যদি না হতে মিশ কালো,
রূপ তো ছাপিয়ে পড়ে।
কৃষ্ণ বলে আমার রূপে মুগ্ধ ব্রজবালা,
রাধা বলে ঘুম হচ্ছে না এতো ভারি জ্বালা,
(ওগো) তাতে আমার কি.
কৃষ্ণ বলে শুনি হরি লোকে আমায় কয়,
রাধা বলে লোকের কথা কোরো না প্রত্যয়,
লোকে কি না বলে।

কর্ণার্জ্জুন নাটকে দ্রৌপদীর ভূমিকায়
শ্রীমতী নিভাননী।

বীণার ঝঙ্কার

কৃষ্ণ বলে রাধে তোমার কিবা রূপের ছটা,
রাধা বলে হ্যা হ্যা কৃষ্ণ তা বটে বটে,
তাতো সবাই বলে।
কৃষ্ণ বলে রাধে তোমার কিবা চারু কেশ,
রাধা বলে কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ,
(তোমায়) সেটা বল্‌তে হবে।
কৃষ্ণ বলে রাধা তোমার দেহ স্বর্ণলতা,
রাধা বলে কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা,
(যেন) সুধা ঝরে।
কৃষ্ণ বলে এমন রূপ দেখিনি তো কভু,
রাধা বলে হ্যা, আজ সাবান মাখিনি তবু,
নইলে আরও সাদা।
কৃষ্ণ বলে তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে,
রাধে বলে এ সব কথা বল্‌লেই হত আগে,
(সব) গোল তো মিটেই যেত॥

পূজার কোঁৎকা।

হায় হায় পূজার ছুটী এলো।
(আমার) বছর শেষে শ্বশুর বাড়ী যাওয়া ঘুচে গেল।
এই বিদেশেতে চাকরী করি ২৫৲ টাকা পাই,
যা পাই তা'তে প্রাণ-প্রেয়সী যা' চা'ন যোগাই তাই,
এত ক'রেও প্রিয়ার আমার মন ত নাহি পাই।
পতিব্রতার তরে শেষে আফিং খেতে হ'লো॥

কর্ণের প্রতিজ্ঞা।

পূজার সময় দেখতে প্রিয়ায় যাব কেমন ক'রে,
না নে গেলে, যা' চান, ঢুক্‌তে পাব না'ক ঘরে ;
বলেছেন দূর কর্‌বেন ঝাঁটার বাড়ী মেরে,
আহা ! পতিব্রতা পতিকে তাঁর এমনি বাসেন ভাল ॥
হন্দ হ'লাম ফর্দ্দ দেখে শুকিয়ে গেল প্রাণ।
হাজার দেড়েক না হ'লে ভাই পাব নাক ত্রাণ,
চাই স্নোণার চুড়ি আট গাছা আর চাই জড়োয়ার কান ;
আবার দশ আঙ্গুলে পাথর দেওয়া আংটীও চাই ভালো ॥
এক জোড়া চাই বেনারসী, জ্যাকেট গোটা দুই,
নইলে থ্যাংরা মেরে তাড়িয়ে দেবেন আমায় রসময়ী,
গজ পাঁচ ছয় স'াচ্চা জরির মাথার ফিতেও চাই ;
আমার ক্ষুদ্র প্রাণে কেমন ক'রে এত পারি বল ?
ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ চড়া সয় নাক তাঁর ধাতে,
দু'টো "হাস্‌নাহানা" চাই গোটা দুই "হেকো" তার সাথে,
ডজন দু'য়েক জবাকুসুম মাখবেন বলে মাথে,
নইলে গরম মাথা কেমন ক'রে ঠাণ্ডা হবে বল ?
যা শুন্‌লে ফর্দ্দ নয়ক অর্দ্ধ—আরও অনেক আছে,
বাড়বে পুঁথি ভয় পাবে ভাই বল্‌বো না আর মিছে।
এত কিন্‌তে পার্‌লে তবে আমি যা'ব প্রিয়ার কাছে ;
এখন যা'ব কি না শ্বশুরবাড়ী তোমরা সবাই বল ?

কর্ণার্জ্জুন নাটকে দুঃশাসনের ভূমিকায়
শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানভঞ্জন ।

প্রিয়ে কলহশীলে-মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
ভীষণ-জঠরানলো দহতি উদরাশ্রয়ম্ ।
দেহি মুড়ি-মুড়্কি জলপানম্ ।
যদি উনুনে আঁচ দাওনি গো,
অফিস যদি কিঞ্চিদপি দেরী করি পৌঁছিতে,
অমনি সখি প্রলয়মতিঘোরম্,
স্ফুরদধরসীধবে রক্তমুখ-চন্দ্রমা,
ভীষয়তি লোচন-চকোরম্ ॥
(ভয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরে)
সত্যমেবাসি যদি গিন্নি ময়ি কোপিনী,
দেহি দুটি চড় কি দুটি চিমটি,
ঘটয় কটিবন্ধনং কুরু কিছু রন্ধনম্,
তৎসহিত কর দন্তখিচুটী,
(যদি তাতেও রাগ নাহি পড়ে)
ত্বমসি মম বাঁধুনী ত্বমসি মম রাঁধুনী,
ত্যজহ ছিঁচ্‌কাঁদুনি ফোঁস্ ফোঁস্,
এগুনি গহনা বিনা প্রাণই যদি না রহে,
কর্জ্জ করিয়া করিব তব দিল্‌খোস্ ॥
(আমার এ ভিটে নয় বিকিয়ে যাবে)

কলির ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা কে আছে এমন হিন্দু।
আমাদেরই কোন্ পূর্ব্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু॥
গিরি গোবর্দ্ধন ধরেছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংশে।
তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে জন্মেছিল এ বংশে॥
বাবা এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে।
তোমরা আমাদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কৈতে॥

আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোয় না বটে আগুন।
কিন্তু কথার দাপটে এ দুনিয়া মারি, সাহস থাকে তো লাগুন॥
যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে করতে পারিনে ভস্ম।
কিন্তু হাওয়াই তর্কে গিরি উড়ে যায় তোমরা আবার কস্য॥
বাবা, এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে।
তোমরা আমাদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কৈতে॥

পৌরোহিত্য ক'রে থাকি আর ক'রে থাকি গুরুগিরি হে।
আর নরক হইতে দুহাত তুলিয়া দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে॥
অনুস্বার আর বিসর্গের যোগে বাজাই এমন আখড়াই।
যে যজমান আর শিষ্যবর্গে বেমালুম ভাবে পাকড়াই॥
বাবা, এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে।
তোমরা আমাদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কৈতে॥

যদিও করেছি চটির দোকান ঠেলছি বেড়ি ও হাতাটা।
কিন্তু টিকিটা শুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা॥

মদ্‌টা আস্‌টা খাই মাঝে মাঝে, প'ড়েও থাকি গো খানাতে।
আর ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিতে না পেরে ধরেও নে যায় থানাতে॥
বাবা, এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে।
তোমরা আমাদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কৈতে॥

যদিও ভুলে সন্ধ্যা-গায়ত্রী জপ তপ ধ্যান ধারণা।
কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব কোথায় যাবে? সোজা কথাটা বুঝিতে পারো না?
টুক্ ক'রে ঢুকে চাচার দোকানে খাই নিষিদ্ধ পক্ষী॥
আর ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে বসি বাবা বলে ছেলে লক্ষ্মী॥
বাবা, এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে।
তোমরা আমাদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কৈতে॥

পৌরোহিত্য।

আমাদের ব্যবসা পৌরোহিত্য,
আমরা অতীব সরল চিত্ত,
হিত যা করি জানেন গোঁসাই, হরি যজমান-বিত্ত॥
মোদের পুঁজি এ পৈতে গাছি,
রোজ যত্নে সাবানে কাচি,
আর তালতলা চটি পেন্‌সন দিয়ে ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি
দেখছ আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে কাট্‌তে পেলেই তুষ্ট॥

ইরাণের রাণী নাটকে—ইরাণের রাণীর ভূমিকায়
শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

আছে ব্রতের একটি লিষ্টি,
তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি,
আমরা সব চেয়ে দেখি সোপকরণ মিষ্টান্নটাই মিষ্টি ॥
দেখ রেখে গেছে বাপ-দাদা,
ঐ মন্তর গাদা গাদা,
আর, যেমন তেমন করে আওড়াও দক্ষিণাটি ত বাঁধা ॥
মোদের পসার বিধবা দলে,
এই পৈতা টিকির বলে,
দক্ষিণে ভোজনে বেড়ে যুত, আর মন্ত্র যা বলি চলে ॥
ঐ সুন্দর-শোভাকরং,
আর কাশ্যপেয়ং দিবাকরং,
মন্ত্রে লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে, বলি "দক্ষিণাবাক্য করং" ॥
বড় মজা এ ব্যবসাটাতে,
কত ফল যে মোদের হাতে,
ঐ ফল লাভ আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য দক্ষিণার অনুপাতে ॥
সাঁঝে এক পাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী দুটো ফুল ফেলে দিয়ে, দু'শো কালীপূজা সারি।
আমরা ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্ম,
আমরা বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম্ম,
কিন্তু নিজের বেলায় খাঁটি টেনেও, নেই অকরণীয় কুকর্ম্ম ॥

ডেপুটীবাবুর কন্যা।

এ পোড়া ভাগ্যে হয়েছেন তিনি ডেপুটীবাবুর কন্যা।
কাজেই তিনি ভবার্ণবে অঙ্গনাকুলে ধন্যা॥
দেখিতে তিনি ত মা কালী যেমন, খোঁপাটি তাঁহার বড়ীর মতন,
হাতীর মতন গড়ন পেটন, তায় চলেন আবার হেঁকন টেঁকন,
পাড়ার সকলে বলে গো তাঁহারে রূপসী অগ্রগণ্যা।
কারণ ডেপুটীবাবুর কন্যা—
হিলতোলা জুতো পরিয়া তিনি যে হাঁটেন নেংচে,
চুলটি এলিয়ে পরেন শাড়িটি গাউনের মতন,
ময়ূরী যেমন পেখম তুলিয়া,
কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইবে রূপসী অগ্রগণ্যা॥
কারণ তিনি ডেপুটীবাবুর কন্যা—
লিখিতে পারেন ভেঙ্গে চুরে বেঁকে,
কাক্‌টা বগটা হাতে কালি মেখে,
যুক্তবর্ণ লিখিতে হইলে আলুচেরা চোখ ওঠে গো কপালে,
পাড়ায় অথচ তাঁহার সমান নাহিক বিদুষী অন্যা।
কারণ ডেপুটীবাবুর কন্যা—
মাঝে মাঝে তিনি ধরেন যে তান,
নাকি সুরে আর সিঁটকে কপাল,
নাম গাও রে সবাই তাঁহার সমান নাহিক দয়াল,
কাজেই তিনি গো গাহিতে বাজাতে পাড়ার মাঝে অনন্যা॥
পোড়া বরাতের দোষে কচিতে কখন,
পাকশালে তিনি করিলে গমন,

তরকারিগুলি লাগে আগাগোড়া,
হয় ত আলুনি, নয় নুণে পোড়া,
রাঁধিতে বাড়িতে তাঁর তুলনায় পাড়ার সবে নগণ্য।
কারণ ডেপুটীবাবুর কন্যা—
পাড়ার ত সবে বলে সমস্বরে,
তাঁর মত মেয়ে পড়ে না নজরে,
নিখিল ভুবনে নিখুঁত এ নিধি,
নিরজনে বসি নিরমিলা বিধি,
আমারি বেলায় কথায় কথায় চোখে তাঁর ডাকে বন্যা।
কারণ ডেপুটীবাবুর কন্যা—
এ কথা মানিতে আমার তরফে ভয়ানক ত্রুটি,
এ পোড়া বরাতে কখন আমার তিনকুলে কেউ হয়নি ডেপুটী,
কাজেই তাঁহার আমারি বেলায় নয়নে ডাকে বন্যা।
কারণ ডেপুটীবাবুর কন্যা—

গোপের রসিকতা।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন কুঞ্জবনে।
তুই শালা জান্‌লি কেমনে॥
দেখে এলেম সাঁজের বেলায় বাঁশী বাজে কদমতলায়,
সখের টানে আকুল প্রাণে তাইতে রাধা একপ্রাণে।
নিতান্তই মরণ তোর, তুই শালা জুয়াচোর;
লাঠির ঘায়ে প্রাণ হারাবি যাবি যম-ভবনে॥

ইরাণের রাণী নাটকে—নর্ত্তকীর ভূমিকায়
শ্রীমতী নীহারবালা।

বউ বাছাই।

বেশ বুঝে সুঝে কাজ কোরো ভাই
করবে যখন বিয়ে।
না বুঝে কাজ করলে শেষে
জলবে হে বউ নিয়ে ॥
বউ সুন্দরী যে হয়,
স্বামীটি তার গো-বেচারী সদাই করেন ভয়,
হুকুমে ওঠেন বসেন আঁচল ধ'রে রয়—
স্ত্রীর কথায় বাপ চাকর হয়—
রাঁধায় সে মাকে দিয়ে ॥
স্বামী পায় না কো তার মন,
কখন পান থেকে চুণ খসবে ভেবে সদাই উচাটন,
একটু হ'লেই ত্রুটি, সকল মাটী যায় বুঝি জীবন,
সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হ'লে সদাই ত্রাস্ত হন ভজুর ॥
বউ হয় যদি কালো,
বাইরে কালো হ'লেও হয় হৃদয়টি বেশ ভাল,
সেই কালো রূপেই প্রাণের পতির হৃদয় করে আলো,।
প্রাণ-পোরা তার পতির প্রেমে, প্রেমেই থাকে ভোর হ'য়ে।
বউ কালো যদি হয়,
আপনি রেঁধে যতনে সে পতিরে খাওয়ায়,
আগুন-তাতে হিষ্টিরিয়ায় করে না সে ভয়,—
তার নাই অশান্তি, সদাই শান্তি, সদাই থাকে প্রেম নিয়ে ॥